গিরিশ-গ্রন্থাবলী

চতুর্থ ভাগ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ-বিরচিত
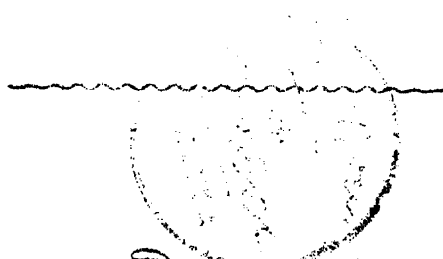
প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
'গিরিশ-ভবন' ১৩নং বসুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

কার্ত্তিক ১৩৩৫ সাল।

[মূল্য দুই টাকা, বাঁধাই আড়াই টাকা।

সূচিপত্র

—:০:—

ভ্রম সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
গল্প শুন্‌গে, ও ঘুমুগে।	গল্প শুন্‌গে ; ও ঘুমুক্।	১১	১৬
অনুরাগে কেন বিতরাগ,	অনুরাগে কেন' অনুরাগ,	১২২	২৩

প্রফুল্ল

(সামাজিক নাটক)

[১৬ই বৈশাখ, ১২৯৬ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

চরিত্র

পুরুষ।

যোগেশচন্দ্র ঘোষ	... ...	ধনাঢ্য ব্যক্তি।
রমেশচন্দ্র	... ...	ঐ মধ্যম ভ্রাতা (এটর্ণি)।
সুরেশচন্দ্র	... ...	ঐ কনিষ্ঠ।
যাদব	... ...	ঐ পুত্র।
পীতাম্বর	... ...	ঐ কর্ম্মচারী।
কাঙ্গালীচরণ	... ...	ডাক্তার।
শিবনাথ	... ...	সুরেশের বন্ধু।
মদন ঘোষ	... ...	বিয়ে-পাগলা বুড়ো।
ভজহরি	... ...	কাঙ্গালীর ভাগিনেয়।

অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যাঙ্কের দেওয়ান, ইনেস্‌পেক্টার, জমাদার, পাহারাওয়ালাগণ, ইণ্টারপ্রেটার, অন্নদা পোদ্দার, উকিলগণ, মেট, কয়েদীগণ, জেল-ডাক্তার, ব্যাপারিদ্বয়, শুঁড়ি, মাতালগণ, মুটে, ডাক্তার, সহিস, ভৃত্য, দরোয়ান, সার্জ্জন, জনৈক লোক, টারণ্‌কি (জেলদ্বার-রক্ষক) ইত্যাদি।

স্ত্রী।

উমাসুন্দরী	... ...	যোগেশের মাতা।
জ্ঞানদা	... ...	ঐ স্ত্রী।
প্রফুল্ল	... ...	রমেশের স্ত্রী।
জগমণি	... ...	কাঙ্গালীর স্ত্রী।

খেম্‌টাওয়ালীদ্বয়, বাড়ীওয়ালী, পরিচারিকা, একজন ইতর স্ত্রীলোক ইত্যাদি।

সংযোগ-স্থল—কলিকাতা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা।

উমা। মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটটী আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন করে রেখো; মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাকবেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে; দেওর দুটীকে পেটের ছেলের মত দেখো। জান্‌বে, তোমার যাদবও যেমন—রমেশ, সুরেশও তেমনি। মেজবৌমাকে যত্ন করো। মা, আপনার পর সব যত্নের, তুমি মেজবৌমাকে যত্ন কল্লে তোমাকে মার মতন দেখ্‌বে। আর নিত্য নৈমিত্তিক পাল-পার্ব্বণ বার-ব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখো। এখন গিন্নী হ'লে, সব দিকে বুঝে চলো, বরং দু'কথা শুনো, তবু কারুকে উঁচু কথা বোলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়িও; আর কি বলব মা, পাকা চুলে সিঁদূর প'রে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘর-ঘরকন্না কর।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ মা, তুমি কি আর বৃন্দাবন থেকে আস্‌বে না?

উমা। কেমন ক'রে বলবো মা, গোবিন্দজী কি পায়ে রাখ্‌বেন!

জ্ঞানদা। না, মা, তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খা

খাঁ করবে। আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে কর্‌তে পার্‌বো, তোমার আদরে আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর-ঘরকন্নার কি জানি মা!

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী! তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড়-বাড়ন্ত; তোমায় কচি বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েছি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি—তোমা হ'তে আমার ঘর-ঘরকন্না সব বজায় থাক্‌বে।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফুল্ল। মা, তুমি হেথায় রয়েছ, আমি তেল নিয়ে সৃষ্টি খুঁজ্‌ছি, তুমি রোজই বেলা করবে, রোজই বেলা করবে; আমি ভাত চাপা দিয়ে এয়েছি, তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো; তা তুমি তো নাইবে না; এস নাইবে এস।

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিট্‌ল না।

প্রফুল্ল। তুমি খেতে দাও বুঝি? যে দিন চাই, সেই দিন বল, পেটের অসুখ করবে।

উমা। তা এইবার আমি ম'লে খুব একমাস ধ'রে ডালবাটা খাস্।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ মা, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক, তার পর যাবি।

প্রফুল্ল। নেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে? উনুন ধরাবে কে? পাথর মেজে দেবে কে? মনে কচ্ছো ঝি রাখ্‌বে? সে বাসনে সগড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো? সেই আমায় মাজতে দাও নি—একদিন ডালের খোসা, এক দিন শাকের কুচি ছিল;—আমায় নিয়ে চল।

জ্ঞানদা। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পার্‌বি?

প্রফুল্ল। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে না কি? ও মা, তুমি কি নিষ্ঠুর মা! ওঃ হরি! তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ! তুমি যার যাদবকে ফেলে যাচ্ছ! এই মাসেই আস্‌বে, তুমি তো একুশে যাবে?

উমা। আঃ! দাঁড়া বাছা, আগে যাওয়াই হোক্।

প্রফুল্ল। ওমা, শীগ্‌গির এস, বটঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা, ভাত খেগে যা, তার পর আমার পাতে খাস এখন; আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে যাচ্চি।

প্রফুল্ল। না, না—তুমি শীগ্‌গির এস, আমি তেল নিয়ে বসে রইলুম। [প্রফুল্লর প্রস্থান।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক ক'রে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম; তুমি মেয়ে গাড়ীতে থাক্‌বে, আমরা আলাদা গাড়ীতে থাক্‌ব, সে নানান লটখটি, ঐ একগাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খাওনি?

যোগেশ। না একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও। আমি দেনা পাওনা গুলো তুলে দেব। আর বল্‌ছিলুম কি, চাটুয্যে ঠাকুরপোর তো কিছু নেই, ঢের সুদ খেয়েছি, ওর বন্ধক জিনিষগুলো ফিরিয়ে দিও।

যোগেশ। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা, বলছিলুম কি, বামুনগিন্নীর বড় সাধ, আমার সঙ্গে যায়, হাতে কিছু নেই, একজন বামুনের মেয়ে আমার সঙ্গে থাক্‌তো—

যোগেশ। মা, তুমি 'কিন্তু' হ'য়ে বল্‌ছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। বাবার কিছু কত্তে পারি নি, তুমিও কখন কিছু ভার দাও নি, তুমি 'কিন্তু' হ'লে আমার মনে দুঃখ হয়।

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরেছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ, আমি কখন তোদের একটা ভাল সামগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি, কিন্তু বাবা, তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছা হয়েছে, দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই। যারা যারা ধারে, তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটি আমার ইচ্ছে। শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আস্‌তে হয়, পাওনা নিতেও আস্‌তে হয়। গোবিন্‌জী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে যাই, আর না ফির্‌তে হয়! তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সড়িয়ে হাজার টাকা।

যোগেশ। তা তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও,।

উমা। তাই বল্‌ছি বাছা, তুমি উপযুক্ত সন্তান, তোমায় না ব'লে কি কিছু পারি; তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিইগে, আর যার যা জিনিষ বন্ধক আছে, ফিরিয়ে দিই গে।

যোগেশ। মা, সে পাগলা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়, কোথায়?

যোগেশ। আমি তারে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেমনই পাগল আছে।

উমা। বাবা সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌লামো ক'রে বেড়ায়। ও সব লোক কি ধরা দেয়!

(মদন ঘোষের প্রবেশ)

মদন। এই যে যোগেশের মা আছ, যোগেশ আছ।

উমা। বাবা, প্রণাম হই।

মদন। আমি বল্‌ছিলুম কি, বংশটা লোপ হ'ল—যা হয় ক'রে একটা বে থা দেও না। যেমন মেয়ে হয়, একটা পুত্র সন্তান নিয়ে দরকার। শুন্‌ছি, তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছো, আমারও ঐ সঙ্গে একটা সম্বন্ধ কর। বয়স আমার বেশী নয়, কিসের বয়স!

যোগেশ। মদন দাদা, তোমার ক'নে গড়াতে দিয়েছি—মোটা মোটা সুঁদরীর চেলা দিয়ে!

মদন। ওই ঠাট্টা কর, ওই ঠাট্টা কর, বংশটা লোপ হয় যে!

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ ক'রো না। তোমার নাত বোয়েদের আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বে এস। তোমার মেজ নাত বো'র আজও ব্যাটা হয় নি, আর একটা মাদুলী দিতে হবে।

মদন। ব্যাটা হয় নি, সে কি? চল তো, চল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিষগুলো বার ক'রে দিও।

যোগেশ। আচ্ছা মা।

[উমাসুন্দরী ও মদন ঘোষের প্রস্থান।

জ্ঞানদা। ঠাকরুণের এক কথা—ওরে পাগল ব'ল্লে বড় রাগেন।

যোগেশ। ঐ যে ওঁরে মাদুলী দিয়েছিল, তার পর আমরা হয়েছি।

জ্ঞানদা। ও মা! তুমি এখন আবার কাগজ নিয়ে বস্‌লে কি গা! নাইবে টাইবে না?

যোগেশ। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে মা যে সব জিনিষপত্র বন্ধক রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো, ছোট সিন্ধুকে আছে।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা, তোমাদের কদ্দিন হবে?

যোগেশ। মাকে রেখেই চলে আস্‌বো; তার পর যা হয়—

জ্ঞানদা। যা হয় কি, একটা মুখের কথাই খসাও, কাজ তো বারমাসই আছে। নাও, খাও দাও, মন নিবিষ্টি ক'রে কাগজ নিয়ে বসো এখন।

যোগেশ। মাকে রেখে এসে ভাবছি, দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌ব, তুমি যাবে? যাও তো, নিয়ে যাই।

জ্ঞানদা। আর অতোয় কাজ নেই, মাকে রেখে এসে উনি আবার বেড়াতে যাবেন! আজ সাত বচ্ছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ।

যোগেশ। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জ্ঞানদা। তা খেয়ে দেয়ে তো বেড়াতে যাবে? স্নান কর গে; বাবা ভ্যালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু! কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্ নেই!

যোগেশ। সক্ করবো কি, সক্ করবার কি দিন পেয়েছিলুম। তুমি তো জান না, দুটী অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি করে চালিয়ে এসেছি; বাবা মরে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে দুটী অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধ'রে খোলার ঘর ভাড়া ক'রে রইলুম। সে এক দিন গেছে, এখন ঈশ্বর-ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি। এক দুঃখ সুরেশটা মানুষ হ'ল না; তা ভগবান্ সকল সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জ্ঞানদা। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পূজো করি নি। তোমার সব গুণ—ঐ একটু ঢুক্ করে খাওয়া কেন? আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে; ঐ এক কাঁচ্চা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়!

যোগেশ। আমি তো আর মাত্‌লামো ক'র্‌তে পাইনি, হাড়ভাঙা মেহনত হয়, গা-গতর কাম্‌ড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয়—এ কি জান, বিষ বল বিষ, —অমৃত বল অমৃত।

জ্ঞানদা। অত হাড়ভাঙা মেহনতেই দরকার কি?

একটু কম ক'রে কর ; ও খাওয়ায় কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।

যোগেশ। পাগল !

জ্ঞানদা। পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হয়েছে।

যোগেশ। ক'দিন ভাবনায় ভাবনায় ক্ষিদে হচ্ছে না, তাই একটু একটু খাচ্ছি ;—রমেশ ব্যস্ত আছ ?

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। আজ্ঞে না।

যোগেশ। বেরোবে না ?

রমেশ। আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না।

যোগেশ। বেরিও হে, আদালত বন্ধই হোক আর যাই হোক, বেরুনো ভাল। শোনো একটা কথা বলি, যদিচ আমরা পৈতৃক সম্পত্তি কিছু পাই নি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম, নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম্ম কর্‌তে পাত্তেম না ; সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ কর্‌তে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভেতর শুয়ে—ফিরে দেখতুম আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়্‌তো ; সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল। আমার যা বিষয় আশয়, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী, এই কাগজখানি দেখ, একখানি বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি, কি জানি, পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে, তীর্থ-ধর্ম্ম করুন, তারিই ভাড়া থেকে চল্‌বে ; আর মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারই সুদ বৃন্দাবনে পাঠান যাবে, আর বাকী বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে, তুমি এটর্ণি হয়েছ, উকিল পাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয় আমায় বল, সেই ভাগ তোমার। আর সুরেশের কি করা যায় ? ওতো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে, এখন কিছু হাতে না পায় তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমেশ। দাদা, আমাদের কি পৃথক ক'রে দিচ্ছেন ?

যোগেশ। না ভাই তা নয়, এত দিন মা ছিলেন, এখন বৌয়ে বৌয়ে বন্‌তি হোক্ না হোক্ ; তুমি পরে বুঝ্‌বে যে সম্পত্তি বিভাগ হওয়াই ভাল ; এক বখ্‌রা যা আমার থাক্‌বে, তা থেকে আমার চল্‌বে ; একটা ছেলে—আর আমি কাজকর্ম্ম করবো না, ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমাদের বাড়্‌-বাড়ন্ত হোক, যাদবকে দেখো, আমি দিনকতক বেড়িয়ে আসি, এক অন্নেই রইলুম—তবে বিষয় চিহ্নিতনামা হ'য়ে রইল, এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে থাক্‌বে, তা তিন ভাগ কত্তে ব্যাঙ্ককে এড্‌ভাইস (**Advice**) করেছি।

রমেশ। দাদা ম'শয় ! সুরেশকে দিচ্ছেন দিন ; আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয়, ছেলে আছে ; আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে রোজগার করে এনে দেব, আমায় ও সব কেন ! তবে আপনি দিচ্ছেন, আমি 'না' বল্‌তে পারিনি।

যোগেশ। রোজ্‌গার করে দিতে চাও দিও, তোমার ভাইপো রইলো, তুমি এ নিতে কুণ্ঠিত হয়োনা। আর একটী কথা, আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী, এই পাড়ায় দেখ, চাক্‌রী বাক্‌রী করে আন্‌ছে নিচ্ছে, খাচ্ছে,—যেই একজন চোখ বুজ্‌লো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল ; কি খায় তা'র আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বল্‌বো কি ! ভাই রে, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি ! আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি, সেটা অতিথিশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথা গৃহস্থরা এক একটী ঘর নিয়ে থাক্‌তে পাবে, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তারই সুদ থেকে কোন রকমে শাক-অন্ন খেয়ে দিনপাত কর্‌বে, তুমি তার ট্রাষ্টি (**Trustee**)। আজকে একটা লেখাপড়া করো, আমি সই করে দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌বো। ত্রিশ বচ্ছর খেটেছি, একদিনও একটু বিশ্রাম করিনি, একটু আলস্য হয়েছে।

রমেশ। আজ্ঞে, এ সব এত তাড়া কেন ? আপনি বেড়িয়ে আস্‌তে চান, বেড়িয়ে আসুন।

যোগেশ। না, কাজ শেষ করে যাওয়া ভাল। আমি সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াব, কি জানি শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে।

রমেশ। আজ্ঞে, যে রকম অনুমতি। আমি তা হলে বাড়ীতেই একটা তয়ের ক'রে রাখি।

[রমেশের প্রস্থান।

জ্ঞানদা। ও মা ! আবার ঢাল্‌ছ কেন ?

যোগেশ। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন !

জ্ঞানদা। তা ওঠ না, নাইতে হবে না ?

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। বাবু, মাঝ দরজায় সরকার মশাই দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। আমায় বল্লেন, বাবুকে খবর দে।

যোগেশ। কে, পীতাম্বর? কাঁদছে কেন?

ঝি। আমি তো তা জানি নি, আমায় খবর দিতে বল্লেন।

যোগেশ। তারে এইখানেই ডাক।

[ঝিয়ের প্রস্থান।

বড় বৌ, একটু সরে যাও।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খবর এলো নাকি—

(পীতাম্বরের প্রবেশ)

কি হে পীতাম্বর?

পীতা। আজ্ঞে বাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে!

যোগেশ। কি, কি, কি,—কোন ব্যাঙ্ক?

পীতা। আজ্ঞে, রিইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে।

যোগেশ। অ্যাঁ! অ্যাঁ! আমার যে যথাসর্ব্বস্ব সেথা! আজ বড় আমোদের দিন—আজ বড় আমোদের দিন!—আবার ফকির হলুম!

পীতা। বাবু! বাবু! আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না—

যোগেশ। (মদ খাইয়া) না না, আমি ব্যস্ত হইনি। যাও পীতাম্বর, যাও—খাতা তয়ের করগে, ইনসল্‌ভেণ্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই।

পীতা। বাবু, আপনিই রোজ্‌গার করেছিলেন, গিয়েছে, আবার রোজ্‌গার করবেন।

যোগেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও—আমি সব বুঝি। পীতাম্বর! সব আছে, কিন্তু সে দিন আর নাই, সে উৎসাহ নাই। ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজগার করেছি; গেল একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল। (মদ্যপান)

পীতা। বাবু, বাবু, করেন কি! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ করবেন না,—

যোগেশ। না না যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিখারী। (মদ্যপান)

পীতা। বড় মা, আসুন—সর্ব্বনাশ হয়।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(জ্ঞানদার পুনঃ প্রবেশ)

যোগেশ। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন! আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে!

জ্ঞানদা। গিয়েছে, আবার হবে—ভাবনা কি?

যোগেশ। ভাবনা কি! অনেক ভাবনা, ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে যাদব; কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাব্‌বো না—ফুরুলো, আবার হবে! ত্রিশ বৎসরে হ'ল, এক কথায় গেল, এক কথায় হবে, হবে ত? হবে ত? আবার হবে, বাঃ বাঃ ক্যা ফুর্ত্তি! কুচ্‌ পরওয়া নেই, মদ লেয়াও,—ওই যা ফুরিয়ে গেল। (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও;—বাঃ বাঃ এমন মজা—কোন্ শালা খেটে মরে, বড় বৌ, কি আমোদের দিন! কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

[যোগেশের প্রস্থান।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শীগ্‌গির এস, সর্ব্বনাশ হ'ল! [জ্ঞানদার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর ডাক্তারখানা

সুরেশ ও জগমণি।

সুরেশ। কি বহুরূপী বিদ্যাধরি, বিদ্যাধর কোথায়?

জগ। এ দিকে তো খুব চালাকী হয়, কাজের চালাকী তো কিছু দেখ্‌তে পাই নি; সে চালাকী থাক্‌লে এতদিন জুড়ী চড়তিস্।

সুরেশ। চালাকী কি এক দিনেই শেখে বিদ্যাধরি? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে দুটো একটা শিখ্‌বো বৈকি। একছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বস্‌বো না, নগদ পয়সা, দু'ছিলিম তামাক দিও। আর বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পূজো কচ্ছে। বসো, তামাক খাও।

সুরেশ। বাবাঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে, পূজোর মন্তর কি ?—কস্থং গলাং কাটিতং—কার গলা কাটবো ?

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কি না; যাও, তুমি বাড়ী থেকে বেরোও।

সুরেশ। তা শীগ্‌গির বেরোচ্ছি নি, তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচ্‌তে যাও কি পোষাকে না দেখ্‌লে আমি যাচ্ছি নি। সে দিন যে চাপ্‌রাসী সেজেছিলে,—বাঃ বিদ্যাধরি, চমৎকার !

জগ। তামাক খাবে খাও, মেলা বক্ বক্ কচ্ছো কেন ?

সুরেশ। আচ্ছা, চাপরাসীরূপে তো বিল সাধো, খান্‌সামারূপে তো তামাক দাও, খাস বিদ্যাধরীরূপে তো টাকা ধার দাও,—আর ক'টী রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় প্রকাশ ক'রে বল দেখি ? (সুর করিয়া)

"ঘুচাও মনভ্রান্ত লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্ রমণী,
রুক্মিণী কি কমলিনী,
চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ॥"

জগ। চোপ্ ষ্টুপিড্।

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আবার বল, তোমার ইংরেজি বুক্‌নীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, আর এই দা-কাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। শোন্! গাধা ছোকরা, তোরে বলি শোন্! রোজ রোজ দু'চার টাকা ধার করিস্ কি ক'ত্তে ? আমি কিছু চার টাকায় চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না। সুদ শুদ্ধ তোর ভাইকেই দিতে হবে, তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নেনা।

সুরেশ। বাহবা বাঃ বহুরূপিণী বিদ্যাধরি, সাবাস! এ দোকান তুলে দিয়ে, এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও, আমি তোমায় চাপ্‌কান পাগ্‌ড়ী দিচ্ছি।

(নেপথ্যে কাঙ্গালীচরণ।) জগা, কার সঙ্গে কথা ক'চ্চিস্ ?

সুরেশ। খুড়ো, আমি,—বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুনছি, আর খরসান খেয়ে কাস্‌ছি।

(কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ)

কাঙ্গালী। কেও সুরেশ, কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ ?

জগ। আমি বল্‌ছিলুম দু'চার টাকা ক'রে ধার কর্‌ছিস্ কেন ? বিষয় বখরা করে নে, উকিলের চিঠি দে, আমরা থেকে মকদ্দমা ক'রে দিচ্ছি, তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রমে বুঝ্‌বে, ক্রমে বুঝ্‌বে। কি বাবা, কি মনে ক'রে ?

সুরেশ। তোমার বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরীর যুগল দর্শন, আর গোটাকতক টাকা কর্জ্জন।

জগ। একশো টাকার নোট কর্ত্তন তো ?

সুরেশ। রূপসি, তার কি আর অন্যথা হবে।

জগ। তাতে আজ হচ্ছে না, দুশো টাকা লিখে দাও তো হয়।

সুরেশ। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিদ্যাধরি !

(নেপথ্যে রমেশ।) কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন ?

কাঙ্গালী। কে !—বকেয়া নাম ধ'রে ডাকে কে ? আমি তো হরিহর ডাক্তার। জগা, বল—"এ হরিহর বাবুর বাড়ী, কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী নয় ?"

সুরেশ। ও বিদ্যাধরি, আমায় খিড়্‌কি দোর দিয়ে বা'র ক'রে দাও, মেজ দা !

জগ। যাও বাড়ীর ভিতর দিয়ে পালাও, রান্না-ঘরের জান্‌লা ভাঙ্গা আছে, সেই খান দিয়ে বেরিয়ে পড়।

[সুরেশের প্রস্থান।

(নেপথ্যে রমেশ।) বাড়ীতে কে আছ গো,—কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন ?

জগ। এ কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী না, হরিচরণ বাবুর বাড়ী।

(নেপথ্যে রমেশ।) আচ্ছা, হরিচরণ বাবু, হরিচরণ বাবুই সই।

কাঙ্গালী। আমি সরে থাকি, শীগ্‌গির তাড়াস্।

[কাঙ্গালীর প্রস্থান।

(জগমণির দরজা খুলিয়া দেওন ও রমেশের প্রবেশ)

জগ। আপনি কা'কে খুঁজ্‌ছেন ?

রমেশ। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তার কম্পাউণ্ড।

রমেশ। আপনি মেয়েমানুষ, কম্পাউণ্ডার !

জগ। ও মা তাও ত বটে !

রমেশ। তাও ত বটে' কি ?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু বাড়ী নেই, আপনি এখন আসুন।

রমেশ। বাবু বাড়ী আছেন বৈকি। তুমি যখন কম্পাউণ্ডার আবার ঝি, বাবুকে ডাক গে, বিশেষ দরকার আছে; কোন ভয় নাই, বল তাঁর ভাল হবে।

(নেপথ্যে কাঙ্গালী।) কেরে ঝি—কেরে ?

(কাঙ্গালীর পুনঃ প্রবেশ)

কাঙ্গালী। আমি এই প্রাক্‌টিস (Practice) ক'রে খিড়্‌কি দোর দে ফিরে এলুম।

রমেশ। বসুন বসুন, কাঙ্গালী বাবু বল্‌বো না হরিচরণ বাবু বল্‌বো ? আপনি যে নামে প্রচার হ'তে চান, আমার আপত্তি নেই।

কাঙ্গালী। আপনি তো রমেশ বাবু ?

রমেশ। হ্যাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্ণি হয়েছি। আপনি রানাঘাটে একটা মাগীর সঙ্গে ফেরাবি ক'রেছিলেন, তার ভাইপো আমায় এই কাগজ পত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের ওয়ারিণ বার করবার জন্যে।

কাঙ্গালী। কি, আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে বসে অপমান করেন ? চাপরাসী—

রমেশ। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তা উনি তো হেথা হাজিরই আছেন; ব্যস্ত হবেন না, কি বল্‌তে এসেছি শুনুন, সে কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি তা আমার ধারণা হয়েছে, ক্রমে সন্ধান পেলুম, কলিকাতাতে আপনি এটর্ণির ক্লার্কগিরিও ক'রে গিয়েছেন। আমি নূতন আফিস কর্‌বো, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক; আপনার ভয় নেই, আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরে দিচ্ছিনি, তারে ধাপ্পা দিয়ে দিয়েচি যে চারশো টাকা নিয়ে আয়, সে এখন বিশ বাঁও জলে; এই দেখুন সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙ্গালী। কই দেখি কই দেখি—

রমেশ। এই দেখুন, এতো চিন্‌তে পেরেছেন ? তবে কাগজগুলো আমার ঠেঁয়ে থাকবে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্ছিনি। আমি নূতন উকিল বটে, তবে নেহাত কাঁচা নই; পাঁচবার একজামিনে ফেল হয়ে তবে পাশ হয়েছি। আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেক আমায় যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই, বন্ধুত্বের নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা, তা বটে তো বাবা,—মুখপোড়া, মানুষ চেননা ? এঁর সঙ্গে আলাপ কর্—তোর কপাল ফির্‌বে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বল্লে, যেন ভাগবত পড়্‌লে। কি বাবা, কি কর্‌তে হবে আমায় বল ? তুমি যা বল্‌বে, ষ্টুপিডের কাণ ধ'রে আমি করাব।

রমেশ। বাঃ রূপসি! আপনার নাম কি ? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধিরূপিণী।

জগ। আমায় বিদ্যাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়; এখন কাজের কথা বল।

রমেশ। সুরেশ ব'লে একটি ছোক্‌রা তোমার এখানে আসে ?

কাঙ্গালী। কে সুরেশ ?

জগ। আ মর, বুড়ো হলি—কাকে বিশ্বাস কত্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কত্তে হয় জানিস্ নি ?—এসে বাবা এসে।

রমেশ। তোমার কাছে টাকা ধার করে ?

জগ। হ্যাঁ, তা করে।

রমেশ। তার নোটগুলো আমি কিন্‌বো, আর এবার এলে তারে বুঝিয়ে ঠিক্ ক'র্‌তে হবে, যাতে একখানা বণ্ড (Bond)য়ে সই করে। বলো, পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাক্‌বে, তাতে এণ্ডোর্‌স্ (Endorse) করিয়ে নেবে। কথাটা এই, তার বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব।

কাঙ্গালী। বুঝেছি বুঝেছি।

রমেশ। বুঝেছ তো ?

জগ। বুঝ্‌লে কি হবে, তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ' মাস বোঝাচ্ছি নালিস কত্তে, সে বলে, আমি দাদার নামে নালিস্ কর্‌বো না।

রমেশ। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকার ?

কাঙ্গালী। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমেশ। তারে ভয় দেখাও—নালিস করব।

জগ। সে তো তাই চায়, বলে, দাদা কি আমায় জেলে দেবেন ? দাদা না দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি কর্‌বে ? একটু বুদ্ধি ঘটে নেই।

রমেশ। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি.

আমার ক্লার্ক হবেন ? কাল থেকে বেরোবেন, মাইনে পাবেন না, আপনি যা ক্লায়েন্ট (client) জোটাবেন, তারই কস্‌ট (cost)য়ের দশ-আনা ছ'আনা, সেই আপনার মাহিনার হিসাবে জমা-খরচ হবে।

কাঙ্গালী। তা বাবা, আমার হাতে তো ক্লায়েন্ট নেই, আমি একটা বদনামী হ'য়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না দিলে চল্‌বে না। যা হোক্, ডিস্পেন্সারি খুলে নিকিরীপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক ক'রে দিন পোষায়, আরো আরো সব কার্য্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই। গোটা কুড়িক ক'রে টাকা দিও, তার পর ক্‌স্টের দশ-আনা ছ-আনা বল্‌ছো, চার আনা বারো আনাতেও রাজী আছি।

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্যে আট্‌কাবে না।

জগ। তোমার ত একটা পেয়াদা চাই ?

রমেশ। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন, নূতন আপিস ক'চ্ছ, আমায় কেন রাখ না, আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমেশ। তা রূপসি, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুরদাদা, এখানে তো ডিস্পেন্সারি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে, তোমায় দেব।

জগ। ডিস্পেন্সারিও চল্‌বে ?

রমেশ। চল্‌বে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরী-পাড়া ঘুরে আস্‌তে পার্‌বে, দিনের বেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখ্‌লি ষ্টুপিড, মানুষ চিনিস্ নি।

রমেশ। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। রূপসি, চল্লুম।

কাঙ্গালী। এগারটার সময় বেরুলে চল্‌বে ?

রমেশ। হাঁ, তা চল্‌বে। [রমেশের প্রস্থান।

কাঙ্গালী। জগা, এইবার বরাত ফির্‌লো আর কি! আবার যখন এটর্ণি পেয়েছি, আর কিছু ভাবিনি, এই পাশের জমীটে মাগীকে ঠকিয়ে ঠাকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিৎপুর থেকে জুটো ঘোড়া; বাগান একখানা কর্‌তেই হবে, যা হ'ক, তরীটে তরকারীটে আস্‌বে; জগা, কথা কচ্ছিস্ নি যে ?

জগ। বল্ বল্, তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি; তুই মুখ্যু কি না, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল দিয়ে বসেছিস্। ও দেখ্‌তে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম ক'রে সুরেশটাকে হাত ক'রে রাখ্, ওদের ঘরোয়া বিবাদ বাধ্‌লো বলে; মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকিলের কাছে যাস্, যে খরচা আদায় কর্‌তে পার্‌বি।

কাঙ্গালী। তোর ত বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতের নালিস ক'রে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক,—সেই মাগীর সব কাগজ-পত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চ'খে দেখ্‌লুম, আর আমায় পরিচয় দিচ্ছিস কি ? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পার্‌বি ? দু-বছরে বাধে তো ঢের। ও যে উকিল দেখ্‌ছি, তত দিন বিশটা জাল ক'র্‌বে। আর আমার কথা তুই দেখিস্, যখন ডাক্তারখানা রাখ্‌তে বল্লে, কারুকে বিষ খাওয়াবার মতলব যদি না থাকে তো, কি বলেছি। ওকে আমি দু'দিনে হাত ক'রে ওর পেটের কথা সব নেব।

(সুরেশের পুনঃ প্রবেশ)

সুরেশ। বিদ্যাধরি, মেজ্‌দা এসেছিল কেন হে ?

জগ। ওরে, তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে—(পদধূলি প্রদান)

সুরেশ। আরে যাও বিদ্যাধরি, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা! একটা সই কল্লেই—ব্যস্!

সুরেশ। পাচ পাচশো টাকা চাই নি, আমায় দশটা টাকা দাও,—আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি।

কাঙ্গালী। তাই তো হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন ?

সুরেশ। দেখ কাঙ্গালী খুড়ো, বিদ্যাধরি শোন,—এ যে দু' দশ টাকা ধার করি, এ দিতে দাদা মারা যাবে না, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে চাচ্ছ বাবা, পঞ্চাশ হাজারে ঘা দেবে তবে; ভাব্‌ছো, বোকারাম টাকার লোভে একটা সই ক'রে দেবে এখন; আমার নিজের টাকা থাকতো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না, দাদার যে সর্ব্বনাশ করবে,

তা রূপসী বিদ্যাধরী পাচ্চো না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা রকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পারবো না, যে টাকা ধার নিয়েছিস্ দে, নইলে আমি নালিস্ ক'র্বো।

সুরেশ। আমি তোমায় ছুবেলা সাধ্ছি বিদ্যাধরি, জজসাহেবও ইন্দ্রের অপ্সরী দেখ্বে, আর আমারও টাকা ক'টা শোধ যাবে; শুধু তাই না, আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিদ্যাধর খুড়োর মতন মহাজনও দু-একটা জুটবে। তোমার চন্দ্রবদন যত না দেখ্তে হয়, ততই ভাল। বুঝ্লে বিদ্যাধরি, টাকা দেবে কি না বল?

জগ। না, আমার টাকা-কড়ি নেই।

সুরেশ। তবে চল্লুম, সেলাম পৌঁছে বিদ্যাধর খুড়ো, বিদেয় হলেম। একগুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিলে তোমার মত ঢের মহাজন পাব।

[সুরেশের প্রস্থান।

জগ। বুঝ্লি পোড়ারমুখো! একে সোজা দিক্ দিয়ে হবে না, এরে উল্টো প্যাঁচ কস্তে হবে। সই ক'রে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝ্তে পারে, তখনই সই কর্বে।

কাঙ্গালী। কি রকম—কি রকম?

জগ। রোস্, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাওরাই। খাই গে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

প্রফুল্ল ও সুরেশ।

সুরেশ। হ্যাঁরে মেজো, দাদার না বড় অসুখ ক'রেছে?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, আমার হাত-পা পেটে সেঁদিয়ে যাচ্ছে, ঠাক্রুণ কাঁদ্ছেন। বট্ঠাকুরকে কে কি খাইয়েছিল।

সুরেশ। তা এখন দাদা কোথা?

প্রফুল্ল। এখন ভাল হ'য়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজ্তে; সে যদি চিক্কুরি দেখ্তে! ডাক্তার এল, মাথায় জলটল দে তবে ভাল হল। ছেলেটাও যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। এমন সর্ব্বনেশে জিনিষও খাইয়েছিল। দিদিকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকে চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি দিয়েছেন।

সুরেশ। দাদা খেয়েছেন?

প্রফুল্ল। ডাক্তার পাঁঠার কং খেতে বলেছিলেন, তাই খেয়েছেন; এ বেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবেন। ঠাকুরপো, অমনি ক'রে আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়। মা বলেন, চারিদিকে শত্তুর, শত্তুর হাস্ছে।

সুরেশ। এখন ভাল আছেন তো?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, সরকার ম'শাইকে ডেকে কি কাজ বলেছেন, চিঠি লিখেছেন, আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায়? আমার ভাই কান্না পাচ্ছে।

সুরেশ। আমিও তাই ভাব্ছি, হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা মাদুলী আন্তুম। বৌদিদি, সেই মাদুলী পর্লে আর কেউ কিছু কর্তে পারতো না।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ ঠাকুরপো, এমন মাদুলী?

সুরেশ। সে মাদুলীর কথা বল্বো কি, ওই সরকারদের বাড়ীর অমনি একজনকে খাওয়াতো—সরকারদের বৌ মাদুলী যেই পরলে, আর কেউ কিছু ক'র্তে পার্লে না। কি খাওয়ায় জান, রাঙ্গা জল পড়া। ভাগ্গিস ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন জল পড়া নয়, তুমি যদি খাও তো, অমনি ধেই ধেই করে নাচ।

প্রফুল্ল। ও মা! সে নাচাই বটে, সে যে হাত পা ছোঁড়া! তা তুমি সে মাদুলী এনে দাও, আমি দিদিকে ব'লে টাকা দেওয়াব এখন।

সুরেশ। তা হ'লে আর ভাব্না ছিল কি, বৌদিদির টাকায় আন্লে ওষুধ ফল্বে না।

প্রফুল্ল। তবে কি হবে, আমার ঠেঁয়ে আট গণ্ডা পয়সা আছে।

সুরেশ। আর সেই যে মাক্ড়ীগুলো আছে, তাতো তুমি আর পর না।

প্রফুল্ল। না, সে তুলে রেখেছি, দিদি বলেছে, কাণবালা গড়িয়ে দেবে।

সুরেশ। তা সেইগুলো পেলেই হতো—

প্রফুল্ল। তা নাও, আমি দিচ্ছি, ছুটো মাদুলী এনো,

আমিও একটা চুপি চুপি পরে থাক্‌বো, যদি ওঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়। [প্রফুল্লর প্রস্থান।

সুরেশ। দেখি কত দূর হয়। (লিখন) "মেজ দাদা, মেজ বৌদিদির মাক্‌ড়ী লইয়া অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি।" ভায়ার দেখে অঙ্গ শীতল হবে! বলবেন, খুব করেছ। কি রে যেদো, কাঁদ্‌ছিস কেন?

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। কাকা বাবু, বাবার অসুখ করেছে।

সুরেশ। অসুখ করেছিল, দেখ গে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে; তার কান্না কিসের? তোর অসুখ করে না?

যাদব। বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

সুরেশ। ডাক্‌বেন এখন, যা, তুই কাছে যা দেখি।

যাদব। তুমি বাইরে যেও না, যদি আবার অসুখ করে।

সুরেশ। না, আর অসুখ করবে না।

(প্রফুল্লর পুনঃ প্রবেশ)

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, এই নাও। (মাক্‌ড়ী প্রদান)

সুরেশ। মেজ বৌদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস তো, আর এই চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

যাদব। কাকী মা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবার অসুখ হয়?

প্রফুল্ল। না, বালাই! আর অসুখ হবে কেন। চল্, তোরে আমি নিয়ে যাই।

সুরেশ। যেদো, যা তোর বাপের কাছে যা, কাঁদিস্‌নি। আমি কেমন সুন্দর ব্যাটম্‌বল কিনে এনে দেব এখন। কাল তোকে গড়ের মাঠে খেল্‌তে নিয়ে যাব।

[যাদবকে লইয়া প্রফুল্লর প্রস্থান।

এই যে, আমার বুদ্ধিমান্ মেজদাদা উপস্থিত; সইসের মাথায় যে ব্র্যাণ্ডীর কেস্ দেখ্‌ছি, এঁর জন্যেও মাদুলী গড়াতে হবে। দাদা যখন ক্যানেস্তারা থেকে বার ক'রে একটু একটু খান, তখনি আমি জানি; ও এমন জলপড়া না, আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁব না। ইস্! আমায় দেখে বামাল সামলাচ্ছেন!

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। সুরেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস?

সুরেশ। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমেশ। কৈ দে।

সুরেশ। মেজ বৌদি'র হাতে দিয়েছি।

রমেশ। তোর হাতে কি?

সুরেশ। সুপুরি; ও মুটের ঠেঁয়ে কি গা?

রমেশ। ও কৌন্‌সুলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।

সুরেশ। কৌন্‌সুলি, না ঢুকু ঢুকু ঢালি?—

[সুরেশের প্রস্থান।

রমেশ। ওরে, এদিকে আয়, ওই ওদিকে রাখগে যা।

[সহিসের প্রবেশ ও বাক্স রাখিয়া প্রস্থান।

যাতে পরের অপকার, তাতে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখ্‌রা, তার পরে বাপের বিষয় বখ্‌রা, ভাই-পো হবেন জ্ঞাতি-শত্রু! এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটারা বেচে নেবে, তা তো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে, সই ক'রে নেবার ভাবি নি, আজই হ'ক কালই হ'ক্, মর্টগেজ (Mortgage) সই ক'রে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেষ্ট্রীর—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়; জুজুতে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে, একবার দাদার কাছে যাই।

[রমেশের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা। ছেলেটাকে চড় মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগেশ। ডাক্‌বো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হ'চ্চে, এই সর্ব্বনাশ, তার উপর এই ঢলাঢলি!

জ্ঞানদা। ও আর মনে কর' না। ও ছাই আর ছুঁয়ো না।

যোগেশ। আবার!

জ্ঞানদা। একবার যাদবকে ডাক।

যোগেশ। যাদব! এদিকে এস।

(যাদবের প্রবেশ)

কাঁদ্ছ কেন? কেঁদ না বাবা, মেরেছিলুম, লেগেছে?

যাদব। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগেশ। অসুখ করেছিল, ভাল হ'য়ে গিয়েছে।

যাদব। আর অসুখ করবে না বাবা?

যোগেশ। না, আর অসুখ করবে না; আবার কাঁদছ?

যাদব। বাবা, আর অসুখ কর' না, মা কাঁদবে, ঠাকুরমা কাঁদবে, কাকীমা কাঁদবে।

যোগেশ। না, আর অসুখ কর্‌বে না, তুমি ঠাকুরমার কাছে গে গল্প শোন গে।

যাদব। না বাবা, আমি গল্প শুন্‌বো না, তোমার কাছে বস্‌বো।

জ্ঞানদা। না না, গল্প শুন্‌গে ও ঘুমুগে। হ্যাঁগা খানকতক রুটী গড়ে আনি না, দুধ দিয়ে খাও, ভাতে হাতে করেছ—

যোগেশ। না না, পোড়ারমুখে আজ আর কিছু উঠ্‌বে না।

জ্ঞানদা। তবে শোও গে।

যোগেশ। এই যাই, রমেশকে ডাকতে পাঠিয়েছি, একটা কথা বলে শুইগে।

জ্ঞানদা। আয় যাদব, আয় খাবি আয়।

যাদব। হ্যাঁ মা, বাবার যদি আবার অসুখ করে?

জ্ঞানদা। আর অসুখ কর্‌বে কেন?

[যাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগেশ। একদিনে কি কাণ্ড হয়ে গেল! মদের কি আশ্চর্য্য মহিমা! এই ঢলাঢলি কল্লুম তবু মনে হচ্ছে, একটু খেয়ে শুলে হ'ত। এই সর্ব্বনাশটা হয়ে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন; শেষটা কি দেন্‌দার হব! মাগ ছেলে তো পথে বস্‌লোই। উঃ! ইচ্ছা হচ্ছে আবার মদ খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ! এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!—

(রমেশের প্রবেশ)

ভাই, সব শুনেছ?

রমেশ। আজ্ঞে শুন্‌লুম বৈ কি।

যোগেশ। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ?

রমেশ। বলেন কি! হঠাৎ এ সর্ব্বনেশে খবর এলে লোক জলে ঝাঁপ দেয়; আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে একটা ব্যামো স্যামো হ'ত।

যোগেশ। আর ভাল করেছি ছাই! মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে মেরেছি, বাড়ী শুদ্ধ কান্নাহাটী, শত্রুর মুখ উজ্জ্বল!

রমেশ। না, না, আপনি বুঝ্‌ছেন না, সাড্‌ন সক (Sudden Shock) যে একটা ব্যামো হ'তে পাত্তো।

যোগেশ। না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি? কারবার ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীর দেনা প্রায় দেড় লাক টাকা। বিষয় বেচে তো না দিলে নয়; আমি ব্যাপারীদের ঠেঁয়ে সময় নিয়ে দালাল ধরিয়ে দিই।

রমেশ। মা একটা কথা বল্‌ছিলেন,—বলেন, এখন বেচলে কি দাম হবে? আধা দরে যাবে। তিনি বল্‌ছিলেন, বৌয়ের নামে কল্লে হয় না? তার পর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগেশ। ছিঃ! তিনি যেন মেয়েমানুষ বলেছেন, তুমি ও কথা মুখে আন? লোকের কাছে জোচ্চোর হব? সুনাম থাক্‌লে খেটে খাওয়া চল্‌বে। আর চলুক আর নাই চলুক, আমায় বিশ্বাস ক'রে মাল ছেড়ে দিয়েছে—বিশ্বাসঘাতক হব?

রমেশ। তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে একটা কথা, দরে না বিকুলে তো সব দেনা শোধ যাবে না।

যোগেশ। আমি সকলকে ডেকে বলি যে, আমার এই আওহাল, তোমরা সব আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও। না রাজী হয়, জেল খেটে শোধ দেব। এখন আর আমার বিষয় না, পাওনাদারের; তাদের যেমন ইচ্ছে, তাই হবে। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা ক'রে ব'ল্‌তে পারি, কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়ে চলি নি। যারা প্রবঞ্চক, তারা কখন ব্যবসাদার হ'তে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল, দেখ্‌ছ না, আমাদের জাতে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতি লাভ ক'ত্তে পারে না; লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছি; সে বিশ্বাস কখন' ভাঙ্‌বো না, এতে জেলে যাই, স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।

রমেশ। আমিও তো তাই বলি, তবে মা বল্‌ছেন, এই জন্যই শোনালুম।

যোগেশ। মা বলুন, যিনি অধর্ম্মে মতি দেবেন, তিনি মা'ই হ'ন আর বাপই হ'ন, তাঁর কথা শুন্‌তে নেই। তুমি আজ রাত্রিতেই ব্যাপারীদের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমেশ। কাল সকালে ডাকাব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের ওলাউঠা হয়েছে, ব্র্যাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে ওষুধ চাইতে এসেছে; আপনি ডাক্‌লেন, চ'লে এসেছি।

যোগেশ। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমেশ। কে ডাক্তার না কি একটু ব্র্যাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগেশ। তবে ডিস্পেন্সারিতে লিখে দাও।

রমেশ। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে আছে, ওর তাপ দেবার জন্যে একটা এনেছিলুম; আমি দিয়ে আসিগে।

যোগেশ। শীগ্‌গির এস, আমি স্থির হতে পাচ্ছিনি, যা হয় একটা রাত্রেই শেষ কর্‌বো।

[রমেশের প্রস্থান।

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে, মন না মতিভ্রম, বিশেষ মা'র কথা ঠেলা বড় মুস্কিল।

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমেশ। দাদা, এইটুকু দিই? না, আর একটু ঢাল্‌ব?

যোগেশ। বেশী না হয়।

রমেশ। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খবর দিয়ে পাঠাই, কাল সকালে সব আসবে, আজ হিসাব পত্র মিল্‌ছে, সকলে তো আস্‌তে পারবে না।

যোগেশ। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না।

[রমেশের মদের বোতল রাখিয়া প্রস্থান।

(যাদবের পুনঃ প্রবেশ)

কি রে যাদব, আবার এলি যে?

যাদব। বাবা, ঠাকুরমা কাঁদছে।

যোগেশ। কেন রে?

যাদব। ছোট কাকা বাবু চোর হ'য়েছে, কাকী মা'র মাকড়ী নিয়ে গিয়েছে।

যোগেশ। সে কি? এ আবার কি সর্ব্বনাশ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল! আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে—চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না; চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলেম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল!

যাদব। বাবা, তুমি কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে।

যোগেশ। করুক্, আমার কি? আর কোন কথার তত্ত্ব কর্‌বো না, যা হয় হ'ক, আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত। এই যে সুরাদেবী! যখন কৃপা ক'রে এসেছ, আমি পরিত্যাগ কর্‌বো না; আজ থেকে তোমার দাস! (মদ্যপান)

যাদব। বাবা, কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে। তুমি অমন ক'র না।

যোগেশ। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি! বিস্মৃতি!—আমায় বিস্মৃতি দান কর!

যাদব। বাবা, তোমার অসুখ হবে, ঠাকুর মা বলেছে, বোতল খেয়ে অসুখ হয়েছে, আর খেয়ো না বাবা!

যোগেশ। যা তুই যা। আজ থেকে গা ঢেলে দিলুম, যে যা বলুক। লোকনিন্দা, কিসের ভয়?

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। দাদাবাবু, কি কচ্ছেন?

যোগেশ। কে ও সুরেশ? যা খুসী কর ভাই, আর তোমায় আমি কিছু বল্‌বো না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ ক'রে বেড়াও, কিছু চেষ্টা ক'র না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি,—কিছু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি! আর কি ভাবি, যা হবার হবে, ক'দিক্ ভাব্‌বো? সব দিক্ ফাঁক! খালি জমাট নেশা চলুক।

সুরেশ। ও মা! শীগ্‌গির এস, দাদা আবার মদ খাচ্ছে।

যোগেশ। মাকে ডাক্‌ছিস্? ডাক্, কিছু ভয় করিনি,

আর মাকে ভয় করি নি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি? কিছু ভয় নেই, ব্যস্! যা, এই আংটীটে নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয়। এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমায় দিস্।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্ব্বনাশ কচ্ছো?

যোগেশ। কিছু না, তুমি যাও মা, ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান)

উমা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস কি? কেড়ে নেনা।

যোগেশ। খবরদার,—মার্‌ডালেগা।

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্ব্বনাশ করে দেখ্।

রমেশ। মা, তুমি স'রে যাও, স'রে যাও; যত মানা কর্‌বে, তত বাড়াবে, মাতালের দশাই ওই!

যোগেশ। বাড়াবই তো! ভয় কিসের? ত্রিশ বৎসর ভয় ক'রে চলেছি, লোকনিন্দে? বড় বয়েই গেল!

রমেশ। ও সুরেশ, মাকে নিয়ে যা; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা কচ্ছি। যত খাঁটাবি, তত বাড়াবে। যাদবকে নিয়ে যা।

সুরেশ। আয় যাদব আয়, মা এস।

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে!

রমেশ। মা চেঁচিও না, চারিদিকে শত্রু হাস্‌ছে।

সুরেশ। চল মা চল, মেজদাদা ঠাণ্ডা ক'র্‌বে এখন।

রমেশ। যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

[সুরেশ, যাদব ও উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

দাদা, তুমি তো খুব খেতে পার?

যোগেশ। হাঁ, বিশ বোতল খাব। যা, আর দু-বোতল নিয়ে আয়।

রমেশ। খেয়ে ঠিক থাক, তবে তো—

যোগেশ। ঠিক আছি, বেঠিক্ পাবে না। তবে কি জান, বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হই নি।

রমেশ। হয়েছ বৈ কি।

যোগেশ। চোপ্‌রাও!

রমেশ। চোপ্‌রাও?—কৈ লেখ দেখি?

যোগেশ। আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমেশ। অমন লেখা না, ঠিক সই কত্তে পার, তবে—

যোগেশ। ঠিক্ কর্‌বো; দাও।

(রমেশের কলম, দোয়াত ও কাগজ প্রদান)

(সই করিয়া) বাঃ! বাঃ! কেয়া জবর সই হুয়া! শুধু সই? সই-মোহর করে দিই, আন।

রমেশ। কই দাও। (মোহর প্রদান)

(যোগেশের মোহর করণ)

(স্বগত) একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্ট্রী করি কি করে? দেখা যাক্।

যোগেশ। কি, কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ; আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। যা খুসী কর, আমায় মদ দাও।

(উমাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ)

উমা। ও রমেশ, এখনও যে ঠাণ্ডা হ'ল না?

রমেশ। আবার এয়েছ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম।

[রমেশের প্রস্থান।

যোগেশ। মা, তুমি মানা ক'ত্তে এয়েছ? আর মদ খাব না, কেন খাব না? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম—কেন? কি কাজ ক'ল্লুম? তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাঁদীর মত খাট্‌লে, তোমার কি ক'ল্লুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাঁদীর অধম হয়ে সংসার ক'ল্লে, তার কি ক'ল্লুম? একটা ছেলে—তার হিল্লে কি রাখলুম? ভাইটে চোর হলো, তার কি ক'ল্লুম? রমেশ মাতাল দেখে সই ক'রে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—চেষ্টা করে তো এই ক'ল্লুম! মনে কচ্ছো, মাত্‌লামো ক'চ্ছি?—না মনের দুঃখে বল্‌ছি, বল্‌তে বল্‌তে আগুন জ্ব'লে ওঠে, জল দিই—(মদ্যপান) মা, তুমি কিছু বলো না, তোমার বড় ছেলে আজ মরেছে!

[যোগেশের প্রস্থান।

উমা। ও বাবা, কোথায় যাস্—ও বাবা কোথায় যাস্? ও সুরেশ, তোর দাদাকে দেখ্।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—::*::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর চক

ব্যাঙ্কের দেওয়ান ও রমেশ।

দেওয়ান। রমেশ বাবু, আপনার দ'দা কোথা ?

রমেশ। তাঁর ভারি অসুখ, তিনি শুয়ে আছেন।

দেও। ডাকুন, ডাকুন, শুন্‌লে অসুখ ভাল হ'য়ে যাবে; আই ব্রিং গুড নিউস্ (I bring good news.)।

রমেশ। ডাক্‌বার যো নেই; কাল মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে, কোন রকম এক্‌সাইটমেণ্ট (excitement) না হয়।

দেও। বটে, তা হ'তেই তো পারে, বড্ড শক্ (shock) টা লেগেছে। তা আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, আপনারা ডেস্‌পেয়ার (despair) হবেন না, কালকে লেটেষ্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম টু এজেণ্ট (Latest private Telegram to agent)য়ের কাছে এসেছে,—দি ব্যাঙ্ক মে রিকভার (The Bank may recover)। বোধ করি, দিন পোনেররই ভেতর ফের পেমেণ্ট (payment) আরম্ভ হবে, কেউ এ খবর জানে না, সেক্রেটারি (Secretary), আমি আর আপনি এই শুন্‌লেন, আপনার দাদা আমার ইণ্টিমেট ফ্রেণ্ড (intimate friend) তাঁর মাইণ্ড (mind) টা কতক্‌টা রিলিভ্ (relieve) কর্‌বার জন্যে এসেছিলেম।

রমেশ। এ খবর তো তাঁকে এখন দিতে পার্‌বো না, বেশী এক্‌সাইটমেণ্ট (excitement) হবে, তাঁর হার্ট অ্যাফেক্ট (heart affect) ক'রেছে কি না।

দেও। নেভার মাইণ্ড (Never mind)! আপনি জেনে থাকুন, দিন পনের না দেখে কিছু নূতন অ্যারেঞ্জমেণ্ট (arrangement) ক'র্‌বেন না। ইট ইজ্ অল্‌মোষ্ট সারটেন্ ছাট উই উইল রিকভার (It is almost certain that we will recover)।

রমেশ। থ্যাঙ্ক্ ইউ, মাচ্ ওব্লাইজ্‌ড ফর্ ইয়োর ইন্‌ফরমেশন। (Thank you, much obliged for your information)

দেও। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরুতে হবে। চল্লুম, গুড্‌মর্ণিং (Good morning)।

রমেশ। গুড্‌মর্ণিং (Good morning)।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

ইস্। আজ না রেজেষ্টারি ক'রে নিতে পার্‌লে তো নয়। দাদার সঙ্গে দেওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক মাটী! আজ যদি রেজেষ্টারি না ক'ত্তে পারি, আর ব্যাঙ্ক যদি পে (pay) করে, সুরেশের ওয়ান-থার্ড শেয়ার (One-third share) তো বাগিয়ে নিতেই হবে। যদি দাদা টের পায় ? টের পায়, টের পাবে। আমার ওয়ান্-থার্ড (One-third) কে ঘুচ'বে? জয়েণ্ট হিন্দু-ফ্যামিলি (joint Hindu family)। আমি মাকড়ি চুরির নালিসটে আঁধারে ঢিল ফেলেছিলুম। দেখ্‌ছি, এটা কাজে আস্‌বে, ওর ঠেঁয়ে ওর শেয়ার (share)টা লিখিয়ে নেবার সুবিধে হ'তে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক্ না দিক্, নাড়া দেওয়া উচিত। এই যে কাঙ্গালী—

(কাঙ্গালীর প্রবেশ)

কাঙ্গালী। আমায় ডেকেছেন কেন ?

রমেশ। দেখ, আমি মাকড়ি চুরি গিয়েছে ব'লে পুলিসে জানিয়ে এসেছি। কে ক'রেছে, কি বৃত্তান্ত, তা কিছু বলিনি। তুমি এখন গিয়ে ইন্‌ফরমেশন (information) দাও যে, অন্নদা পোদ্দারের হোথা মাল আছে, পুলিস সন্ধান ক'রে বার ক'র্‌বে। আর অন্নদাও সুরেশের নাম ক'র্‌বে। তুমি আজ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে যোগাড় ক'রে সুরেশকে বাড়ীতে আটক কর।

কাঙ্গালী। আর ওতো মর্টগেজ (mortgage) ক'রে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক ক'রে কি দরকার ? মর্টগেজ হ'লে তো আর ওর ওয়ান্ থার্ড শেয়ার (One-third share) থাক্‌ছে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখে নেবেন ?

রমেশ। না, তবু লিখে নেওয়া ভাল।

কাঙ্গালী। মর্টগেজ যদি সাজস্ প্রমাণ হয় ?

রমেশ। এতো আমি আপনার নামে ক'রিনি।

কাঙ্গালী। তবে কার নামে ?

রমেশ। তবে আর তোমায় অ্যাসাইনমেণ্ট (assignment) কাপি ক'ত্তে ব'লেছি কি? এ সব হ্যাঙ্গাম মিটে যাক্, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া টোড়া পরিয়ে অ্যাসাইনমেণ্ট সই ক'রে রেজেষ্টারি ক'রে নেব।

কাঙ্গালী। কার নামে মর্টগেজ ক'র্লেন, রেজেষ্টারি ক'রে দেবে কে?

রমেশ। এটা আর বুঝতে পার্‌লে না? মর্টগেজ রাখ্‌ছে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, বাড়ী এলাহাবাদ; যে হয় এক ব্যাটা খোট্টা একশো টাকা পেয়ে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন, সে জন্যে ভাবিনি, যা হয় ক'র্‌বো। এখন আজকে রেজেষ্টারি ক'রে নিতে পার্‌লে হয়। একটা ব্র্যাণ্ডী, পোর্টের মতন লাল রঙ ক'রে রাখ্‌বো, একটু লাল রঙ পাঠিয়ে দিও তো। থাকুক একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট ব'লে দিলে চল্‌তে পার্‌বে।

কাঙ্গালী। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বয়াটে ভাগ্‌নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মতন চাল-চলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিমে চ'লে যায়, তাকেই মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমেশ। সে পরের কথা পরে, পুলিসে জানিয়ে এস গে।

কাঙ্গালী। যে আজ্ঞে।

[কাঙ্গালীর প্রস্থান।

রমেশ। এখন পীতাম্বরে ব্যাটাকে হাত ক'ত্তে পার্‌লে হয়।

(পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। ছি ছি ছি! কি আক্কেল! মেজবাবু, কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাক্‌বেন, না ব্যাপারীদের সাম্‌নে বল্লেন কি না, বাবু মদ খেয়ে প'ড়ে আছেন।

রমেশ। ও সব না ব'লে কি রফায় রাজী ক'ত্তে পার্‌তুম? ব্যাপারীরা যদি দেখে, দাদা ঘর-বাড়ী বেচে দেনা দিতে রাজী, তা হ'লে কি এক পয়সা কমাতে চাইবে? মর্টগেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বসতো। তুমি তো বোঝ না, ব'ল্‌তো টাকা দাও, নইলে জেলে দেব। দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। রক্ষা হয় কিসে বল দেখি?

পীতা। তাই ব'লে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা কল্লেন? এ ছাইয়ের বিষয় থাক্‌লেই বা কি, না থাক্‌লেই বা কি—যখন মান গেল, জোচ্চোর ব'লে গেল, মাতাল জেনে গেল! আমি বড়বাবুকে তুলি গে; তুলে বলি যে, মেজবাবু এই ক'রে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না মেরে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ না। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন। আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাধে? আজ দেখ্‌চো এই,—যে দিন বাড়ী বেচে ভাড়াটে বাড়ীতে যাবেন, সেই দিন গলায় দড়ি দেবেন। মাতাল বলে—মদ ছাড়্‌লেই গেল, জোচ্চোর বলে—দেনা দিলেই ফুরুলো; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ ফির্‌বে না! পীতাম্বর, তা তোমার কি বল,—তোমার তো মা'র পেটের ভাই নয়, তোমার এক চাক্‌রী গেল, আর এক চাক্‌রী হবে। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি, দাদাকে অমন বেহেড্ কখন দেখেছ কি? এ টাকার শোকে না কি?

পীতা। আপনি মাতাল ব'লে পরিচয়টা দিলেন কেন?

রমেশ। মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর! আমাতে কি আর আমি আছি? আমি মর্ম্মে ম'রে গেছি! তোমায় বল্‌ছি, কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বল্‌বো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজী হ'য়ে গিয়েছে। তুমিও ব'ল, হ্যাঁ।

পীতা। আজ যেন বল্লুম, তারপর?

রমেশ। আজ বিকেলে সব বেটাকে রাজী ক'রবো—কেন ভাব্‌চ!

পীতা। যা ভাল হয় করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্চেন, আমার তো বোধ হয় হবে না।

রমেশ। পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা বলি, শুনো,—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পারলে সব বজায় থাকবে।

পীতা। তা সত্য, টাকার শোকেই এ ঢলাঢলিটা হ'ল। তা মেজ বাবু, না ব'ল্লেই হ'ত, মাতাল জেনে গেল, কথাটা ভাল হ'ল না।

রমেশ। তুমি একটী উপকার কর, ঐ মদনা পাগ্‌লার কথা মা শোনেন; ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন, রেজেষ্টারি ক'রে দিতে। একবার রেজেষ্টারিটে ক'ত্তে পারলে বুঝ্‌তে পারি, ব্যাপারীব্যাটারা রাজী হয় কি না।

পীতা। আমি বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নী মা ব'ল্লেও বড়বাবু রাজী হবেন না।

রমেশ। চেষ্টা তো ক'ত্তে হয়।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

বড় বৌ, বড় বৌ!—

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞানদা। কি গা?

রমেশ। এই দিকে এস না।

জ্ঞানদা। কি ব'ল্‌বে বল না? ওখানে গেলে বকেন।

রমেশ। এখানে আর কেউ নেই, শোনো,—বড় বৌ, বিষয় যাক্, সব যাক্, আমি ভাবিনি, সংসারের জন্যেও ভাবি নি; আমি মোট ব'য়ে সংসার ক'রবো; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কিসে? দেখ্‌ছো তো শিবতুল্য মানুষ!—টাকার শোকে মদ খেয়ে ঢলাঢলিটা ক'রেছেন। ব'লেছেন, বাড়ী বেচে দাও। কিন্তু বড় বৌ, বাড়ী বেচ্‌লে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই মারা যাবেন।

জ্ঞানদা। তা ঠাকুরপো, আমি কি ক'রবো বল?—আমার তো ভাই, আর হাত-পা আস্‌ছে না।

রমেশ। না, এই সময় বুক বাঁধ, তুমি অমন ক'র্‌লে আমরা ভাসব।

জ্ঞানদা। আমি কি ক'রবো বল? ঠাকুরপো, আমার ডাক ছেড়ে,কাঁদতে ইচ্ছা হ'চ্ছে। কাল সমস্ত রাত দুটি চক্ষের পাতা এক করিনি। ছেলেটা সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে—আর যদি ভাই, সে ছট্‌ফটানি দেখ্‌তে,—জল দাও, বুক যায়! এই ভোর বেলা এক গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমেশ। এক উপায় আছে, যদি দাদাকে রেজেষ্টারী ক'রে দিতে রাজী ক'ত্তে পার, তা হ'লে সব দিক্ বজায় থাক্‌বে।

জ্ঞানদা। রেজেষ্টারী কি?

রমেশ। বিষয়টা বেনামী ক'র্‌ছি; সইও করেছেন, রেজেষ্টারী ক'রে দিতে নারাজ হ'চ্ছেন। এ না ক'ল্লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞানদা। দেনা শোধ হবে কি ক'রে?

রমেশ। র'য়ে ব'সে বন্দোবস্ত ক'র্‌বো। এই নুতন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়্‌বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই সব শোধ যাবে।

জ্ঞানদা। ও দেনা রাখ্‌তে রাজী হবে না।

রমেশ। উনি বল্‌ছেন তো, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তা'র পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞানদা। আর বলো না ঠাকুরপো, আর বলো না!

রমেশ। তা শেওরালে হবে কি? বাড়ী বেচ্‌লে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অনুরোধ করুন, তুমি অনুরোধ কর, আমি অনুরোধ করি—

জ্ঞানদা। মাকে দিয়েই বলাই, আমায় ধম্‌কে তাড়িয়ে দেবেন।

রমেশ। মা থাক্‌বেন, তুমিও থাক্‌বে। যাও, মাকে বুঝিয়ে বল গে। দাদা উঠ্‌লে মাকে নিয়ে যেও, আমিও থাক্‌ব এখন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

(নেপথ্যে ইনেস্‌পেক্‌টার।) রমেশ বাবু, রমেশ বাবু—

রমেশ। কেহে, হাবুল? এ দিকে এস।

(মঙ্গলসিংহ জমাদার ও ইনেস্‌পেক্‌টারের প্রবেশ)

কি? মাকড়ির কিছু তদন্ত হ'ল?

ইনেস্। ওহে সর্ব্বনাশ!

রমেশ। সর্ব্বনাশ কি?

ইনেস্। অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তাকে অ্যারেষ্ট (arrest) ক'রে এনে তদন্ত ক'রে দেখ্‌লুম, তোমার গুণধর ভাই সুরেশ চুরি ক'রেছে!

রমেশ। সে কি! সুরেশ চুরি ক'রেছে?

ইনেস্। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল। কি করি বল দেখি? পোদ্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডিপুটী কমিশনারের কাছে রিপোর্ট ক'রবে।

রমেশ। সে কি! সুরেশ চুরি ক'রেছে? সে পোদ্দার ব্যাটার দম।

ইনেস্। না হে—দম না, মঙ্গল সিংয়ের সাম্‌নে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিসের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বল্লে, সুরেশ বাবু বাঁধা দিয়েছে। সুরেশ বাবু না হ'লে যখনই বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনই ধ'র্‌তো। ওর ইউনিফরম্ (uniform)

ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে, সুরেশ বলেছে, দাদার মাকড়ী বৌকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

জমা। হাঁ বাবু, সব সাচ্ হায়, হাম্ শুনা।

রমেশ। অ্যাঁ! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! সুরেশ চোর হ'লো!

ইনেস্। এখন কিছু খরচ কর; রামা স্যাক্‌রা ব'লে এক ব্যাটা আছে, সে টাকাশো চার পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাক্স ভেঙ্গে চুরি ক'রেছে। বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মকদ্দমা সাজিয়ে দিই।

রমেশ। বল কি হাবুল! আমি একজন নির্দ্দোষী লোককে সাজা দেওয়াব? আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না। আই হ্যাব টেকেন্ মাই ওথ টু এড্ জষ্টিস (**I have taken my oath to aid justice.**)।

ইনেস্। তবে উপায় কি?

রমেশ। লেট জষ্টিস্ টেক ইট্‌স কোর্স (**Let justice take its course**)। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না, যা জান কর।

ইনেস্। সে কি হে? মেয়াদ হ'য়ে যাবে!

রমেশ। লেট্ জষ্টিস্ বি ডন্, ওঃ হেল্প মি মাই গড (**Let justice be done. Oh! help me my God**)! ওহো! হো হো হো!

জমা। (জনান্তিকে) বাবু, মত্‌লব হ্যায়।

ইনেস্। দেখ্‌তা। তবে রমেশ বাবু, চল্লুম।

রমেশ। আর কি বল্‌বো! ওহো হো হো হো!

জমা। বাবু, শালা বদ্‌মাস হ্যায়!

[ইনেস্‌পেক্‌টার ইত্যাদির একদিকে ও অপর দিকে রমেশের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

জ্ঞানদা ও যোগেশ।

জ্ঞানদা। অসুখ ক'রেছে, শোবে এস না, উঠ্‌লে কেন?

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। দাদামশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জ্বর-ভাব ক'রেছে না কি?

যোগেশ। কে জানে ভাই, ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্চে।

রমেশ। সে কি! আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

যোগেশ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারীদের সঙ্গে কি হ'ল বল?

রমেশ। আজ্ঞে, সব খবর ভাল—আমি এসে বল্‌ছি। ঘামও হ'চ্ছে, শীতও কচ্ছে—এ কি!

[রমেশের প্রস্থান।

যোগেশ। বড় বৌ, কাছে এস; আমার যেন ভয় ভয় ক'চ্ছে, যেন কে আশে পাশে র'য়েছে।

জ্ঞানদা। ও মা! সে কি গো?

যোগেশ। চট্ করে—না, কিছু না, ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্—এ সব কি এ! এখনও কি নেশা রয়েছে? মাথা টল্‌ছে, বুকটায় হাত দাও। বড় বৌ, কাল কিছু হ্যাঙ্গাম ক'রেছিলুম? কিছু মনে নাই।

জ্ঞানদা। না, কিছু কর নি, তুমি শোবে এস।

যোগেশ। না, চোখ্ বুজ্‌লে ভয় হয়, আমি ব'সে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে! শরীর ঝিমুচ্ছে—

(নেপথ্যে রমেশ।) বড় বৌ, স'রে যাও, ডাক্তার বাবু যাচ্ছেন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

(কাঙ্গালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ)

যোগেশ। ও বাবা! এ কে?

রমেশ। দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি; মশাই দেখুন দেখি, ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্ছে।

কাঙ্গালী। ইনি কি অ্যাল্‌কোহল (**Alcohol**) ব্যবহার করে থাকেন?

রমেশ। আজ্ঞে, একটু হ'য়েছিল।

কাঙ্গালী। তারই রি-অ্যাক্‌সান্ (**reaction**), আর কিছু না, ভয় নেই। আপনি যে ক'রে গিয়ে প'ড়লেন, আমি মনে ক'র্‌লুম, অ্যাপোপ্লেক্‌সি (**Apoplexy**) কি, কি হ'য়েছে, একটু মাইল্‌ড ডোজ (**mild dose**) য়ে খেতে দিন।

যোগেশ। না, মদ আর ছোঁব না।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'ত্তে হবে বৈ কি। রমেশ বাবু, বাড়ীতে কুইনাইন থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন। রি-অ্যাক্‌সান্ (Reaction) টা বড় বেশী হয়েছে। মশাই, একটু ভয় ভয় ক'চ্ছে কি ?

যোগেশ। আজ্ঞে, শরীরটে কেমন যেন ছম্‌ছমে হ'য়েছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, কোলাপ্স্ (collapse) আনতে পারে। এক কাজ করুন, টুয়েল্‌ভ আউন্স পোর্ট, আর থ্রি গ্রেণ কুইনাইন, (Twelve ounce port and three grain Quinine) সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন। বড্ড রি-অ্যাক্‌সান্ (reaction) টা হ'য়েছে। ভয় পাবেন না, সেরে যাবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর অ্যাল্‌কোহল না ছোঁন।

রমেশ। তা ওষুধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, আপনার লোক পাঠিয়ে দিন।

রমেশ। আসুন।

[রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান।

যোগেশ। একটু পোর্ট খেলে বোধ হয় উপকার হবে। গা-গতর যেন লাঠিয়ে ভেঙেছে! এক ডোজ (dose) খেয়ে শুয়ে প'ড়্‌বো। মানুষটা বিজ্ঞ, ঠিক্ ধ'রেছে।

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা, ডাক্তার কি ব'লে গেল ?

যোগেশ। ওষুধ পাঠিয়ে দেবে।

জ্ঞানদা। কোন ভয় নেই তো ?

যোগেশ। না।

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমেশ। দাদা, আমার ঠেঁয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডাওয়াটার দিয়ে খান, দু' ডোজ হবে, তার পর পাঠিয়ে দিচ্ছে। বড়বৌ, মাকে এই বেলা ডেকে আন।

যোগেশ। কি ব'ল্‌ছো ?

রমেশ। ব'ল্‌ছি, ভয় নেই।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগেশ। হ্যাঁ হে, এ ব্রাণ্ডীর গন্ধ যে ?

রমেশ। এখনকার ঐ বেষ্ট পোর্ট (Best port) দেখ্‌ছেন না, একটু রঙেরও তফাৎ ; এড্‌ভোকেট্ জেনারেল (Advocate General) য়ের জন্যে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিয়ে এসেছিলুম, দু' একজন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এই টুকু আছে।

যোগেশ। খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু ইমিডিয়েট রিলিফ (immediate relief) বোধ হ'চ্ছে, টেষ্ট (taste) ও ব্রাণ্ডীর মতন।

রমেশ। ব্রাণ্ডীর ও রকম রঙ হয় কি ?

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান।)

যোগেশ। কি রকম খেতে ব'লেছে ?

রমেশ। মাঝে মাঝে একটু একটু খান, এই যে দু' শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন ঠিক এক রকম রঙ, এই এখন চলিত হ'য়েছে।

যোগেশ। ব্যাপারীদের কি হ'ল ?

রমেশ। আজ সে কথা থাক্, আপনার শরীর অসুখ।

যোগেশ। না, সে কথা না শুন্‌লে আমার আরও অসুখ বাড়্‌বে।

রমেশ। ব্যাপারীদের কথা তো—টা কা চায়। আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরোয়া একটা পরামর্শ করি নি।

যোগেশ। আর পরামর্শ কি, বেচে কিনে তো দিতে হবে, একটা সময় নাও।

(জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

রমেশ। বৌ, দাদা ব'লেছেন, সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও। মাস দুই বাদে বেচ্‌লে তিন গুণ দর হ'ত, চাই কি, খান দুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ যেতো ; তা ওঁর সামগ্রী উনি বেচ্‌তে চাচ্ছেন, তা আমি কি ব'ল্‌বো বল ?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা, কেন, দু' দিন তর নেই ? সব তাড়াতাড়ি ! সাত গুষ্টীকে পথে বসাবে কেন বল দেখি ?

উমা। বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছে, রয়ে বসে বেচা। ছেলেটা পুলেটা হ'য়েছে, ঐ অপোগণ্ড ভাইটে, আমি বুড়ো মা,—এ বয়সে কোথায় বাড়ী ভাড়া ক'রে থাক্‌বো বল ?

যোগেশ। মা, তুমিও ঐ কথা ব'ল্‌ছো ?

উমা। বাবা, সাধে ব'ল্‌ছি, দু'দিন বাদে যদি [illegible],

ভদ্রাসনটা থাকে ; ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধ'রে দিলেই হবে।

রমেশ। তা বৈ কি, আমি টুয়েলভ পার্সেন্ট (Twelve Percent) য়ের হিসাবে দেব।

যোগেশ। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত ?

রমেশ। দাদা, সাধে মত ! কোথায় যাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিয়ে আজ কার দ্বারস্থ হব ? যাদবের কি হবে ? ঐ সুরেশটার কি হবে ? এমন নয় যে কারুকে বঞ্চিত ক'চ্ছি, দু'দিন আগু আর পিছু।

যোগেশ। ব্যাপারীরা থাম্‌বে ?

রমেশ। কৌশল ক'রে থামাতে হবে।

যোগেশ। কৌশল কি ? সোজায় বল, থামে—আমার আপত্তি নেই, আমি কৌশল ক'ত্তে চাই নি।

রমেশ। তবে মা, আমি কি ক'র্‌বো বল ? ব্যাপারীরা যদি টের পায়, দাদা বেচে দিতে ব'ল্‌ছেন, তারা ব'ল্‌বে আজই বেচ। আর বেচ্‌তেই যে যাচ্ছেন, তাও কিছু একদিনে হয় না। কেউ কেউ বদমায়েসী ক'রে একটা অ্যাটাচ্‌মেন্ট (Attachment) বা'র ক'ত্তে পারে, তার পর তারে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর, না হয় ডিগ্রী ক'রে কোর্ট থেকে আধা কড়িতে বেচে নেবে।

যোগেশ। কি কৌশল ক'ত্তে বল ?

রমেশ। আমি পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছি, সে ঠিক ঠাওরেছে। সে বলে, বেনামী করুন।

যোগেশ। কি, বেনামী ? এ তো জুচ্চুরি !

রমেশ। দাদা, জুচ্চুরি না ক'র্‌লে জুচ্চুরি ! এই যে বো'র নামে বাড়ী ক'রেছেন, বৌ কি টাকা দিয়েছিল, না আপনার রোজগার ? এও বলুন জুচ্চুরি ! আপনি বল্‌বেন, আমি রোজগার ক'রে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদমায়েস, ও যদি বলে, জয়েন্ট ফ্যামিলি (Joint family)—দাদা আমাদের ফাঁকি দেবার জন্য ক'রেছেন। বলুন, এত দিন আমাদের খাওয়ালেন, পরালেন, বলুন জুচ্চুরি করেছেন।

যোগেশ। হুঁ ! (মদ্যপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ ?

রমেশ। ও ওষুধ। তা দাদা, আমায় জেলে দেন দিন; সর্ব্বস্ব যাবে, আমি প্রাণ থাকতে দেখ্‌তে পার্‌বো না। যেদো ভিখিরী হবে, বৌ রাঁধুনী হবে,—মাকে আবার মামার বাড়ী রেখে আস্‌বো, তা আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না। আমি বল্‌ছি, কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে মর্টগেজ (mortgage) লিখিয়ে নিয়েছি, রেজিষ্ট্রার (Registrar) ডাকিয়ে আনি, আপনি বলুন মিছে, আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ চুকে যাক্ ; দ্বীপান্তর যাই, এ সব দেখ্‌তেও আস্‌বো না, ব'ল্‌তেও আস্‌বো না। দেখ দেখি মা, দু'দিন তর নাই। ওঁর মা ব'ল্‌ছে, স্ত্রী ব'ল্‌ছে, পুরাণো চাকর পীতাম্বর—সে ব'ল্‌ছে; আধা কড়িতে সর্ব্বস্ব বেচ্‌বেন, আর দেনাদার হ'য়ে থাক্‌বেন।

যোগেশ। রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি সই ক'রেছি ?

রমেশ। আজ্ঞে, আপনি ক'রেছেন কি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি, আমি তো ব'ল্‌ছি।

যোগেশ। তবে জোচ্চোর হ'য়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটী রাখ, আমি তোরে গর্ভে ধ'রেছি, তোর মাতৃঋণ শোধ হবে, এই কথাটী রাখ ; রমেশ যা ব'লছে শোন, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ খেয়েছ ; যখন বাড়ী বেচে যাবে, তখন কি আর তোমায় তুমি থাক্‌বে ? তুমি জান, আমি ঋণ কত ডরাই ! আমি তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি, সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজ দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমেশ। মা, ঋণশোধ যাচ্ছে কৈ ? তা হ'লেও তো বুঝ্‌তুম, মোট ব'য়ে সংসার চালাতুম।

যোগেশ। মর্টগেজ (mortgage) কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ ?

রমেশ। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ সাতখানা এনস্তা-কাল এসে পড়্‌তো।

যোগেশ। তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রেখেছ। ভাই, একটা কথা আছে, 'বিষম সমস্যা' তার মানে আমি বুঝতুম না—আজ বুঝ্‌লুম, আমার বিষম সমস্যা ! মার অনুরোধ, স্ত্রীর অনুরোধ ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স'ক ! কুনাম র'টতে দেরি হয় না, মাতাল নাম র'টেছে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজ্‌লো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে ; আজও স'ক। 'বড় বৌ, খুব কোমর

বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ,—জুচ্চুরি ক'রে বিষয় রাখ্‌বে। পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! যখন সুনাম গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? ভায়া তো রেজেষ্টারি কর্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছে; চল, 'শুভস্য শীঘ্রং'। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও, কি বল্‌তে হবে। মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হ'য়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে,—একটী মাতাল, একটী জোচ্চোর, একটী চোর।

রমেশ। দাদা মশাই, কি ব'লছেন?

যোগেশ। আর 'দাদা মশাই' না, ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্চি নি, রেজিষ্টারি ক'রে দেব, ভয় নেই। বড় বৌ, আমি বলেছিলুম, দিনকতক নিশ্চিন্ত হব, তার দেরি ছিল; কিন্তু তোমরা আজ আমায় নিশ্চিন্ত ক'রলে।

জ্ঞানদা। অমন ক'র্‌ছো কেন? তোমার মত হয়, বেচেই দাও।

যোগেশ। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুইয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি! পিতৃবিয়োগে দরিদ্র হ'য়েছিলুম, কিন্তু পরেশমণি সুনাম ছিল; সেই পরেশমণি যাতে ঠেকেছে, সোণা হয়েছে—সে রত্ন আর আমার নেই! চল রমেশ, তবে তয়ের হও।

[যোগেশের প্রস্থান।

উমা। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক্।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, ও যখন অমন ক'র্‌ছে—

রমেশ। মা, ছেলেটীর মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছো না, বেচে কিনে দিয়ে গলায় দড়ি দিক্, এই তোমার ইচ্ছা! যাও, তোমাদের কথা আমি শুনিনি, যেদোকে আমি ভাসিয়ে দিতে পার্‌বো না। আমি পই পই ক'রে বারণ ক'রেছিলুম, দাদা,—ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না, শুন্‌লেন না। ওঁর কি এখন বুদ্ধিশুদ্ধি আছে যে, ওঁর কথা শুন্‌তে হবে? কত দুঃখে রোজগার হয়, তা ত কেউ জানো না, তা হ'লে বুঝ্‌তে, মানুষটার প্রাণে কি ঘা লেগেছে! এই ডাক্তার ব'লে গেল কি, রমেশ বাবু সাবধান! যে ঘা লেগেছে, হঠাৎ একটা খারাপ হ'তে পারে। সর্ব্বস্ব খোয়াবেন, আবার জেলে যাবেন, আবার ঋণকে ঋণ রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার মরণ নেই!

উমা। বাবা, রাগ করিস্‌নি, রাগ করিস্‌নি।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, দেখ, ও বড় অভিমানী।

রমেশ। এই আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেঁট হবে, পাঁচজন হাস্‌বে, তা হ'লে কি বাঁচ্‌বে?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর বাড়ীর উঠান

সুরেশ ও শিবনাথ।

সুরেশ। বিদ্যাধরি, বিদ্যাধরি, দোর খোলো—

(জগমণির প্রবেশ)

জগ। কে ও—সুরেশ! আমি এই বিল সেধে টাকা নিয়ে এলুম। এই নাও, এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ মহাজন কে বাবা! (জগমণির প্রতি) লক্ষী, আপনি অপ্সরী কি কিন্নরী? আ মরি মরি! চাপকানের কি বাহার হ'য়েছে! আবার এই যে তকমা দেখ্‌ছি! বিবি, পাগ্‌ড়ীটে পর, কি বাহার দেখি; সুরেশ, এ হিজড়ে বেটীকে পেলি কোথা?

সুরেশ। চল চল, মজা আছে, মদন দাদা এসেছে?

জগ। সে অনেকক্ষণ ব'সে আছে।

সুরেশ। শিবে, সে বেটীরা পেছিয়ে পড়্‌লো নাকি?

শিব। পেছিয়ে পড়বে কেন? ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছা দেখা দিয়েছে! কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেণ্ট বার করেছ, বলিহারি যাই।

জগ। কি বল্‌ছ, পাঁঠা? আমি পাঁঠা রেঁধে রেখেছি, আমোদ ক'র্‌বে ব'লে গেলে—

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আজ ব্যাপারটা কি? না চাইতে চাইতেই টাকা, পাঁঠা রেঁধে রেখেছ,—আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে?

জগ। চোপ শূয়ার!

শিব। বাঃ—বাঃ, বুলিদার!

জগ। এ ইষ্টুপিড কে?

শিব। ফের জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ্! কাণ ম'লে দেব।

শিব। এ কে বাবা?—"দিনেতে অশ্বিনী হ'ত, রেতে কামিনী!"

(খেম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের প্রবেশ)

বাবা মেয়েমানুষ, দেখ, মনে ক'রেছ, তোমরাই চেহারাবাজ, তোমাদের বাবার বাবা দাঁড়িয়ে!

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ ক'র্‌ গে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজচটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসী, এস, মাথা খাও, তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না।

সুরেশ। আরে আয় না, এর চেয়ে মজা হবে আয়।

শিব। হ্যাঁরে, তুই বলিস্‌ কি, এর চেয়ে মজা হয়। আমি আধ ঘণ্টায় ভঙ্গী ঠাওর ক'ত্তে পার্‌লেম না। যেন কামিখ্যের হিজ্‌ড়ে ড'ান। রূপসি, গাছচালা জান?

সুরেশ। আয় না, আর এক চেহারা দেখ্‌বি আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার ফর্‌মেসে চেহারা থাকে, তা হ'লে তুমি হোসেন খাঁ। সব ক'ত্তে পার, ইন্দ্রের শচী আন্‌তে পার।

সুরেশ। আয়, মজা দেখ্‌বি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখতে হবে; এস হে।

১ম খেম্‌টা। হ্যাঁ মিতে, ওকি দাড়ি-গোঁপ কামিয়েছে?

শিব। এই মুরুব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তত্ত্ব পাইনি বাবা!

[জগমণি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। মড়ারা সব ম'রেছে! কারুর দেখাটী নেই। ওদের ইয়ারের মন, এ কোটরে যদি না ট্যাঁকে, তা হ'লে তো ফস্কালো; কাজ করে—তার বাঁধন নেই।

(জনৈক দরোয়ানের প্রবেশ)

তোম কে হায়?

দরো। বাবু ঘরমে আছে?

জগ। কেন?

দরো। ভিতরে যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোক্‌কো বল।

দরো। আরে এতো বড় ঝামিল! তোম্‌ নোকর্‌ হায়, তোম্‌সে ক্যা বোলে?

জগ। নোকর হায় তো কি হুয়া হায়? কোন্‌ বাবুসে কথাবাত্রা হায়?

দরো। জগ বাবুসে।

জগ। হাম লোক হ'চ্ছি জগ বাবু।

দরো। আরে! এ আওরাং ক্যা চাপরাসী!

জগ। তুমি তো সন্ধান নিতে আয়া হায়, সুরেশ বাবু আয়া কি না?

দরো। আরে, এ তো ঠিক হুয়া, আওরাং তো বাবু বন্‌ গিয়া। বাঙ্গালা কা বহুৎ তামাসা, সেলাম, বাবু সেলাম!

জগ। বাত্‌কা জবাব দিতে পারতা নেই?

দরো। হাঁ হাঁ, ওহি বাত।

জগ। তুমি যাও, পোড়ারমুখো মিন্‌সেকে জল্‌দী কর্‌কে পাহারাওয়ালা নিয়ে আস্‌তে বল।

দরো। সেলাম বাবু সাব।

[দরোয়ানের প্রস্থান।

(মদন ঘোষ, সুরেশ, শিবনাথ ও খেম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

শিব। ছিঃ বিদ্যাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা থাক্‌তে অমন কোটরে জায়গা ক'রেছ?

জগ। তা এইখানেই ব'স—তা এইখানেই ব'স। আমি আস্‌ছি, এইখানে একটু কাজ সেরে আস্‌ছি।

শিব। দোহাই সুন্দরী! অনাথ হব—অনাথ হব!

জগ। আমি এলুম ব'লে।

[জগমণির প্রস্থান।

সুরেশ। মদন দাদা, এই ত সব ক'নে এনে হাজির ক'রেছি, একটা পছন্দ ক'রে নাও।

মদন। কই—কই? তা ভাই, তোমরা ক'র্‌বে না তো ক'র্‌বে কে? যাকে হয় দাও, যাকে হয় দাও; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা—

সুরেশ। মদন দাদা, গোটা দুই বে কর, কি জানি, একটা যদি বাঁজা হ'ল?

মদন। তা ভাই, তোমার কথায় আমার অমত নেই, তোমার কথায় আমার অমত নেই।

সুরেশ। দেখ, দাদার আপত্য নেই।

১ম ঘেম্‌টা। আমাদের ভাগ্‌গি।

মদন। তবে দাদা, আজকে বে হ'লে হয় না ?

সুরেশ। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। সুরে—সুরে, বিদ্যাধরি আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা ক'র্‌বো।

মদন। ভায়া, এরা সব ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছে, এরা তো বেশ্যা নয় ?

সুরেশ। মহাভারত! এদের চৌদ্দপুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদন। তাই বল্‌ছি ভাই, তাইবল্‌ছি। কি জান দাদা, দত্তপুকুরে একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো ক'রে তবে জাতে উঠি!

সুরেশ। দাদা, ক'নেদের একবার গান শোন।

মদন। ক'নে গাইবে ?

সুরেশ। গাইবে না? ওরা সব কি যেমন তেমন ক'নে? এরা সব রাত্রের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (Deputy Magistrate)। গাও হে ক'নেরা গাও।

(ঘেম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের গীত)

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল।
ড্যাগ্‌রা নাগর বরণ ছু-পোড়, বদনখানি রাবার বিল॥
মরি কি আঁকা বাঁকা, চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,
আকর্ণ হাঁ, ছু' মেড়ে ফাঁকা,
গন্তে গেছে বাছার দাড়ী, উলটো ঠোঁটে মজার দিল্॥

সুরেশ। দাদা, বাহবা দিলে না? চুপ ক'রে কি ভাবছ?

মদন। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা—

শিব। কি ব'ল্‌ছো?

মদন। বলি, এরা তো যাত্রাওয়ালার ছেলে নয়?

শিব। রামঃ!

মদন। তাই ব'ল্‌ছি, তাই ব'ল্‌ছি; কি জান, বোসেরা একটা যাত্রাওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে বে দিয়েছিল, সেই অবধি আশঙ্কা আছে—

(জগমণির পুনঃ প্রবেশ)

শিব। না, কাজ নেই, কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই ক'নে বে কর।

মদন। এ কে? এ যে সেই চাপরাসী।

শিব। সে কি? চাপরাসী কিসের?

মদন। তবে কি বৌরূপী?

শিব। বহুরূপী কেন? ক'নে দেখছো, আ মরি মরি!

২য় ঘেম্‌টা। তোমার বরাত ভাল, বরাত ভাল।

শিব। (মদনের প্রতি) গালে হাত দিয়ে কি দেখ্‌ছো?

মদন। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয়; দেখছি গোঁপ-টোপ তো কামায় নি?

শিব। চল্ সুরে চল্, তোর দাদার পছন্দ হবে না।

সুরেশ। তাই তো দেখ্‌ছি, এমন বিদ্যাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদন। পছন্দ হবে না কেন, পছন্দ হবে না কেন, যেমন হয় হ'লেই হ'ল; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা!

সুরেশ। এস বিদ্যাধরি, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

জগ। (স্বগত) আঁটকুড়ীর ব্যাটা ম'রেছে!

সুরেশ। কি বিদ্যাধরি, চুপ ক'রে আছ যে? বর পছন্দ হ'চ্ছে না না কি?

জগ। (স্বগত) আ মর্!

শিব। কি বাবা ডাকিনি, কি মন্তর আওড়াচ্ছ?

সুরেশ। দাদা, ক'নের সঙ্গে কথা কও।

মদন। ভায়া, এই তো আমোদ-প্রমোদ হ'ল, এখন বাসরঘর হবে না?

সুরেশ। সে কি দাদা? আগে বে হ'ক্।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে পুরুত ডাক।

সুরেশ। ক'নে পছন্দ হ'য়েছে তো?

মদন। তা হ'য়েছে তা হ'য়েছে, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরেশ। শিবে মন্তর পড়।

শিব। "অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যঃ প্রদগ্ধা কুলে মম"—

সুরেশ। বল হরি, হরিবোল—

ঘেম্‌টা-দ্বয়। উলু উলু উলু—

(কাঙ্গালীর প্রবেশ)

কাঙ্গালী। জগা, সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্! ঘরে চোর পুষে রেখেছিস্! পাহারাওয়ালা জনাদারে বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে রেখেছে।

জগ। ও মা! সে কি গো?

কাঙ্গালী। এই ছাখ—এই সার্জ্জন আসছে।

(ইনস্‌পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ)

ইনেস্। সুরেশবাবু, এ মাক্‌ড়ী কার?

সুরেশ। এ মাক্‌ড়ী মেজ বো'র।

ইনেস্। আপনি কোথায় পেলেন?

সুরেশ। আমি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনেস্। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙ্গে?

জমা। (খেম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের প্রতি) আরে, তোম লোক খাড়া রহো।

ইনেস্। কি বাক্স ভেঙ্গে?

জমা। আপ্ চালান দিজিয়ে, বহু যেসা গাওয়া দে। (জনান্তিকে) বাবু, এস্‌মে কুচ্ মিলেগা।

সুরেশ। কি! বৌকে সাক্ষী দিতে হবে?

জমা। নেই তো কা, পুলিসমে সব কইকো চালান দেগা।

সুরেশ। তবে আমি বল্‌ছি, বৌ কিছু জানে না, আমি বাক্স ভেঙ্গে চুরি ক'রেছি।

জমা। কবুল দেতা?

ইনেস্। সুরেশবাবু, সত্যি কথা বলুন। আপনার তাতে ভাল হ'বে। শুনুন, আপনি বৌকে জড়ান, বেঁচে যেতে পারেন।

সুরেশ। সে কি ইনেস্‌পেক্টারবাবু, আমার প্রাণ যায়, সেও কবুল, আমি আপনার কুলবধূকে পুলিসে হাজির কর্‌বো? আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন;—দাদার বাক্স দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙ্গে চুরি ক'রেছি।

জমা। আরে বাবু, শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাহে?

সুরেশ। মারা যাই যাব, আমার এই কথা জমাদার সাহেব। আমি আমোদ ক'রে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই। আমার যদি ট্রান্সপোর্টেশন (Transportation) হয়, তবু আমার এই এক কথা। আমিই কুলাঙ্গার, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যা কথা জানে না।

ইনেস্। আপনি আপনাদের বৌকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'চ্ছেন, কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ, বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না। আপনাদের বৌয়েতে আর আপনার মেজ-দাদাতে ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে ধ'রিয়ে দিচ্ছে; বলেন তো, রিপোর্টে লিখে নিই,—আপনাদের বৌ আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

সুরেশ। কি, মেজদাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন? মিথ্যা কথা। আর যদিও দাদা আমায় শাসিত ক'র্‌বেন মনে ক'রে থাকেন, বৌ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! যার মুখ দেখ্‌লে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, যার মিষ্ট কথা শুন্‌লে আমারও প্রাণ নরম হয়, ইন্‌স্পেক্টারসাহেব, তুমি সে স্বর্গীয়-মূর্ত্তি দেখনি, তাই ও কথা ব'ল্‌ছো। আর অমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে।

কাঙ্গালী। অ্যাঁ, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে নিয়েছে? (শিবুকে ধরিয়া) দেখি, তোর হাতে কি দেখি? এই আমার নোট! এই আল্‌পিন গাঁথা! ইনেস্‌পেক্টার সাহেব, ধর—এ চোর!

সুরেশ। সে কি বিদ্যাধরি, চুপ ক'রে রইলে যে? তুমি যে ধার দিলে?

কাঙ্গালী। ধার দিলে বৈ কি? আবার জবরদস্তি! এই দেখ জমাদারসাহেব, ভাইপোকে পাঠাব ব'লে গালাটালা এঁটে সব ঠিক ক'রে রেখেছিলুম, ছিঁড়ে বার ক'রে নিয়েছে।

সুরেশ। শিবে, তুই ভাবিস্ নি, আমি ম'জেছি না ম'জতে আছি! দেখছি ষড়্‌যন্ত্রই বটে! জমাদারসাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমা। বাহার গিয়া, চিঠি লেকে গিয়া নেই? রেজে-ষ্টারি নেই কর্‌কে ঘরমে রাখ্‌কে গিয়া কাহে?

কাঙ্গালী। আমার কম্পাউণ্ডারকে ব'লে গিয়েছিলুম, রেজেষ্টারি ক'ত্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিস কিয়া, হাম লোক চালান দেতা। খোদাবন্দ, লে চলে?

সুরেশ। ইনেস্পেক্টার সাহেব, আমি সত্য বল্‌ছি, আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর ঠেঁয়ে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরির দাবী হয়, সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আস্‌তে চায়নি; আমি ওর মার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইনেস্পেক্টার সাহেব, এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা খামকা অপমান কর্‌বেন না। চোর ধরা

আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝতে পার্‌ছেন, আমি সত্য বল্‌ছি কি মিথ্যা বল্‌ছি। বাবু, আপনার পায়ে ধ'চ্ছি, মিনতি ক'চ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই দুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইনেস্‌। কাঙ্গালী বাবু, মাম্‌লা সাজিয়েছেন বটে, টেঁক্‌বে না।

কাঙ্গালী। (জনান্তিকে) ইনেস্পেক্টার বাবু, ওর মা'র হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় ক'রে নিন্ না। একবার ওর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন ; আর নালিস্ বন্ধ হ'তে মানা করেন, আমি চেপে যাচ্ছি।

ইনেস্‌। চল্‌, এন্‌লোককে লে চল্‌, আওরাংলোককে ছোড়্ দেও।

মদন। বাবা, আমি নই, আমার বে দিতে এনেছিল।

সুরেশ। হায় হায়, আমি এত লোককে মজালুম ! বন্ধুকে মজালুম, এই পাগ্‌লাটাকে মজালুম ! নরাধম বিট্‌লে বামুন, তোর মনে এই ছিল ? কেন ভদ্রলোককে মজাস্ ? ছেড়ে দিতে বল। কাঙ্গালী খুড়ো, রাগ থাকে, আমার উপর দাবী দাও ; শিবু, ভয় ক'র না, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্যকথা বল্‌বো।

মদন। হায় হায়, বে ক'ত্তে এসে মজলুম !

ইনেস্‌। এ আবার কে ? এরে ছেড়ে দাও।

জমা। শিবু বাবু, ইনেস্‌পেক্টার সাবকো কুচ্ কবলায়কে ছুট্টি লেও।

শিব। যা বলেন, আমি মা'র ঠেঁয়ে নিয়ে দেব।

জমা। তোম্‌বি আও, রিপোর্ট লেখ্‌নে হোগা।

[জগমণি ও কাঙ্গালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। তুই ভারি গাধা ! সুরেশকে ফাঁসাবার কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি ক'র্‌লি কেন ?

কাঙ্গালী। আরে জানিস নি, ও বড় পাজী ! ওর মা'র হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম, হাণ্ডনোট সই ক'রে দে, তা আমায় বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চ'লে গেল।

জগ। আ মুখ্যু, আ মুখ্যু ! যখন ওর মা'র হাতে টাকা আছে ব'ল্‌ছিস, ওকে অম্‌নি ক'রে চটাতে হয় ? দেখ দেখি, আলাপ হ'য়েছিল, আমায় ও পছন্দ ক'রেছিল—আজও রাগ বরদাস্ত ক'ত্তে পার্‌লি নি,—কাজ কর্‌বি ? দূর ! যা, রমেশ বাবুকে খবর দিগে যা, আমি রাঁধি গে। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বাটীর দরদালান

যোগেশ ও পীতাম্বর।

পীতা। বাবু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সুরেশ বাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হ'য়েছে ! জামিন নিলে না, মেজ বাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি নি ; কি হবে, কি করি, বাবু, বাবু—

যোগেশ। কি, কারে ডাক্‌ছো ?

পীতা। আজ্ঞে—

যোগেশ। আমায় ?—আমায় কি ব'ল্‌তে এসেছ ? যাও, মেজবাবুর কাছে যাও, যাও মা'র কাছে যাও, যাও বড় ব'র কাছে যাও। যারা বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, তাদের কাছে যাও, আমি রেজেষ্টারী আফিসে এককলমে বিষয়, মান, মর্য্যাদা তোমাদের মেজ বাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই ! (বোতল প্রদর্শন)

পীতা। আজ্ঞে, সুরেশ বাবু ফৌজদারীতে প'ড়েছেন।

যোগেশ। আমি তো শুনেছি, এ আর বিচিত্র কি ? চুরি, জুচ্চুরি, বাটপাড়ী, দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান, সেথায় ফৌজদারী হওয়া আশ্চর্য্য কি ? আমায় আর কিছু শুনিও না, আমার কাছে কেউ এস না ; আমি কিছু শুন্‌বো না ব'লে মদ খাচ্ছি, ভুলে থাক্‌বো ব'লে মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেরুবে ব'লে মদ খাচ্ছি। আমার মহাজন শুঁড়ী, কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞান-বিসর্জ্জন, এইতে যদ্দিন যায়। যখন ম'র্‌বো, ইচ্ছে হয়, টেনে ফেলে দিও। যাও, ততদিন আর আমার কাছে এস না।

(জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারাওয়লায় ধ'রেছে ?

যোগেশ। শুনেছি, আর দু'বার শোনাতে চাও, শোনাও। বড়বৌ শোনাতে চাও, শোনাও। সকলে মিলে বল, সুরেশকে ধ'রেছে, সুরেশকে ধ'রেছে,—সুরেশকে ধ'রেছে। আমার উত্তর শুনবে ? আমি কি ক'র্‌বো, আমি কি ক'র্‌বো—আমি কি ক'র্‌বো ! মা, সে দিন ছিল, যেদিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আস্‌তো ; বোধ হয়, খুনী আসামীও আমি জামিন্ হ'লে ছেড়ে দিত ; সে দিন ছিল, যে দিন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার আমার অনুরোধ রক্ষা ক'ত্ত ; সে দিন ছিল, যখন আমি সত্যবাদি ছিলেম, যখন আমি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেম,

যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি আমায় লোকে জান্‌তো ; আজ সে দিন নেই, আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, জোচ্চর আমার খেতাব !

উমা। ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হবে, তুই মদ বন্ধ কর্ ; আমি বুড়ো মা—আর আমায় দগ্ধাস্ নি।

যোগেশ। তুমি মা! ভাল, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি ; রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, আর তোমার অনুরোধ কি ? যা কারুর হয় না, তা আমার হয়েছে, মাতৃঋণ শোধ গিয়েছে !

উমা। আমার কপালে কি মরণ নেই! যম কি আমায় ভুলে র'য়েছে! যোগেশ, তুই এ কথা বল্লি ? তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ ক'রি!

যোগেশ। মা, তুমি মাতালের পিত্তেস্ কর ? জোচ্চোরের পিত্তেস কর ? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস কর ? এমন পিত্তেস্ রেখ না ; যাও, তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও, যে বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, সে সব দিক রক্ষা ক'র্‌বে। মা বড় প্রাণ কাঁদছে, তাই একটা কথা তোমায় বল্‌ছি,—মনে ক'রে দেখ, যখন আমি কাজ-কর্ম্ম ক'রে সন্ধ্যার পর ফিরে আসতুম্, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার মাকে প্রণাম কর্‌বো, আবার ভায়েদের মুখ দেখ্‌বো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্‌বো, আবার ছেলের মুখচুম্বন কর্‌বো ; সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাক্‌তুম, আসবার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ি চল্‌তে পার্‌ছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই! দশ মিনিট দেরী আমার দশ ঘণ্টা বোধ হ'ত। গাড়ী থেকে নেবে দোরে ছেলেকে দেখতেম্, উপরে উঠে ভায়েদের দেখতেম্, বাড়ীর ভিতর তোমাদের দেখ্‌তেম ; বাড়ী আস্‌তেম—স্বর্গে আস্‌তেম! আজ সেই বাড়ী আমার নরক! বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে র'য়েছি। মা আমায় চান না, বিষয় চান ; পরিবার আমায় দেখেন না, বিষয় দেখেন ; ভাই আমায় দেখেন না, বিষয় বাগিয়ে নেন। বাঃ! কি সুখের সংসার! তবে আমায় কাকে দেখতে বল ? আমার আর শক্তি কই ? জোচ্চোর, জোচ্চোর, জোচ্চোর! মা, আমি জোচ্চোর! ছি ছি ছি!

উমা। বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার ক'চ্ছ ? আমি তোমার বিষয় দেখি নি, আমি প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ ক'রেছিলেম ; তুমি টাকার শোকে মদ ধ'ল্লে, সকলে ব'ল্লে, তুমি বাড়ী বেচ্‌লে প্রাণে মারা যাবে।

যোগেশ। প্রাণের জন্য, তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা! মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ ক'রেছ। সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'ত, আমার মনে এই শান্তি থাক্‌তো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফির্‌বে না, বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে তার দোর খুলে দিয়েছি।

পীতা। বাবু, আপনি প্রতিপালক, অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয় ; আপনি বিবেচক, বিবেচনা ক'রে দেখুন, সপরিবার ডোবাবেন না।

যোগেশ। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা! সপরিবার ডোবাব না ব'লেই রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হ'ক্, আমায় ছেড়ে দাও। মান গিয়েছে, মান গিয়েছে, বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্নাম র'টেছে!

জ্ঞানদা। ওগো, আমাদের গলায় ছুরি দিয়ে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।

যোগেশ। কেন, আমার গরজ কি ? ইচ্ছা হয়, গঙ্গা আছে ঝাঁপ দাও ; আগুন আছে, পুড়ে মর ; বঁটী আছে, গলায় দাও ; বিষ আছে, কিনে খাও ; আমায় কেন ব'ল্‌ছ ? আমার উপায় আমি ক'চ্ছি, তোমাদের উপায় তোমরা কর।

পীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'ন, সব ফির্‌বে, সব পাবেন।

যোগেশ। কি ফির্‌বে, কি পাব ? স্বীকার করি, টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচ্‌বে না ; কারুর কখনও ঘু'চেনি। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান্ একটী রত্ন দেন, সে রত্ন যা'র আছে, সেই ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান অপেক্ষাও পূজ্য হয়! সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই।

[যোগেশ ও জ্ঞানদার প্রস্থান।

উমা। ওরে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

পীতা। গিন্নি মা, গিন্নি মা, কাঁদ্‌বার দিন পাবেন। একটা কথা বলি শুনুন, থানায় শুন্‌লেম—মেজবাবু ছোটবাবুকে ধ'রিয়ে দিয়েছেন।

উমা। অ্যাঁ! বল কি! রমেশ কোথায় ? তা'রে ডাক।

পীতা। আমি তাঁরে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ,—খুঁজে দেখ; শীগ্‌গির আমার কাছে নিয়ে এস। দীনবন্ধু! এ কি আবার শুন্‌লেম্‌!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফুল্ল। ও মা, ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও মা, —মা, শীগগির আন্‌তে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস নি।

প্রফুল্ল। ওমা, তোমার পায়ে প'ড়ি মা, বট্‌ঠাকুরকে ব'লে ঠাকুরপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আন্‌তে পাঠাও মা, আন্‌তে পাঠাও, নইলে আমি বাঁচ্‌বো না মা, তোমার পায়ে প'ড়ি।

উমা। আন্‌তে পাঠিয়েছি, তুই চুপ্‌ কর্‌।

প্রফুল্ল। মা, তুমি আমায় ভাঁড়িও না, তোমরা পরামর্শ ক'রেছ, ঠাকুরপোকে শাসিত ক'র্‌বে; আমি ভুল্‌বো না, আমি এইখানেই ব'সে রইলেম, আমি খাব না, কিচ্ছু না।

উমা। যাই, একবার বাবার কাছে যাই, তিনি কি উপায় করেন দেখি। তুই আয়, এখানে একলা ব'সে কি ক'র্‌বি?

প্রফুল্ল। না, আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠ্‌বো না। আমার মাক্‌ড়ীর জন্যে ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, আমি সব গয়না খুলে বাক্সয় পুরেছি, যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাক্স শুদ্ধু জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। ওরে তুই এখানে ব'সে র'য়েছিস্‌?

প্রফুল্ল। ওগো ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, তুমি শীগ্‌গির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমেশ। শোন্‌, আমি সেইখান থেকেই আস্‌ছি, কাল যদি কেউ সাহেব টায়েব জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে আসে—

প্রফুল্ল। ওমা! সাহেব আস্‌বে কি গো? আমি সাহেবের সাম্‌নে বেরুব কেমন ক'রে?

রমেশ। দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে।

প্রফুল্ল। ওমা! আমি তা পার্‌বো না।

রমেশ। শোন্‌, ন্যাকামো করিস্‌ এখন। তোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে যে, সুরেশকে মাক্‌ড়ী তুমি দিয়েছিলে? তুই বলিস্‌—না, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছে।

প্রফুল্ল। না, তাতো না, আমি মাদুলী আন্‌তে দিয়েছিলুম।

রমেশ। তুই বল্‌বি, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছিল।

প্রফুল্ল। ও মা, কি ক'রে ব'ল্‌বো?

রমেশ। কি ক'রে বল্‌বি কি? যেমন ক'রে কথা ক'চ্ছিস্‌, তেম্‌নি ক'রে বল্‌বি। এই কথা ব'ল্‌তে আর পার্‌বি নি?

প্রফুল্ল। না, আমি তা পার্‌বো না।

রমেশ। পার্‌বি নি, তবে তোকে সাহেব ধ'রে নিয়ে যাবে।

প্রফুল্ল। আমি মাকে ডাকি, আমি মা'র কাছে যাই।

রমেশ। শোন্‌ শোন্‌, তুই এ কথা না ব'ল্লে সুরেশের মেয়াদ হ'য়ে যাবে, মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে শুন্‌লে, সাহেব বড় রাগ ক'র্‌বে, সুরেশকে কয়েদ দেবে।

প্রফুল্ল। ওগো, তুমি আমার সব গহনা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর জন্যে আমার বড় প্রাণ কেমন ক'র্‌ছে, আমি মিছে কথা ব'ল্‌তে পার্‌বো না, ঠাক্‌রুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।

রমেশ। তবে সুরেশ জেলে যাক্‌।

প্রফুল্ল। না গো, তুমি নিয়ে এস।

রমেশ। আমার কথা শুন্‌বি নি? আমি তোর স্বামী, মা তোকে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস্‌, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুন্‌তে হয়।

প্রফুল্ল। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

রমেশ। খবরদার! কেটে ফেল্‌বো, দূর ক'রে দেব। শোন্‌, যা শিখিয়ে দিলুম ব'লিস্‌ তো ব'লবি, নইলে আর তোর মুখ দেখ্‌বো না।

প্রফুল্ল। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। ও কাকা বাবু, তুমি ছোট কাকাবাবুকে কেন ধ'রিয়ে দিয়েছ? ও কাকাবাবু, ছোট কাকাবাবুকে ধ'রিয়ে দিও না।

রমেশ। চোপ্‌!

যাদব। না কাকাবাবু, আর ব'লবো না কাকাবাবু, ঘাট হ'য়েছে কাকাবাবু, ও কাকীমা, তুমি বল না, ছোট কাকাবাবুকে আনতে বল না?

রমেশ। যেদো, এখান থেকে বেরো।

যাদব। যাচ্ছি কাকাবাবু, যাচ্ছি।

[যাদব ও প্রফুল্লর প্রস্থান।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। ভ্যালা মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর ফেল ক'রেছিল!—কি অবিচার—কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান ক'রতে পা'রতে! সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেব না,—আমি মদ খেয়েই থাকবো।

রমেশ। কি মাতলামো ক'রছো?

যোগেশ। সাবাস, সাবাস, উকিল কি চিজ! ও দেরি না, দেরি না, শুভকর্ম্মে বিলম্ব না; যেদোর গলায় পা দাও, আর বুড়ো মাকে চালকুমড়ী কর, আর মা আমার রত্নগর্ভা,—একটি মাতাল, একটি উকিল, একটি চোর!

রমেশ। মাতলামোর আর জায়গা পেলে না?

[রমেশের প্রস্থান।

যোগেশ। যেদো, ধর্ ধর্ তোর কাকাবাবুকে ধর্।

[যোগেশের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর সম্মুখ

মদন ঘোষ।

মদন। বরাত্ বরাত্! ক'নে জুটেছিল, সবই হ'য়েছিল, বংশরক্ষাটা হ'ল না। বরাত্ বরাত্! আর কি ক'রবো! দিন দিন যৌবনটা বয়ে গেল, কি ক'রবো! বরাত্ বরাত্! ও বাবা, আবার পাহারাওয়ালা আসে যে! আমি না, আমি না—

(জগমণি ও কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ)

জগ। কি বর, আমায় চিনতে পারছো না? অমন ক'রছো কেন? আমি যে ক'নে।

মদন। তুমি ক'নে, না পাহারাওয়ালা? তোমার সঙ্গে কে, উটিও কি ক'নে?

জগ। ও ক'নে কেন? ও পুরুষমানুষ, ও আমার—

মদন। ও কি তোমার বড় দিদি?

জগ। হ্যাঁ, একটা কথা বলি শোন।

মদন। হ্যাঁগা, তোমাদের কোন্ দেশে বাড়ী? তোমাদের মেয়ে-মদ্দের গোঁপ বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরুবে কেন? শোন না—

মদন। তবে যে তোমার দিদির গোঁপ বেরিয়েছে?

জগ। দিদি কেন! ও আমার মাস্তুতো ভাই।

মদন। মেসো, না বোন্‌পো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চ'লে যাব।

মদন। না, যেও না, যেও না, কি জান, বংশরক্ষা—কি জান, বংশরক্ষা!

কাঙ্গালী। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা ব'লছে, শোন্ না।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, পিণ্ডির স্থল, পিণ্ডির স্থল! বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি ক'নে চাও, একটি কথা ব'লতে হবে, এই কথা,—তুমি ঘরে ছিলে, তুমি দেখেছ যে, চিঠি ছিঁড়ে নোট বা'র ক'রে নিয়েছে। সাহেব যখন জিজ্ঞাসা ক'রবে, তুমি ব'লবে যে, চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদন। ও বাবা, সাহেব!

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় জমাদার এখনি নিতে আসবে।

মদন। ও বাবা! আমি না—আমি না—

জগ। শোন না, ব্যাটাছেলে, অত ভয় পাচ্ছো কেন?

মদন। দোহাই জমাদার সাহেব! আমি না—আমি না—

[মদন ঘোষের প্রস্থান।

কাঙ্গালী। জগা, তোর যেমন বিদ্যে, পাগলার কাছে এসেছিস্ সাক্ষী ক'ত্তে, দেখ্ দেখি, কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সামনে তোরে ক'নে ব'ল্লে।

জগ। তোর মতন গাধা শুওর আর জন্মায় না; যদি পাগলাটাকে দে বলাতে পা'রতুম, তা হ'লে ম্যাজিষ্টারের কি বিশ্বাস জন্মাত বল দেখিন?

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। কে বাবা তোমরা যুগলে! তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্টদেবতা? যাও কেন, যাও কেন, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে, প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাও; যেও না, যেও না, বেদোকে এনে দিচ্ছি, আছ্‌ড়ে মার।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পুলিস-কোর্ট

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রেটার, উকিলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা-পোদ্দার, পীতাম্বর, জমাদার, কন্‌ষ্টেবলগণ, পাহারাওয়ালা ও কোর্ট-ইনেস্পেক্টার ইত্যাদি।

পাহারা। এই চোপ্‌রাও, চোপ্।

ইণ্টার। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদাপোদ্দার, শিবনাথ লাহিড়ী আসামী—

পাহারা। সুক্‌লাস ওই আসাম—শিবলক্ষ্মী বেওয়া আসাম—

১ম উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর্ দি ফার্ষ্ট প্রিজ্‌নার (**I appear for the first prisoner**)।

২য় উকিল। আই ফর্ দি সেকেণ্ড প্রিজ্‌নার (**I for the second prisoner**)।

৩য় উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর্ শিবনাথ (**I appear for Sivnath**)।

জমা। খোদাবন্দ্! ঘর্‌সে বাকস্ তোড়কে আসামী সুরেশ মাকৃড়ী চুরি কর্‌কে অন্নদা পোদ্দারকা দোকানমে বেচা।

ইণ্টার। ব্রেকিং বক্‌স, ষ্টিলিং ইয়ারিং (**breaking box, stealing ear-ring**)—

ম্যাজিষ্ট্রেট। আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড (**I understand**)।

ইণ্টার। গাওয়া লে আও—

(রমেশের প্রবেশ)

ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

রমেশ। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, যাহা বলিব, সব সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইণ্টার। কি নাম?

রমেশ। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

সুরেশ। মেজদাদা, মিথ্যা হলপের প্রয়োজন নাই। আমায় সাজা দেওয়াবেন দেওঁয়ান, আমিই স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। ধর্ম্ম-অবতার! দাদার ঘরে কাঠের বাক্সতে এই মাকৃড়ীগুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাক্স ভেঙ্গে এ মাকৃড়ী-গুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলেম। [রমেশের প্রস্থান।

পীতা। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার! আমার একটি আর্‌জি শুনতে আজ্ঞা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোম্ কোন হ্যায়?

(ইণ্টারপ্রেটার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কানে কানে কথা)

ও ইজ ইট (**Oh, is it**)? ক্যা আর্‌জ বোলো?

পীতা। হুজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। ওঁর ভাজ, রমেশ বাবুর স্ত্রী, এই মাকৃড়ীগুলি ওঁকে দেন, কিন্তু পাছে ওঁর ভাজকে সাক্ষী দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। ইনি চুরি করেন নি, মাকৃড়ীগুলি ওঁকে দিয়েছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, বাই-জরুকা গাওয়া ডেও।

সুরেশ। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার, আমার নিবেদন শুনুন, আমার ভাজ আমায় দেন নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি; আমার কথা সত্য, মিথ্যা নয়, আপনি আমায় সাজা দিন। এই পীতাম্বর আমাদের বাড়ীর পুরাণ লোক, আমার মায়ায় মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছে। ধর্ম্ম-অবতার, আর একটি আমার নিবেদন, আমার বন্ধু শিবনাথের নামে চুরির দাবি হ'য়েছে, শিবনাথ নির্দ্দোষী, আমিই নোট নিয়েছিলেম।

ম্যাজিষ্ট্রেট। ইয়ংম্যান্, ইউ উইল বি পানিশ্‌ড্ ফর ইওর কন্‌ফেসন্ (**Youngman, you will be punished for your confession**)।

ইণ্টার। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

সুরেশ। সাজা হয় হ'ক্, আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ! যখন আমার ভাই আমায় মেয়াদ দেবার জন্যে মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, না না—হলপ্ ক'ত্তে প্রস্তুত, যখন আমার এই বিপদ জেনে দাদা মেজদাদাকে বারণ করেন নি, তিনিও আসেন নি, তখন

আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, আমিই ঘরের কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা জানেন না, মা আমার সাবিত্রী! আমার দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব! বড় ভাজ অন্নপূর্ণা! ছোট ভাজ সরলা সোণার প্রতিমা! মেজদা' উকিল, আমি নির্গুণ, আমার দূর হওয়াই উচিত।

উকিল। হি ইজ স্পিকিং আণ্ডার পুলিস পারস্যুয়েসন্ (He is speaking under Police persuasion)।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নো হেল্প, আই হ্যাব্ ওয়ারন্ড্ হিম (No help, I have warned him)। টুমি যাহা বলিটেছ, ফিরাইয়া না লইলে টোমার সাজা হইবে।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! সাজা দিন, এই আমার প্রার্থনা। আমার মত নরাধমের চোর-ডাকাতের সঙ্গে বাস হওয়া ভিন্ন আর কি হ'তে পারে! আমি একজন পোদ্দারকে মজাতে ব'সেছি, আমার নির্দ্দোষী বন্ধুকে মজাতে ব'সেছি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলাঙ্গারকে দণ্ড দিন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নোট চুরির কথা কি বলো?

জমা। ইস্কা কুচ গাওয়া নেই হ্যায় খোদাবন্দ্।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! এ মকদ্দমায়ও আমি দোষী। যে বন্ধু আমার মুখ থেকে খাবার দেয়, তা'কে আমি নীচাশয় নরাধমদের কাছে নিয়ে গিয়ে চোর অপবাদ দিয়েছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোমার পোনের ডিব্‌স কঠিন পরিশ্রমের সহিট কারাগার হইল। মিষ্টার পিয়ারসন্, আই ডিস্‌চার্জ্জ ইয়োর ক্লায়েণ্ট ((Mr. Pearson, I discharge your client)।

৩য় উকিল। থ্যাঙ্ক ইয়োর ওয়ারসিপ (Thank your Worship)।

জমা। তোম্ এসা বেকুব, যাও জেল্‌মে যাও।

শিব। জমাদার সাহেব. দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার বন্ধুকে একবার দেখি! সুরেশ, ভাই, তোমার এই দশা হ'লো! তুমি সদাশয় আমি জান্‌তেম, কিন্তু যে বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তা কখনও আমি জানি নি। তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখ্‌লেম; তোমার বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে ভুল্‌ব না, আর যদি পারি, এ ঋণের এক কণা শোধ্‌বার চেষ্টা পাব। সুরেশ, ভাই, একবার কোল দাও! আমার কোন গুণ নাই, তোমার কিছুই ক'ত্তে পার্‌বো না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জেন যে, আমার প্রাণ দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয়, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত। যদি আমার ক্ষুদ্র কুটীর থাকে—আধখানি তোমার, যদি একখানি বস্ত্র থাকে—আধখানি ছিঁড়ে তোমায় দেব, যদি এক মুঠো অন্ন থাকে—আধমুঠো তোমায় দেব। ভাইরে, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার ভাই-ই তোমার শত্রু! কিন্তু দাদা, আজ থেকে আমি তোমার ছোট ভাই! তোমার নফর!

পাহারা। চল্! চল্! হড়্‌বড়াও মৎ!

জমা। আরে রও রও—

সুরেশ। শিবনাথ, আমার একটি অনুরোধ রেখ'—আমার মত লোকের কুসঙ্গ ছেড়ে সৎ হ'ও, লেখাপড়ায় মন দাও, মানুষ হবার চেষ্টা পাও; আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত ক'রে চল্লেম, কুলে কলঙ্ক দিলেম! তুমি ভাই, তোমার মাকে সদ্‌গুণে সুখী ক'রো, যদি কখন' আমার সঙ্গে দেখা হয়, মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেও, কখন' আমার ছায়া মাড়িও না। আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বার বার আমায় শোধ্‌রাবার চেষ্টা ক'রেছেন, আমি নির্ব্বোধ, তাঁদের উপদেশ শুনি নি; আমার এক অনুরোধ, তোমার মাকে একবার আমার বুড়ো মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করেন, মেজকে বুঝিয়ে বলেন, তার কোন দোষ নেই, আমি নিজের দোষে সাজা পেয়েছি। সে অন্ন-জল পরিত্যাগ ক'র্‌বে, তোমার মা যেন তাকে ভুলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠ্‌বে, কেউ দেখ্‌বার লোক থাক্‌বে না, পার যদি—এক একবার যেদোকে আদর ক'রো। ভাই, বিদায় দাও। জমাদার সাহেব, নিয়ে চল। পীতাম্বর, তোমার ঋণ আমি শুধ্‌তে পারবো না, তুমি এ অকর্ম্মণ্যের জন্য কেঁদ না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—ঃঃ*ঃঃ—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পীতাম্বরের বাসা-বাটীর সম্মুখ

কাঙ্গালী ও পীতাম্বর।

কাঙ্গালী। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন ক'রেছি, সেই দিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হ'য়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ।

পীতা। ম'শায়ের আমার নিকট প্রয়োজন?

কাঙ্গালী। আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপনার সৌহার্দ্দ্য জন্য আমি একান্ত স্খলিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধৃষ্ট।

পীতা। ম'শায়ের কিছু আবশ্যক আছে কি?

কাঙ্গালী। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচলা হ'ন।

পীতা। যে আজ্ঞে, তার পর?

কাঙ্গালী। আপনি তো বহুদিন বহুদিন বিষয়কার্য্য ক'রে মাথার কেশ অসিত ক'র্‌লেন, এখন যা'তে আপনি খোস্ মেজাজে নিরুদ্বেগে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম ক'রে প্রদেশে গিয়ে ব'সতে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কাল-কবলিত হন, তার উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'ত্তে এসেছি।

পীতা। কি উপায় 'উদ্‌ভ্রান্ত' ক'র্‌লেন?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার ভবনে পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রস্তুত?

পীতা। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে ব'ল্‌ছি, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

কাঙ্গালী। উর্ত্তম উর্ত্তম, আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত ক'র্‌ছি; আপনাকে আমি পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

পীতা। প্রাপ্ত করান।

কাঙ্গালী। উর্ত্তম উর্ত্তম, কিন্তু পরিলোচনা ক'রে দেখুন, অম্‌নি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটি কার্য্য ক'র্‌তে হবে, কোন কষ্ট নাই।

পীতা। কি কাজটা শুনি?

কাঙ্গালী। শাদা কাজ, অতি গলিজ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনার প্রতি আড়ষ্ট হ'য়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

পীতা। কাজ যে গলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

কাঙ্গালী। বুঝ্‌বেনই তো—বুঝ্‌বেনই তো, আপনি অতি অজ্ঞ।

পীতা। পাঁচশো টাকা কে দেবে?

কাঙ্গালী। আমি আপনাকে দিব, আপনি আমার বন্ধু হ'লেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা ক'র্‌বো না, আমার কথা সর্ব্বথাই অনটল পাবেন।

পীতা। কাজটা কি বলুন না?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার প্রদেশে পর্য্যবেক্ষণ করুন, আর কিছুই না, জায়গা-জমি কিনুন, ভোগদখল করিতে রহুন।

পীতা। কথাটা তো এই, যোগেশ বাবুকে ছেড়ে চ'লে যাই? তা হচ্ছে না, আমি তাঁর পরিবারকে দিয়ে নালিস রুজু করাচ্ছি। রমেশ বাবুকে ব'ল্‌বেন—কিছু না পারি, তাঁর জুচ্চুরি আমি আদালতে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

কাঙ্গালী। এই কথাটি আপনি অবিভীষিকার মতন ব'ল্লেন।

পীতা। অবিভীষিকা কেন? ঘোরতর বিভীষিকা সাম্‌নে দেখ্‌ছি, আবার অবিভীষিকা কোথায়!

কাঙ্গালী। এ কার্য্যে আপনার লাভ কি?

পীতা। লাভ এই, আমার অন্নদাতা প্রতিপালককে রক্ষা ক'র্‌বো দুর্জ্জনকে সাজা দেব।

কাঙ্গালী। ভাল, পাঁচশত টাকায় না রাজী হ'ন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি 'পর্য্যবেক্ষণ' করুন, 'পর্য্যবেক্ষণ' করুন, এখানে মতলব খাটবে না।

কাঙ্গালী। ম'শয়, মোচড় দিচ্ছেন মিছে, আর বাড়্‌বে না; যে টাকা মকদ্দমায় পড়্‌তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, দুশো একশো বলেন, তাতে আটক খাবে না।

পীতা। কেন ব্যাজ্ ব্যাজ্ কচ্ছেন, চ'লে যান না।

কাঙ্গালী। তুমি তো নেহাৎ নির্ব্বুদ্ধি হে, কেন টাকাটা ছাড় ?

পীতা। আরে কোত্থেকে এ বালাই এল! ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও; দুর্গা দুর্গা, সক্কাল বেলা!—

কাঙ্গালী। আচ্ছা চল্লেম, দে'খে নেব, উকিলের সঙ্গে লেগেছ, শেষটা বুঝ্‌বে। সিভিল—ক্রিমিনেল (Civil Criminal) দুই রকম সুট (Suit)য়ে মারা যাবে।

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশবাবু, ইনি বেগোড় ক'র্‌তে চান।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি কি ক'রে বেড়াচ্চ? শুনছি নাকি বৌকে দিয়ে আমার নামে নালিস করাবে? তুমি যে মার চেয়ে দরদী দেখ্‌তে পাই, দাদা মদে ভাঙ্গে সব উড়িয়ে দিক্, তার পর ছেলেটা পথে বসুক্।

পীতা। ম'শায়, যার বিষয়, সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমেশ। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও, ওয়ান থার্ড পাবে বৈ তো না। আমি রিসিভার অ্যাপয়েণ্ট (Receiver appoint) ক'রেছি, যেদো সাবালক হ'লে রিসিভারের ঠেঁয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো ফিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভার আমি আদালতকে জানাব। আপনি অতি দুর্জ্জন, নইলে ভাইকে মেয়াদ খাটান।

রমেশ। শোন, কঙ্গালী শোন। আমি দুর্জ্জন বটে।

পীতা। রমেশ বাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন ক'রে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড় ভাই—যে বাপের মতন প্রতিপালন ক'রে এল, তারে দরোয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুকতে দিলেন না।

রমেশ। তোমার এমনি আক্কেলই বটে, বাড়ীর ভেতর মাতলামো ক'র্‌বেন, আর আমি কিছু ব'লবো না। আর বাড়ীতে ওঁর অধিকার কি? উনি তো কন্‌ভে (convey) ক'রে দিয়েছেন, আমি আমার ক্লায়েণ্টস্ বিহাফ (Client's behalf) য়ে দখল ক'রেছি।

পীতা। টাকা দিলেন না, কিছু না, অমনি কন্‌ভে (convey) হ'য়ে গেল?

রমেশ। টাকা দিই নি—তুমি এমন কথা বল? তোমার নামে ডিফামেসন সুট (Defamation suit) হ'তে পারে। রেজেষ্টারি আফিসে মর্টগেজের কাপি দে'খে এস, বরাবর হাণ্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হাণ্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মর্টগেজ দিয়েছেন।

পীতা। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি ক'র্‌বো।

রমেশ। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝ'।

পীতা। আর বুঝ্‌তে চাই নি ম'শায়, আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পার্‌বো না, আমিই চল্লুম।

রমেশ। পীতাম্বর শোন, আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

পীতা। আপনি নরাধম!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

কাঙ্গালী। আপনি এর এত খোসামোদ ক'র্‌ছেন কেন? শুনছি তো আপনাদের বড়বৌ আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন, এখন তো আপনার দখলে সব, দখল ক'রে ব'সে থাকুন, তার পর যা হয় হবে। ভাড়াটে বাড়ীর খাজনা সেধে আদায় করুন, দখলে তো থাক্। আপনার দাদার দফা নিশ্চিন্ত করুন, তিনি দিনরাত মদ খাচ্চেন; এক নাবালক, আর বৌ। এক পীতাম্বরকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্চেন, সেই টাকা খরচ ক'রে ওর জ্ঞাতকে দিয়ে ওর দেশে এক মাম্‌লা রুজু ক'রে দিন। আমি খবর নিয়েছি, ওর জ্যাঠতুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমেশ। যা হয়, এক রকম ক'র্‌তে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রেসিডেন্সি জেল

কয়েদীগণ, সুরেশ ও মেট।

১ম কয়েদী। কাঁদছো কেন? ছ'টা বছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে। এই আমি পাঁচ বচ্ছর আছি, দিনকতক

একটু ক্লেশ, তার পর স'য়ে যাবে, আমার মত মোটা হবে।

২য় কয়েদী। ওরে, ও শালার আটদিন হ'য়েছে।

৩য় কয়েদী। দে শালার মাথায় চাঁটি, দে শালার মাথায় চাঁটি।

মেট। তুই শালা, কি হাঁ ক'রে দেখ্‌ছিস্? পাথর ভাঙ্‌। (সুরেশকে প্রহার)

সুরেশ। উঃ মা!

মেট। হাঃ হাঃ! এখানে মাও নেই, বাবাও নেই, ভাঙ্‌ শালা, ভাঙ্‌ পাথর; জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটি সাবাড় ক'ত্তে হবে।

সুরেশ। ও ভাই, আর যে পারি নি, হাতে ফোস্‌কা হ'য়েছে!

৩য় কয়েদী। ওরে, ওরে, গোপালের হাতে ফোস্‌কা হ'য়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ!

১ম কয়েদী। তোর অর্দ্ধেকগুলো যদি ভেঙ্গে দিই, তুই কি দিস্?

সুরেশ। আমার ঠেঁয়ে তো কিছু নেই, পাঁচটা টাকা ছিল, কেড়ে নিয়েছে।

মেট। তুই শালা যে ব'ল্লি, তোর ভাই আছে, তোর মা আছে, ঘর থেকে ট'কা আন্ না, যোগাড় ক'রে হাঁসপাতালে থাক্ না।

সুরেশ। বাড়ীতে কি ক'রে খবর পাঠাব?

মেট। তার যোগাড় ক'রছি। আমায় ষোলটা টাকা দিবি, তার পর এখানে যদি আমাদের সঙ্গে মিশিস্ আর টাকা ছাড়তে পারিস্, কি মজায় থাক্‌বি, তা বুঝ্‌তে পারবি। শ্বশুরবাড়ী তো শ্বশুরবাড়ী! মদ খাও, গাঁজা খাও, যা খুসী কর, আর যদি ভদ্র-আনার জারি কর, পাথর ভাঙ্গো, আর মেটের বেত খাও।

(টারণ্‌কি [Turnkey], রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রবেশ)

টারণ্‌কি। এ আসামী, তোমারা উকিল আয়া হ্যায়।

সুরেশ। মেজদা, আমায় কি এমনি ক'রে শাসিত ক'ত্তে হয়? আমায় বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল।

রমেশ। চুপ ক'রে শোন্, তুই যদি কথা শুনিস্ তো আমি কালই খালাস ক'রে নিয়ে যাই।

সুরেশ। আমায় যা ব'ল্‌বে, শুন্‌বো, আমি রোজ স্কুলে যাব, আর বাড়ী থেকে বে'রব না।

রমেশ। দেখিস্, খবরদার।

সুরেশ। না মেজদাদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমি ক'র্‌বো না।

রমেশ। আচ্ছা, এইটেতে সই করে দে দেখি, আপীল ক'রে তোরে ছাড়িয়ে নিতে হবে। কৌন্সুলির টাকা যোগাড় কত্তে হবে, সই কর্।

(সুরেশের সহি করণ)

রমেশ। কাঙ্গালি, কোথায় গেলে? সাক্ষী হও।

সুরেশ। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙ্গালী কেন?

রমেশ। সাক্ষী হবে।

সুরেশ। কিসের সাক্ষী? রসো, যাতে কাঙ্গালী আছে, তাতে অবশ্যই জুচ্চুরি আছে; আমায় জেলে দিয়েছ, বোধ করি, ট্রান্সপোর্ট (Transport) দেবার চেষ্টা ক'র্‌ছো।

রমেশ। না না, কাঙ্গালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস, নেই নেই। দে, আর একজনকে সাক্ষী ক'র্‌বো এখন।

সুরেশ। আগে তুমি বল, এ কিসের লেখাপড়া?

রমেশ। আর কিছু না, তোর বখ্‌রা বাঁধা রেখে টাকা তুল্‌তে হবে। সেই টাকা কৌন্সুলিকে দিয়ে আপীল ক'র্‌বো।

সুরেশ। আমার বখ্‌রা কি?

রমেশ। তুই জানিস্ নি, দাদা আমাদের দু'ভাইকে ফাঁকী দিয়ে বিষয় ক'রেছে, এ বিষয়ে তোরও বখ্‌রা আছে, আমারও বখ্‌রা আছে।

সুরেশ। দাদা ফাঁকী দিয়েছেন! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা, আমার ক্রমে চক্ষু খুল্‌ছে, তোমায় কাঙ্গালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর একচক্ষে দেখ্‌ছি, আমি এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, তুমি আমায় শোধ্‌রাবার জন্যে জেলে দাও নি, এ কষ্ট মা'র পেটের ভাই কখন দিতে পারে না; মা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুকেও দেয় না। আমি এখন ভাব্‌ছি যে, তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে? দাদাকে কি ব'লে বোঝালে? মেজবৌকে কি ব'লে বোঝালে? বড়বৌকে কি ব'লে বোঝালে? না, তুমি আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় জেলে দিয়েছ; তুমি আমার ভাই নও—শত্রু!

বোধ হয়, দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে প'ড়েছেন, তা নইলে আপীলের টাকার জন্য আমার বথ্‌রা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না। তুমি সত্য বল, তাঁদের কি হ'য়েছে?

রমেশ। সুরেশ, তুই কি পাগল হ'য়েছিস্‌? দে, দে, কাগজখানা দে।

সুরেশ। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুল্‌ছে, তুমি আমায় জেল থেকে খালাস ক'ত্তে এস নি, আপনার কাজ ক'ত্তে এসেছ, আমার বথ্‌রা লিখে নিতে এসেছ; কিন্তু মেজদা, শোন—আমার তো বথ্‌রা নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে প'চে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই, সেও স্বীকার—তবু যে কাঙ্গালীর বন্ধু, তাকে আমি বথ্‌রা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও কি ষড়যন্ত্র তোমার মনে আছে। পরমেশ্বর জানেন, দাদার কি সর্ব্বনাশ তুমি ক'রেছ! যাও মেজদা, ফিরে যাও, এ কাগজ তুমি পাবে না।

রমেশ। সুরেশ, ভাই, তুমি কি শোন নি, যে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই—

সুরেশ। মেজদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ! দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই—তোমরা কৃতী! আর আমি, যে কখনও এক পয়সা রোজগার করিনি, আমার সইয়ে টাকা পাবে? মেজদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যাবাদী! আমার চেয়ে কেন, বোধ করি, কাঙ্গালীর চেয়েও মিথ্যাবাদী! তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এই আশ্চর্য্য!

কাঙ্গালী। বাবাজী, অবুঝ হয়ো না, অবুঝ হয়ো না, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্যে এসেছে।

সুরেশ। বুঝেছি কাঙ্গালীচরণ, আমার ভালর জন্য পুলিসে নালিস ক'রে ছিলেন, আমার ভালর জন্য আমায় তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার ক'রে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্য বথ্‌রা লিখে নিতে এসেছেন—আর ভালয় কাজ নেই, আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লুম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত!

রমেশ। তবে জেলে প'চে মর্‌।

সুরেশ। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে,—জোচ্চোর, জোচ্চোরের বন্ধু! জেলে জুচ্চুরি ক'ত্তে এসেছ? তোমার জেল হয় না কেন, তা জান?—আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি!

রমেশ। আমার কথা হ'য়েছে, এরে নিয়ে যাও।

[রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান।

টারণকি। চল্‌ বে চল্‌।

মেট। খাট্‌না শালা, ব'সে রয়েছিস্‌? (সুরেশকে প্রহার)

সুরেশ। ও মাগো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না!

(মূর্চ্ছা)

(ডাক্তারের প্রবেশ)

মেট। বাবু, দেখুন তো, মুখ দে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তার। ইঃ! তাই ত, হাঁসপাতালে নিয়ে যাও।

[সুরেশকে লইয়া মেটের প্রস্থান।

টারণকি। খানেকা ঘণ্টা হুয়া, চল্‌—লাইন্‌ হো!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

উমাসুন্দরী ও পীতাম্বর।

উমা। পীতাম্বর, তুমি সত্যি বল, আমার সুরেশের তো ভাল-মন্দ কিছু হয় নি? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাত্রে বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে, মন হু হু করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান্‌ স্বপ্ন দেখি, কত কি, তোমায় কি বল্‌বো; পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো?

পীতা। গিন্নী মা, তোমায় বোঝাতে পার্‌লেম না বাছা, আমি কত দিব্যি গেলে ব'ল্লেম, তবু তুমি বিশ্বাস ক'র্‌বে না? পুলিস থেকে খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চ'ড়ে মার দৌড়! আমি কত বোঝালেম যে, গিন্নীমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও, তা বল্লে যে—'না'; সব ছোঁড়ার দল নিয়ে আমোদ ক'ত্তে বেরিয়ে গেল। ন'দে শান্তিপুরে যে মেলা আছে, সেই মেলা দেখে আসবে।

উমা। তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগ্‌গির তা'রে

নিয়ে এস। তা'রে যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হ'লে আর বাঁচবো না।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নী মা কি বলে! আমি লোক পাঠাই নি গা? বড় বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমার ভাইকে পাঠিয়েছি; সে পত্র লিখেছে, আর দিন চেরেক সেখানে হবে, মেলা শেষ হ'লেই চলে আস্‌বে।

উমা। বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি একবার দেখে আসি, তার পর সে পোনের দিন থাকুক।

পীতা। দেখ দেখি গিন্নীমার কথা! সে নেড়া-নেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা যাবে বল দেখি?

উমা। বাবা, তোমার বাড়-বাড়ন্ত হ'ক্, তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমায় একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের সুরেশ! মেজটা হবার পর, ন'বছর আমার ছেলেপুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলেম। চার বচ্ছর অবধি দস্তি রোগে ভুগেছিল, মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই। লোকে বলে দুরন্ত হ'য়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না ব'সলে আজও খেতে পারে না। সুরেশ এক্‌লা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি রেতে উঠে উঠে দে'খে আসি, সেই সুরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি, আমার বুক খালি হ'য়ে গিয়েছে! পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটি রাখ, একবার আমায় দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ তারে' খবর লিখি, যদি না আসে, কা'ল তখন নিয়ে যাব। এদিকে নানান্ ঝঞ্ঝাট প'ড়েছে, আমার মাথা চুল্‌কোবার সাবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা, তুমি না যেতে পার, একজন লোক ক'রে দিও, তার সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তাই হবে গো তাই হবে, তুমি এখন পূজো করগে।

উমা। বাবা, পূজো করবো কি! পূজো ক'ত্তে যাই, সুরেশকে দেখি; খেতে বস্‌তে যাই, সুরেশকে মনে পড়ে, চোখ বুজ্‌তে যাই, সুরেশকে দেখি! হ্যাঁ বাবা, সুরেশ আমার আছে তো, সত্যি ব'ল্‌ছিস্? হ্যাঁ বাবা, তোর চোখ ছল্ ছল্ ক'র্‌ছে কেন? তবে বুঝি আমার সুরেশ নাই!

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরথী হয়, চোখে বালি প'ড়েছে, চো'খ ছল্ ছল্ ক'র্‌ছে—

উমা। বাবা, আমি যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বিমর্ষ হয়; যোগেশের কাছে ভয়ে যাইনি, সে আমায় দেখ্‌লে নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, বড় বৌমা কথা চাপা দেয়,—আমি আর ভাব্‌তে পারিনি! বাবা, আমি কি কুক্ষণেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলেম! কেন আমি যোগেশকে ব'ল্লুম যে, রেজেষ্টারি ক'রে দে। আমার ধর্ম্মভীতু ছেলে, লোকে জোচ্চোর ব'ল্‌বে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে। আমি আবাগী এই সর্ব্বনাশের গোড়া। যদি যোগেশ না মনের দুঃখে অমন হ'ত, তা হ'লে কি মেজটা সুরেশকে ধ'রিয়ে দিতে সাহস ক'ত্ত? আহা! বড় বৌমা কচি ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে এল; দুধের বাছা কিছু জানে না, বলে, "মা, আমরা বাড়ী ছেড়ে কেন যাব?" গোবিন্‌জী কেন আমায় এ মতি দিলেন? মা হ'য়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম্ম খোয়াতে ব'ল্লেম! আমি আজন্ম তামাসা ক'রেও মিথ্যা কথা বলি নি, মা হ'য়ে কেন কালসাপিনী হ'লেম? ধর্ম্ম খুইয়েই আমার এ দশা হ'ল! আমার ধর্ম্মের সংসারে পাপ সেঁধিয়েছে, তাই বাছা আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি। ভাল মন্দ যা হয় একটা সত্যি কথা বল, তা'র কি মেয়াদ-টেয়াদ হ'য়েছে?

পীতা। দেখ্‌লে সে দিন কালীঘাটে পূজো দিয়ে এলুম; মেয়াদ হ'য়েছে—মেয়াদ হ'লে কেউ পূজো দেয়? তোমার যেমন কথা, এ নিশ্বাস ফে'লে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়। তুমি রাত-দিন ব্যাজ্ ব্যাজ্ ক'র্‌বে, কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয়? এখন তো বাপু কথা হ'য়ে গেল, কা'ল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো বাবা?

পীতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! ভাল যন্ত্রণা! এ বুড়ী ম'র্‌বে কবে গা?

উমা। বাছা, মরণ হ'লেই বাঁচি রে, মরণ হ'লেই বাঁচি!

পীতা। ম'রো এখন, এখন পূজো করগে।

উমা। যাই বাবা, তবে নিয়ে যাস্।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞানদা। পীতাম্বর, কাঁদ্‌ছো কেন?

পীতা। বড়মা গো, বুড়ীর কথা শুন্‌লে পাষাণ ফেটে যায়! মাগীকে ধ'ম্‌কে ধাম্‌কে তাড়িয়ে দিলুম। খায় দায়

তো? ও যে বাঁচে, এমন বোধ হয় না! এ দশটা দিন কি ক'রে কাটাই?

জ্ঞানদা। বাছা, আমি যে কি করবো, কিছু ভেবে পাইনি; একবার ভাতে হাতে করেন, রাত্রে তো দুটী চক্ষের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়্ ফড়্ করে, কখন নিশ্বাস পড়ে না, বুকে তেলে-জলে দিই, পুরাণ ঘি মালিস্ করি। একটু নিথর হ'য়ে থাক্‌লে আমি মনে করি ঘুমুলেন, তা নয়, সেটা আমায় ভুলোনো যে ঘুমুচ্ছেন; আবার ঘরের দোরে এসে দেখি যে নিশ্বাস ফেল্‌ছেন—কাঁদ্‌ছেন।

পীতা। তাই তো বড়মা, কি হবে? দশটা দিন কি ক'রে কাটবে? আমি ত বাপু বড় বড় কৌন্সুলিকে কাগজ পত্র দেখালেম, আপীল হবে না।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ বাবা, পাথরভাঙ্গা মোকুব করাতে পার্‌লে না?

পীতা। কই আর পার্‌লেম? চার হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা-বেষ্টা কর্‌লুম, কিছুই তো ক'ত্তে পার্‌লেম না! দুঃখের কথা কি ব'ল্‌বো, জমাদারের ঠেঁয়ে শুন্‌লেম্, কে উকিল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যাতে খাটুনি মোকুব না হয়। সে উকিল আর কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজবাবু।

জ্ঞানদা। সেকি! সে কি চণ্ডাল? তুমি আরও টাকা কবলাও, সে ডব্‌কা ছেলে, পাথর ভাঙ্গ্‌লে বাঁচবে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম! আর তো টাকা হাতে নাই মা! মাগো, তুমি গহনা খুলে দিলে, আমার বুক ফেটে গেল! সেইগুলি বাঁধা দিয়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে নাকি ব'লেছে যে ঝুটো গহনা।

জ্ঞানদা। আমার আরও গহনা আছে, তোমায় দিচ্ছি, যেদোর ভাতের গহনা আছে, সেগুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয় তা নিতে হবে না, একটা খবর পাচ্ছি—

জ্ঞানদা। কি খবর বাবা?

পীতা। সেটা এখন পাঁচকান ক'র্‌বেন না, বোধ হয়, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞানদা। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেরি ক'রো না, যাতে পাথরভাঙ্গা মোকুব হয়, আগে কর; আমি গহনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাবা, তোমায় বল্‌বো কি, তুমি পেটের ছেলের চেয়ে বেশী, কিন্তু তোমার সাম্‌নে আমি একদিনও বেরুই নি, আজ আমার ইচ্ছে ক'র্‌ছে, জেলদারগার পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার ওঁর চেয়ে সুরেশের জ্বালা বড় হ'য়েছে!

পীতা তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট্ ক'রে খেয়ে নিই

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

জ্ঞানদা। মেজবৌ, কি ক'রে এলি? পালিয়ে আসিস্ নি তো?

প্রফুল্ল। না দিদি, আমায় পাঠিয়েছে; ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞানদা। মা যাবে কি লো?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজ সই ক'র্‌লেই হয়; ওর উপর নাকি রেগে আছে, যদি ওর কথায় না সই করে, মা সই ক'ত্তে ব'ল্লেই সই ক'র্‌বে, তা হ'লেই ঠাকুরপো আস্‌বে। দিদি গো, তোমরা চ'লে এলে গো, আমার ঠাকুরপোর জন্যে মন কেমন ক'র্‌ছে গো! ছাই খেয়ে কেন মাকড়ী দিয়েছিলেম গো!

জ্ঞানদা। কাঁদিস্ নি, কাঁদিস্ নি, চুপ কর্, মা শুন্‌বেন।

প্রফুল্ল। মাকে ব'ল্‌বো না?

জ্ঞানদা। না না, খবরদার্ বলিস্ নি।

প্রফুল্ল। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন ক'রে আস্‌বে?

জ্ঞানদা। মা শোনে নি, তার জেল হ'য়েছে, শুন্‌লেই ম'রে যাবে।

প্রফুল্ল। মা ম'রে যাবে! ভাগ্যিস্ দিদি তোমায় ব'লেছিলেম, আমায় চুপি চুপি মাকে ব'ল্‌তে ব'লেছিল, তোমায় ব'ল্‌তে বারণ ক'রেছিল; না দিদি, আমায় ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে; আমায় ভুলিয়ে রাখ্‌তো—আজ আন্‌বো কাল আন্‌বো; আমি কা'ল পরশু দু'দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস ক'রে রইলেম। আমায় বল্লে, ঠাকুরপোকে এনে দেবে, তবে আমি বেরিয়েছি—এখনও কিছু খাই নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে ম'র্‌বো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখ্‌তে পাই নি, যেদোকে দেখতে

তাতেও তবু খেতুম, ঠাকুরপোকে না দেখ্‌লে আমি বাঁচ্‌বো না।

জ্ঞানদা। কি প্রতারণা! সে কি চণ্ডাল! আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা! রামায়ণে শুনেছিলেম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাক্‌তো, স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখ্‌তো না, সেই এসে কি জন্মেছে? এ কারুর নয়।

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি ওঁর নিন্দা ক'রো না, মা যে বলেন, ওঁর নিন্দে শুন্‌তে নেই, হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে?

জ্ঞানদা। তুই খাবি আয়, আমি ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও বাড়ীতে যাবে? ও আমায় বাপের বাড়ী না পাঠিয়ে দিলে, আমি তোমাদের আসতে দিতুম না, দেখ্‌তুম দেখি, কেমন ক'রে আস্‌তে; আমি যেদোকে কোলে নিয়ে মায়ের দু'টো পা জড়িয়ে ব'সে থাক্‌তুম।

জ্ঞানদা। আর যা'ব কেমন ক'রে ভাই? আমাদের তাড়িয়ে দিলে, আর কোথায় যাব?

প্রফুল্ল। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে? তবে যে ব'ল্লে, তোমরা চ'লে এলে,—ও কি সব মিছে কথা কয়? তবে আমি ওর কথা শুনবো কেমন ক'রে? মা আমায় কি ব'লে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি ক'রে শুন্‌বো—মিথ্যা কথা কি ক'রে শুন্‌বো?—দিদি, আমি খাব না, কিছু ক'র্‌বো না, আমি ম'র্‌বো।

জ্ঞানদা। না, তুই খাবি আয়, আমরা আবার সে বাড়ীতে যাব।

প্রফুল্ল। তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবে কেমন ক'রে?

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো হয়, তামাসা ক'চ্ছিলেম।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বল। দিদি আমি এখন খাব না, আমি মাকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যেদোকে খাইয়ে দেব, আর খাব।

জ্ঞানদা। মা'র এখন ঢের দেরি, তুই আয়।

প্রফুল্ল। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—ও মা! বট্‌ঠাকুর আস্‌ছে। দিদি, যেদোকে পাঠিয়ে দিও।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

(যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ)

যাদব। বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আস্‌বে, বল না? বাবা, আমার মন কেমন ক'চ্ছে বাবা।

যোগেশ। তুই স্কুলে যাস্ নি?

যাদব। না বাবা, আমি পড়া ভুলে যাই, মাষ্টার ম'শায় মারেন; ছোট কাকাবাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না। বল না বাবা, কখন্ আস্‌বে?

যোগেশ। রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি, তুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে কেঁদে উঠি। আমার ভয় করে বাবা, ও বাবা, কাঁদ্‌ছো কেন বাবা?

জ্ঞানদা। ও যেদো, তোর কাকীমা এয়েছে রে!

যাদব। ছোট কাকাবাবু?

জ্ঞানদা। সে রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। আমি আজ শোব না মা, আমি দেখ্‌বো মা!

জ্ঞানদা। তা দেখিস্, তোর কাকী-মার সঙ্গে খাবি, যা।

যাদব। কাকীমা, কাকীমা—

[যাদবের প্রস্থান।

যোগেশ। মেজবৌমা এসেছেন?

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, তোমার গুণধর ভাই মাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন। মতলব ক'রেছেন, মাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর-পোর ঠেঁয়ে কি সই করিয়ে নেবেন।

যোগেশ। এই কথা ব'ল্‌তে এসেছেন, ওঁকেও কি বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে ত'য়ের ক'রেছে নাকি?

জ্ঞানদা। রাম রাম, এমন কথা মুখে আন? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নাই; ঠাকুরপোর জন্য ও তিনদিন খায় নি। ছেলেমানুষ, বুঝিয়েছে—ঠাকুরপো আস্‌বে—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ব'ল্‌তে এসেছে।

যোগেশ। তুমি জান না, জান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞানদা। ছি! অমন কথা মুখে আন? আবার সকালে সুরু ক'রেছ নাকি?

যোগেশ। উঃ! সব ভুল্‌তে পার্‌ছি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পার্‌ছি নি!

জ্ঞানদা। তা সুরেশের একটা উপায় কর।

যোগেশ। কি উপায় ক'র্‌বো? আমা হ'তে কোন উপায় হবে না। পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক্।

জ্ঞানদা। ছি ছি! কি হ'লে?

যোগেশ। কি হ'য়েছি, আগাগোড়াই তো জান।

জ্ঞানদা। ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গরাণহাটার মোড়—শুঁড়ির দোকানের সম্মুখ

ব্যাপারীদ্বয়।

১ম ব্যাপারী। এমন মানুষটা এমন হ'য়ে গেল?

২য় ব্যাপারী। ম'শয়, টাকার শোক বড় শোক! পুত্রশোক নিবারণ হয়, টাকার শোক যায় না।

১ম ব্যাপারী। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা ব'ল্লে সত্যি—মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে? না আমাদের ঠকাবার জন্য সাজস্ ক'রে এইটে ক'রেছে?

২য় ব্যাপারী। কি বল্‌বো ম'শয়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধ্যি কাজ নাই। রমেশ বাবু কা'ল এসেছিলেন, আমার পাওনাটা কিনে নিতে, আমায় কি না সর্ব্বেশ্বর সাধ্‌থাঁ পেয়েছেন? দশহাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেল্‌বো? ব্যাঙ্ক খুল্‌বে সন্ধান পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে; জুচ্চুরি মতলবটা দেখ! ও সাজস, সাজস।

১ম ব্যাপারী। শুনছি, যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

২য় ব্যাপারী। সেও সাজস।

(ব্যাঙ্কের দেওয়ানের প্রবেশ)

দেও। ওহে, তোমরা যাও না, সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না।

১ম ব্যাপারী। আর ম'শয় যে হুজুকি দেখিয়েছিলেন।

দেও। আর ভয় নেই হে! আর ভয় নেই।

২য় ব্যাপারী। "আর ভয় নেই" ব'ল্লেই হ'ল না, বাতী জ্বালালেই হ'ল!

১ম ব্যাপারী। ম'শয়, আপনার তো যোগেশ বাবুর সঙ্গে খুব আলাপ; শুন্‌চি নাকি রমেশ বাবু সব ফাঁকি দে লিখে প'ড়ে নিয়েছেন, এ সাজস্, না সত্যি?

দেও। সাজস্ না, সত্য, রমেশটা ভারী জোচ্চোর।

২য় ব্যাপারী। কি ক'রে জান্‌লেন ম'শয়?

দেও। আমি তার পরদিনই যোগেশকে খবর দিতে যাই যে, ব্যাঙ্ক পেমেণ্ট ক'র্‌বে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত ক'রো না। রমেশটা আমার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে দিলে না, ওর এই সব মতলব ছিল।

২য় ব্যাপারী। মদ খাইয়ে যেন লিখে নিয়েছে, রেজেষ্টারী হ'ল কি ক'রে? ঠকানও বটে, সাজসও বটে; উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী ক'ত্তে গিয়েছেন, শোনেন: নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর ইনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন, মতলব ক'রেছেন।

[ব্যাপারীদ্বয় ও দেওয়ানের প্রস্থান।

(যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুদ্ধ একবার ব্যাঙ্কে যাবেন আর একটা এফিডেবিট ক'রে আস্‌বেন চলুন। আমি ব'লছি, আস্‌বার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আস্‌বেন।

যোগেশ। ব্যাঙ্কে আবার কি ক'ত্তে যাব?

পীতা। চেক্‌বইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কি না; একখানা চেক্ বই নিয়ে আস্‌বেন, আমাদের দেবে না। আর রমেশ বাবুর নামে যে টাকা জমা দেবার অ্যাডভাইস ক'রেছিলেন, সেইটে ক্যান্‌সেল ক'রে আস্‌বেন। আর হাজার দুচ্চার টাকার একখানা চেক কেটে দেবেন, দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধা ক'ত্তে পারি।

যোগেশ। কিছু সুবিধা ক'ত্তে পার্‌বে? ঐটে হ'লে আমি আর কিছু চাই নি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পার্‌ছি নি! পীতাম্বর, তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতেম না, ও ছেলেবেলা থেকে আমা বৈ আর জানে না। কত মেরেছি ধ'রেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আহা! কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘট্‌লো! কারে দুষ্‌ছি, আমারই বা কি? গাড়ী আন, ওখানে ব্যাপারীরা র'য়েছে, আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা, এ গাড়ীরই কি হ'য়েছে, একখানা

গাড়ী নেই? বোধ হয় সব খড়দায় বেরিয়ে গিয়েছে; আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ী ক'রে নিয়ে আসছি।

(শিবনাথের প্রবেশ)

শিব। পীতাম্বর বাবু, শুনেছি নাকি জেলে ঘুস দিলে খাটা বন্ধ হয়?

পীতা। আপনি কে?

শিব। আমি সেই শিবনাথ! যাকে সুরেশ বাঁচিয়েছিল, আমি হাজার টাকা নিয়ে দু'দিন জেলের দোরে ফিরেছি; কাকে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুস্ দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরজীবি হও। তোমার টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখ্‌ছি।

শিব। না পীতাম্বর বাবু, আপনি নিন্, আমি মার ঠেঁয়ে চেয়ে এনেছি, মা ইচ্ছা ক'রে দিয়েছেন।

[শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান।

(ব্যাপারীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

২য় ব্যাপারী। এই যে যোগেশ বাবু! লুকুবেন না— লুকুবেন না, আমরা দেখেছি! খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমন জুচ্চুরিটে ক'ত্তে হয়? ঘর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর? আপনি রইলেন বাড়ীতে দোর দিয়ে, ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হক্কের টাকা ডোব্বার নয়, কারুর তো জুচ্চুরি ক'রে নিই নি।

[ব্যাপারীদ্বয়ের প্রস্থান।

যোগেশ। এই অদৃষ্টে ছিল! রাস্তায় গালাগালগুলো দিয়ে গেল! ওদেরই বা দোষ কি? জুচ্চুরি ক'রেছি; দূর হ'ক, আর মুখ দেখাবো না, চ'লে যাই।

(একজন ইতর স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

গীত।

মা তোমার এ কোন্ দেশী বিচার।
আমি কেঁদে বেড়াই পথে পথে, দেখা দাওনা একটী বার॥
মদ খেয়ে বেড়াস ধেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখ্‌লিনি চেয়ে;
আমিও মাত্‌বো মদে, মা ব'লে ডাক্‌বো না আর॥

স্ত্রী। কি ইয়ার, আড় নয়নে যাচ্ছ' যে? এক গ্লাস মদ খাওয়াবে?

যোগেশ। যা যা, স'রে যা, দেক্ করিস্ নি।

স্ত্রী। স'রে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে, ঢের দেখেছি—জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি? থাক, আমি চ'ল্লেম।

[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

যোগেশ। ধিক্ আমায়! এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে, এও আমায় জোচ্চোর ব'লে গেল! আর কারুর মুখ চাব না, যার যা, অদৃষ্টে আছে তাই হবে। সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি করবো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে, আমার দোষ? যাক্—কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে? যে মরে মরুক, আমার আর পেছু ফেরবার দরকার নাই। যে পথে চলেছি, সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান। কিসের লজ্জা? টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ী ঘড়ীর চেন র'য়েছে! (দোকানে প্রবেশ পূর্ব্বক) ভাই, এই ঘড়ী ঘড়ীর চেন রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডি দাও তো, বিকেল বেলা ছাড়িয়ে নে যাব।

শুঁড়ি। আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিষ বাঁধা রেখে দিই নি।

যোগেশ। দাও ভাই দাও, নিদেন আধ বোতল দাও।

শুঁড়ি। দাও হে একটা ব্রাণ্ডী দাও। ম'শায়, নগদ খাবার বেলা অন্য দোকান যান, আর ঝুঁকির বেলায় আমার হেথা? নিন, ভদ্রলোক—চাচ্চেন, ফেরাব না; পেছনে বেঞ্চি আছে, ব'সে খান গে।

[যোগেশের প্রস্থান।

ওরে মন্ত খদ্দেরটা, দু'পয়সার চাট কিনে দিগে যা, তামাক টামাক যা চায়, দিস্।

মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে

গীত।

রাণী-মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে পয়সা নেবেনা।
ঠোঙ্গা ক'রে শাল পাতাতে, চাট দেবে হাতে হাতে,
তেলমাখা মটরভাজা, মোলাম বেদানা॥

(রাস্তায় পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। কই ছাই গাড়ী তো পেলেম না! বাবু কোথায় গেলেন? শুঁড়ির দোকানে ঢুক্‌লেন নাকি? কৈ না, হেতা তো নেই, বাড়ী চ'লে গেছেন।

শুঁড়ি। ম'শায়, যান কেন? ভাল মাল আছে, যা চান, তাই আছে।

পীতা। দুর্গা দুর্গা!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

১ম মাতাল। আয় আবার গাই আয়—আবার গাই আয়।

২য় মাতাল। বেশ! বেশ! খুব আমোদ হ'বে।

(গীত)

চুচ্চুরে হ'য়ে মদে, এলোচুলে কোমর বেঁধে,
হরগড়ী ডাক দেয় সেধে ;—

(যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য)

বাপের বেটী মুদীর মেয়ে, ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে,
নাচ গাও যত পার তার কি ঠিকানা।
মুদিনীর এম্‌নি কেতা, প'ড়ে থাক যেথা সেথা,
জমাদার পাহারা'লার নাইক' নিশানা॥

(পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ)

পীতা। কি সর্ব্বনাশ! এও দেখ্‌তে হ'ল! হাড়ী-বাগ্‌দীদের সঙ্গে বাবু নাচ্চেন! বাবু, বাবু, কি ক'চ্ছেন? আসুন।

যেগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না—

পীতা। ওরে মুটে, তোদের আট আট আনা পয়সা দেব, ধ'রে নিয়ে আস্‌তে পারিস্?

মুটে। নেই বাবু, হামি লোক পার্‌বে না, মাতোয়ালা হুয়া।

পীতা। ওহে, তোমরা দু'জন লোক দাও ভাই, বড়মানুষ লোকটা বে-ইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব।

শুঁড়ি। ও সেধো, যা তো, তোতে আর গঙ্গাতে নিয়ে যা।

যোগেশ। নাচ, নাচ, নাচ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না।

১ম লোক। চলুন বাবু চলুন, খুব আমোদ হবে এখন।

যোগেশ। আয় আয়, তোরা আয়, খুব মদ খাব এখন।

মাতালগণ। আয় আয়, বাবু ডাক্‌চে আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে।

[যোগেশ ও মাতালগণের প্রস্থান।

(দোকানের মধ্যে।) ওহে, আর একটা ব্রাণ্ডী নিয়ে এস।

শুঁড়ি। যাচ্ছি বাবু।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল।

জ্ঞানদা। মধুসূদনের ইচ্ছায় আজ সকালটা মানুষের মতন আছেন, পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আবার কাজ কর্ম্ম দেখ্‌বেন ব'ল্‌ছেন। যদি এই ছাই না খান, তা হ'লে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে!

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?

জ্ঞানদা। আমি কি ক'র্‌বো বোন্, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হ'চ্ছে, যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে আশীর্ব্বাদ ক'রে আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক্ না।

জ্ঞানদা। ও বোন্, তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি শুঁড়ি পোড়ারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, অত টাকা কি ছাড়্‌বে বোন?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জ্ঞানদা। পাগল, কত টাকা দেব বোন্?

প্রফুল্ল। কেন দিদি, তুমি বলতো—গহনা বেচে দিই; একশো দু'শো টাকায় হবে না?

(জগমণির প্রবেশ)

জগ। কি গো মায়েরা, কি হ'চ্ছে গো?

প্রফুল্ল। তুমি কে গা?

জগ। আমায় চেননা বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই। আহা, বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, কে এয়েছে দেখ গো, ও দিদি কে গো!

জ্ঞানদা। কেগা তুমি? তোমার কেমন আক্কেল গা, পুরুষমানুষ মেয়ে সেজে বাড়ীর ভেতর এসেছ? ভাল চাও তো স'রে যাও।

জগ। সে কি বাছা, আমি যে তোমাদের খুড়ী হই।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কে গা?

জগ। আমার বাছা বাড়ী এইখানে। আহা, তোমাদের সোণার সংসার ছারখার হ'লো, তাই দেখ্‌তে এলুম। বলি, মা'রা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন?

প্রফুল্ল। ও দিদি, এ ডা'ন! তুমি স'রে এস।

জ্ঞানদা। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ী এসেছি, অমন ক'রে বিদায় ক'ত্তে আছে কি? আহা, সুরেশ আমায় জান্‌তো. আমার বাড়ীতে যেতো, কত আব্‌দার ক'র্‌ত। আহা, বাছা আমার কোথায় রইলো!

জ্ঞানদা। ও বাছা, চুপ কর, চুপ কর, ঠাকুরুণ শুন্‌বে।

জগ। চুপ ক'র্‌বো কি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! অমন ডব্‌কা ছেলে, তা'র কপালে এই হ'ল!

জ্ঞানদা। ও বাছা ক্ষমা দাও।

প্রফুল্ল। ও দিদি—ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হ্যাঁ বাছা, সুরেশের কি ক'রলে? বাছাকে আনতে পাঠালে না? তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন ক'রে? বাছা জেলে র'য়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্ত র'য়েছ?

জ্ঞানদা। র'য়েছি, র'য়েছি,—বাছা তুমি বেরোও, দাঁড়িয়ে রইলে যে, তুমি কেমন মানুষ?

জগ। আহা, সুরেশ রে!

জ্ঞানদা। বেরুবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে, ঝি—ঝি, মাগীকে তাড়িয়ে দে ত।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। কি বড়বৌমা, কি বড়বৌমা?

জগ। কে, দিদি? আমায় চিন্‌তে পার্‌বে না, সুরেশ আমায় খুড়ী খুড়ী ব'ল্‌তো।

জ্ঞানদা। তা ব'ল্‌তো ব'ল্‌তো, দূর হবি ত হ'; ঝি মাগী কোথায় গেল, দূর ক'রে দিক্ না গা।

উমা। ছি মা ছি, দুর্ব্বাক্য কারুকে ব'ল্‌তে নাই, মানুষ বাড়ীতে এসেছে। এস দিদি এস, মেজবৌমা, একখানা পিঁড়ি এনে দাও।

প্রফুল্ল। ও মা, ও ডা'ন! ওকে তাড়িয়ে দাও মা।

উমা। চুপ কর্ আবাগী, পিঁড়ি নিয়ে আয়। এস দিদি এস।

জগ। আহা দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে; তোমাদের সোণার সংসার কি হ'য়ে গেল।

উমা। আর দিদি, সব গোবিন্দজীর ইচ্ছা! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমায় একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম, নিরিবিলি ব'ল্‌তুম।

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে) ওগো বাছা, তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব, তুমি কোন কথা ব'লো না।

জগ। না, আমি কি সুরেশের কথা বলি! আমি আর একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম। গিন্নীর সঙ্গে দেনা-পাওনা আছে, তাই ব'ল্‌তে এসেছিলুম। দিদি, শুন্‌ছো—একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি অন্যমনস্ক হ'চ্ছো।

উমা। আর বোন, আমাতে কি আমি আছি; সুরেশকে না দেখে আমি দানো পেয়ে র'য়েছি।

জগ। আহা, তা বটেই তো, কোলের ছেলে!

জ্ঞানদা। তুমি কি কর?

জগ। ভয় নেই মা ভয় নেই। দিদি, নিরিবিলি ব'ল্‌বো, বৌমাদের যেতে বল।

জ্ঞানদা। কেন গা, আমরা রইলেনই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা এসতো গা, কি বল্‌ছে শুনি।

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি যেয়ো না, এ মাগী ডা'ন, মাকে খাবে।

উমা। দাঁড়িয়ে রৈলে কেন গা? তোমরা এস, একটা কি বল্‌ছে মানুষ, শুনে যাই।

জ্ঞানদা। আয় মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে হবে!

প্রফুল্ল। ও দিদি, লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

জ্ঞানদা। ব'ল্‌ছে কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী!

(প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে অবস্থান)

জগ। আমি তো দিদি বড় মুস্কিলে প'ড়েছি। সুরেশ মাঝে মাঝে এর চুরি ক'র্‌ত, ওর চুরি ক'র্‌ত; আমি কি ক'র্‌বো, চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে, কত রকম ক'রে বাঁচিয়ে বেড়াতেম; এই ক'রে প্রায় শ-পাঁচেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো, বল কি! সুরেশ চুরি ক'রে বেড়াতো? বাবা তো আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গগুণে হয়; ঐ যে শিবে ব'লে একটা ছোঁড়া, সেই সব শিখিয়েছে।

উমা। তার পর, তার পর?

জগ। আমি দিদি, এ টাকার কথা ধরি নি; কিন্তু কর্ত্তা, সে পুরুষমানুষ, বড় টাকার মায়া; আমায় ধমক ধামক ক'রে ব'ল্লে, "টাকা কি ক'রেছিস্?" আমি ভয়ে ব'লে ফেল্লেম, "সুরেশকে দিয়েছি।" এই সুরেশের ঠেঁয়ে হাণ্ডনোট লিখে নিয়েছে। আমি দিদি, এদ্দিন ঠেলে রেখেছিলুম, আর তো টাল্‌তে পারিনি। সে বলে, "নালিস ক'র্‌বো।" বলে,—"কেন? ওর ভায়েরা রয়েছে, টাকা দেবে না কেন?" কি ক'র্‌বো দিদি, বড় দায়ে প'ড়ে এসেছি।

অন্তরালে জ্ঞানদা। এত কথা কি হ'চ্ছে?

অন্তরালে প্রফুল্ল। মাগী মন্তর প'ড়্‌ছে, ঐ দেখ না, চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে!

উমা। দেখ বোন, তুমি আর দিন-কতক রাখ, আমি সুরেশের দেনা এক কড়া রাখ্‌বো না, যেমন ক'রে পারি, শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি, গোবিন্‌জীর ইচ্ছায় শুন্‌ছি একটু হিল্লে লাগ্‌ছে; একটা কিছু সুবিধা হ'লেই সুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব, ওর ভায়েরা না দেয়, আমি যাদের ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কর্ত্তা তো আর রাখতে চায় না; সে বলে, "কেন ওর মেজভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই ক'র্‌লেই চুকে যায়।"

উমা। কিসের সই? আবার সই কিসের!

জগ। কে জানে বোন, রমেশ বাবু নাকি ব'লেছে।

উমা। না বোন, আর সই ট'য়ে কাজ নাই, আমি সবই চুকিয়ে দেব, বেটা তো নয়, আমার পেটের কণ্টক! কি একটা সই ক'রে নিয়ে আমার যোগেশকে উন্মাদ ক'রেছে। সুরেশ ফিরে আসুক, কত টাকা শুনি, হিসেব ক'রে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথা ব'লতে এসেছি, অমন ডব্‌কা ছেলে, এখনও দশ দিন রয়েছে।

উমা। দশ দিন নয় বোন, চিঠি লিখেছে, পরশু দিনে আস্‌বে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তাকে আন্‌তে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে?

জগ। ও মা, তুমি কিছু শোন নি? না বোন, ব'ল্‌ব না, আমায় বৌমায়েরা বারণ ক'রেছে।

উমা। তুমি বল, শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে! সে কি নেই? সুরেশ কি আমার নেই?

জগ। নেই কেন, বালাই!—কর্ত্তা তো ঠিক ব'লেছে, আহা, মাগী জানে না, সেকেলে মানুষ, ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি, কি, আমায় বল, আমায় শীগ্‌গির বল?

জগ। ও বোন, তুমি কারুর কথা শুনো না, তুমি তোমার মেজবেটার সঙ্গে চল। সুরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সই ক'ত্তে ব'ল্‌বে চল। যা হবার হবে, কারুর কথা শুন না, ছেলে যদি বাঁচে, সব পাবে।

উমা। শীগ্‌গির বল, শীগ্‌গির বল, আমার সুরেশ কোথায়, শীগ্‌গির বল? আমার প্রাণ থাক্‌তে থাক্‌তে বল; বল, বল, তোমার পায়ে পড়ি বল? দেখ্‌ছো কি, আমার প্রাণ যায়,—বল, বল?

অন্তরালে প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কেমন ক'চ্ছে!

অন্তরালে জ্ঞানদা। ওরে তাই তো!

(জ্ঞানদা ও প্রফুল্লর অন্তরাল হইতে প্রবেশ)

জ্ঞানদা। মা, মা, অমন ক'চ্ছো কেন মা? তুমি চ'লে এস; দূর হ মাগী, দূর হ!

উমা। বল—বল, শীগ্‌গির বল, কেন স্ত্রীহত্যা দেখ্‌ছো; তুমি সেকেলে মানুষ, স্ত্রীহত্যা ক'র না। বল দিদি বল, আমার প্রাণ রাখ, সুরেশের কি হ'য়েছে বল? আমার সুরেশকে পাব তো?

জগ। দিদি, কি ব'ল্‌বো বল, তার যে জেল হ'য়েছে; সে পাথর ভাঙ্গ্‌ছে।

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে?

জ্ঞানদা। না মা না, মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী; দূর হ।

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে? পাথর ভাঙ্গ্‌ছে? মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা ও মা! কি হ'ল গো! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! মা, মা, মিছে কথা, মা শোন মা,—দূর হ মাগী!

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মূচ্ছো গেল,—কা'ল আবার আস্‌বো। মাগী যেন ন্যাকা, মূচ্ছো যাবার আর সময় পেলেন না! কাজের কথা শোন্, তবে মূচ্ছো যাবি।

জ্ঞানদা। বেহারা, বেহারা, মাগীকে গর্দ্দানা দে তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোক্‌গে ছাই, মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না? সেইখানে গিয়ে ধ'র্‌বো।

[জগমণির প্রস্থান।

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, ওঠো।

উমা। আ মর্! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙ্গাচ্ছিস্ কেন? গোল ক'চ্ছিস্ কেন? আমি উঠ্‌বো না।

প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কি বলে গো!

জ্ঞানদা। মা, মা, কি ব'ল্‌ছো? মা, ওঠো না

উমা। যা পোড়ারমুখী, আমি এখন খাব না।

জ্ঞানদা। ও মা, কি ব'ল্‌ছো মা, ওঠো না।

উমা। আ মর! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে ব'ল্‌বো, এমন ঝিও সঙ্গে দিলে, আমায় ত্যক্ত ক'রে মার্‌লে।

জ্ঞানদা। হায়, হায়! মেজবৌ রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! মা বুঝি ক্ষেপ্‌লো!

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ? সুরেশ রে—বাপ রে, তোরে কি আমি পাথর ভাঙ্গ্‌তে পেটে স্থান দিয়েছিলেম! বাবা রে, তুই কি আর ফির্‌বি! আর কি মা ব'ল্‌বি! তুই যে আমার হারানিধি! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোরে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ, সুরেশ পাথর ভাঙ্গ্‌ছে! ও মা বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়,! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। কি সর্ব্বনাশ! কি হবে! মেজবৌ, ঝিকে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দে, ডাক্তারকে ডেকে আসুক।

[প্রফুল্লর প্রস্থান।

ও মা, ওঠো মা, অমন ক'চ্ছো কেন? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার ফিরে আস্‌বে, তারে পাথর ভাঙ্গ্‌তে হবে না; আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি, তারে পাথর ভাঙ্গ্‌তে হবে না; মা, মা, শুন্‌ছো মা? মা, মা!

উমা। হ্যাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দেখে যাব।

জ্ঞানদা। ও মা, কাকে কি ব'ল্‌ছো? আমি যে তোমার বড়বৌ।

উমা। ওহো-হো-হো! কি হ'ল, কি হ'ল! বাপ রে, সুরেশরে! ও বাবা, তোমায় ধ'রে রেখেছে বাবা? বাবা, তাই আস্‌তে পার্‌ছ না বাবা? তুমি যে মা নইলে থাক্‌তে পা'র না। আহা হা! হা! কি হ'ল, কি হ'ল! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

নেপথ্যে যোগেশ। পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না,—"রাণী মুদিনীর গলি"—

(যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ)

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচ্‌বো! এই যে বড়বৌ, ও প'ড়ে কে, মা? তুল্‌ছো কেন, তুল্‌ছো কেন? ঘুমুক্; হয় মদ খাও, নয় ঘুম'ও, ব্যস্! বড়বৌ, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও—

পীতা। বড় মা, এ কি গো?

জ্ঞানদা। আর কি ব'ল্‌বো বাছা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! এক মাগী এসে মাকে খপর দিয়েছে।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, মদ নিয়ে এস, খুব সর্‌গরম হ'ক্; খেয়ে প'ড়ে থাকি।

পীতা। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে? গিন্নী মা যে মূর্চ্ছা গিয়েছেন, দেখ্‌ছো না?

যোগেশ। তোর কি? তুই কেন মূর্চ্ছো যা না।

পীতা। না, মাত্‌লামো ক'র্‌বেন না। বড় মা ধরুন, গিন্নীমাকে বিছেনায় নিয়ে যাই, বড় মা, মাকে বিছেনায় নিয়ে যাই; গিন্নীমা গিন্নীমা—

উমা। কেরে রূপো? ঠাকুরুণ এ দিকে আস্‌ছেন নাকি? রান্নাঘরে যাই, রান্নাঘরে যাই।

[উমাসুন্দরী ও তৎপশ্চাৎ জ্ঞানদার প্রস্থান।

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর, এদিকে এস, এখুনি আছাড় খেয়ে পড়্‌বে। (পীতাম্বরের গমনোদ্যোগ)

যোগেশ। কোথা যাস্ শালা? মেয়েদের পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস্?

পীতা। যান ম'শায়, মাত্‌লামীর সময় আছে।

যোগেশ। চোপ্‌রাও শূয়ার, আমি মাতাল? দেখ্, বাড়ীর ভেতর থেকে যা বল্‌ছি; ভাল চাস্ তো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোও। শালা, অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফির্‌ছো?

পীতা। বাবু, গিন্নীমা যে মরে।

যোগেশ। মরে মরুক, তোর বাবার কি?

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, শীগ্‌গির এস—শীগ্‌গির এস।

পীতা। যাই মা যাই; যাচ্ছি বড় মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগেশ। শালা তবু যাবি? (ইট লইয়া পীতাম্বরকে প্রহার)

পীতা। ওরে বাপ্‌রে! খুন ক'র্‌লে রে, খুন ক'র্‌লে রে!—

যোগেশ। ধর্ শালাকে! চোর, চোর, চোর—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—•:※:•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবনাথের বাড়ীর ছাদ

সুরেশ ও শিবনাথ।

সুরেশ। ভাই শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এইখানে নিয়ে এস, আমায় দেখ্‌তে পেলেই তাঁর বাই-রোগ সেরে যাবে, আমি তো এখন সেরেছি।

শিব। তা আন্‌ব হে, তুমি এত মিনতি ক'র্‌ছো কেন? তোমায় যে বাঁচাতে পার্‌বো, এ আমার মনে ছিল না; তা হ'লে কি তোমার মাকে রমেশবাবুর বাড়ী যেতে দিই? তুমি কিছু ভেবো না, মা রোজ দেখে আসেন; আর তোমাদের মেজবৌ যে যত্নটা ক'র্‌ছে, তোমায় আর কি বল্‌বো। মা বলেন, অমন বৌ কারুর হবে না।

সুরেশ। শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বো না।

শিব। তুমি ঐ কথা একশোবারই বল। তোমার ধার আমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বো না, তুমি আপনি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ।

সুরেশ। ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বোর কোন খপর পেলে?

শিব। না ভাই, আমি সে খপর তো কিছুতেই পেলেম না; সে যে বাড়ী বেচে কোথায় গিয়ে আছে, আমি অ্যাড-ভারটাইজ (Advertise) ক'রে দিয়েছি, ডিটেক্‌টিভ পুলিস (Detective Police) কে টাকা দিয়ে খপর নিচ্ছি, আমি আপনি রোজ ঘুর্‌ছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌ছিনি।

সুরেশ। তারা বোধ হয় বেঁচে নাই; দাদার কোন খপর পেয়েছ?

শিব। সে কথা আর তোমায় কি ব'ল্‌বো! রমেশ বাবু কতকগুলো মাতাল ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ

খ'চ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আন্‌বার চেষ্টা ক'রেছি, কিছুতেই বাগ ফেরাতে পারিনি।

সুরেশ। আমাদের সোণার সংসার ছার্‌খার্ হ'ল। কি কুক্ষণেই মেজদাদা জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। কখনও একটা মিথ্যা কথা বলেন নি, কখনও পরস্ত্রীর মুখ দেখেন নি। ভাই রে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হ'ত, সেও ভাল ছিল; আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখ্‌তে হ'লো!

শিব। সুরেশ, কেন আক্ষেপ ক'র্‌ছ, তুমি সব ফের পাবে; তুমি একটু ভাল ক'রে সেরে ওঠো, আমি টাকা খরচ ক'রে মকর্দ্দমা ক'র্‌বো। তোমার মেজদা'র জোচ্চুরি আমি বার ক'রে দিচ্ছি। মা ব'লেছেন, বাড়ী বেচ্‌তে হয়, সে-ও কবুল, তবু যাতে তোমার মেজদাদা জব্দ হয়, তা ক'র্‌বেন।

সুরেশ। হ্যাঁ হে, পীতাম্বরের কোন খপর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে, শীগ্‌গির আস্‌বে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সার্‌লেই আসবে; অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, জ্বরে কাঁপ্‌ছে, আমি এত বারণ ক'র্‌লেম, তবু তোমার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল। আহা, বেচারা রাস্তায় ভিরমি গেল, আমি এক বিপদে প'ড়্‌লেম; এ দিকে তোমায় নিয়ে সাম্‌লাব, না তাকে নিয়ে সাম্‌লাব।

সুরেশ। আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিন মাস অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছ, কি ক'রে জান্‌বে।

সুরেশ। দেখ, তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে—ভাই, আমার কিছুই মনে নাই। আমার স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়, কে আমায় জেল থেকে নিয়ে এল; তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি, তোমার মা কাছে ব'সে, তুমি কাছে ব'সে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার কোল দিয়েছিলে, আজ একবার কোল দাও; তোমার মত বন্ধু আমার যেন জন্ম-জন্মান্তরে হয়।

শিব। সুরেশ, আমরা বন্ধু নই; মা বলেন, তোরা দু'ভাই। আমার মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই; আমার পুলিসের কথা মনে প'ড়্‌লে এখনও গা কাঁপে! তুমি আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছ। ভাই সুরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি, আমি শুধ্‌রেছি, আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, তোমার গুণধর ভাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিল, সুরেশ কেমন আছে? আমি ব'ল্লেম, ম'রে গেছে, খুসী যে! পথে আবার কাঙ্গালে বেটা ধ'রেছে, তারেও ব'লেছি, তুমি ম'রেছ। সে বেটা বিশ্বাস ক'রেছে। তার মাগ বেটী—বেটাই বল আর বেটাই বল, মাথা চাল্‌তে লাগ্‌লো। অমন চেহারা কখন দেখি নি বাবা! মন্‌ষ্টার অব আগ্‌লিনেস্ (**Monster of ugliness**)! শিবুবাবু, তোমার ফ্রেণ্ডকে একটু একটু বেড়াতে বল।

শিব। বেড়াচ্ছে তো, রোজই একটু একটু ছাদে পাইচারি ক'র্‌ছে।

ডাক্তার। একটুর কর্ম্ম নয়; সেরে গিয়েছে তো, সকাল বিকেলে খানিক খানিক বেড়িয়ে আস্‌বে। চল, তিনজনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর কম্পাউণ্ডিং রুম

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি।

কাঙ্গালী। এখন নিশ্চিন্ত, রামরাজ্য ভোগ করুন্ কেমন বাবু ব'লেছিলেম, ও অকালকুষ্মাণ্ড পীতাম্বর, ও ঘোর আহাম্মক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন; পাঁচ হাজার টাকাও লাগ্‌লো না, দু'হাজার টাকাতেই ফৌজদারীতে গ্রেপ্তার ক'রে দিলেম। এখন যাক্, তারপর মকর্দ্দমা যা হয় হবে। ওর জাস্‌তুতো ভাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। যখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা! আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বাঁচি নি।

রমেশ। কি রকম, কি রকম?

কাঙ্গালী। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল; বেটা এম্‌নি পাজী, বিছানায় প'ড়ে, জ্বর,—তবু সুরেশের খালাসের দিন গাড়ী ক'রে চ'ল্ল।

রমেশ। তা তো শুনেছি, তার পর?

কাঙ্গালী। সুরেশও মুদ্দোর, ও-ও মুদ্দোর, কে কাকে দেখে; ও বেটা তো গাড়ীর ভেতর ভিরমি গেল, সুরেশও ভিরমি যায় যায়—

রমেশ। সেই দিনেই ল্যাঠা মিটুতো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেতো, কোত্থেকে শিবে বেটা জুট্‌লো।

কাঙ্গালী। হাঁ, ঐ এক বেটা চামার! বেটা দু'জনকে মুখে জল দিয়ে বাতাস ক'রে, বাড়ী নিয়ে গেল।

জগ। হুঁ হুঁ, আমি তো বলেছিলেম যে, শিবেকে চটাস নি, হাতে রাখ্, তা হ'লে তো এ কাজ হয় না। সুরেশটা হাঁসপাতালে প'চ্‌তো। সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলা ভাল। ঐ যে তুই মদ্‌নাকে পাগল ব'লে অগ্রাহ্য ক'রেছিলি, কত বড় কাজটা পেলি বল্ দেখি? পাগল ব'ললে হয় না, দলিলের বাক্স তুই চুরি ক'ত্তে পার্‌তিস্, না আমি পার্‌তুম? বড়বৌটা যে খাণ্ডারণী, তোকে জায়গা দিত, না আমায় জায়গা দিত?

কাঙ্গালী। পাগ্‌লাটা খুব হুঁসিয়ার, কেমন সন্ধান ক'রে ক'রে, সিন্ধুক ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে।

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতেম, এই বোঝ। রমেশ বাবু, তুমি উকিলই হও আর যেই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও। বেটা ছেলে, ভয়েই সারা হও, মিছে ডিক্রী ক'রে যদি তোমার দাদাকে না ধর, তা না হ'লে কি তোমাদের বৌ হাজার টাকায় বাড়ী বেচে? গেছলো গেছলো দলিল চুরি, রেজেষ্টারী আপিসে তো নকল পেতো।

রমেশ। বাবা! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কান কাটো। মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী ক'রে দাদাকে ওয়ারিণ ধরান, আমার বুদ্ধিতে আস্‌তো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না। যদি ফল্‌স পারসনিফিকেশন (false personification) এর চার্জ্জ আন্‌তো, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হ'ত।

জগ। চার্জ্জ আন্‌লেই হ'ল? তবে পয়সা খরচ ক'রে মাতাল লাগিয়েছ কি ক'ত্তে? পয়সা খরচ ক'রে মদ দিচ্ছ কি ক'ত্তে? দিনে রেতে চোখ চাইতে পার্‌লে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে, তবে তো চার্জ্জ আন্‌বে।

রমেশ। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ী বেচে টাকা দেবে, কি ক'রে ঠাওর পেলে?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি; ওরা সব পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা!

কাঙ্গালী। বাড়ীটের খুব দর হ'য়েছিল, যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত, ফ্যাসাদে ফেলেছিল; হাতে কতক টাকা পেতো। তোমাদের বড়বৌ যে দস্যি, স্বচ্ছন্দে মকর্দ্দমা চালাতো। আপনার ঠেঁয়ে দলিল দে'খে খদ্দের বেটা ভারি দম্ খেয়ে গেল।

জগ। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পার্‌তেন না; পাগ্‌লাকে দিয়ে তো দলিল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ। বড়বৌ মনে ক'রেছে, চোরে চুরি করেছে, পাগ্‌লার পেটে পেটে এত, তা ধ'ত্তে পারে নি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু'তিনশো টাকা আছে, আর মদে খরচ ক'রো না, মদ বন্ধ ক'রে দাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। ব্যাঙ্কের টাকা তো আটক হ'য়েছে?

রমেশ। সে আমি এড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেল (Administrator General) এর হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেণ্ট ক'রে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে, সে এখন বিশ বাঁও জলে! পীতাম্বরে যখন ধরা প'ড়েছে, আমি আর কিছু ভাবিনি।

জগ। হ্যাঁগা, ও সাহেবটাকে হাত ক'র্‌লে কি ক'রে?

রমেশ। ওরা তো তাই চায়, আস্‌তে কাটে, যেতে কাটে। দরখাস্ত ক'র্‌লেম, আমাদের যৌত টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে, পীতাম্বরে আপত্তি ক'রেছিল।

কাঙ্গালী। আর ধরাই প'ড়ে গেল, কে বা আপত্তি করে, 'চাচা আপন বাঁচা'; তবে ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার এড্‌মিনিষ্ট্রেটার (Administrator) এর গর্ভে গেলে আর কিছু বা'র হয় না।

রমেশ। তা কি ক'র্‌বো, সব দিক সাম্‌লান ভার। ও টাকায় আর তেমন লোভ ক'র্‌লুম না, শেষ যা হয়, দেখা যাবে; এখন নগদ টাকা হাতে প'ড়্‌লে মকর্দ্দমা চল্‌তো, শুধু আমার ভয় পীতাম্বরে বেটাকে।

কাঙ্গালী। সে ভয় ক'র্‌বেন না, সে ভয় ক'র্‌বেন না। বেটাকে যখন ফৌজদারীতে ধ'র্‌লে, তখন বেটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি ক'র্‌লে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাসতুতো ভাই, দেখ্‌লেম ভারি ভদ্রলোক,

হেড কনষ্টেবলকে টাকা গুঁজে ব'ল্লে যে, মারা যায়, আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চার্জ্জটা তো যে সে দেয়নি!

জগ। কি মকদ্দমাটা, আমায় তো একদিনও বল্লিনি, এর ভাল-মন্দ বুঝ্‌বো কি ক'রে? মনে করিস্—আমি মেয়েমানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি তোদের! এই মাই দুটো কাটাতে পারতেম তো বুঝ্‌তেম, কোথায় কে পুরুষ কার কত ছাতি। পোড়া ভগবান্ যে মেরেছে, কি ক'র্‌বো।

রমেশ। রূপসি, তুমি সব পার।

জগ। কি কেশ্ (case) টা ক'রেছিস্ শুনি?

কাঙ্গালী। ঐ যে ছোট একখানা তালুক ক'রেছিল না? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা ডোমকে আধমারা ক'রে ওর জাস্‌তুতো ভাই ফৌজদারী বাধিয়েছে, যে, উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেরেছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিন্, যাকে মেরেছে, সেই ওর হ'য়ে সাক্ষী দেবে; ওর জাস্‌তুতো ভাই প্যাচে পড়্‌বে।

কাঙ্গালী। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে মার্ খেয়েছে, ঠিক্‌ঠাক সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে।

জগ। বটে, বটে, মফঃস্বলের লোক এমন! আহা হা হা! তারাই সুখী, তারাই সুখী! আমিও এ বুদ্ধি ক'রেছিলেম; কেমন বল্ পোড়ারমুখো, বলিনি যে, শিবেকে জব্দ ক'ত্তে চাস, মাথায় লাঠি মেরে পুলিসে গে দাঁড়া, আপনি না পারিস্, আমি মার্‌ছি, তা তুই রাজী হ'লি কৈ?

রমেশ। সুরেশের খবর কিছু শুনেছ?

কাঙ্গালী। কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি; যে ডাক্তারটা দেখ্‌ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, সে বল্লে, আজ তিন দিন ম'রেছে; কিন্তু জগা বলে, আমার বিশ্বাস হয় না।

রমেশ। আমায়ও ডাক্তার বেটা ব'ল্লে, কিছু ভাব বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার ব্যাটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কারুকে বিশ্বাস ক'রে কোন কাজ ক'র্‌বে না। এখন ধর, ও বেঁচেই আছে। আমার আর একটা বুদ্ধি নাও— আজই হ'ক, কালই হ'ক, আর দু'দিন বাদেই হ'ক, তোমাদের বড়বৌকে আর যেদোকে এনে বাড়ীতে পোরো

কাঙ্গালী। কেন, তাদের এনে ফল কি?

রমেশ। না না, ঠিক বল্‌ছে, এখনও সব দিক্ মেটে নি, কেউ যদি বড়বৌকে হাত ক'রে মকর্দ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাঁসাদ হবে।

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানাটা রয়েছে, এতে কোন্ ওষুধটা নেই? বল, যদি কিছু কাজই হ'ল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ?

রমেশ। ও কি কথা রূপসি!

জগ। ক্রমে বুঝ্‌বে, ক্রমে বুঝ্‌বে, আগে বাড়ী নিয়ে এস।

রমেশ। তারা কোথা আছে? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা তো সন্ধান ক'ত্তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি ক'র্‌বো।

রমেশ। যাক্, পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা কাজের কথা হ'ক্,—তোমার ভাগ্‌নেকে শিখিয়ে রেখো, কা'ল এসাইনমেণ্ট রেজেষ্টারি (assignment registry) ক'রে নেব, রেজেষ্ট্রারটা ভারি বজ্জাত, সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারি করে না, ভাল ক'রে শিখিয়ে রেখো।

কাঙ্গালী। আপনিই কেন শেখান না, সে এখানে রয়েছে। ওরে ভজা! ভজা! ম'রেছে, প'ড়্‌লো কি ঘুমুলো, ঘুমুলো কি ম'লো! ওরে ভজা!

(ভজহরির প্রবেশ)

ভজ। মর্—ঘুমুতে দেবে না, একটু যদি চোখ বুজেছি, -ভজা, ভজা, ভজা! ভজা যেন ওর বাপের খান্‌সামা।

জগ। ভজহরি, বাবা! কা'ল তোমায় রেজেষ্টারী আপিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরোয়া নেই, যাওয়েঙ্গে।

রমেশ। যখন রেজেষ্টার জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি কি কাজ কর? তুমি বলবে, তুমি জমীদার, সপ্তচর পরগনা তোমার জমীদারী: নাম ব'লবে, মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমীদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া রায় বাহাদুর।

রমেশ। না না, রায় বাহাদুর ব'লো না।

ভজ। খালি জমীদারী দিয়া? কুচ্ পরোয়া নেই, আজ রাত্‌কা ওয়াস্তে রূপেয়া লেয়াও।

কাঙ্গালী। কাল একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচি ছেলে পেলে নাকি? রোজ রোজ টাকা চাই, তবে এ কাজ হবে

রমেশ। আচ্ছা, এই দু'টাকা নাও।

ভজ। কেয়া, জমীদারকা সাম্‌নে দো রোপেয়া নজর লেয়ায়া? তা হ'চ্ছে না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রে চাই। এই ধর না, পাঁটা একটা আড়াই টাকা, দু'টাকার একটা মদ, আট টাকার কম একটা হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ হবে না, এই তো ফুটকড়াই হ'য়ে গেল। ষোলটা টাকা বার কর, আর মামা-মামীকে যা দাও, তা আলাদা,—তবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া! তা নইলে বাবা যে ভজহরি, সেই ভজহরি! পোষাক, ঘড়ী-ঘড়ীর চেন, হীরের আংটী তো তোমায় দিতেই হবে, আমি খালি গোঁপে তা দিয়ে থাক্‌বো, বোধ হয়, এ থেকে এক পোয়া আতর নিতে পারি।

রমেশ। আচ্ছা, চারটে টাকা নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে; রামেশ্বর, বদ্দিনাথ সাজ্‌তে বল, দু'টাকাই বায়না নিচ্ছি। মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার, ষোল রূপেয়া নজর লেয়াও।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, আটটা টাকা নে।

ভজ। বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ যায়, জমীদারকা সাত হড়্‌বড়াতে হো?

রমেশ। আচ্ছা আমার সঙ্গে এস, আমি ষোল টাকাই দিচ্ছি।

ভজ। এ তো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন? আমি বেশী চাই নি, লক্ষৌয়ের পুঁটিয়া ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে বেটী টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে, শ-দুই টাকা নইলে ফের ঢুক্‌তে পার্‌বো না, এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আমায় কি দেবে?

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্য আটক থাবে না।

ভজ। জমীদারীর চাল-চুল সব ঠিক পাবেন, মোচ্‌মে তা চড়ায়গা এসাই, পায়ের ফেলেগা এসাই, বাত করেগা হোঁ হোঁ, যেসাই বেকুবি মাঙ্গো ওত্তাই বেকুবি হায়। গাধ্‌ধাকা মাফিক কলম পাক্‌ড়েগা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেলেগা, জমীদার লোক যেসা বেকুব হোতা. ওসাই বন্ যাগা, কুচ পরোয়া নেই, রোপেয়া লেয়াও।

রমেশ। তোমায় যে গোটাকতক কথা শেখাব।

(টাকা প্রদান)

ভজ। বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙ্‌টা খাবো, সব কথা কি মনে থাক্‌বে, কাল টাট্‌কা টাট্‌কা ব'লে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব,—ব্যস্!

[ভজহরির প্রস্থান।

রমেশ। এ ছোক্‌রা চালাক আছে।

কাঙ্গালী। তা খুব!

জগ। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি ক'ল্লে? একখানা বাড়ী আর দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি এক সঙ্গে সেরে ফেল্লে হয় না?

রমেশ। তার জন্য ভাব্‌না নেই, তার জন্য ভাব্‌না নেই, সে হবে, হবে।

[রমেশের প্রস্থান।

জগ। ষ্টুপিড্‌কে এত দিন ধ'রে যে বল্‌ছি, বাড়ীখানা লিখে নে, হাতে থাক্‌তে থাক্‌তে কাজ গুছিয়ে নে, কাজ রক্ষা হ'য়ে গেলে তোমার মুখে ঝাড়ু দিয়ে বিদায় ক'র্‌বে।

কাঙ্গালী। না, তার যো কি; আজ না হয় কা'ল, কদ্দিন ভাঁড়াবে?

জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিন কতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি; যদি ফাঁকি পড়ি, তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব, আমি বাদশাজাদীর সাক্ষী হব, তা না হয়, ক'জনেই জেলে যাব; পেটে মর্‌বো। বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়্‌বো, সে বান্দা আমি নই; তুই ষ্টুপিড্ তখন দেখ্‌বি। ভজার ঘটে যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই।

কাঙ্গালী। আরে ঠকাবে না, ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দু'জনকে বাঁধিয়ে দেব, এই আমার কথা। বিধাতা মরে না, দেখ্‌তে পেলে তার মুখে আগুন জেলে দিই! এমন গোঁয়ার মুখ্যুর সঙ্গে আমায় জুটিয়েছে! আমার কতক যুগ্যি রমেশ।

কাঙ্গালী। চল্ চল্, ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা, আমি চল্লুম মদনমোহনের বাড়ী, আজ শুনেছি কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌ-টা মদন-মোহন দেখ্‌তে যায়, তা হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান ক'র্‌বো, নয় তো আবার কাল ভোরে গঙ্গার ঘাট খুঁজ্‌তে হবে।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, ওদের খুঁজিস্ কেন? তারা যেখানে হয় থাকুক না, তোর কি?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝ্‌বি? আমি যা খুসি করি, তুই বকাস্‌নি।

কাঙ্গালী। যা মর্‌গে যা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভগ্নগৃহ

যোগেশ ও জ্ঞানদা।

যোগেশ। কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ? আমার সঙ্গে লুকোচুরি,—কেমন ধরেছি? ভালমানুষের মতন চাবিটি বা'র ক'রে দাও, আজ দু'দিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না।

জ্ঞানদা। তুমি আবার কি ক'ত্তে এসেছ? ছেলেটা কি ক'রে উপোস ক'রে মর্‌ছে, তাই দেখ্‌তে এসেছ?

যোগেশ। আমি কিছু দেখ্‌তে শুনতে আসি নি, মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই, টাকা বা'র ক'রে দাও, সুড় সুড় চ'লে যাচ্ছি। কারুর মুখ দেখ্‌তে চাই নি, কারুকে মুখ দেখাতে চাই নি, ঢুকু ঢুকু মদ খেতে চাই, ব্যস্‌!

জ্ঞানদা। তোমার একটু লজ্জা হয় না? মাগছেলে অন্নাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্যে তাড়িয়ে দেবে; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ? ধিক্‌—তোমায় ধিক্‌!

যোগেশ। ধিক্‌ একবার—ধিক্‌ লাখবার! আমাকে ধিক্‌, তোমাকে ধিক্‌, মাকে ধিক্‌, যেদোকে ধিক্‌, আর যে যে আছে, সবাইকে ধিক্‌, ধিক্‌ ব'লে ধিক্‌, ডবল ধিক্‌! কেমন বাবা, ধিকের ওপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম। নাও, বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাক্সটি খোলো।

জ্ঞানদা। ওগো, একটু হুঁস কর; কোথায় দাঁড়াব, তার স্থল নাই। আগামী বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি, কখন্‌ তাড়িয়ে দেয়, ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া-মায়া নাই? পাখীতেও যে ছেলের আদার যোটায়। ঘরে চা'ল নাই, এখনি যেদো ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে আস্‌বে, তুমি টাকা চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই?

যোগেশ। বড় লম্বা লম্বা কথা ক'চ্ছো যে? কিসের লজ্জা! লজ্জা থাক্‌লে কেউ জুচ্চুরি করে? লজ্জা থাক্‌লে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাক্‌লে কেউ ভিক্ষা করে? আজ তিন দিন ভিক্ষা ক'রে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে কাটি নি, একটা পয়সার জন্য রাস্তার লোকের কাছে হাত পাত্‌ছি, আবার লজ্জা দেখাচ্ছ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা? নিয়ে এস, টাকা নিয়ে এস!

জ্ঞানদা। বকো, আমি চল্লেম।

যোগেশ। যাবে কোথা? টাকা বা'র কর; না বা'র ক'ত্তে পার, চাবি দাও, আমি বা'র ক'রে নিচ্ছি; ঐ যে বাক্স রয়েচে, আমি ভেঙ্গে নিতে পার্‌বো।

জ্ঞানদা। কি কর, কি কর? আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দুটী ঘর ভাড়া ক'রে আছি, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগেশ। তা আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ? আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছি; বিষয় চিনেছিলে, বিষয় নিয়ে থাকো। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে! হা, হা, হা! ছেড়ে দাও বল্‌ছি—

জ্ঞানদা। ওগো, একটু বোঝো, তোমার পায়ে পড়ি, একটু বোঝ।

যোগেশ। ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন ক'র্‌বো।

জ্ঞানদা। খুন ক'র্‌বে কর, আপদ চুকে যাক্‌।

যোগেশ। বটে রে হারামজাদী! (পদাঘাত)

জ্ঞানদা। ও বাবা রে!

যোগেশ। এখনও ছাড়্‌লিনি? ছাড় হারামজাদী—ছাড়্‌।

[গলাধাক্কা দিয়া বাক্স কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান।

(বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ)

বাড়ী-। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো, কথা কচ্ছো না যে? বাছা, ভাল চাও তো ভাড়া দাও—নইলে আমি

আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পার্‌বো না। আমি পতিপুত্রহীন, এই ঘর-দুটি ভাড়া দিয়ে খাই—ও মা, তুমি কেমন ভাল-মানুষের মেয়ে গা? যেন কে কাকে ব'ল্‌ছে; রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন; ও মা, এ যে সিট্‌কে গিট্‌কে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি? ও মা, এমন লোককে ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায়ে প'ড়্‌বো নাকি।

জ্ঞানদা। ও মা!

বাড়ী। কি গো কি, তোমার কি হয়েছে?

জ্ঞানদা। কিছু হয় নি বাছা।

বাড়ী। না হ'য়েছে নেই নেই, এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও; কোন্ দিন দাঁত ছির্‌কুটে ম'রে থাক্‌বে, আমার হাতে দড়ি প'ড়বে।

জ্ঞানদা। মা, আমার হাতে কিছুই নেই, আমার ছেলে আসুক, নিয়ে চ'লে যাব।

বাড়ী। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা? এই যে থালা ঘটী বাঁধা দিয়ে ধার ক'রে নিয়ে এলে, আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চ'লে যাও, জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি?

জ্ঞানদা। ওমা, আমি যা এনেছিলেম, চোরে নিয়ে গেছে, ঘটী-বাটী যা আছে, তুমি বেচে নিও, আমি ছেলেটি এলেই চ'লে যাচ্ছি।

বাড়ী। ওমা, ঘটী-বাটী তো ঢের, ভ্যালা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলেম; তাই চ'লে যেয়ো বাছা, চ'লে যেয়ো।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। মা, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?

জ্ঞানদা। যাদব, চল্, এখানে আর আমরা থাক্‌বো না।

যাদব। কোথা' যাব মা?

জ্ঞানদা। কালীঘাটে যাব, চ' যাবি?

যাদব। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞানদা। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

যাদব। আজ ভাত কি নেই?

জ্ঞানদা। না, আজ রাঁধি নি।

যাদব। পথে চ'ল্‌তে পার্‌বো না, বড্ড ক্ষিদে পাবে আর এক পয়সার মুড়ি কিনে দিও।

জ্ঞানদা। হা ভগবান্, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে! ভিক্ষে ক'ত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব!

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

যাদব। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে—

প্রফুল্ল। দিদি! যাদব, যা তো, এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন্, আমরা খাব।

যাদব। ও মা, দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

জ্ঞানদা। যাও বাবা, যাও।

[যাদবের প্রস্থান।

প্রফুল্ল। দিদি! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুমি কেমন ক'রে এলে?

প্রফুল্ল। আমায় পাঠিয়ে দিলে;—ব'ল্লে, তোমাদের বড় দুঃখ হ'য়েছে, ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আস্‌ছি ব'লে এসেছি, কিন্তু দিদি, তোমাদের নিয়ে যাব না; কি তার মত্‌লব আছে। আমি তোমাদের বল্‌তে এসেছি, নিতে এলে খবরদার যেয়ো না; সেই ডাইনী মাগী আর এক মিন্সে ডা'ন, "যেদো যেদো" ব'লে কি ফুস্‌ফুস্ করে, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খবরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেয়ো না!

জ্ঞানদা। বোন্, তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো। একদিন যদি পেট ভ'রে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিনদিন এক বেলাও পেট ভরে খেতে দিতে পারি নি; রাত্রে একটু ফেন খাইয়ে শুইয়ে রাখি! বোন্, আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম, তাই এ দশা হয়েছে; কিন্তু দুধের ছেলে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করে, এ যাতনা আর দেখ্‌তে পারি নি, আজ আমাকে বা'র ক'রে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারি নি, রাখ্‌বে কেন? মনে করেছিলেম, ভিক্ষা ক'রে দুটি খাইয়ে জলে গিয়ে উল্‌বো; আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কেঁদো না, আমার এ গয়নাগুলি নাও, এ বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌তুম,

মাকে দেখ্‌বার কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি কর্‌বো, আমায় ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেথান থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞানদা। বোন্, তোমার গহনা নিয়ে আমি কি ক'র্‌বো? এ তো থাক্‌বে না, আমার স্বামী আমার শত্রু! সে দিন বাড়ীবেচা তিনশো টাকা বাক্‌স ভেঙ্গে চুরি ক'রে নিয়ে গেল; আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘরভাড়ার টাকা এনেছিলেম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কি আমায় পর ভাব্‌ছো? আমি তোমার পর নই, আমি তোমার সেই ছোট বোন্; আমার পেটের ছেলে নাই, যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে, সব যাদবের। আমি যাদবের জিনিষ যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, পর ভাবি নি, আমি কি ছিলেম, কি হয়েছি! আমার বাড়ীর যে সব সামগ্রী কুকুর-বেড়ালের খেয়ে অরুচি হ'য়েছে, সে আমার যাদব খেতে পায় না, যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগ্‌লে কাতর হ'ত, সে আমার লাথি মেরে ফেলে গেল; যে কাপড়ে সল্‌তে পাকাতুম, সে কাপড় যাদবের নেই; কখনও চন্দ্র সূর্য্য মুখ দেখে নাই, আজ নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে চলেছি—

(যাদবের পুনঃ প্রবেশ)

যাদব। কাকীমা, কাকীমা, বাবা হাত মুচ্‌ড়ে সিকি কেড়ে নিয়ে গেল।

জ্ঞানদা। দেখ বোন্—দেখ, আমার অদৃষ্ট দেখ! আমি কোথায় যাব, স্বামী কার শত্রু হয়? ভগবান্ কেন আমার এ পেটের বালাই দিয়েছেন, আমার কি মরণ নাই?

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? অমন ক'চ্ছ কেন?

জ্ঞানদা। কে জানে ভাই, আমার শরীর কেমন ক'চ্ছে, আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। (উপবেশন)

(বাড়ীওয়ালীর পুনঃ প্রবেশ)

বাড়ী। হ্যাঁ গো, এখনও ঘরে রয়েছ, এখনও বেরোও নি?

প্রফুল্ল। কে মা তুমি? তোমার কি এই বাড়ী? তুমি কি ভাড়ার জন্য বল্‌ছো? কত ভাড়া হ'য়েছে বল, আমি দিচ্ছি।

বাড়ী। এ তোমার কে গা?

প্রফুল্ল। আমার জা।

বাড়ী। আহা, তোমার জা, ওর এমন দশা কেন গা?

প্রফুল্ল। ওগো বাছা, সে ঢের কাহিনী! তুমি আমার মা, আমার দিদিকে আর ছেলেটিকে যদি যত্ন কর, তুমি বাছা যা চাও, আমি তাই দিই!

বাড়ী। হুঁ হুঁ, বড়লোকের ঘরের মেয়ে, তা বুঝ্‌তে পেরেছি। কি কর্‌বো বাছা, কড়ি নেই, এই ঘর দুটি ভাড়া দিয়ে খাই, তা নইলে কি ভালমানুষের মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই?

প্রফুল্ল। তা বাছা, তুমি এই হারছড়া রাখ, এই বাঁধা দিয়ে খরচপত্র চালিও; আমার সঙ্গে এস, আমি আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেব, টাকা ফুরুলেই এক একখানা গহনা দেব, তুমি বেচে চালিও।

বাড়ী। হ্যাঁ বাছা, আমার কাছে কেন রেখে যাচ্ছ? তোমাদের বাড়ী কেন নিয়ে যাও না, আমি কোথায় গয়না বাঁধা দেব, কে কি বল্‌বে, আমি কাঙ্গাল মনুষ, আমি অত পার্‌ব না।

প্রফুল্ল। ওগো, বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই! আচ্ছা, তোমায় আমি টাকা দেব।

বাড়ী। বাছা, আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি, তুমি ভাড়া দাও বাছা; তোমার দিদির কাছে টাকা দিয়ে যাও, এনে নিয়ে দিতে হয়, আমি দিতে পার্‌বো।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, বোন্, তুমি কেন অমন ক'চ্ছো? আমার দিন ফুরিয়েছে, আমি আর বাঁচবো না, যেদোর যদি কিছু ক'ত্তে পার, দেখ।

যাদব। কেন মা, কেন তুই বাঁচবি নি? ও মা, বলিস্ নি মা, আমার ভয় করে।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, প'ড়ে গিয়ে বুকে লেগেছে, আমার দম আটকাচ্ছে।

প্রফুল্ল। ওগো বাছা, তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আন না।

বাড়ী। না বাছা, আমি কব্‌রেজ ডাব্‌তে পার্‌বো না। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, তোমাদের খুন

বিদায় কর। ও মা, মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে যে গো, ওঠো গো ওগো; ম'ত্তে হয় রাস্তায় গিয়ে মর।

প্রফুল্ল। হ্যাগা বাছা, তোমার দয়া নাই? মানুষ মরে, তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ?

বাড়ী। না বাছা, আমার দয়া-মায়া নাই। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, আমি ভাড়া চাইনি বাছা—তোমরা বিদায় হও।

প্রফুল্ল। ও বাছা, তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছি, তাড়িও না বাছা! আমি তোমায় সব গয়না দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার গয়না নিয়ে আমি বাঁধা যাই।

প্রফুল্ল। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুই ভাবিস্ নি, আমি সেরে উঠেছি, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ ক'চ্ছিল, সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফুল্ল। দিদি, কি হবে দিদি? কই দিদি, তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপ্‌ছো।

জ্ঞানদা। না বোন্, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয়, ঠাকরুণ পাগল মানুষ, এক্‌লা আছেন, তুই দেখ্ গে যা; তোর ঠেঁয়ে যদি টাকা থাকে, আমায় দিয়ে যা।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, সেরেছ তো? আমি তবে যাই, এই নাও; (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি। আমি পাল্কীর বেহারাদের দিয়ে তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেব, সর্দ্দারকে ব'লে দেব, তোমার রোজ খবর নেবে।

জ্ঞানদা। এস বোন্, এস।

[পদধূলী লইয়া প্রফুল্লর প্রস্থান।

বাড়ী। হ্যাগা, তুমি চোখ্ টিপ্‌লে যে? ওকে তো বিদায় ক'ল্লে, আমি বাছা তোমায় রাখ্‌তে পার্‌বো না।

জ্ঞানদা। আমি যাচ্ছি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে?

বাড়ী। আমি এক পয়সা চাই নি বাছা, তুমি বিদায় হও।

জ্ঞানদা। এই নাও একটি টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি; তুমি যাও, আমি বাসন-কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি।

বাড়ী। নাও, শীগ্‌গির নাও, ঐ ধোপা-পাড়ায় ভেতর খোলার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাক্' গে।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

জ্ঞানদা। যাদব—যাদব, কাঁদিস্ নি—চল্। মা ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আশ্রয়হীন ক'ল্লে? শরীরে বল নাই, রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে পথে প'ড়ে ম'রে থাক্‌বো, মুদ্দফরাশে টেনে ফে'লে দেবে, এ অনাথ বালক কোথায় যাবে? লক্ষীর কথায় শুনেছিলেম, আপনার ছেলেকে খাওয়াবার জন্যে সাপ রেঁধেছিল, আমারও তাই ইচ্ছে হ'চ্ছে, আমি ম'লে এর দশা কি হবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রমেশের ঘর

রমেশ ও জগমণি।

রমেশ। প্রফুল্ল আন্‌তে পার্‌লে না।

জগ। আমার ওকে আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন শাদাটি আর নেই। আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি, মদনাকে তার বাড়ীর দোর-গোড়ায় পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে, আর ভুলিয়ে নিয়ে আস্‌বে। ছেলে হাতে হ'লেই হ'ল, বৌকে তো আর দরকার নাই।

রমেশ। বৌকে দরকার আছে বৈ কি। পীতাম্বরে বেটা শুনছি আস্‌ছে; সে বেটা এসেই একটা হাঙ্গাম বাধাবে, তার সন্দেহ নাই।

জগ। তা ছেলেকে আন্‌তে পার্‌লে বৌকে হাত করা শক্ত হবে না; ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে, বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম ক'রে আনা যাবে। একটা ভাব্‌ছি, বৌটা থাক্‌লে ছেলেটাকে মারা মুস্কিল, সে পরের কথা পরে, বাড়ী তো এনে প'রো; আমি চল্লেম, রাত হয়েছে।

রমেশ। আমারও বেরুতে হবে। মা রাত্রে যে চেঁচায়, বাড়ীতে থাক্‌তে ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে? আমায় অমনি নাবিয়ে দিয়ে যেও না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফুল্ল। আমি যা ঠাউরেছি, তাই; ছেলে এনে সেরে ফেল্‌বে! খুদকুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক, আমি তারে দুধ-ঘি

খাওয়াতে চাই নি, প্রাণে বেঁচে থাকুক, পরমেশ্বর করুন, প্রাণে বেঁচে থাকুক !

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। মেজ', মা কোথা ?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি কোত্থেকে এলে ?

সুরেশ। আমি রাত্রিবেলা যে দিক্ দে বাড়ী সেঁধুতেম, সেই দিক্ দে সেই পাঁচিল টপ্‌কে এসেছি।

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি যেদোকে বাঁচাও।

সুরেশ। তারা কোথায় ?

প্রফুল্ল। আড্ডায় বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা কর, আমায় পাল্কী ক'রে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি যেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

সুরেশ। এত রাত্রে তো বেয়ারাদের দেখা পাব না ?

প্রফুল্ল। তবে কা'ল সকালে খবর নিও।

সুরেশ। তাই নে'ব ; মা কোথায় ?

প্রফুল্ল। শুয়ে আছেন।

সুরেশ। তুমি এত রাত্রে জেগে ব'সে আছ যে ?

প্রফুল্ল। তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে ওঠেন।

সুরেশ। তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে র'য়েছ যে ? যদি আর এক দিক্ দে চ'লে যান ?

প্রফুল্ল। না, তিনি এই ঘরেই আস্‌বেন, যখন জেগে থাকেন, যেন ছেলেমানুষ হন, যেন নূতন শ্বশুরঘর ক'ত্তে এসেছেন, আমায় মনে করেন, তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি। এই খাওয়ালেম, তখনি ভুলে যান,—বলেন, "ঝি, ঠাকরুণ কি আজ আমায় খেতে দেবেন না ?" আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী, কি বলেন, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি। ঐ দেখ, আস্‌ছেন, চক্ষের পল্লব পড়্‌ছে না। মনে ক'চ্ছ জেগে আছেন, তা নয়, ঘুমুচ্ছেন।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। সই কর্, সই কর্, মদ খাস্ খাবি ; আমার বিষয় থাকুক্, আমার বিষয় থাকুক, সই কর্‌বি নি ? রমেশ, রমেশ ! ওকে খুন ক'রে ফেল্। ওহো ! আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে, আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে !

সুরেশ। ওমা, মা, আমি যে তোমার সুরেশ।

উমা। শীগ্‌গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, শীগ্‌গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, ভাঙ্‌—ভাঙ্‌ পাথর ভাঙ্ ; আমার সব ফুরুলো ! গড় গড় গড় গড়, এই বৃন্দাবনে এয়েছি।

প্রফুল্ল। ও মা, অমন ক'চ্ছ কেন মা ? ঠাকুরপো এসেছে, দেখ না মা !

উমা। উঃ ! বৃন্দাবনে কি অন্ধকার ! খালি ধোঁয়া খালি ধোঁয়া, কিছু দেখ্‌বার যো নেই ! গড় গড় গড় গড় —ভাঙ্‌, পাথর ভাঙ্‌, পাথর ভাঙ্‌, বুক যায়, বুক যায় !

(মূর্চ্ছা)

প্রফুল্ল। এমনি মূর্চ্ছা যান; আমি ধরি, আমাকে নিয়ে পড়েন। এই দেখ না, আমার সর্ব্বাঙ্গ থেঁতো হ'য়ে গিয়েছে।

সুরেশ। ও মা, মা ! আমি যে সুরেশ মা, কেন অমন কর্‌ছ ? ও মা, ওঠো মা, আমি যে সুরেশ ; মা, এই দেখ্‌তে কি আমায় গর্ভে ধ'রেছিলে ? এই দেখ্‌তে কি আমায় বুকচিরে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিলে ? হায় হায় ! এই দেখ্‌তে কি আমি জেল থেকে বেঁচে এলেম ! মা গো, আর যে সয় না মা !

উমা। ও ঝি—ঝি ! এত বেলা হ'ল, আমায় কিছু খেতে দিবি নি ? আমি অপাট করেছি, তাই বুঝি ঠাকরুণ খেতে দেবে না ?

সুরেশ। ও মা, মা, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না ? আমি যে তোমার সুরেশ, দেখ মা !

উমা। ও ঝি, শ্বশুর মিন্‌সের আক্কেল দেখেছিস্, সরে' যেতে বল্ ; আমি কি সেই ছোট বৌটি আছি, যে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবে ?

প্রফুল্ল। মা, ঠাকুরপোকে চিন্‌তে পার্‌ছো না ? চেয়ে দেখ না, ঠাকুরপো ফিরে এসেছে।

সুরেশ। ও মা, মা গো ! একবার কথা কও, বুক ফেটে যাচ্ছে মা !

উমা। স'রে যেতে বল্, স'রে যেতে বল্, এখন আমি বুড়ো মাগী হয়েছি, এখন আমায় আদর করা কি ? বল্লি নি —বল্লি নি ? আমি চল্লেম, আমি চল্লেম ; ওহো হো হো হো ! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায় !

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

জনৈক মাতাল ও যোগেশ।

যোগেশ। কি বাবা, কাজ গুছিয়েছ, আর মদ দেবে না?

মাতাল। আর মদ কোথায় পাব, কাপ্তেন ঘাল হ'ল, আর মদ কোথায় পাব?

যোগেশ। যেওনা, শোন, একটা কথা শোন,—একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখ্‌লে নাইতো। তার একটি স্ত্রী ছিল, দেখ্‌লে প্রাণ জুড়াতো, একটি ছেলে ছিল, তারে কোলে নিত, চুমো খেতো। দিন গেল, দিন ফুরুলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল! বলে যোগেশ, যোগেশ কি না কে জানে; এ যোগেশ কে, তা জান? স্ত্রীর বাড়ী-বেচা টাকা নিয়ে পালাল, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাক্স নিয়ে চ'লে এলো; ছেলেটার হাত মুচ্‌ড়ে পয়সা কেড়ে নিলে, প্রাণে একটু লাগ্‌লো না। কারুকে সে চায় না; বল্‌তে পার, কোন্ যোগেশ আমি? সে কি এ?

মাতাল। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

[মাতালের প্রস্থান।

যোগেশ। আচ্ছা যাও। কোন্ যোগেশ আমি, সে কি এ!

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

ওহে, একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না।

[লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যোগেশের প্রস্থান।

(শিবনাথ ও ভজহরির প্রবেশ)

শিব। স'রে যা, স'রে যা, গায়ের ওপর পড়িস্ নি।

ভজ। ক্যা তোম হাম্‌কো পছান্তা নেই? হাম মুল্লুক-চাঁদ ধুধুরিয়া জমীন্‌দার।

শিব। এ পাগল নাকি?

ভজ। পাগল নয় ম'শায়, পাগল নয়, সুরেশ বাবু কোন্ বাড়ীতে থাকেন, বল্‌তে পারেন? সুরেশ ঘোষ, সুরেশ ঘোষ; এখানে কোন্ শিবনাথ বাবুর বাড়ী থাকেন।

শিব। সুরেশ বাবুকে কি দরকার?

ভজ। হাম উস্কা মহাজন হ্যায়, জমীন্দার; মোচ্ দেখকে সম্‌জাতা নেই? ম'শায়, শিবনাথ বাবুর বাড়ী বল্‌তে পারেন?

শিব। আমার নাম শিবনাথ; তোমার সুরেশ বাবুর সঙ্গে কি কাজ?

ভজ। শুনুন না, বুঝ্‌তেই তো পেরেছেন, আমার কোন' পুরুষে জমীদার নয়; সুরেশ বাবুর ভাই রমেশ বাবু আজ আমায় জমীদার ক'রেছেন। আমি যোগেশ বাবুর বিষয় বাঁধা রেখেছিলেম, সে বিষয় রমেশ বাবুকে লিখে দিয়ে রেজেষ্টারী ক'রে এলেম; হাম জমীন্দার হ্যায়, সপ্তচর পরগণা হামারা হ্যায়।

শিব। তুমি জমীদার?

ভজ। জমীন্দার নেই? রেজেষ্টার লিখ্‌লিয়া জমীন্-দার। ও ম'শায়, আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন না—শাদা লোক, সুরেশ বাবুর কাছে নিয়ে চলুন; তিনি না বুঝ্‌তে পারেন, একটা উকিল ডাকুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রমেশ বাবু ফাঁকি দিয়েছে, বাজার-রাষ্ট্র কথা,—এ কথা শোনেন নি? আমাকে জমীদার সাজিয়েছিল।

শিব। বুঝেছি বুঝেছি, আমার সঙ্গে এস।

ভজ। ক্যা—জমীন্দার এসা যাগা? সোয়ারী লেয়াও; তোম ক্যায়সা দেওয়ান? তোম্‌কো বরতরফ্ করে গা।

শিব। তুমিও তো এ জুচ্চুরির ভেতর আছ? আমরা নালিশ ক'র্লে তোমারও তো মেয়াদ হয়?

ভজ। অত দূর ক'র্‌বেন কেন, আমায় নিয়ে রমেশ বাবুর কাছে হাজির হ'লেই তাঁর গা শিউরে উঠ্‌বে, লিখে দিতে পথ পাবেন না; চলুন না, আমি বাগিয়ে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি শেষ পেছোও?

ভজ। পেছোবো তো এগিয়েছি কেন? অবিশ্বাস হয়, একটা উকিল ডেকে এফিডেভিট (affidavit) করিয়ে নাও না; আর আমি আগে তো এক পয়সা চাচ্ছি নি, তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই, আমায় কিছু দিও, তোমরাও সুখে স্বচ্ছন্দে থেকো, আমিও পুঁটিয়াকে নিয়ে থাক্‌বো।

শিব। আচ্ছা, তুমি এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জ্ঞানদা ও যাদবের প্রবেশ)

জ্ঞানদা। যাদব, এক কথা বলি শোন, এই চার্‌টে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস্ নি, কারুকে দেখাস্ নি, দোকানে যা ইচ্ছা হয় লুকিয়ে বা'র করে কিনে খাস্। আর এখন এই ডু' আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এইখানে ব'সে থাকি।

যাদব। কেন মা, তুমি এস না, তুমিও ত খাও নি মা।

জ্ঞানদা। আমি খেয়েছি বৈ কি।

যাদব। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা?

জ্ঞানদা। হাঁপিয়েছি, তাই তো ব'সে আছি, তুই যা।

যাদব। মা, তোরে জল এনে দেব মা?

জ্ঞানদা। না বাছা, তুমি যাও, খাও গে।

[যাদবের প্রস্থান।

এই তো আসন্নকাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে! যেদোর কি হবে, আর দেখ্‌তে আস্‌বো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে!

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি, এক ছটাক মদ দেবে। এ কে, জ্ঞানদা প'ড়ে নাকি?

জ্ঞানদা। তুমি এসেছ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন; আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ ক'রেছি! আমি শিব-পূজা ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই। এখনও শোধরাও, তোমার সব হবে।

যোগেশ। ম'চ্ছো, রাস্তায় ম'ত্তে এসেছ? তোমাদের এতদূর হ'য়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও ম'রেছে? বেশ হ'য়েছে! ম'চ্ছো, মর, আমি মদ খাই গে; ঘরে ম'ত্তে পার্‌লে না? তা মর, রাস্তায়ই মর; কি কর্‌বো, হাত নেই, মদ খাই গে আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

জ্ঞানদা। তুমি আমার একটি উপকার কর, যদি এই কথাটি স্বীকার পাও, তা হ'লে আমি সুখে মরি কোন রকমে যদি যেদোকে পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও, সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি সুখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায় ম'র্‌বে, কেমন? —তা বেশ! আমি বল্‌তে পারি নি, মিছে কথা বল্‌বো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখবো। আমার ঘাড়ের ভূতটা, এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, যদি শীগ্‌গির না ঘাড়ে চাপে, তা হ'লে পার্‌বো; আর ঘাড়ে চাপলে আমি কি ক'র্‌বো! কি বল, আমি লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন?

জ্ঞানদা। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান মেরেছেন!

যোগেশ। না না, ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি; আমিই মেরে ফেলেছি। কি কর্‌বো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই! ম'চ্ছো, মর—মর!

(জ্ঞানদার মৃত্যু)

আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

রমেশ ও কাঙ্গালী।

রমেশ বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, শুনলেম, পীতাম্বরে বেটা তার দেশে নিয়ে গেছলো, সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেইটাকে ধ'র্‌ত্তে পার্‌লেই যে আপদ্ চোকে। এডমিনিষ্ট্রেটারের কাছ থেকে টাকাটা বার ক'রে আনি। দাদা পাগল হ'য়েছে। পীতাম্বরে বেটা যদি মাম্‌লার উদ্যোগ করে, বেনামী স্বীকার পাব, দাদার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত কর্‌বো; সেও কি,

দু' এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই এক দিন অক্কা পাবে।

কাঙ্গালী। জগা তো ঠিক বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারি দরকার, দেখ্‌ছি, ওর ভারি বুদ্ধি। বাবু, একজন খেটে খুটে বিষয় ক'র্‌লে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন!

(জগমণি, যাদব ও মদন ঘোষের প্রবেশ)

এই যে জগা ছেলে নিয়ে এসেছে।

যাদব। ও মদন দাদা, এ কে মদন দাদা? আমার ভয় করে মদন দাদা! আমার মা কোথায় মদন দাদা, কই,— ভাত রেঁধে ডাক্‌ছে মদন দাদা? ও মদন দাদা, আমার ভয় ক'চ্ছে মদন দাদা!

রমেশ। ভয় কি, আয়, এ দিকে আয়, তোর মা বাড়ীর ভেতর আছে।

যাদব। আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমার ভয় কচ্ছে!

রমেশ। চুপ্, কাঁদিস্ নি।

যাদব। না, না কাকাবাবু, আমি কাঁদবো না, তুমি মেরো না কাকাবাবু!

রমেশ। যা, এর সঙ্গে যা।

যাদব। ও কাকাবাবু, আমার ভয় করে কাকাবাবু, আমার তেষ্টা পেয়েছে কাকাবাবু, একটু জল দাও কাকাবাবু।

রমেশ। না, জল খায় না, তোর অসুখ ক'রেছে।

যাদব। না কাকাবাবু, অসুখ করে নি কাকা বাবু, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেশ। ক্ষিদে পেয়েছে, কেটে ফেল্‌বো।

যাদব। হ্যাঁ কাকা বাবু, আমি দু'দিন খাই নি কাকা বাবু, আমি মাকে খুঁজ্‌ছি; মা টাকা বেঁধে দিয়েছিল, কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও।

রমেশ। জল খায় না, যা ওর সঙ্গে যা।

যাদব। আমি আর চল্‌তে পারি নি কাকা বাবু!

রমেশ। এই চাবী নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তারির ভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে যাও।

কাঙ্গালী। এসো, তোমার মা'র কাছে নিয়ে যাই, চল।

যাদব। সত্যি ব'ল্‌ছো, মিছে কথা ব'ল্‌ছো না?

রমেশ। আবার কথা কাটাতে লাগ্‌লো, মেরে হাড় ভেঙে দেব, অসুখ ক'রেছে, শুগে যা।

যাদব। অসুখ ক'রেছে? আমি কিছু খাব না, একটু জল দাও।

রমেশ। না, যা যা, জল দেবে এখন যা।

যাদব। ও মদন দাদা, তুমি এসো!

[যাদব, মদন ঘোষ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান।

জগ। কাজ তো গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো; তুমি রোগ ব'ল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ বল্‌বে এখন, আর ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সন্দেহ কর্‌বার যো নাই; ছেলে পথে পথে বেড়াচ্ছিল, যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মারা গেল, তুমি কি ক'র্‌বে?

(মদন ঘোষের পুনঃ প্রবেশ)

মদন। পাহারাওলা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না।

জগ। চোপ্, এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদন। না না, আমি তো চুরি করি নি; তুমি যা বলবে, তাই শুনছি। পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চ'লে যাই, তুমি আর আমায় ধ'রো না।

জগ। চুপ ক'রে ব'স। (রমেশের প্রতি জনান্তিকে) ওকে দিন কতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি, কোথাও গোল করুক্। আর ওষুধের যদি একটা ওল্টা-পাল্টা ক'ত্তে হয়, বলা যাবে, পাগ্‌লাটা ওল্টা-পাল্টা ক'রেছে কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমেশ। ঠিক বলেছ। মদন দাদা, তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি ক'নে ঠিক ক'রে রাখ্‌লেম, আর তুমি চ'ল্লে?

মদন। হ্যাঁ দাদা, সতি? হ্যাঁ দাদা, সতি?

রমেশ। সত্য বৈ কি।

মদন। তাই ব'ল্‌ছি—তাই ব'ল্‌ছি, বংশটা লোপ হয়, বংশটা লোপ হয়।

রমেশ। দিব্যি ক'নে ঠিক ক'রেছি।

মদন। তা যেমন হ'ক, কি জান—বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

রমেশ। যেমন হ'ক কেন, বেশ ক'নে ঠিক ক'রেছি, তুমি বৈঠকখানায় ব'স গে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, আর পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে দেবে না?

রমেশ। পাহারাওয়ালা কেন?

মদন। দেখ দাদা, বেশ্যার মেয়ে বে দিয়েছিল, দাঁতে কুটো ক'রে জাতে উঠেছি, যাত্রাওয়ালার ছেলে বে দিয়েছিল, ছুটো কানমলা খেয়ে চুকেছে, এই পাহারাওয়ালা বিয়ে ক'রে আমার প্রাণটা গেল! আর পাহারাওয়ালা বে দিও না দাদা!

রমেশ। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদন। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

[মদন ঘোষের প্রস্থান।

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। দু'দিন খায় নি, আর জোর দু'দিন টেঁক্‌বে।

[জগমণি ও রমেশের প্রস্থান।

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফুল্ল। কিছু জান্‌তে পার্‌লেম না, কি ফুস্ ফুস্ ক'ল্লে; ছেলেটাকে কি ধ'রেছে? আমার মন আজ কেমন ক'চ্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি, আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে, আমি আর কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার কান্না এসে না, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'চ্ছে! ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি? কি করি, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'রে উঠ্‌ছে!

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। বৌ ঠাক্‌রুণ, একটু মুখে জল দেবে এসো, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলেম, কল্‌কাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ তো কখন দেখি নি। এসো, সকাল সকাল নাও, ছুটি খাও।

প্রফুল্ল। দেখ ঝি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে; আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে। আমার যদি এমন হয়, তা হ'লে আর আমি বাঁচ্‌বো না; আমায় কে যেন ডাক্‌ছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদ্‌ছে, আমি কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে!

ঝি। ও কিছু নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাত-দিন পাগলের সঙ্গে ঘোরা, বাতিক বেড়েছে।

প্রফুল্ল। না ঝি, আমার কোথায় কি সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে! আমার বড্ড মন কাঁদ্‌ছে; তোমায় একটি কথা বলি, যদি আমার ভাল মন্দ হয়, আমার গহনাগুলি তুমি নিও, বেচে যা টাকা হবে, তাই থেকে ঠাক্‌রুণকে খাইও, আবাগীর আর কেউ নাই!

ঝি। বালাই! অমন সোনার চাঁদ বেটা র'য়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও, কেউ নেই কি?

প্রফুল্ল। না ঝি! অমন আবাগী ভারতে আর জন্মায় না! তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, মাকে দেখ্‌বে? আমি আর বাঁচ্‌বো না, আমার কোথা ভরাডুবী হ'য়েছে।

ঝি। হ্যাঁগো হাঁ, তাই হবে, তুমি এখন এসো; ফাঁকে ফাঁকে ছুটি খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নইলে বাঁচ্‌বে কেন?

প্রফুল্ল। আমার মা বাঁচ্‌তে এক তিল ইচ্ছে নাই, কেবল ঐ আবাগীর জন্য মনটা কাঁদে। আমার ছেলেবেলা মা ম'রে গিয়েছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলেম, সেই মা আমার এমন হ'ল, আমাদের সোনার সংসার ভেসে গেল!

ঝি। কি ক'রবে মা, কারু তো হাত নয়, এসো মা, এসো।

প্রফুল্ল। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশী মিত্রের ঘাট

শিবনাথ, সুরেশ ও ভজহরি।

শিব ওহে সুরেশ, আমি তো ছেলে কোথাও খুঁজে পেলেম না। আমি তো সমস্ত রাত থানায় থানায় ঘুরেছি,

পাঁচজন লোক লাগিয়ে ক'লকাতার অলি-গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখিছি।

সুরেশ। বল কি, তবে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সে আর নাই! মেজদা মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি?

সুরেশ। আর সে কি! তোমায় তো ব'লেছি, মেজ-বোর ঠেঁয়ে শুনে এলেম, তাকে মেরে ফেল্‌বার পরামর্শ ক'চ্ছে। ভাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভিতর জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছে, যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আর আমি রাখ্‌বো না! আমি কি এই যাতনা ভোগ ক'র্‌বার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলেম! ভাই, আমার যেদোকে এনে দাও, যেদোকে না পেলে আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখ্‌বো, তারপর জলে ঝাঁপ দেব।

ভজ। ওহাইয়াদ, ওহাইয়াদ, সাফ ওহাইয়াদ! সুরেশ বাবু, একে না পেলে মর্‌বো, ওকে না পেলে মর্‌বো, তা হলে তো আর বাঁচা হয় না, দিনের ভিতর দু'শোবার, ম'ত্তে হয়। মনে করেছেন কি, আপনিই ঝড়-ঝাপ্‌টা খাচ্ছেন, অ'র কেউ কখনও খায় নি? তবে কাঁদ্‌ছেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন?

সুরেশ। ভাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে আর নাই! আমার অন্নপূর্ণার মত মা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইন্দ্রের মত বড় ভাই পথে পথে ভিক্ষা ক'চ্ছেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাজ, অনাহারে পথে প'ড়ে মরেছেন, আজ অনাথার মত পোড়ালেম,—আমার প্রফুল্ল-কমল মেজ বৌ দিন দিন মলিন হ'চ্ছেন, আজ আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে! আমি আপনি জেল খেটেছি, তাতে দুঃখিত নই, আমার যেদোর মুখ মনে প'ড়ছে, আর আমি প্রাণ ধ'ত্তে পার্‌ছি নি!

ভজ। মুখ মনে ক'ত্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়,—এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গাঁটাগোঁটা সব ভাই ছিল, বোন্‌টা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না; তার পর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ী শুদ্ধ কাঁদ্‌ছে। কি সমাচার?—না জমীদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত ঝুঁঝিয়ে প'ড়ছে, প্রাণ ধুক্-ধুক্ ক'চ্ছে। সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরুন; তারপর জমীদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে মা ঠাক্‌রুণ বেরুলেন, দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দুটি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান, এক দিন তো গাছতলায় প'ড়ে মরুন্—

সুরেশ। আহা হা!

ভজ। রসো, আহা হা ক'রো না, ঝড়ে যেমন আম পড়ে—ভাইগুলো সব একে একে প'ড়লো আর ম'লো; বোন্‌টাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদ্‌তে লাগলো, আমিও কাঁদ্‌তে লাগলেম; তারপর আর সন্ধান নাই! কেমন, মুখ মনে পড়্‌বার আছে?

সুরেশ। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী!

ভজ। তারপর মামা বাবুর কাছে গিয়ে প'ড়লেম; গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত রাঁধা; মামা বাবুর বেত আর মামী ঠাক্‌রুণের ঠোনার সঙ্গে ফেনে ফেনে ভাত, জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

(সুরেশের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ)

সু-পরি। কেউ তো কিছু ব'ল্‌তে পারে না। একজন ময়রা ব'ল্লে, একটি ছেলে খাবার কিন্‌তে এসেছিল, একটা বুড়ো এসে বল্লে, "শীগ্‌গির আয়, তোর মা ডাক্‌ছে; কিন্তু কে যে, তা আমি কিছু সন্ধান ক'ত্তে পার্‌লেম না।

সুরেশ। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর। আহা কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে! কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভুঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে। না জানি, তার কত দুর্গতি হ'চ্ছে!

ভজ। রসো রসো, বিনিয়ে কেঁদো এখন; বুড়ো ব'ল্লে বুঝি, বুড়ো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে? সুরেশ বাবু, সন্ধান হয়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে। সে বৃদ্ধটি আমার মাতুলানীর অনুচর! সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমি সন্ধান নিচ্ছি। ঐ যে তোমার মধ্যম মা'র পেটের ভাই—গাড়ী থেকে নাব্‌ছেন, যাবার যো কি? চুম্বকে যেমন লোহা টানে, তেমনি টান দিয়েছি, আমায় দে'খে নড়্‌বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমাদের দু'জনকে একত্রে দেখ্‌লে সর্‌বে।

(সুরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান ও রমেশের প্রবেশ)

ক্যা রমেশ বাবু, আপ্‌ হিঁয়া তস্‌রিপ কাহে লেয়ায়া, মেজাজ খোস্‌?

রমেশ। কি হে, তুমি যাও নি?

ভজ। হাম্‌ লোক জমীন্‌দার হ্যায়, যাতে যাতে দো এক রোজ রহে যাতা।

রমেশ। আরও কিছু টাকা চাই নাকি?

ভজ। মেহেরবাণী আপ্‌কা।

রমেশ। আচ্ছা এসো, আমি ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট কিনে দিচ্ছি আর একখানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদের ব্যাঙ্কের উপর।

ভজ। যাবই তো; রয়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজকর্ম্ম দেন।

রমেশ। আর এখন কিছু কাজ হাতে নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সো তো আপ্‌ লিখিয়েগা, সো তো আপ্‌ লিখিয়েগা, দোস্তি হুয়া, ও সব তো চলেই গা; দেখিয়ে হাম্‌সে কাম চল্‌তা, দোস্‌রাকো কাহে দেনা?

রমেশ। সত্য বল্‌ছি, এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই।

ভজ। আবি নেই, দো রোজমে হো শেক্তা। আগর ভাতিজা মরে তো এক্‌ঠো জমিন্‌দার গাওয়া চাহিয়ে, ওস্কো বেমার হুয়া থা; হাম্‌তো জমিন্‌দার হ্যায়, আপ্‌কো মোকামমে যাতা হ্যায়।

রমেশ। ভাতিজা! ভাতিজা কে?

ভজ। ভাইপো গো ভাইপো, যাদব।

রমেশ। ও কি কথা!

ভজ। সুরেশ বাবু, আসুন, সন্ধান পেয়েছি।

রমেশ। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা!

ভজ। ম'শায়, যান কেন, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ ক'রে যান।

[রমেশের প্রস্থান।

(শিবনাথ ও সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে? আছে তো—বেঁচে আছে তো?

ভজ। বোধ হচ্ছে তো আছে, আসুন, শীগ্‌গির আসুন, বাবুর বাড়ীতে চলুন।

শিব। বাড়ীতে যাবে, যদি ঢুক্‌তে না দেয়?

ভজ। আমাতে সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভাঙ্‌লেও কিছু ব'ল্‌বে না, ঢুক্‌তে দেবে না কি?

[সকলের প্রস্থান।

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

গীত।

মন আমার দিন কাটালি, মূল খোয়ালি, ভাল ব্যাসাত ক'রলি ভবে।
এক্‌লা এলে এক্‌লা যাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুরছ' ভবে?
কে তুমি বল্‌ছো আমি, দেখ্‌ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে।
ভাঙ্‌বে মেলা, ঘুচ্‌বে খেলা, চিতার ছাই নিশানা রবে॥

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! কি ক'র্‌বো, গেল তা কি ক'র্‌বো? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! গেল, যাক্‌; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! হ্যাঁ হে তুমি তো মড়া পোড়াতে এসেছ?

লোক। হ্যাঁ।

যোগেশ। মদ্‌-টদ্‌ খাচ্ছ' না?

লোক। এ কে রে! (পলাইতে উদ্যত)

যোগেশ। বল না, বল না, আমায় যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো। বেশী খাব না, এক গেলাস দাও, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, পয়সা দাও, চট্‌ ক'রে এনে দিচ্ছি। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! গেল, তা কি ক'রবো?

[লোকের প্রস্থান।

আহা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! ঐ না কারা মড়া পুড়িয়ে যাচ্ছে,—গায়ের ব্যথার জন্য একটু মদ খাবে না? যাই ওদের সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

[যোগেশের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাড়ীর দরদালান

মদন ঘোষ ও প্রফুল্ল।

মদন। না না, আমি পার্‌বো না, আমি পার্‌বো না! ছেলে মার্‌বে, ছেলে মার্‌বে! আমায় লুকিয়ে রেখে দাও, আমায় লুকিয়ে রেখে দাও; ছেলে মার্‌বে, ছেলে মার্‌বে, বংশলোপ ক'র্‌বে, বংশলোপ ক'র্‌বে।

প্রফুল্ল। কি গা, কি বল্‌ছো? ছেলে মার্‌বে কি বল্‌ছো গা?

মদন। ওগো, বংশলোপ ক'র্‌বে, বংশলোপ ক'র্‌বে, ছেলে মার্‌বে! সেই পাহারাওয়ালা ছেলে মার্‌বে, হায় হায়, আমি কেন পাহারাওয়ালা বে ক'রেছিলুম!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল, ছেলে মার্‌বে কি?

মদন। না না, আমি বল্‌বো না, আমায় ধ'র্‌বে, জমাদারে ধ'রবে, আমি কোথায় লুকুবো, আমি কোথায় লুকুবো?

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদন। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধ'র্‌বে, আমার ভয় ক'চ্ছে।

প্রফুল্ল। কে ধ'র্‌বে? ছেলে মার্‌বে কি?—আমায় শীগ্‌গির বল।

মদন। না না, বলবো না, আমি তার ভয়ে সিন্ধুক ভেঙ্গে দলীল চুরি ক'রে আন্‌লেম, তবু ছাড়লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়্‌লে না; ছেলে মা'র্‌বে, না খেতে দে মার্‌বে, আমায় বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তাই বেঁচে আছে,—না না—দুধ দিই নি! আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, কাকে ধ'রেছে, যেদোকে?

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না, আমি না, আমি না, আমি দলীল চুরি ক'রেছি, ধ'রিয়ে দেবে; হায় হায়, বে ক'ত্তে গে মজ্‌লেম, বে ক'ত্তে গে মজ্‌লেম! কেন এ দস্যি পাহারা-ওয়ালা বে ক'ল্লেম? সেই আমায় ভয় দেখিয়ে দলীল চুরি ক'ত্তে ব'ল্লে, তাকে আমি দলীল দিলেম, এখন আমায় ধ'রিয়ে দেবে। কি হবে, কি হবে, আমি ছেলেটাকে দুধ দিয়েছি জানলেই এখনি আমায় বেঁধে নে যাবে। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, দাঁড়াও।

মদন। না না, দাঁড়াব না, আমায় ধ'র্‌বে, আমি লুকুবো।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল?

মদন। ওরে বাপ রে আমায় ধ'র্‌লে রে!

প্রফুল্ল। তুমি কেন ভয় পাচ্ছো? ছেলে কোথায় বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল—কোথায়?

মদন। ঐ তোমাদের পোড়োমহলে রেখেছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমি লুকুই,—আমি পালাই, আমায় মেরে ফেলবে!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর?

মদন। না—না মর্‌তে পার্‌বো না, মর্‌তে পার্‌বো না! আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ধিক্ তোমায়! মা বলতেন, তুমি একজন সাধুপুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম্ম কর? প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙ্গে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে কচি-ছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাক্‌বে? একবার ভেবে দেখ, যম তোমার সঙ্গে ফির্‌ছে; যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা করবেন যে, 'তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে দিয়েছ'? তখন তুমি কি উত্তর দেবে? মদন দাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে কর, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার উপায় কর; ছার প্রাণ চিরদিন থাক্‌বে না, ধর্ম্মই সাথী, ধর্ম্ম রক্ষা কর, ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও। মদন দাদা, যা করেছ, তার আর উপায় নাই, আমায় ব'লে দাও, যেদো কোথায়? আমি তাকে কোলে নে বসি, দেখি, কোন রাক্ষস আমার কাছ থেকে নেয়? এখনও ব'লছো না?

তোমার কি মরণ হবে না? এ মহাপাতকের কি শাস্তি হবে না? যদি হিত চাও, যদি ঘোর নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছেন, তুমি বুঝতে পাচ্ছো না।

মদন। অঁ্যা—অঁ্যা—যমরাজ?

প্রফুল্ল। হঁ্যা, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে! যদি সেই মহা ভয় হতে উদ্ধার হ'তে চাও, সাহস বাঁধ, আমার সঙ্গে এসো, যেদো কোথায় দেখিয়ে দেবে এসো; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় ক'চ্ছো? যমদূতকে ভয় কর না?—ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না? অবোধ বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ? প্রাণভয়ে তার প্রণরক্ষার উপায় ক'চ্ছো না? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমার জন্মে ধিক্!

মদন। চল চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!—যদি ধরে?

প্রফুল্ল। তোমার এখনও ভয়? যখন যমদূত ধ'রবে, তার উপায় কি ক'রেছ? এখনও ধর্ম্মের আশ্রয় নাও, সামান্য ভয় ছাড়।

মদন। চল চল, এই দিকে চল, মরি ম'রবো, ছেলে দেখিয়ে দেব; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যাদব, রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি।

যাদব। ও কাকা বাবু, একটু জল দাও! আমার আগুন জ্ব'লছে গো—আগুন জ্ব'লছে!

রমেশ। জল দিচ্ছি, এই ওষুধটা খা।

যাদব। না গো, জ্ব'লে যায়, জ্ব'লে যায়! আমায় একটু জল দাও।

জগ। কোন্‌টা দেব?

রমেশ। টার্‌টার এমিটিক (Tartar Emetic) দাও, ডাক্তার আস্‌ছে, বমি হবে—দেখবে এখন।

জগ। না না, পেটে কিছু নেই, উঠবে কি? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার ব'লবে, খেতে দাও; এইটে দাও, খুব ছটফট্ ক'রবে দেখবে এখন।

যাদব। ওগো না গো, ও কাকা বাবু, আমি সন্ধ্যাবেলা ম'রবো, এখন আর দুঃখ দিও না! আমার সব শরীরে ছুঁচ্ ফুটছে! কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকা বাবু!—

রমেশ। ডাক্তার আস্‌ছে, ডাক্তার আস্‌ছে।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। গুডমর্ণিং (Good morning), কেমন আছে?

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জ্জীব হ'য়ে পড়েছে।

কাঙ্গালী। ডাক্তার বাবু, বাঁচবে তো? বাবুর ছেলে-পুলে নেই, কেউ নেই, ঐ ভাইপোটিই সর্ব্বস্ব।

যাদব। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয়নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচবো।

ডাক্তার। দাও দাও, জল দাও।

জগ। ও আমার পোড়ার দশা—জল কি তলায়!

যাদব। ওগো, আমায় একটু জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাই নি।

রমেশ। ডাক্তার সাহেব, ডিলিরিয়াম সেট্ ইন্ (Delirium set in) ক'ল্লে।

ডাক্তার। এত দুধ সুরুয়া র'য়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

যাদব। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তার। ছুট্।

জগ। ডাক্তার বাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না!

রমেশ। ডক্টর, ইয়োর ফি (Doctor, your fee)।

ডাক্তার। একটা ব্লিস্‌টার (Blister) দাও।

যাদব। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো, আমার পেটের খানা এখনও জ্ব'লছে, এই দেখ—ঘা হ'য়েছে। [ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান।

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো; মা, তুমি কোথায় আছ গো! জ্ব'লে গেলুম গো জ্ব'লে গেলুম, মা গো, একবার দেখে যাও!

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমেশ। ওহে কাঙ্গালী, ডাক্তারকে রাখ্‌তে গিয়ে দেখি, ভজহরি, সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ কচ্ছে; বাড়ী ঢোকবার যেন কি মতলব কচ্ছে।

জগ। তার ভয় কি, এই বেলেস্তারা খানা দিলেই হ'য়ে যাবে এখন।

যাদব। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার গলা টিপে মেরে ফেল! জ্ব'লে গেল গো জ্ব'লে গেল! ও কাকা বাবু, কাকা বাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকা বাবু!

কাঙ্গালী। চল, যাওয়া যাক, মদনাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিসটা এক ডোজ খাওয়ালেই হ'য়ে যাবে এখন; এই বিছানার কাছেই রইলো।

যাদব। ও কাকা বাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকা বাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি! কাকা বাবু, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচ্‌বো না কাকা বাবু!

রমেশ। দাও, একটু জল দাও।

জগ। না না, তবু পাঁচ মিনিট যুজ্‌বে।

যাদব। না, আমি জল খেলেই মরবো—না, আমি জল খেলেই মরবো; এই দেখ না, আমার গায়ে ইঁদুর-পচা গন্ধ বেরিয়েছে, আমায় কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।

জগ। চল চল, দেখা যাগ্‌গে; ভজহরিটার সঙ্গে সুরেশ যুটেছে, আমার ভাল বোধ ঠেকছে না। আমি ত বলেছিলুম, ডাক্তারটা পাজী, মিছে কথা কয়েছে, সুরেশ মরে নি।

[রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির প্রস্থান।

যাদব। ও মা, মা গো, কতক্ষণে ম'রবো মা!

(প্রফুল্লর প্রবেশ)

প্রফুল্ল। এই যে আমার যাদব! যাদব, যাদব, বাবা!

যাদব। কে ও কাকীমা এসেছ? আমায় একটু জল দাও। (প্রফুল্লর জল প্রদান) আমি আর খেতে পারছি নি, আমার চোখে কানে জল দাও। কাকীমা, আমায় না খেতে দে কাকা মেরে ফেল্লে।

প্রফুল্ল। পরমেশ্বর, কি ক'ল্লে! ও বাবা, এই দুধ খাও।

যাদব। আর গিল্‌তে পার্‌বো না, গলা আট্‌কে গিয়েছে; দেখ্‌লে না, জল গিল্‌তে পার্‌লুম না। কাকীমা, মা কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাক্‌লে মা আমার খুঁজে খুঁজে আস্‌তো। যদি বেঁচে থাকে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়, ব'লো না, আমি না খেতে পেয়ে ম'রেছি। আমায় আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদ্‌তো, খেতে পাইনি শুন্‌লে মা আমার বুক চাপ্‌ড়ে ম'রে যাবে। কাকীমা, ব'লো, আমি ব্যামোতে ম'রেছি।

প্রফুল্ল। বালাই, বালাই! ছি বাবা, ও সব কথা ব'ল্‌তে নাই। যাদব, যাদব, বাবা, বাবা! পরমেশ্বর, রক্ষা কর!

(মদন ঘোষের প্রবেশ)

মদন। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! এই নাও এই নাও, এই পারাভস্ম নাও, আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই খাইয়ে দাও; আমি লুকিয়ে রেখেছিলেম, বেঁচে থাক্‌বো ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলেম, এখনি বাঁচ্‌বে। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! (পারা-ভস্ম লইয়া দুগ্ধের সহিত প্রফুল্লর যাদবকে খাওয়াইয়া দেওন) আর আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

(রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির পুনঃ প্রবেশ)

জগ। কই, কোথায় কি? তুমি যেমন, বাতাস নড়্‌লে ভয় পাও! তোমার ভয় হয়, গাড়ী ক'রে আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কে রে রাক্ষসি! মা'র কোল থেকে তার ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তোর সাধ্য না, রাক্ষসি, দূর হ! নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে, একত্র হ'লে পার্‌বে না;—দূর হ, দূর হ।

কাঙ্গালী। এ কি সর্ব্বনাশ!

রমেশ। প্রফুল্ল, তুই হেথা কি ক'ত্তে এসেছিস্? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা ক'ত্তে হবে।

প্রফুল্ল। তুমি এখনও প্রতারণা ক'চ্ছো? তোমায় অধিক কি ব'ল্‌বো, তুমি কার জন্য এ সর্ব্বনাশ ক'চ্ছো? তুমি কার জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী করেছ? কার জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ? কার জন্য বংশধরকে অনাহারে

মেরে টাকা রোজ্‌গার ক'চ্ছো ? তুমি কার জন্ম গর্ভধারিণীকে পাগলিনী করেছ ? শুনেচি, তুমি বিদ্বান্, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি ? পরকালের কথা দূরে থাকুক্, ইহকালে কি সুখ-ভোগ ক'র্‌বে ? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হ'য়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃতুশয্যায় ! এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে কি সুখ, আমি তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।

রমেশ। দেখ্‌ প্রফুল্ল, ছোটমুখে বড় কথা ক'স্‌নি ; ভাল চাস্ তো দূর হ, নইলে তোরে খুন ক'র্‌বো।

প্রফুল্ল। তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি, যে অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব ? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য্য ক'র্ত্তে দেব ? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় ক'রেছি, ধর্ম্মকে ভয় ক'রেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই ; নিশ্চয় জেনো— তোমার চেষ্টা বিফল হবে। সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা ! ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'র্‌বেন না, সতর্ক হও ; আমি সতী, আমার কথা শোন,—যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্মবিরোধী হ'য়ো না। তুমি কখনই এ শিশুকে বধ ক'র্ত্তে পার্‌বে না।

মদন। না না, বধ ক'র্ত্তে পার্‌বে না। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও ; না না, বধ ক'র্ত্তে পার্‌বে না, আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই।

জগ। তবে রে মড়া মদ্‌না, তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ ?

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জান্‌লা ভেঙ্গে এনেছি, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও ! জমাদার, আর তোমায় ভয় করি নি ; পাহারাওয়ালা, আর তোমায় ভয় করিনি ; চাপ্‌রাসি, আর তোমায় ভয় করিনি। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও।

রমেশ। প্রফুল্ল দূর হ, ভাল চাস্ তো দূর হ।

প্রফুল্ল। আমার ভাল কি ! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে ? আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এত দিন মা'র জন্য বড় অস্থির ছিলেম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি।

জগ। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, কি ক'চ্ছো ? ওদের ঠে'লে ফে'লে দে ছেলেটাকে নিয়ে চল

মদন। খবরদার পাহারাওয়ালা, খুন ক'র্‌বো ! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর !

রমেশ। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তো'রে খুন ক'রে ফেল্‌বো ; সরে যাবি তো যা।

যাদব। কাকীমা পালাও, তোমায় মেরে ফেল্‌বে, আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও।

প্রফুল্ল। তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া ? এই স্নেহ-পুতলী ছেলেকে না খাইয়ে মার্‌ছো ! ছি ছি ছি, তোমায় ধিক্, তোমায় সহস্র ধিক্ ! আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত হ'য়ো না, আমি আবার বল্‌ছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'র্‌বেন না।

রমেশ। তবে মর্ ! (প্রফুল্লের গলা টিপিয়া ধরন)

মদন। ছেড়ে দে রাক্ষসী ! ছেড়ে দে নরাধম ! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

(সার্জ্জন, জমাদার, ইনেস্‌পেক্টার, পাহারাওয়ালার সহিত
সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভজহরি
ইত্যাদির প্রবেশ)

পীতা। আরে নীচপ্রবৃত্তি নরাধম ! স্ত্রীহত্যা, বালক হত্যা ক'চ্চিস !

(রমেশকে ধৃত করণ)

ডাক্তার। ওহে শিবু, শিবু, ভয় নাই, ছেলে বেঁচে আছে ! পাল্‌স্ ষ্টেডি (Pulse steady) আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে, ভয় নাই।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ পাহারাওয়ালা, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি ; ভয় নাই, ভয় নাই, পারাভস্ম দিয়েছি ; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সুরেশ। ডাক্তার বাবু, এ দিকে দেখুন, মেজবৌদিদির মুখে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তার। ইস্ ! তাই তো !

সুরেশ। মেজবৌদিদি ! মেজবৌদিদি !—

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো এসেছ ? যেদোকে দেখো, আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্য ভেবো না, আমি মা'র জন্য জোর ক'রে প্রাণ রেখেছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হলেম ! আমি তোমায় মাক্‌ড়ী দিয়েই সর্ব্বনাশ ক'রেছিলেম, তুমি

আমায় মার্জ্জনা কর; আমি জান্‌তেম না, এ সংসারে এত প্রতারণা! ভগবান্ আমায় ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নাই, সেইখানে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁর দুঃখিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তিনি কোলে নিচ্ছেন! (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা ক'র্‌বো না—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নি! আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন্! ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখন' মনে ক'রো—আমি চল্লেম!

(মৃত্যু)

সুরেশ। দিদি, দিদি, মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ, কি হ'লো! মেজদাদা! তোমায় বল্‌বার আর কিছু নেই!

পীতা। নরাধম! তোর কার্য্য দেখ্!

ভজ। রমেশ বাবু, হাম ব'লাথা একঠো জমিন্দার গাওয়া রাখ্ দিজিয়ে। এই দেখুন না, তাহ'লে তো এই ফ্যাসাদ হ'তো না; এইবার এই বালা পরুন।

(ইনেস্‌পেক্টার কর্ত্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান)

রমেশ। দেখ হাবুল, বে-আইনী ক'রো না, বে-আইনী ক'রো না।

ভজ। রমেশ বাবু, কিছু বে-আইনী নয়; ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর (Criminal procedure)য়ে মার্ডার (murder), অ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার (attempt to murder)য়ে বালা মল দু'ই পর্‌তে হয়।

জগ। আমায় ধ'রো না, আমায় ধ'রো না, আমায় ছেড়ে দাও।

জমা। চোপ্‌রাও গন্তানি।

জগ। দেখ দেখ, তোমার নামে আমি কেস্ আন্‌বো; তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু ব'ল্‌বে না? এতদিন উকিলের বাড়ীর চাকরী কল্লে কি? একটা সেক্‌সন খোঁজো, দুটো মুখের কথাই খসাও! বাবা, ঢের ঢের বদ্‌মায়েসী দেখেও এলেম, ক'রেও এলেম, কিন্তু মামা-মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে।

জমা। কেঁও রমেশ বাবু, আবি ধরম্ দেখ্‌লায়া নেই? যব্ ভাইকো কয়েদ দিয়া তব্‌তো বহুত ধরম্ দেখ্‌লায়াথা।

ভজ। ছেলাম রমেশ বাবু, ছেলাম! ধর্ম্ম দেখানটুকু আছে না কি? তুমি আমার মামী-মামার ওপর! সত্যি কথা বল্‌তে কি, মামার মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনিনি, মামীর মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনিনি।

ইনেস্। রমেশ বাবু, বেশ বাগিয়েছিলে, কিন্তু শেষটা রাখ্‌তে পার্‌লে না, তা হ'লে একটা হিষ্টরিক্যাল ক্যারেক্টার (Historical character) হ'তে!

ভজ। রমেশ বাবু, পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা ক'চ্ছে, তুমি একবার ধর্ম্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্ম্মের দোহাই শুন্‌লে লোক যে বয়েসে আছে, সেই বয়েসেই থাক্‌বে।

যাদব। কাকীমা, কাকীমা!—

ডাক্তার। ভয় নাই, ভয় নাই, এই যে তোমার কাকীমা, ভয় কি? তুমি এই দুধ খাও।

যাদব। আমার মা কি আছে?

ডাক্তার। তোমার কাকীমা আছে, ভয় নাই।

পীতা। নরাধম, নররাক্ষস! সংসারটা এমনি ছারেখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বর বাবু, কি ব'ল্‌ছো? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ওর নাম গাইবে, যম-রাজ ওরে নরকের গেট ক'রে দেবে। মামা বাবু, মামীমা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা ক'ত্তে; এমন পাথর-কুচির প্রাণ, দোহাই বল্‌ছি, আমার বাপের জন্মে দেখিনি! এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মার্‌ছিলে! তোমাদের বাহাদুরী যে আমার চোপেও জল বা'র ক'রেছ।

মদন। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তুমি কোথায়! দেখ, এত পাহারাওয়ালা, জমাদার এসেছে, আমি আর কিছু ভয় করি নি। প্রফুল্ল, তোমায় বাঁচাতে পার্‌লেম না, এই আমার দুঃখ রইল! আমি পাগল নই, আমি পাগল নই; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

ভজ। না তুমি পাগল নও, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। মা, তুমি এই পাগলকে মানুষ ক'রেছ, কিন্তু মা, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয়! মামাবাবু, মামীমা, রমেশ

বাবু, দেখ আমি যদি জজ হ'তেম, তোমাদের মাপ ক'র্ত্তেম, তোমরা যথার্থই অভাগা !

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। বাপ্‌রে, বুক যায়, বুক যায়, বুক যায় ! (মূর্চ্ছা)

সুরেশ। ভাই শিবু, আমার কি সর্ব্বনাশ দেখ ! মা, মা, জননি ! তোমার অভাগা সুরেশকে একবার কোলে কর, মা গো, দেখ আমি প্রাণ ধ'র্‌তে পাচ্ছি নি !

ভজ। 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'— সুরেশ বাবু, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যাদবকে পেলে এই ঢের; আর বেশী কাঁদাকাটী ক'রো না, যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, ফের্‌বার তো নয়।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। এই যে আমার বাড়ীই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে। এই যে যেদো, এই যে মা, এই যে রমেশ ! দেখ্‌ছো, দেখ্‌ছো, দেখ, মর্‌বার সময়ও দেখ্‌বে, দেখ, দেখ ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! আহা হা ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল !

যবনিকা

নল-দময়ন্তী
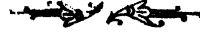
(পৌরাণিক নাটক)

[১লা পৌষ, ১২৯০ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

নল	...	...	...	নিষধ-রাজ।
পুষ্কর	...	...	...	রাজ-ভ্রাতা।
বিদূষক	...	...	...	রাজ-সখা।
ভীমসেন	...	...	...	বিদর্ভ-রাজ।
ঋতুপর্ণ	...	...	...	অযোধ্যা রাজ।

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কলি, দ্বাপর, রাজাগণ, সারথি, মন্ত্রী, দূতদ্বয়, রক্ষী, ব্যাধদ্বয়, মুনি, গ্রামবাসী, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

দময়ন্তী	...	...	বিদর্ভ-রাজকন্যা ও নলের মহিষী।
রাজ-মাতা	...	...	চেদী-রাজ-জননী।
সুনন্দা	...	...	চেদীনগরের রাজ-কন্যা।
রাণী	...	...	ভীমসেনের মহিষী।

সখিগণ, অপ্সরাগণ, ব্রাহ্মণী, জনৈক বৃদ্ধা, ধাত্রী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—:::*:::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

নল ও বিদূষক।

নল। সখা, হের বন উপবনসম,
নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী ;
বহে বায়ু ধীরি ধীরি মকরন্দ বহি' ;
দোলে ফুল সোহাগ-পরশে ;
সরস কুসুমে রসায় ঋষির মন ;
তাহে কুহুতান মত্ত করে প্রাণ ;
রম্য স্থান হেথা—ক্ষণ করহ বিশ্রাম।
সখা, সখা—

বিদূ। কারে কহ মহারাজ ?
যে হিড়িক্ টান্—
সখা তব ক'রেছে পয়াণ ;
আর কোথা পাইবে সখারে ?
বাবা ! রথ চলে এত বেগে ?
দিব্য করি,— ক্ষুধায় যদ্যপি মরি,

আর মিষ্টান্ন অদূরে থাকে,
তবু তব রথে না যাব কখন।
আর কারে বলি?
রাজার পিরীত কিছু ভুতুড়ে ধেতের;
বন পেলে পিরীত ঝাঁপিয়ে ওঠে।
ভাল, মহারাজ,
কখন' কি করি নি পিরীত?
দেখি নি ত এ বেতর ঢঙ্!

নল। বর্ব্বর, দেখ কি অতুল শোভা;
চিনিয়াছ মিষ্টান্ন কেবল!

বিদূ। আর মহারাজ চিনেছেন নব ঘাস!

নল। (স্বগত) তর তর পত্র যথা প্রভাত-সমীরে,
প্রাণ কাঁপে নিরন্তর;
দুখ-সুখ-মাঝে আশা দোলায় আমায়।
আরে মন! রত্ন কার করে আশা?
ত্রিভুবন রত্ন করে আকিঞ্চন।
স্বয়ম্বরে যাব—লজ্জা পাই পাব—
বারেক দেখিব,
নয়নে শ্রবণে বিবাদ ঘুচাব।
এ জীবনে কি বা পাব?
দেখিব সে কল্পনা-প্রতিমা।
হায়!
কেন মনে হয় সে আমায় ভালবাসে?

বিদূ। মহারাজ, ভাণ্ডাও আমায়?
ঠেকিয়াছ পিরীতের দায়!
জানি আমি—আমার' ত গেছে দিন।

নল। দেখ সখা!—ব্যাকুল ভ্রমর
গুঞ্জরি' জানায় মনোজালা;
মুদিত নলিনী ফিরে নাহি চাহে আর;
এ কি—এ কি কঠিন ব্যাভার!—
দেখ সখা, নিরাশায় ভ্রমরা ফিরিল!

বিদূ। এই টুকু নূতন কেবল!
আমি যবে ব্রাহ্মণীরে দেখি—
ঐ কড়া শ্বাস, ঐ রূপ উপর চাউনি—
মিষ্টান্ন পাইলে
হয় ত বা রয়ে গেল গোটা দুই!
কিন্তু,
ভ্রমর এল কি গেল কখন' দেখিনি।
মহারাজ, কেঁদে ফেল;
আমি ব্রাহ্মণীকে দেখে কেঁদে তবে বাঁচি,
তবে ক্ষুধা হয়!

নল। সখা, সত্য কহি—
নলরাজা নহি আমি আর;
ছি ছি কত করি, মন বুঝাইতে নারি;
রাজ্য ধন মান নাহি চাহে প্রাণ;
ক্ষত্রিয়ের প্রাণের সুসার
বীর্য্য বল কাজ নাই আর;
প্রাণ তৃষিত আমার—
দাবানল দহে সদা।
সে প্রমদা আমারে কি চাবে?
সে রতন ত্রিভুবন করে আকিঞ্চন;—
কোন্ গুণে পাব তাঁরে?
যাব—যাব স্বয়ম্বরে;—
আর লাজে বাধে কি বা?

বিদূ। কোথা যাও? একে ঘোর সন্ধ্যা—
তায় এই সোমত্ত বয়েস, রাজা,—
তায় পিরীত হাঙ্গামে!
একা কেন ঘাটে বসে খাবে জল?
মহারাজ, চল, বিলম্ব কর' না;
জান ত মৃগয়া ক'রে
বনে মিষ্টান্ন না মেলে;
যত দূর পদ্মের ডাঁটায় হয়!

নল। দেখ সখা, কিবা দীপ্তি অকস্মাৎ—
খোলে জলে মুদিত নলিনী!

(পদ্ম হইতে দেববালাগণের আবির্ভাব)

গীত

ইমন্ বেহাগ—একতালা।

হায় রে হায়! প্রেমিক যে জন
সে কেন চায় ভালবাসা?
দিলে নিলে, বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেমপিয়াসা!
প্রেমে চায় ভালবাসি, পরাব না, পরবো ফাঁসি,
চায় না প্রেম কেনা-বেচা—ভালবেসে পুরায় আশা।

নল। (স্বগত) সত্য, কেন প্রাণ চাহে বিনিময় ?
সঙ্গীতের ছলে
দেব-বালা দেন উপদেশ।
আশা নাচায় কাঁদায় ;
আর ছলনায় ভুলিব না ;—
আশা দিব বিসর্জ্জন।
পরি প্রেম-ফাঁসি হইব সন্ন্যাসী ;
ভালবেশে আশা মিটাইব।

(দেববালাগণের গীত)

সিন্ধুড়া খাম্বাজ—একতালা

প্রাণে যার সয় না ব্যথা সে কেন কয় প্রেমের কথা ?
প্রেমে দিন যাবে কেঁদে—প্রেমিক যে জন সে ত জানে।
প্রাণ দিতে যে জানে পরে, বিচ্ছেদের ভয় সে কি করে ?
বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে—হৃদয়-চাঁদে হেরে ধ্যানে।
যে আপনা হারে, চায় সে কারে ?
সাধের ফাঁসি খুল্‌তে নারে।
প্রাণ মজে প্রাণ দিয়ে পূজে,
ব্যথা কি তার থাকে প্রাণে ?

(জলমগ্ন হওন)

নল। (স্বগত) সত্য, আমি ভালবাসি ;
আমি প্রাণ দিছি তারে ;
তবে, দানে কেন চাই প্রতিদান ?
সুস্থ হয় প্রাণ
যদি আশা করি বিসর্জ্জন।
কিন্তু,
মরাল-বচনে মনাগুণে জ্ব'লে মরি !
সে চায় আমায়—
বলে গেছে স্বর্ণ-বিহঙ্গম।
চায় বা না চায় দেখি পরীক্ষার্থ।
দেখে যাব—কোন্ ভাগ্যধরে
আদরে সে রমণীরতন।
(প্রকাশ্যে) সখা, সখা ! এ কি ভাব তব ?
বিদূ। হায় ! আমি গরীব ব্রাহ্মণ—
কেন ঠেকিলাম রাজার পিরীত-দায় ?
নল। সখা, সখা ! আচ্ছন্ন কি হেতু তুমি ?
বিদূ। রস' তুমি মহারাজ ;
কর দেখি অঙ্গুলি দংশন,—
দমা ধরে গেছে বুকে ;
বাবা হু' দুবার !
মহারাজ, তোমার এ প্রেমের হিড়িকে
যে কারুর প্রাণ বাঁচে, এমন ত বোধ হয় না।
ঘরে ব'সে কোথা পেলে রাক্ষুসে প্রণয় ?
রাক্ষসী নিশ্চয় !
বনে একা পেলে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।
নল। সখা !
অনুমানে জ্ঞান হয় দেবকন্যাগণ।
বিদূ। তোমার প্রেমের চোটে
পদ্ম ফেটে দেব-কন্যাগণে এল' বনে !
নিশ্চয় রাক্ষসী ; ইচ্ছা যদি, রহ রাজা ;
আমি—সোঁদা ব্রাহ্মণের ছেলে—
ভরা সাঁজে হেথা নাহি রব।
নল। যাও সখা, কহ গিয়ে সারথিরে—
অশ্বগণে দেয় তৃণ পানি ;
এ কাননে করিব বিশ্রাম আজি।
বিদূ। রাজা-রাজড়ার খেলা—
পালা, বামুন, পালা।

[প্রস্থান।

(ইন্দ্র, বরুণ, যম ও অগ্নির প্রবেশ)

ইন্দ্র। জয় হ'ক মহারাজ।
নল। তেজঃপুঞ্জ মূরতি সুন্দর—
পুরুষ-প্রবর,
কেবা তুমি সম্ভাষ কাননে ?
পরিচয় দেহ মোরে,
কহ মহাজন ! কি বা প্রয়োজন
সাধিবে তোমার দাস ?
ইন্দ্র। শুন মহামতি ! আমি—দেবরাজ ;
মায়াবন করিয়া সৃজন
আসিয়াছি ধরামাঝে।
নল। সফল জনম মম ;
বহু পুণ্যে পাইলাম দরশন।

ইন্দ্র। আসিয়াছি বড় আশে তব পাশে,
কর সত্য, ওহে সত্যবান্,—
কৃপাবান্ হবে মম প্রতি ?
নল। মিনতি কি হেতু, দেব! আজ্ঞাবাহী দাসে
যে বা আজ্ঞা হয়,
প্রাণপণে সাধিব নিশ্চয় ;
দেবরাজ! আদেশ কিঙ্করে।
ইন্দ্র। যার তরে যাও স্বয়ম্বরে,
তারে হেরে মদনে পীড়িত মম প্রাণ!
হেরি' সে রূপ-মাধুরী
ধৈর্য্য না ধরিতে পারি ;
ইন্দ্রত্ব যদ্যপি মম যায়,
ক্ষতি নাহি তায়—
ধরি নরকায় রহি তারে ল'য়ে সুখে!
কিন্তু, সুলোচনা তোমা বিনা
অন্য জনে না হেরে নয়ন কোণে ;
হংস-মুখে তব বার্ত্তা শুনি'
আছে তব ধ্যানে ;—
নলরূপ নিয়ত নয়নে জাগে!
তাই, মহাশয়, চাই তবাশ্রয় —
দূত হ'য়ে যাও তার বাসে ;
বরিতে আমায় বুঝাও বালায় ;
শচী হ'তে রাখিব আদরে—
বল' তারে ;—স্মর-শরে জরজর তনু ;
ব'ল—দেবরাজ কিঙ্কর হইতে চাহে।
অগ্নি। আমি—অগ্নি, শুন হে ভূপাল,
কি জঞ্জাল করিয়াছি তারে হেরে!
যদি ইন্দ্রে নাহি বরে, ব'ল মোর তরে ;
মন্মথের শরে মন নিপীড়িত মম!
ইন্দ্র। বরুণ শমন
হের, আশীর্ব্বাদ জানায়, রাজন্!
আসিয়াছে দময়ন্তী-আশে।
আছি চারিজন —
যারে ইচ্ছা—করুক বরণ ;
দৌত্য-কার্য্য কর মহারাজ।
নল। শুন দেবগণ!
দেব-কার্য্য করিব সাধন ;
যাব আমি দূত হ'য়ে ;
কিন্তু, বালা রহে অন্তঃপুরে,
সতর্ক প্রহরী সদা ফিরে ;
কি উপায়ে দেখা পাব তার ?
ইন্দ্র। দেব-মায়া ঢাকিবে তোমারে—
অদৃশ্য পশিবে, রাজা।
হেথা পুনঃ দেখা পাবে মো সবার।

[দেবগণের প্রস্থান।

নল। (স্বগত) আরে, সত্যঘাতী মন!
কেন হও বিচঞ্চল ?
উচ্চ শিক্ষা শিখরে হৃদয়,
পর-সুখে হ'তে সুখী ;
দুর্ল্লভ রতন,
পার যদি, যত্নে কর দেবে সমর্পণ,
বিসর্জ্জন কর রে লালসা ;
দেবরাজ ইন্দ্র যাহে চায়,
সে সুধায় নরে কোথা পায় ?
দেবাঙ্গনা মিলাইব দেবসনে!
আরে রে অবোধ মন! যদি ভাল বাস
সুখে তার কি হেতু অসুখী তুমি ?
শচী সনে রবে ইন্দ্রাসনে—
কি হেতু অসুখী হও ?
ছি! ছি! দুর্নিবার নয়নের ধার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দময়ন্তী ও সখিগণ।

দম। হেরিলাম সুন্দর মরাল
সরোবরে ভাসে কুতূহলে ;
স্বর্ণ-পাখা হেরি মনোহর
ধাইলাম ধরিতে সত্বর ;
বক্রগ্রীবা মাণিক-নয়নে

চাহিল কাঞ্চন-বিহঙ্গম ;
নর-স্বরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল,—
"নলরাজ পাঠাইল মোরে ;
তোর তরে ভূপতি উদাস !
দময়ন্তী ধ্যান জ্ঞান তাঁর" ;
সখি, মুগ্ধপ্রায় কতই শুনিনু ;
দু' নয়ন ভাসিল সলিলে ;
ছলে পুনঃ কহিল সুবর্ণ-দূত,—
"দেহ লো যুবতি ! বারি-বিন্দু দুটি তোর,
যত্নে দিব নলের নিকটে" !
উন্মত্তের প্রায়—
লাজ খেয়ে কতই কহিনু ;
চাহিল অঙ্গুরী,—পুত্তলীর প্রায় দিনু ;
দেখিতে দেখিতে উড়িল সে মায়াবী মরাল ।
বুঝি মন্মথের অনুচর পাখী ;—
ললনায় কাঁদায় মদন !
সখি, সখি, কে আগে জানিত,
দাসী হ'তে চায় প্রাণ !

(সখিগণের গীত)

অহং-কানেড়া—পোস্তা ।

প্রাণে প্রাণ প'ড়লো ধরা, ব'লে গেল সোণার পাখী ;
প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা, চখে চখে' রইল বাকী ।
নয়নকোণে চাইবি যত, বাণ খাবি বাণ হান্‌বি তত,
নীরবে প্রাণের কথা, আঁখিসনে কবে আঁখি ।

দম । সখি, বুঝ না বুঝ না প্রাণের বেদনা —
তাই রঙ্গ কর কত !
প্রাণ দি'ছি নলে—নল মম প্রাণনাথ ;
ভেবে মরি,—
স্বয়ম্বরে যদি তাঁরে নাহি হেরি ।
সখি, সত্য কি কহিল পাখী ?
সখী । সখি ! সত্য মিথ্যা বুঝ মনে মনে ;
পদ্ম-আশে ভ্রমরা আপনি আসে,—
ভৃঙ্গ কেন না আসিবে তোর ?
যার তরে কাঁদে যার প্রাণ,
সে কাতর তার তরে ।

দম । সখি, দেখ—দেখ আসিছেন নলরাজা !
সখি, এসেছে রতন, করহ যতন,
আমি ত আপনহারা !
নিত্য হেরি যে বদন ধ্যানে,
দেখ লো, নয়নে—
সম্মুখে সে নিরুপম ঠাম !
সখি, ধর—ধর, কাঁপে লো অন্তর মোর !

(নলের প্রবেশ)

১ম সখী । মহাশয়, দেহ পরিচয় ; —
অকস্মাৎ,
কে তুমি উদয়, দেব, রমণী-মাঝারে ?
নল । নল নাম—শুন, সুলোচনে !
দেবরাজ-আদেশে এসেছি,
দেব-বলে পশিয়াছি অন্তঃপুরে ;
কেন রাজবালা, উতলা আমারে হেরে ?
আমি দেব-দূত—দাস তাঁর ।
দম । নাথ, কি বল—কি বল ? আমি দাসী,
তব আশে রাখি প্রাণ ।
নল । ভদ্রে, দেব-কার্য্যে মম আগমন ;—
ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, শমন,
তব প্রেম করি' আকিঞ্চন
পাঠাইল হেথা মোরে ;
মন চাহে যারে, বর তারে, বরাননে,—
দেবের বাঞ্ছিত তুমি ;—
এ সুধার নর নহে অধিকারী !
দেবরাজে যদি, সতি, ভজ,
রবে শচী হ'তে আদরে, সুন্দরি !
অগ্নি বা বরুণ, যম—
যারে মালা করিবে অর্পণ—
যতনে সে রাখিবে তোমারে ।
দম । প্রভু, কি কথা দাসীরে বল ?
নহি দ্বিচারিণী ;
হংস-মুখে শুনি, তব পায় দিছি প্রাণ ;
তুমি—প্রাণনাথ ;
আশ্রিতে হে কর' না আঘাত ;

আমি নারী, বাঞ্ছা করি নরে,
না চাহি অমরে ;—
নল মম হৃদয়ের রাজা।
যদি, প্রভু, নিদয় হইবে,
নারী-বধ লাগিবে তোমারে।
দেব-দূত, কহ গিয়া দেবগণে—
পিতাসম গণি চারি জনে ;
যাচি শ্রীচরণে -নল স্বামী হয় মোর।
প্রাণসখা, স্বয়ম্বরে দিও দেখা ;
নহে, তখনি ত্যজিব প্রাণ ;
নল বিনা আমি আর কার ?
তুমি হে আমার ;
প্রাণেশ্বর, কেন ছল কর ?
ছলে, প্রভু, ভুলাতে নারিবে ;
স্বামী! পত্নীরে ঠেলনা পায়।

নল। (স্বগত) আরে হীনবল প্রাণ!
নারীর বচনে হইতেছ বিচঞ্চল ?
(প্রকাশ্যে) শুন সুলোচনে!
যদি ভালবাস,
ভালবাসা চির দিন রবে ;
সঁপি' কায় পূজা কর দেবতায়,
আপনায় দেহ বলি।
দেব-কার্য্যে নরে ধরে দেহ।
দেব-কার্য্যে আসিয়াছি, সুবদনি,
দেব-কার্য্যে যাচি জানু পাতি'—
দেবে কর দেহ-দান ;
তব আত্ম-বিসর্জ্জন
জগজ্জন করিবে কীর্ত্তন।
শুন, বরাননে, সুখ তুচ্ছ গণি'
দুঃখে সুখ শিখ মোর তরে ;
আমি ও কেঁদেছি,
কাঁদিয়ে শিখেছি ; কেঁদে কেঁদে হব সুখী!

দম। প্রভু, কি দিয়ে করিব দেব-পূজা ?
দেহ, প্রাণ,—কিছু আর নহে মোর ;
দেবগণে সাক্ষী করি' কহি—
সকলি হে দিয়েছি তোমায় ;
জানি, নাথ, তুমি হে আমার ;
দানে তব নাহি অধিকার।
ধর্ম্মপত্নী আমি তব ;
দেহ মোরে, পতি-পূজা-উপদেশ ;
কহ, নাথ, স্বয়ম্বরে দিবে দেখা ?

নল। দেব-দূত—দাস-কার্য্যে নিযুক্ত, কল্যাণি,—
এবে আমি নহি ত স্বাধীন ;—
অঙ্গীকার কেমনে করিব ?

দম। প্রভু, ছেড়ে যাবে ভেব না কখন ;
সতী পায় পতি-দরশন—
দেবতা মিলায় আনি' ;
যেতে চাও যাও হে নির্দ্দয়,
দাসী পদ কভু না ছাড়িবে।—
দেবগণে পিতাসম গণি।

নল। যাই, সুলোচনে,
দেবগণে দিই গিয়ে সমাচার।

দম। দেখা দিবে স্বয়ম্বরে ?

নল। না পারিব দেবাদেশ বিনা।

[নলের প্রস্থান।

দম। দিয়ে নিধি, কেন বিধি, হও প্রতিকূল ?
ছি! ছি! ধিক্ নারীর জীবন!
সাধিতে কাঁদিতে দিন যায় ;
যারে প্রাণ চায়—সে আমারে ঠেলে পায় ;
তবু প্রাণ তত কাঁদে তার তরে!
আরে! আরে! এ প্রাণের তরে
লজ্জাহীনা কত আর হব ?—
কতই সাধিব ?—
ছি! ছি! প্রাণ,
বার বার কত হ'বি অপমান ?

(সখিগণের গীত)

গারা ঝিল্লা—একতালা।

আগে কি জানি বল, নারীর প্রাণে সয় হে এত ?
কাঁদাব মনে করি ; ছি! ছি! সখি, কাঁদি কত।
সাধ করি—সে সাধ্‌বে এসে, প্রাণের জ্বালায় সাধি শেষে ;
লাজ-মান ভাসিয়ে দিয়ে, অপমান আর সব কত ?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ।

বিদূষক ও সারথি।

বিদূ। শুন হে সারথি,
ব্রহ্ম-হত্যা যদি নাহি চাও—
যথা পাও মিষ্টান্ন আনিয়া দাও।
মরুভূমি বিদর্ভ নগর,
সারাদিন কিছু খাই নাই ;
দেখ, হ'ল প্রায় সূর্য্যোদয়,
বাল্যভোগ গিয়েছে চিতায় ;
ভূতে পেয়ে রাজা প্রেম খায়,
ঝোপে ঝাপে রজনী কাটায় ;
আমি, বল, কেমনে সামাল দিই ?
রঙ্‌ বেরঙা পিরীত,
দেখেছি ত যথোচিত ;
বলি, ও সে হ্যাঙ্গামে আমি-ত পড়েছি ;—
কবে ভোজন ভুলেছি বল ?
রাজার এ নয় ত পিরীত,
পেত্নীতে পেয়েছে নিশ্চয় ;
ঐ দেখ,
ছেমোচাপা ছম্‌ছমে আসে রাজা !

(নলের প্রবেশ)

মহারাজ, তব পিরীতের দায়
ব্রাহ্মণের প্রাণ যায় ;—
কে যেন কাহারে বলে ?

নল। আরে রে বাতুল, কি জানিবি—
কি বেদনা মর্ম্মস্থলে মোর ?
সুত ! যাও, অশ্বগণে কর গে সংযত—
আজি যাব নিষধ নগরে ;
(স্বগত) না, না—
যাব স্বয়ম্বরে, বারেক দেখিব তারে ;
(প্রকাশ্যে) রহ প্রস্তুত, সারথি,
আজ্ঞা মাত্র পাই যেন রথ।

[সারথির প্রস্থান

(স্বগত) আহা, সরলা ললনা !
দেবের ছলনা কেমনে বুঝিবে বালা ?
ফেলে যাব তায় !
প্রাণ আর ফিরিতে কি চায় ?
হায় ! সে আমারে চায়,—
আমি তার হব,
যাব আমি সভামাঝে ;
কিন্তু,
ছলে ভুলে, বরে যদি নল-বেশী দেবে—
কেমনে বাঁধিব প্রাণ ?
সভামাঝে হারাইব জ্ঞান,—
উপহাস্য হব লোকে !

বিদূ। মহারাজ, পিরীতের নানান্ ভিরকুটি
জ্ঞাত আছে গরীব ব্রাহ্মণ ;
কড়া শ্বাস, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি—
এ সব রকম জানা আছে কিছু কিছু ;
কিন্তু,
প্রাতে কিছু বেতর রকম !

নল। আরে রে বাতুল,
পরিহাস-সময় এ নয়।

বিদূ। ভাল,
বুঝিলাম তবু জীয়ন্ত রয়েছ, রাজা !
বলি, অত কেন ? মালা দিতে হয়, দেবে ;
মহারাজ, আমি ত বাতুল,—
বল দেখি, এত কি নলের সাজে ?

নল। সখা, নল রাজা নহি আমি আর।
আহা ! অশ্রুপূর্ণ লোচন বালার—
সকাতরে প্রণয় যাচিল,
লাজ খেয়ে প্রাণ বিলাইয়ে পায় ;
হায় রে নির্দ্দয় !—পলায়ে আইনু আমি ;
পুতলীর প্রায়
একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ;
নীরব ভাষায়
প্রাণে প্রাণে কহিল আমায়,—
"দেখ' নাথ, রেখ' মনে"
আমি অভাজন—

এ রতন বুঝি নাহি পাব !
হেরি' পঞ্চ নল—
উন্মাদিনী বালা কতই কাঁদিবে !
কেমনে নীরব রব ?—
পরিচয় কেমনে না দিব ?
কেমনে বাঁধিব প্রাণ ?
আঁখি-বারি কেমনে বারিব ?

বিদূ। রাজা, পঞ্চশরে ব্যাকুল তোমার প্রাণ,—
পঞ্চ নল কোথা পেলে ?

নল। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, শমন,
চারিজন বসিবেন মোর রূপ ধরি';
তাই ভাবি—স্বয়ম্বরে যাব কি না যাব।

বিদূ। এ ত বড় বাড়াবাড়ি দেবতার !
এ আবদার কেন, রাজা ?

নল। দময়ন্তী-আশে আসিয়াছে চারিজন।

বিদূ। মহারাজ, দেবতাদের ত বিলক্ষণ !
যারে তারে প্রয়োজন !
মর্ত্ত্যে এল মানবী-আশায় !
মহারাজ, কেমনে জানিলে ?

নল। কৃপা ক'রে ব'লেছেন তাঁরা মোরে।

বিদূ। আহা, অতুল করুণা !
আর কৃপা করি যাইবেন দময়ন্তী ল'য়ে !
মহারাজ, কি দিলে উত্তর ?
আমি হ'লে বলিতাম,—
'করুণায় কাজ কি, রতন ?'
এই হেতু এত চিন্তা তব ?
আমি সভায় চীৎকার ক'রে কব,—
এই নল রাজা,—
দময়ন্তী, এস এই স্থানে।

নল। করিয়াছি পণ, নাহি দিব পরিচয়।

বিদূ। মহারাজ, তুমিও রতন !
নাও—কোণে যাও, ঐ ঝোপে ব'সে কাঁদ।

নল। স্বয়ম্বরে যাব কিনা যাব, ভাবি ;
সভামাঝে নারী যারে অনাদরে,
ধিক্ তার জীবন যৌবন !
প্রাণ যারে উন্মাদ হইয়ে চায়,
অন্য জনে মালা তুলে দিবে—
কত জ্বালা যে জানে সে জানে !
যাব স্বয়ম্বরে, প্রাণে প্রাণে কবে কথা ;—
সরলা আমারে চায়।—

[নলের প্রস্থান।

বিদূ। বাবা, যত বাগ্ড়া রাজার পিরীতে ? বেয়াড়া রকম সব ; দেখ না, এলেন কি না যম ! আমি হতেম ত বিলক্ষণ দু' কথা শুনুতেম। বাবা ! যমটা যেন কেমন কেমন দেবতা ! নামটা মনে হলেই, গাটা ছম্ ছম্ করে ! দূর হোক্, এবার থেকে সন্ধ্যা না ক'রে আর খাব না। আমার ইচ্ছা করে, ভাল ক'রে মোণ্ডা সাজিয়ে একবার যমকে পুজো দিই ; যেই দু' হাতে বদনে তোলে—বলি, তবে রে মোণ্ডার ঠেলাটি বোঝো ! বামুনের ছেলে—সন্ধ্যা-আহ্নিক কল্লেম বা না কল্লেম, অত ধরো না। যাই আমিও যাই সভায় ; বড় ক্ষুধার প্রাদুর্ভাব—ভাণ্ডারটা ঘুরে যাই। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

স্বয়ম্বর-সভা

রাজগণ, ভট্টগণ প্রভৃতি আসীন ; ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যমের নলরূপে অবস্থান।

১ম ভট্ট। এ কি স্বয়ম্বরে চারি নলরাজা ?

(নলের প্রবেশ)

২য় ভট্ট। হের পঞ্চম উদয় আসি'।

(রাজা ভীম সেনের প্রবেশ)

ভীম। এ কি বিড়ম্বনা ?
শুনি মহিষীর মুখে
কন্যা মম চাহে নলরাজে ;
এ সমাজে পঞ্চ নল ?
হায় !
কেবা করে ছল অবলা বালিকা সনে ?

(দময়ন্তী ও সখিগণের প্রবেশ)

সকলে। আহা, কি মোহিনী ছবি !

দম। এ কি ! সভামাঝে পঞ্চ নল ?

দেবগণে করিছেন ছল ;
ওহে, ধর্ম্ম-আত্মা দেবগণ !
ধর্ম্মরক্ষা কর অবলার ;
দেহ সবে নিজ নিজ পরিচয়,
নাহি পারি করিতে নির্ণয় -
নারী আমি ;—দেবমায়া কেমনে ভেদিব ?
হের, কাতরা নন্দিনী ;—
পতি-করে করহ অর্পণ তারে ;
প্রাণেশ্বরে দেহ দেখাইয়া ;
দেবগণ ! দেহ নিদর্শন
যাহে সতী পায় নিজ পতি ;
মালা করে
ধর্ম্ম সাক্ষী করি, কহি সভা-মাঝে ;
নল মম প্রাণেশ্বর।

(দেবগণের নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ।)

প্রাণেশ্বর, মালা পর গলে। (মাল্য প্রদান)

নল। প্রাণেশ্বরি, প্রাণ লও বিনিময়ে।

ইন্দ্র। হে কল্যাণি !
তব যোগ্য নলরাজ, নল-যোগ্যা তুমি ;
চারি জনে করি আশীর্ব্বাদ
স্বামি-ভক্তি অচলা রহুক তব ;
সতি ! ধর্ম্মে তোর রবে মতি,
অলক্ষিত বিদ্যা
দিই যৌতুক স্বামীরে তব।

অগ্নি। হে কল্যাণি ! যৌতুক আমার—
অগ্নি বিনা নলরাজা করিবে রন্ধন।

বরুণ। জল পাবে যথা তথা—
নলরাজে করি আশীর্ব্বাদ ;
কল্যাণি ! বঞ্চহ সুখে।

যম। প্রাণিবধ-বিদ্যা দিই পতিরে তোমার ;
চারুনেত্রে ! করি আশীর্ব্বাদ,—
অবিচল ধর্ম্মে রবে মতি,
হবে পতি-সোহাগিনী।

দম। কিঙ্করীরে অপার করুণা !

নল। ওহে, অন্তর্যামী দেবগণ !
কৃতজ্ঞতা কি ভাষে প্রকাশে দাস ?

(সখিগণের গীত)

সাওন-বাহার—একতালা।

কোন্ গগনে ছিল রে এ দুটি চাঁদ ? এল ধরাতলে।
চাঁদে মিলে, দেখ, কত খেলে ;
আধ হাসে রে চাঁদ, আধ ভাসে রে চাঁদ,
ভাসে নয়ন-জলে।
কথা চাঁদে চাঁদে, কথা কত ছাঁদে,
কথা নয়নে নীরবে রে !—
পিয়ে সুধা, প্রাণ দোলে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

কলি ও দ্বাপর।

কলি। একাদশ বর্ষ করি রন্ধ্র অন্বেষণ !
বৃথা পরিশ্রম—মনোরথ না পূরিল।
ধর্ম্ম-পরায়ণ নল বিচক্ষণ
নারিলাম প্রবেশিতে শরীরে তাহার ;
নাহি অনাচার—
মম অধিকার নিষ্ঠাচার জনে নাহি ;
হায় ! না দেখি উপায়,
ঈর্ষ্যানলে দহে প্রাণ।
ছি ! ছি !
কত অপমান সহিলাম স্বয়ম্বরে ;—
দময়ন্তী যৌবনের ভরে
দেবে অনাদরে !
নলে বরে দেব-সভা মাঝে।
কি প্রেম-বন্ধনে আছে দুই জনে ;
অবিচ্ছেদ বহিছে প্রবাহ ;
অহরহ হেরি, প্রাণে জ্বলে মরি ;

ভাল—আর দেখিব কয়েক দিন ;
নলরাজে যদি নাহি পারি
বৃথা কলি নাম ধরি।
সংসারের অধিকারী হইব কেমনে ?
ক্রীড়া-দাসী কুমতি আমার
সতর্ক রয়েছে সদা ;
কিন্তু নলে, কোন ছলে না পারে ভুলাতে।
দ্বাপর। দেখ, আর নাহি প্রয়োজন ;
দেবরাজ করেছেন নিবারণ,
শুনেছ ত দময়ন্তী নহে দোষী ;
স্বয়ম্বর-স্থলে—
দেবাদেশে বরিয়াছে নলে ;
দেহ ক্ষমা—হিংসি' নাহি কাজ।
কলি। ক্ষমা কোথা হৃদয়ে আমার ?
কুৎসিত আচার—মম অলঙ্কার ;
হিংসা, দ্বেষ—সহচর ;
মিথ্যা কথা, নিষ্ঠুরতা—সহায় আমার।
ক্ষমা আমা হ'তে না সম্ভবে ;
নিজ কার্য্যে যাও হে দ্বাপর,
আমি নলে না ছাড়িব।
দময়ন্তী গরবের ভরে,
নল বিনা চক্ষে নাহি দেখে কারে।
দ্বাপর। সাধে কি হে, ক্ষমা-কথা আনি মুখে ?
আছি যে অসুখে—তোমাকে কি কব আর !
নিত্য যেন নব অনুরাগ—
নল সনে নিত্য প্রেম-খেলা—
হেরি' বাড়ে জ্বালা আর না সহিতে পারি।
এ প্রণয়ে বিচ্ছেদ কি হবে ?
কেন তবে বৃথা করি পরিশ্রম ?
কলি। হে দ্বাপর !
শক্তি মম অগোচর নহে তব ;—
যথা আমার উদয়,—
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ সমুদয় ;
প্রেম কথা নাহি রয় ;
পিতা পুত্রে অরি ;
তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরি' দ্বন্দ্ব করে সহোদরে ;
সতী, ত্যজি পতি উপপতি করে সদা !
কোন মতে পারি যদি পশিতে শরীরে,
অচিরে দেখিতে পাও প্রভাব আমার।
দ্বাপর। ভাল,
আমা হ'তে কিবা তব হ'বে উপকার ?
কলি। অক্ষপাটি হবে তুমি - এই মাত্র চাই।
নল সহোদর,
পুষ্কর দুষ্কর পাপ-প্রিয়,
প্রভুসম নিত্য মোরে সেবে ;
বসিয়া নির্জ্জনে
মনে মনে সাহায্য সে চায় মোর ;
আজীবন করে মন—
নলে দিবে বনবাস ;
রাজ্য-আশ পূরাব তাহার ;
ত্বরা দেখা দিব তারে।
দ্বাপর। কেমনে জানিলে তুমি সাহায্য সে চায় ?
কলি। চিরদিন হিংসা করে নলে ;
কিন্তু, নিজ বুদ্ধি-বলে
কোন কার্য্য নাহি হয় সমাধান।
হতাশ হইয়ে, শূন্য-পানে চেয়ে,
নিত্য কহে—"কে আছ কোথায় ?
দেহ সাহায্য আমায়—
ঈর্ষ্যায় নরকে নাহি ডরি'।
দেখ, দূরে আসে ধীরে ধীরে
হেঁটমুণ্ড, চিন্তায় মগন,
পাপ চিন্তা করে অনুক্ষণ।
এস অন্তরালে,
মন তার এখনি জানিবে।

(উভয়ের অন্তরালে গমন)

(পুষ্করের প্রবেশ)

পুষ্কর। (স্বগত) এক মাতৃগর্ভে জন্ম আমা দোঁহাকার,
আমি পাপাত্মা পুষ্কর,
উনি পুণ্যশ্লোক নল !
রাজ্যে আর রহা নহে শ্রেয়ঃ,
রাজদ্রোহী ভাবে জনে জনে,
মন্ত্রী হেরে সন্দেহ-নয়নে,

হীনমতি সভাসদ্ পেটুক ব্রাহ্মণ—
কুক্কুর যেমন—সদা পিছে লাগে মোর।
ভাল—রাজ্য ত্যজি' যাব,
যাব—কিন্তু হিংসা না ত্যজিব।
হায়! কেহ নাহি সহায় আমার।
প্রজাগণে সুনিয়মে বশ;
মন্ত্রী অতি সতর্ক সুধীর;
সৈন্যগণ সতত প্রস্তুত;
একা আমি কি করিব?
কি সৌভাগ্য তার—
ইন্দ্রের বাঞ্ছিত নারী বরিল তাহারে!
পুণ্যবান্ জগতে আখ্যান;
তৃপ্ত মন—অতুল বৈভব-অধিকারী;
পুণ্যবান্ আমিও হইতে পারি –
সিংহাসন যদি পাই!
হীন প্রাণ নাহি যাচে আপন উন্নতি।
সন্তোষ—সন্তোষ—
দুর্দ্দশায় সন্তোষ কোথায়?
প্রাণ জ্ব'লে যায়!
অবস্থার বিনিময় যদি করে নল,
ধর্ম্ম-বল তবে বুঝি তার।
নহে,
রাজা হ'য়ে দান যজ্ঞ কেবা নাহি করে?
দেখি কয় দিন আর—
বিনা রণে ভঙ্গ নাহি দিব।

(কলির প্রবেশ)

কলি। কে তুমি? কি ভাবে মগ্ন অন্তর তোমার?
কিবা কার্য্য বাঞ্ছা কর?
ত্যজ ভয় না কর সংশয়।
পুষ্কর। চিন্তা কি বা? কেবা তুমি?
শ্রম দূর করি আসি' এ বিজন স্থলে।
কলি। শুন বৎস, ভাণ্ডাও না মোরে।
আমি রে সহায় তোর;
অন্তর তোমার অগোচর নহে মোর;
শুন বৎস! বলি—ঈর্ষ্যানলে জ্বলি;
কলি নাম খ্যাত চরাচরে,
শুন কথা ত্যজ মনোব্যথা,
রাজ্যেশ্বর করিব তোমায়;
রাজ্য ত্যজি না কর গমন।
পুষ্কর। (স্বগত) নিশ্চয় মন্ত্রীর চর।
(প্রকাশ্যে) মহাশয়! রাজ্য কে বা চায়?
আমি রাজ-সহোদর,
রাজদ্রোহী নহি।
কলি। শুন, যাহে তব জন্মিবে প্রত্যয়,—
দময়ন্তী-আশে যাই বিদর্ভ-নগরে,
স্বয়ম্বরে করিল সে অনাদর;
দণ্ড তার দিব সমুচিত।
করিব কৌশল,
রাজ্যভ্রষ্ট হবে রাজা নল,
পত্নীসনে বিচ্ছেদ ঘটিবে;
যদি তুমি না হও সহায়,
অন্য জনে করিব আশ্রয়;
বল কিবা ইচ্ছা তব?
পুষ্কর। কায়, মন, প্রাণ
বলিদান এখনি চরণে দিব,
নল যদি হয় রাজ্যচ্যুত।
কহ, মহাশয়!
কিবা কার্য্য চাহ আমা হ'তে?
কলি। অক্ষপাটি উপায় কেবল!
মায়া-অক্ষ-বলে
রাজ্য-ধন জিনে লবে ছলে;
ধৈর্য্য ধর সুদিন আসিছে তোর—
স'য়েছ বিস্তর রহ আর কয় দিন।
পুষ্কর। আজি হ'তে ক্রীতদাস তব আমি।
কলি। যাও নিজাগারে—
দেখা দিব সুযোগ হইলে।

[কলির প্রস্থান

পুষ্কর। (স্বগত) আজ এ কি অভিনয়—
কলি আসি হইল উদয়!
দেহ-মন-জীবন বেচিনু তারে;
নহে আজি, বেচিয়াছি বহুদিন—

যবে ধীরে ধীরে, তুষানলসম
রাজ্য-আশা জ্বলিল হৃদয়ে।
এত দিন, একা ব'সে করিনু কল্পনা,
আজি, ক্ষমবান্ সহায় মিলিল।
তবে কেন, ভয়ে কাঁপে প্রাণ?
মৃত্যু যদি হয়,
তবু, অন্য পথ নাহি লব;
হ'য়েছি কলির ক্রীতদাস,
অঙ্গীকার রাখিব আমার।
অক্ষপাটি—অক্ষ-সুনিপুণ নলরাজা—
আশামাত্র জীবনে উপায়;
আশা ত্যাগ না করিব।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। মহাশয়, না হয় একটু হাস্‌লেন,—না হয় দু' দণ্ড লোকালয়ে ব'স্‌লেন,—মনের কপাট না হয় খানিক খুল্লেন। বলি, ম'শয়, হাস্‌তে কি দিব্যি দেওয়া আছে?

পুষ্কর। দেখ্, উপযুক্ত শাস্তি দিব তোরে;
আমি রাজ-সহোদর।

বিদূ। বলি, তাই ত মুস্কিলে ঠেকে'ছি; নইলে, আমার মাথাব্যাথা কি? নিত্য মুখ দেখি—আর ঘরে হাঁড়ি ফাটে! ম'শয়! মুখের ভাবটা এক চেটে ক'রেছেন। হাসি-কান্না—দিব্যি ক'রে ব'ল্‌তে পারি,—কিছু বোঝা যায় না।

পুষ্কর। হে ব্রাহ্মণ, কেন কহ কুবচন?
এস যদি মমাগারে,
কত দিই মিষ্টান্ন তোমায়।

বিদূ। দেন কি, কেউটে সাপের লাড্ডু? আর গোখ্'রোর মোহনভোগ?

পুষ্কর। দেখ, তুমি রাজ-সখা,
আমি রাজ-সহোদর;
আজি হ'তে বন্ধু তুমি মম।

বিদূ। ইস্, বিষম গ্রহের কোপ! মহাশয়, আহার দিতে চান, বন্ধু ব'লে ডাকেন, শনির দৃষ্টি নিশ্চয় লেগেছে! নইলে অকস্মাৎ মহাশয়ের এত প্রেম কেন?

পুষ্কর। দেখ, তুমি যথাবাদী,
তাই নিরবধি যাচি আমি বন্ধুত্ব তোমার।

বিদূ। বামনীর হাতের নোয়ার কি জোর! এতেও এতদিন টিকে আছি! বলি, ব্রাহ্মণের ছেলে ত নরবলি হয় না, তবে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কেন?

পুষ্কর। জানি জানি,
শঠ তুমি মোরে বল চিরদিন।
কিন্তু,
আজি নয় এক দিন দিব বুঝাইয়ে—
কত মম অন্তর সরল!
সরল অন্তর তব—
তাই প্রাণ তব অনুগত।

বিদূ। যা হোক্ মহাশয়, আজ্‌কে একটা উপকার আপনা হ'তে হ'ল। আপনি যে চুপি চুপি পেয়ে আছেন, তা —দোহাই ধর্ম্ম—কে জানে? দোহাই ম'শয়, কৃপা ক'রে ছেড়ে যান, নইলে রোজার বাড়ী যাব।

পুষ্কর। যাই আমি; কর পরিহাস।

(গমনোদ্যত)

বিদূ। মহাশয়, দুটো গাল দিয়ে যা'ন; যে মিষ্ট মুখ দেখালেন, রাত্রে ডরাব! জেনে শুনেই হাসেন না; হাস্‌লে বুঝি সৃষ্টি থাকে না।

পুষ্কর। দূর হোক্।

[প্রস্থান।

বিদূ। যখন শুন্‌লেম বন-ভোজন—তখনি প্রাণ কম্পন! আবার তার উপর লক্ষণ—পুষ্কর আছেন নিরিবিলি ব'সে; যদি এক হাঁড়া মোণ্ডা নিয়ে চুলোয়ও যাই, সেখানেও যদি পুষ্করকে দেখ্‌তে না পাই তা কি বলি, পুষ্কর থাক্‌তে উদর চালান দুষ্কর হ'য়ে উঠলো।

(নল, দময়ন্তী ও সখিগণের প্রবেশ)

নল। বন-শোভা উদ্যানে কোথায়?
স্বেচ্ছাধীন লতা হের, ধায়;
স্বেচ্ছাধীন তমাল প্রসারে বাহু;
বন্য তানে গায় স্বেচ্ছায় বিহঙ্গ ভ্রমি,
ফোটে ফুল, ছড়ায় সৌরভ;
কি বিভব প্রকৃতির!

বিদূ। মহারাজ! রাখ তব বন-উপাসনা;
আজিকার বন নহে যেমন তেমন।

মৃগয়ায় বনে ফল—নহে, মৃণাল মিলিত।
আজি দাবানল নাহি হয়।
প্রথম লক্ষণ সুদর্শন সহোদর তব ;—
আগমন তাঁর হয়েছিল এই স্থানে।

নল। ছি! ছি! কু-কথা কি হেতু বল সখা?

বিদূ। কেন বলি? পাকস্থালী জ্বলে, বলি তাই।
অন্নের দফা ছাই—
বুঝি এই খানেই খাবি খাই।

নল। সখা, সহোদর মম ;
নিন্দা কর এ নহে উচিত তব।

বিদূ। দোহাই রাজার! নিন্দা নাহি করি।
করি মাত্র স্বরূপ বর্ণন!
হরেক রকম দেখেছি বদন ;
কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলি, দিগ্বিজয়ী সহোদর তব ;—

নল। কোথায় পুষ্কর?

বিদূ। ছিলেন নির্জ্জনে ;
হেরে নর-সমাগম
হ'য়েছেন অন্তর্দ্ধান!

(সখিগণের গীত)

ললিত বাহার—যৎ।

কুহুতানে আকুল করে প্রাণ।
বুঝি রাখ্‌তে নারি কুল মান॥
কুসুম হেরি ভুল্‌তে নারি,
মনে পড়ে সে বয়ান॥
গুঞ্জরি ভ্রমরা চলে, মনের কথা পদ্মে বলে,
সাধ হয় সাধি গিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান॥

বিদূ। বলি, বনে কি আজ খুনো-খুনি ক'র্‌বে?
বলি, তোমাদের যেন হাওয়া-খেকো জান,
এ গরীব ব্রাহ্মণের প্রাণ কিসে বাঁচে,
এখন তান্ ধরেছে!

নল। সখা, শুন অতি সুন্দর সঙ্গীত ;
সুধাকণ্ঠ সুলোচনা সখিগণ!

বিদূ। মহারাজ, ও পাত্‌লা সুধায়, রাজারাজ্‌ড়ার পেট্ ভরে ; দেখ্‌ছেন ঘন ব্রাহ্মণ—আমাদের ঘন রকমের সুধা চাই! যা হোক, এক রকম ত হ'ল—এখন চলুন, শিবিরে যাওয়া যা'ক্।

নল। প্রিয়ে, এই স্থান প্রিয় অতি মম—
হেথায় মরাল-দূত দিল সমাচার,
হেথা কত দিন বসিয়া একাকী
তোমারে করেছি ধ্যান।

বিদূ। মহারাজ, ক্ষান্ত হও,
ভয় হয় কথা শুনে ;
আবার কি ঊর্দ্ধদৃষ্টি হবে রাজা?
হংস হংস রব তোল কেন?

নল। আর নাহি ভয়—
দময়ন্তী সহায় আমার।
ঊর্দ্ধদৃষ্টি আর কেন হবে? (গমনোদ্যত)

দম। নাথ, কোথা যাও?

নল। আসি, প্রিয়ে।

[নলের প্রস্থান।

(সখিগণের গীত)

অহং-কানেড়া—পোস্তা।

বলে ফুল দুলে দুলে, তুলে দেলো বঁধুর গলে ;
সোহাগ আর ক'রবি কবে? যাবে মধু বাসি হ'লে।
ফুটেছি আমোদভরে, তুলে নে যা আদর করে ;
তোলনা, আর পাবেনা,—বলে কুসুম হেসে ঢ'লে!

[সকলের প্রস্থান।

(দময়ন্তী ও বিদূষকের প্রবেশ)

দম। কই, কোথা মহারাজ?

বিদূ। আজ জানি বিষম বিভ্রাট।
প্রথম পুষ্কর—
তার উপরে উঠেছে হংসের কথা ;
রাজা কোথা বসেছেন ধ্যানে।

(নলের প্রবেশ)

নল। চল যাই শিবিরে ফিরিয়ে।
হেথা—
জল কোথা নাই পদ-প্রক্ষালন হেতু।

এস প্রিয়ে ;
ছুঁয়োনা আমায়—অশুচি র'য়েছি !

[সকলের প্রস্থান।

(কলি ও দ্বাপরের প্রবেশ)

কলি। পূর্ণ মনস্কাম,
দেখ আজি মিলিল সুযোগ ;
মূত্র ত্যজি' না করিল পদ-প্রক্ষালন,
দেখিব কেমন নল !
দময়ন্তী—বুঝে ল'ব অহঙ্কার !
বাদ মোর সনে ?
রূপ-গর্ব্বে অবহেলা কর দেবগণে ?
আজি সাধের ভ্রমণ,
পুনঃ শীঘ্র যেতে হবে বন !
দেখি কোথা পুষ্কর এখন।

[উভয়ের প্রস্থান

(নলের পুনঃ প্রবেশ)

নল। কেন মন উচাটন আজি ?
এই স্থানে স্নিগ্ধ হয় প্রাণ ;
মনোলোভা প্রকৃতির শোভা
চিরদিন ভালবাসি ;

এ কেমন ? তিক্ত সব হয় অনুভব।
পুষ্কর না আসে হেথা ?

(পুষ্করের প্রবেশ)

পুষ্কর। দেখ মহারাজ, কি সুন্দর অক্ষপাটি !
নল। অতীব সুন্দর ! কোথা পেলে ?
এস, আজি করি পাশা-ক্রীড়া।
পুষ্কর। মহারাজ, অক্ষ-সুনিপুণ তুমি,
অক্ষ-যুদ্ধে কে জিনে তোমায় ?
ভাল—ইচ্ছা যদি অক্ষ-ক্রীড়া,
চল মহারাজ, রয়েছি প্রস্তুত।
নল। চল তবে শিবিরে খেলিবে।
পুষ্কর। না না, মহারাজ !
রথ আছে প্রস্তুত আমার,
মমাগারে চল গিয়ে খেলি।—
নল। চল তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কলি ও দ্বাপরের পুনঃ প্রবেশ)

কলি। বুঝ মম প্রভাব দ্বাপর।
এক পল নাহি রহে দময়ন্তী বিনা—
গেল তারে শিবিরে রাখিয়া হেথা,
অক্ষ-ক্রীড়া হেতু !
যাও ত্বরা অক্ষে হও আবির্ভাব ;
এ বৈভব কিছু নাহি রহে যেন।
রাজ্য-ধন যাবে—বিচ্ছেদ ঘটিবে—
তবু সঙ্গ না ছাড়িব।
আরে আরে যৌবন-উন্মত্তা বালা—
যার তরে দেবে কর হেলা—
পায়ে ঠেলে চলে যাবে তোরে।
দ্বাপর। চল শীঘ্র—বিলম্বে কি ফল ?
কলি। ভাল, তব উৎসাহে সন্তুষ্ট আমি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মন্ত্রী ও দূত।

মন্ত্রী। সত্য কহ ;
আসিতেছ রাজার নিকট হ'তে ?
অসম্ভব কথা !—
গিয়াছেন রাণীরে ত্যজিয়ে ?
দণ্ড পাবে মিথ্যা যদি হয়।
১ম দূত। মহাশয় !
সত্য কহি, রাণী পাঠালেন মোরে।
মহারাজ অকস্মাৎ ত্যজিয়ে শিবির
কোথা গিয়েছেন চলি ;—
কেহ তাঁর সন্ধান না পায়।

মন্ত্রী। কে আছ রে, বন্দী কর দূতে।
সমাচার আপনি লইব ;
নিশ্চয় কে অরি করে ছল।

[দূতের প্রস্থান।

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। মন্ত্রী মহাশয়! ভয়ে মম কাঁপে কায়,
মহারাজ পুষ্করের ঘরে ;
অক্ষ-ক্রীড়া হয় তথা।
না জানি কি মায়া-অক্ষ এনেছে দুর্ম্মতি—
বার বার পুষ্কর জিনিছে!
কত ধন করিলেন পণ রাজা,
পুনঃ পুনঃ পুষ্কর জিনিল।
অশ্বপণ শুনি,
আইলাম দিতে সমাচার।
মন্ত্রী। এ কি! কিছু বুঝিতে না পারি।
রে দূত!
চিরদিন প্রত্যয় তোমারে করি, —
অসম্ভব বার্ত্তা কেন দেহ তুমি আজি?
২য় দূত। মহাশয়! সত্য সমাচার,
বন হ'তে এক রথে আসি' দুই জনে,
গোপনে করেন ক্রীড়া।
মন্ত্রী। যাও শীঘ্র রাণীরে আগারে আন ;
বল তাঁরে সর্ব্বনাশ হেথা,—
অক্ষ-ক্রীড়া নিবারণ করুন আসিয়া।

[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান

(সারথির প্রবেশ)

কহ সূত! রাজ্ঞী এসেছেন পুরে?
সারথি। আসিয়াছি রাজ্ঞীরে লইয়ে।
হের, আপনি আসেন দেবী।

(দময়ন্তীর প্রবেশ)

দম। মন্ত্রী!
শুনিলাম মহারাজ ফিরেছেন পুরে ;
বল, তবে কেন তাঁরে নাহি হেরি?

। দেবি! সর্ব্বনাশ হেথা—
পুষ্করের সনে পাশা খেলেন ভূপতি।
এস মাতা, বিলম্ব না কর ;
চল, খেলা করিগে বারণ ;
পণে পুষ্কর সকলি জিনে।
এস মাতা, এতক্ষণে না জানি কি হয়।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

পুষ্কর ও নল—পাশা-ক্রীড়ায় নিযুক্ত

কহ রাজা, কি করিবে পণ?
নল। রাজ-পুরে আছে যত বস্ত্র, অলঙ্কার—
এই বার পণ মম।
পুষ্কর। জিনিলাম—দেখ মহারাজ!
নল। অন্য অক্ষ ল'য়ে কর খেলা।
পুষ্কর। অন্য অক্ষে অন্য দিন খেলিব রাজন!
যদি মিটে থাকে সাধ—
ফিরে যাও পণ না করিতে কহি।
নল। ভাল, এত বড় দম্ভ তোর?
অর্দ্ধ রাজ্য পণ।

(রাণী, মন্ত্রী ও সারথির প্রবেশ)

এ কি! রাণী এল কোথা হ'তে?
দম। মহারাজ! ক্ষমা দাও এ পাপ-ক্রীড়ায় ;
নহে, সর্ব্বনাশ হবে নাথ!
নল। রাণি! কেন ভাব?
পুনঃ জিনি লইব সকলি,—
অর্দ্ধ-রাজ্য পণ মম।
পুষ্কর। জিনিলাম—দেখ মহারাজ!
দম। মহারাজ,
জেনে শুনে কেন কর সর্ব্বনাশ?

মায়া-অক্ষ এ জেন' নিশ্চয় ;—
নহে, রাজা ! তব পরাজয়
বার বার কেন হবে ?
শান্ত, ধীর, তুমি সদাশয়—
পাশায় উন্মত্ত কিবা হেতু ?
অর্দ্ধ রাজ্য গেছে—তবু অর্দ্ধ রাজ্য আছে ;
এখনও হে, দাও ক্ষমা।
রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হবে—
পুত্র-কন্যা তব বল কোথা যাবে ?
পাপ-ক্রীড়া কর নিবারণ—
রাখ, প্রভু, দাসীর বচন।

নল। প্রিয়ে, নাহি ভয় ; এখনি জিনিব।
রত্নের ভাণ্ডার
আছে চারি সাগর আমার—
এই বার করি পণ।

পুষ্কর। জিনিলাম—দেখ মহারাজ !

দম। নাথ, এখনও হে, দাও ক্ষমা।

নল। রাণি, গিয়েছে সকলি।
অর্দ্ধ-রাজ্যে কিবা ফল ?
আর অর্দ্ধ-রাজ্য মম পণ এই বার।

পুষ্কর। জিনিলাম—দেখ মহারাজ !

নল। দময়ন্তি ! এইবার কিছু নাহি আর।

দম। নাথ, নাথ ! যথা তুমি তথা রাজ্য হবে,
শোক নাহি কর মহীপাল !

পুষ্কর। মহারাজ ! দময়ন্তী রয়েছে তোমার ;
কেন নাহি কর পণ ?

নল। আরে নরাধম ! প্রাণে নাহি কর ডর ?

(আক্রমণোদ্যত ও দময়ন্তী কর্ত্তৃক বাধাপ্রদান)

নাহি ভয়—না পলাও ভীরু !
মন্ত্রী, আজি হ'তে রাজ্য আর নহে মম,
পুষ্করের অধিকার সব।

(নলের রাজবেশ ত্যাগ ও দময়ন্তীর অলঙ্কার উন্মোচন)

লও মম অলঙ্কার।

(পুষ্করের অন্তরালে গমন)

প্রিয়ে, বিদায় জন্মের মত !

দম। কারে নাথ, দাও হে বিদায় ?
আমি ছায়া তব ;
বরিয়াছি নল মম প্রাণেশ্বরে,
বরি নাই রাজা নল।
আমি পত্নী তব ;—কোথা' রব তোমা' ছেড়ে ?
আমি দাসী ভালবাসি তব সেবা।
বঞ্চনা কি হেতু কর, প্রভু ?
যদি অপরাধী পদে—
ক্ষম নাথ, কিঙ্করী ভাবিয়ে।
স্বামি, তোমা' ছেড়ে কোথা যাব আমি ?
প্রভো, বাঞ্ছা মাত্র—রব তব সনে,
সেবিব তোমারে—কোন ভার নাহি দিব।
প্রাণেশ্বর, ঠেলনা চরণে।

নল। প্রিয়ে ! কোথা যাবে উন্মত্তের সনে ?
আহা !
রাজবালা, কি দুর্দ্দশা করিলাম তব ?

দম। নাথ, মম সম কে বল ধরণীতলে ?—
তুমি মম প্রাণেশ্বর !
বার বার বলেছ আদরে—
আমি তব জীবনের সহচরী।
পায়ে ধরি—আজি কেন অন্য মত কহ ?
তব মুখ হেরি' স্বর্গ তুচ্ছ করি,
ইন্দ্রাণীরে নাহি গণি ;
আদরে তোমার—
অতুল বৈভব-অধিকারী !

নল। দেবি !
মনে ভাবি—আমা হেতু ইন্দ্রে না বরিলে,
কোথা যাবে ?
আমি নহি আর সেই নল,—
এবে নিজ অরি !
বুঝিতে না পারি—কেন মম ভাবান্তর।
বুঝহ প্রমাণ—মায়া-অক্ষ জানি'—
তুমি প্রণয়িনী সম্মুখে বারিলে মোরে—
তবু, বার বার করি পণ,
রাজ্য-ধন সকলি হারাই !
বনে যাই তোমা সম পত্নী ত্যজি' !
করি মানা—যেওনা, যেওনা।

শুন বালা, উন্মত্ত হয়েছি আমি ;
কি করি ? কি করি ? না বুঝিতে পারি।
কোথা যাব ?—মনে নাহি ভাবি তিল।
এখনও, এখনও, সত্য কহি চন্দ্রাননে !
কে যেন ইঙ্গিত করে মোরে,—
"আরে রে বাতুল ! নারী ল'য়ে কোথা যাবি ?
দেখ্ তোর কি দুর্দ্দশা হয়।"
দুর্দ্দশায় নাহি হয় ভয়—
উৎসাহ বাড়ে হে প্রাণে।
চন্দ্রাননে !
এ দশায় কেমনে হইবে সাথী ?
ধরা শূন্যপ্রায় !
শূন্য প্রাণ গেছে কোথা চ'লে,
ছায়াসম দেহ হয় জ্ঞান !
যাই প্রিয়ে, তুমি যাও পিত্রালয়ে।
দেখ, কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে পরে,
বল' প্রিয়ে !—পাপগ্রস্ত হয়েছিল নল।
দম। এ কি কথা বল, প্রভু ?
পুণ্যবান্ পুণ্য-আত্মা তুমি ;
ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য তোমার
চরাচরে খ্যাত, নাথ !
দিন যাবে,—এ কুদিন নাহি রবে।
গেছে রাজ্য-ধন,—জীবন-যাপন
পরিশ্রমে অনায়াসে হবে।
কুটীর বাঁধিব,—
সুখে তথা রব দুই জনে।
উঠিব প্রভাতে বন্দী-বিহঙ্গম-গানে ;
তরুগণ ফলে ফুলে রাজ-কর দিবে ;
কুরঙ্গ ময়ূরী আসি,
ধীরি ধীরি অতিথি হইবে কত ;
প্রেমের সংসার—দিন বয়ে যাবে সুখে।
মন্ত্রী। মহারাজ, কিবা আজ্ঞা দাস প্রতি ?
নল। হে সচিব !
বলেছি তোমারে,—রাজা আর নহি আমি,
আর নাহি আদেশ আমার।
দম। মন্ত্রী, কন্যাপুত্র মম ঘুমায় আগারে,—
দোঁহে রেখে এস কৌণ্ডিল্য নগরে ;
আছে তথা আত্মীয় আমার—
আমি যাই পতি সনে।
নল। বৃশ্চিক দংশন—বৃশ্চিক দংশন ;
ছাড় প্রিয়ে, আর না রহিতে পারি।
[অগ্রে নল ও পশ্চাতে দময়ন্তীর প্রস্থান।
মন্ত্রী। মহিষীর আজ্ঞা পাল সূত !
শীঘ্র রথ করহ প্রস্তুত,—
পুত্র-কন্যা ল'য়ে যাব কৌণ্ডিল্য নগরে।
কে জানিত—এ রাজ্যে এ দুর্দ্দশা ঘটিবে ?
বুদ্ধি ভ্রম নলের জন্মিবে ?
সকলি দেবের লীলা !
কহ সূত ! কোথা যাবে তুমি ?
সারথি। নল বিনা অন্য জনে আমি না সেবিব,—
ভগবান্ দিবেন উপায়।
মন্ত্রী। পুষ্করের রাজ্যে বাস আমি না করিব,—
বন ভাল এ রাজ্য হইতে।
[উভয়ের প্রস্থান।

(কলি ও পুষ্করের প্রবেশ)

কলি। শুন হে পুষ্কর !
অর্দ্ধ কার্য্য সমাধান তব ;
রাজ্যে এই দেহ রে ঘোষণা—
যেই নলে স্থান দিবে,
সবংশে বিনাশ তার ;
যেন বারি-বিন্দু তৃষ্ণায় না দেয় কেহ।
(পুষ্করের অলঙ্কার লওন)
নাহি ভাব অলঙ্কার হেতু,—
রাজ্য সকলি তোমার।
পুষ্কর। যথা আজ্ঞা প্রভু !
[পুষ্করের প্রস্থান

(দ্বাপরের প্রবেশ)

দ্বাপর। এখনো কি মনোবাঞ্ছা পূরে নি তোমার ?
কলি। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম ?
কি অসুখে আছে নল ?—
দময়ন্তী আছে সাথে !

গুণবতী পত্নী আছে যার
এ সংসার সুখাগার তার ;
আগে করি পতি-পত্নী-ভেদ—
মনোখেদ তবু না মিটিবে।
অন্ন বিনা অতি কদাকার—
ভ্রমি' দ্বার দ্বার
মহাক্লেশে যদিও বঞ্চিবে—
তবু তার সন্তোষ জন্মিবে ;
মনে হবে,—আছে দময়ন্তী মোর ;
সে কাঁদে আমার তরে।
দেখ, যেখানে প্রণয়
দুখে সুখ আছে তথা।
রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছি নলে,
তবু দ্বিগুণ জ্বলে এ প্রাণ ;
ছিল রাজ্য—গেল ; তাতে বা কি হ'ল ?—
দুর্ম্মতি না জন্মিল তাহার ;
তবু পাপাচার নাহি উঠে মনে তার।
আজ্ঞামাত্র সুসজ্জিত সেনা—
যুঝিবে নলের তরে ;
পণে বদ্ধ, রাজ্য আর ফিরিয়ে না চায় ;
বনে চলে যায়—
কুমতির নাহি শুনে উপদেশ।
কোন মতে সত্যভঙ্গ হয় যদি নল—
উদ্দেশ্য সফল মম ;
দময়ন্তী ছায়াসম পতি-অনুগামী—
ফিরাইব পাপ মতি হ'লে তার।
কথায় কথায় বহিছে সময় ;
দেখি,
রাজ্যহারা বিকল-অন্তর নল কত দূর যায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

বিদূষক ও ব্রাহ্মণী।

বিদূ। যাও ফিরে ঘরে,— মায়া বাড়ে তোরে হেরে ;
রেখো কথা—রয়োনা হেথায় —
অরাজক পুষ্করের অধিকার !
ওরে ! আয় গলা ধরে কাঁদি তোর ;
ফেটে যায় প্রাণ —
একবস্ত্রে রাজা-রাণী গেছে চ'লে।

ব্রাহ্মণী। কত দিনে দেখা পাব ?

বিদূ। নল যবে হবে রাজা পুনঃ।
বনে বড় ছিল ভয় —
সেথা, ফল খেতে হয় ;
কিন্তু,
পুষ্করের অনুগ্রহে সে ভয় ঘুচেছে ;—
একবস্ত্রে রাজা গেছে বনে।
কাঁদি আয়, ব্রাহ্মণি, খানিক ;
না, না—
রাজ্যে মানা—কেহ নাহি দিবে অন্ন-জল ;
যাই, খুঁজি কোথা' রাজা ;
যাও ফিরে,— নহে, মম পদ নাহি চলে।

ব্রাহ্মণী। নাথ !
থাকে যেন মনে দুখিনী ব্রাহ্মণী ব'লে।

[প্রস্থান।

বিদূ। ওঃ ! কথাটা নির্ঘাত চোট,
বামুন,
ছোট্ট, ছোট্ট,— নইলে, যেতে পার্‌বি না।

(পুষ্কর ও রক্ষীর প্রবেশ)

পুষ্কর। বন্দী কর পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।

বিদূ। দেখ, বুঝি বিভ্রাট ঘটায় !

রক্ষী। আরে ধূর্ত্ত, কোথা যাস্ ?

বিদূ। বলি, নূতন রাজার কি পথ চল্‌তে মানা ?

পুষ্কর। উত্তরীতে বাঁধা কিরে তোর ?

বিদূ। কেন ? হাঁড়ি ;

যাচ্চি শ্বশুর বাড়ী।
রাজ্যের এ শুভ সংবাদ দেব –
আর, মিষ্টমুখ করাব।
পুষ্কর। রে ব্রাহ্মণ! মুখভাব কদাকার মোর?
হাসি নাই মুখে? –
দেখি, কারাগারে অন্ন-ধানে
কত দিন বাঁচে তোর প্রাণ!
বিদূ। আহা, ধর্ম্ম কল্পতরু!—ব্রহ্মবধে সুরু!
যদি গরুর দরকার—মহারাজ!
আমার গোয়ালে আছে;
দিও ধানে চালে;
কিন্তু,
রোজ একবার সাম্‌নে দাঁড়াতে হবে—
তা হলেই পেট ভ'রে যাবে।
পুষ্কর। ল'য়ে চল বর্ব্বর ব্রাহ্মণে।
বিদূ। ছি বন্ধু! অত প্রেম সকালে—
এর মধ্যে ভুলে গেলে?
পুষ্কর। জিহ্বা তোর পোড়াব অনলে।
বিদূ। বলি, গুণ কত! নইলে, লোকে বলে এত?
শুন পুষ্কর!
যদি গর্দ্দানাও ফেল কেটে—
তোমার যে বদ্‌মায়েসি এক্‌চেটে
তা ব'ল্‌তে আমি ছাড়ব না।
যদি মোণ্ডার হাঁড়ি ল'য়ে বাড়া বাড়ি—
মোণ্ডার হাঁড়ি লও –আমায় ছেড়ে দাও।
পুষ্কর। যমালয়ে দিব তোরে ছেড়ে।
বিদূ। মহারাজ! যদি কষ্ট দিতে চাও—
তবে,
আপনার রাজ্যেই আটক রাখুন।
যে রকম চুটিয়ে
রাজ্য আরম্ভ ক'রেছেন –
যম রাজা এসে শলা ল'য়ে যাবে।
হয় ত, নরক থেকে তুলে
পাপীগুলোকে হেথা ছেড়ে দে যাবে।
শুনেছি ইন্দ্রেতে শচীতে বাজী হ'য়েছে,—
যম বড়—কি পুষ্কর বড়।

পুষ্কর। নাহি মান, ব্রাহ্মণ বলিয়ে;
বাঁধ—ল'য়ে চল কারাগারে।
বিদূ। মহারাজ! ভবপারে যেতে হবে—
এক বার ভাব।
সেথা' ত নলরাজা নাই—যে, পাশা খেলে,—
অত জুলুম সেথা' চলে বা না চলে!
যাচ্ছি চ'লে, –
আমার সঙ্গে এত বাড়াবাড়ি কেন?
পুষ্কর। রক্ষি, ল'য়ে এস কারাগারে।

[পুষ্করের প্রস্থান।

রক্ষী। চল, ঠাকুর।
বিদূ। বলি চ'ল্‌ব না ত কি? ষণ্ডা তুমি—
তোমায় ঠেলে পালাব?
বলি,—উনিই না হয় পুষ্কর,
তোমরা না হয় দেবতা-বামুন মান্‌লে!
গিয়ে দেখগে—
এত ক্ষণে কারাগার ভর্‌তি।
কেন বাবা, ভিড় বাড়াবে?
রক্ষী। ঠাকুর!
গর্দ্দানাটা তখন তুমি আমার হ'য়ে দেবে?
বিদূ। ভাল, ছেড়ে দাও বা না দাও—
একটু সঙ্গে এস;
মহারাজ উপবাসী—
খুঁজে কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াই।
রক্ষী। ও বামুন! ধনে-প্রাণে মার্‌তে চাও?
রাজা আর ঘুর্‌ছে কেন?
সন্ধান নিচ্চে—
কে ব'স্‌তে দিয়েছে—কে খেতে দিয়েছে;
যার উপর ধোঁকা হ'চ্চে—
অমনি চালান দিচ্চে।
বিদূ। কে বলে—আমি মূর্খ বামুন?
মা সরস্বতি!
তুমি আমার কণ্ঠে ব'সে আছ,—
পুষ্কর, যমরাজার বাবা।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্তর

নল ও দময়ন্তী।

নল। বহুদূর—বহুদূর যেতে হবে।
অন্ধকার! চলিতে না পারি আর;
উঃ!—বহুদূর;—কেও?
দম। নাথ! আমি দাসী।
নল। না না—দময়ন্তী! প্রিয়ে! আছ সাথে?
বহুদূর—বহুদূর যেতে হবে;
কালি প্রাতে দেখাইব বিদর্ভের পথ।
দেখ, একা আমি অসীম সংসারে।
দম। একা তুমি নহে, নাথ!
দেখ, প্রণয়িনী দময়ন্তী তব
পদ-সেবা-আশে আছে পাশে।
নল। ঐ ত ভাবনা!
ভাবি নাই? অনেক ভেবেছি,
ভেবে কোথা কূল নাহি পাই!
পণে বদ্ধ আমি,—
পুষ্করের অধিকার হেথা,—
কোথা' বিশ্রাম করিতে নারি।
না না—পদ নাহি চলে আর;
অন্ধকার—কোথা যাব?—
যথা যায় দু'নয়ন।
কে ও?
দম। কিঙ্করী তোমার, প্রভু!
নল। প্রিয়ে! এখনো রয়েছ?
কষ্ট পাবে—তাই করি মানা।
দেখ, হয়েছে স্মরণ—
এই পথ বিদর্ভ যাইতে।
বন-প্রান্ত—
হেথা পুষ্করের নাহি অধিকার!
দেখ, অসীম প্রান্তর;
অন্ধকার—অন্ধকার সমুদয়,
মম ভবিষ্যৎ ছবি!
সে আঁধারে রবি না ফুটিবে আর।
গর্ব্ব মম ছিল অতিশয়—
তাই পরাজয়।
মায়া-অক্ষ পণ মম মিথ্যা নয়।
দম। দেখ নাথ! হেথা নবতৃণ সুকোমল;
অঞ্চল বিছায়ে দিই।
মম উরু'পরে মস্তক রাখিয়ে,
শ্রম দূর কর, প্রভু!
নল। মম কর্ণমূলে কে যেন কি বলে;
আর না চরণ চলে।
প্রিয়ে! এখনো এখানে?
নিদ্রা যাও—নিদ্রা যাব তবে;
দেখ, ধীর বায়ু স্নিগ্ধ করে প্রাণ।

(শয়ন)

দম। হায়, কি শয্যায় আজি হেরি মহারাজে!
আরে, আরে, দুর্দ্দৈব প্রবল,
অনশনে ধরাসনে মহারাজা নল!
ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য যাঁহার
প্রচার ভুবনময়—
ক্ষিপ্তপ্রায় চঞ্চলপ্রকৃতি—
বারেক নহেন স্থির।
শূন্য অভিপ্রায়, পুতলির প্রায়—
যথা আঁখি ধায় যান তথা,
ছিন্ন পদ কঠিন পাষাণে,
শ্রমে অভিভূত;
নিদ্রাগত - কুসুম-শয্যায় যেন!
হায়! এত ছিল কপালে আমার—
এ দশায় রাজারে দেখিতে হ'ল?
আজি মম জীবনের বাড়ে সাধ,—
আমা বিনা প্রাণধনে কে দেখিবে?
কে বুঝাবে—শান্ত কে করিবে?
হায়! পুণ্যমতি ধর্ম্ম-আত্মা পতি—
দুর্গতি কি হেতু হ'ল?
ছি! ছি! কেন মিছা কাঁদি?
পতি ক্ষিপ্ত প্রায়—
কাঁদিবার নহে ত সময়।

প্রাণেশ্বরে আদরে রাখিব,
যত্নে ভুলাইব দুখ ;
পতি-সেবা-সময় উদয় ।
ফাটে প্রাণ রাজার এ দশা হেরে ।
হায় ! প্রাণেশ্বর মম—
কত যত্নে রেখেছিল মোরে !—
উপবনে অরুণ-কিরণে
হ'ত যদি রঞ্জিত বদন —
করে ধরে যতনে আমার,
প্রাণনাথ বসিতেন তরুতলে ;
বস্ত্র দিয়ে মুছাইয়ে মুখ,
রথে যেতে শতবার সুধিতেন মোরে—
'অঙ্গে কি লেগেছে ব্যথা' ?
হায় ! যত কথা সব আছে মনে ;
কি যতনে এ যতন দিব প্রতিশোধ ?
নাথে পুনঃ রাজ্যেশ্বর হেরি, মরিবারে পারি—
সে দিন ভুলিব জ্বালা ।

নল । (উঠিয়া)
না, না, বহুদূর— বহুদূর যেতে হবে ।
হেথা নাহি রব, লোকে মুখ না দেখাব ;
ক'বে সবে,—এই ছন্নমতি নল !

দম । নাথ ! সুস্থ হও—শ্রম কর দূর ।

নল । কে ও ? দময়ন্তী !
এখনো রয়েছ হেথা ?
যাও—ফিরে যাও ; ঘোর বনে যাব প্রিয়ে !
নিবিড় কানন—বহুদূর—বহুদূর ।

দম । নাথ ! ধীরে যাও—ক্লান্ত তুমি অতিশয় ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন

নল ও দময়ন্তী ।

নল । বারি, তুমি জীবের জীবন !
দময়ন্তি ! অভাগিনি ! বারি কর পান ;
স্নিগ্ধ হবে প্রাণ ।
দেখ, দেখ, স্বর্ণ-পাখা বিহঙ্গম
ব'সে আছে ডালে ;
দেখ, অনাহারী আছি তিন দিন ;
পাব ধন—নগরে বেচিব ;
অন্ন তাহে হবে, প্রিয়ে, জীবন-যাপন ।

(পক্ষী ধরিতে গমন)

পক্ষী । পক্ষীরূপে কলি আমি,—শুন রে অজ্ঞান !
যেই অক্ষে সর্ব্বনাশ তোর—
সেই অক্ষপাটি দ্বাপর আমার সখা ।
অবহেলি' মো সবারে
দময়ন্তী বরিল তোমারে ;—
প্রতিফল দিব হতজ্ঞান ।

[বস্ত্র লইয়া পক্ষীর উড়িয়া যাওয়া

নল । প্রিয়ে ! প্রিয়ে ! এস'না এখানে ;—
বিবসন, কিরাত-অধম,
দিগম্বর আমি ;
বস্ত্র ল'য়ে পক্ষী পলাইল ।

দম । নাথ ! এক বস্ত্র পরিব দু'জনে ;
বনে অর্থহীন শ্রমজীবী মোরা—
লজ্জা কিবা তাহে প্রভু ?

(দময়ন্তীর গমন ও বস্ত্রদান)

নল । স্বকর্ণে শুনিলে প্রিয়ে ! কলিগ্রস্ত আমি ;—
মোর সনে কেন আর রবে ?

বহু দুঃখ পাবে ;—
যাও তুমি পিত্রালয়।
শুন প্রিয়ে !
রাজবালা—ক্লেশ তব নাহি সয়।
দেখ, অতিশয় দুর্গম কানন—
নর-ঘাতী জন্তু ফিরে কত ;
যাও দময়ন্তি ! ফিরে যাও ;
যবে কলির প্রভাবে
পড়িব অশেষ ক্লেশে,
একমাত্র বুঝাইব মনে—
সুখে আছ তুমি চন্দ্রাননে।
প্রিয়ে ! বাড়ে দুঃখ দ্বিগুণ আমার,
তোমার এ দশা হেরে ;
প্রিয়ে !
প্রভাত-সমীর লাগিলে বদনে তোর,
ভাবিতাম—ব্যথা বুঝি পাও ;—
তিন দিন আছ অনাহারে !
যাও প্রিয়ে ! অভাগারে ছেড়ে যাও।
মরি ! বিমলিনী—
শুকায়েছে সুবর্ণ-নলিনী !
অভাগিনি ! কেন অভাগারে বরেছিলে ?
আমি পাপাচার—
দেব-কার্য্য না করি উদ্ধার ;
আহা ! সরলা ললনা—
আমি তব দুখের কারণ।

দম। নাথ ! কি বল—কি বল !
প্রাণ বিচঞ্চল —
ভেদি' বক্ষঃস্থল এখনি বাহির হবে।
কোথা যাব ?—কেবা আছে তোমা বিনা ?
ত্যজিলে আমায়—
ঠেকিবে হে নারী-বধ-দায়,
কেন বল নিষ্ঠুর বচন ?
গুণমণি !
আমি তোমা' বিনা কভু কি হে জানি ?
পতি বিনা কিবা সুখ আছে মোর ?
তোমা ল'য়ে নিরবধি র'ব ;
তোমারে সেবিব—
সুখ-সাধ এ হ'তে না করি।
ওহে মহামতি ! জান ধর্ম্ম-নীতি—
ভার্য্যা চিরসাথী ;
তবে কেন দাসীরে বিমুখ প্রভু ?
বনে বহু ক্লেশ পাবে—
সেবা কে করিবে ?
আশ্রিতা কিঙ্করী—চরণে ঠেলনা, প্রভু !
চল, দোঁহে যাই বিদর্ভনগরে ;—
আদরে তোমারে রাখিবেন পিতা মোর।

নল। প্রিয়ে ! বুঝনা সরলা তুমি, –
কলিগ্রস্ত আমি --
সে আদর এ সংসারে নাহি আর,
সাধে কি হে ছেড়ে যেতে চাই ?
বন দেখে অন্তরে শু'কাই !
প্রিয়ে ! তুমি কুসুম জিনিয়ে সুকোমল ;
হেরি' মুখপদ্ম মলিন তোমার,
জীবনে না হয় সাধ আর।
কলির ছলনে আত্মহত্যা উঠে মনে !

দম। প্রাণনাথ ! বাঁচাও আমায় ;
এ কি কথা বল, প্রভু ?

নল। কেঁদ না—কেঁদ না প্রিয়ে !
সতর্ক করেছে কলি ;
পাপে মন নাহি দিব আর।
দুর্ম্মতি আমায় লোভে মজাইতে চায় !
অক্ষ-যুদ্ধে লোভে না ফিরিনু ;
লোভে পক্ষী-আশে গেল বাস,
শান্তি-আশে আত্ম-বিসর্জ্জন
কদাচন করিব না, প্রাণেশ্বরি !
কহি সত্য করি,—
জান তুমি—সত্য মম নাহি টলে।
প্রিয়ে ! তোমা বিনা রহিতে কি পারি ?
তোমা ছেড়ে যেতে কি হে চায় প্রাণ ?
দৈব-বিড়ম্বনে, চন্দ্রাননে ! যেতে বলি ;
প্রিয়ে ! ক্লান্ত দোঁহে অতিশয়—
এস করি শ্রম দূর।

দম। (স্বগত) শঙ্কা হয়, রাজা যদি ছেড়ে যায় ;
আছি একবাসে - কেমনে যাইবে ?
নয়ন মেলিতে নারি। (উভয়ের শয়ন)

নল। এই ত সময়—অভিভূত প্রায়—
হায় ! এ শয্যায় চন্দ্রাননী !—
"যাও চলে" কে আমারে বলে ;—
একবস্ত্র,—কেমনে পলাব ?
না—না—ছেড়ে যাব ;—
দময়ন্তী কোথা যাবে আমা' সনে ?
চলে গেলে—আমারে না হেরে
যাবে সতী বিদর্ভ নগরে।
মরি ! প্রাণের প্রেয়সী
পূর্ণ-শশী ধরাতলে।
বিবসন ! কেমনে পলাব ?

(পার্শ্বে অস্ত্র দেখিয়া)

এ কি ! খড়্গ হেথা এল কোথা হ'তে ?
এও মায়া—হ'ক মায়া—
করি নিজ কার্য্যোদ্ধার।

(বসনচ্ছেদন)

এই ত ছেদিনু বাস ;
মম অদর্শনে
পতিপ্রাণা বাঁচিবে কি প্রাণে ?
চন্দ্রাননে ! ক্ষমা কর অধমেরে,
সুদিন উদয় যদি কভু হয় —
প্রিয়তমে ! দেখা হবে ;
নহে, এই শেষ দেখা !
ছি ! ছি ! আমি কি নির্দ্দয়,—
আমা বিনা যে কভু না জানে,
একা রেখে দুর্গম কাননে
কোন্ প্রাণে যাব চ'লে ?
হায় ! কে যেন রে বলে—
"এস, এস, বিলম্বে জাগিবে বালা"
যাই প্রিয়ে ! যাই ;
দেখ দেখ, যতেক দেবতা,—
সতী একা বনমাঝে।
হে মধুসূদন !
শ্রীচরণ অভাগীরে দিও ;—
আহা, দুখিনীর কেহ আর নাই।
দেখ দেখ কর' হে করুণা—
অবলা ললনা—
আমা বিনা হবে উন্মাদিনী ;
চিন্তামণি ! নিরুপায়—দিও হে, আশ্রয়।
আর কেহ নাই—
শ্রীচরণে পত্নী সঁপে যাই ;
দয়া করো দয়াময়।
আসি প্রিয়ে ! মাগি হে বিদায়।
(ফিরিয়া) প্রাণ কাঁদে—চলে যেতে নারি ;
সাধে কি হে ফিরি ?
দেখে যাই—দেখে যাই আঁখি ভ'রে ;
আহা ! দময়ন্তী ধুলায় লুটায়—
এ দশায় কেমনে ফেলিয়ে যাব ?
না - না—সুকুমারী রাজার ঝিয়ারী
কষ্ট পাবে মোর সনে ;
যাই দূর বনে, নহে জনক-ভবনে—
প্রিয়া মম না ফিরিবে ;
অনাথিনী— অৰ্দ্ধবাস এ কানন মাঝে—
দেখো, রেখো, দীননাথ !
যাই, যাই পলাইয়ে।

[নলের প্রস্থান

(কলির প্রবেশ)

কলি। তবু মম মন না পূরিল ;
বিচ্ছেদ হইল—

প্রাণে প্রাণে অবিচ্ছেদ প্রবাহ বহিছে !
ফেলে গেছে - ফেলে গেছে ;
যার তরে দেবে অনাদর—
দেখিব নয়ন ভ'রে ;—
হতাশ বিকল বামা কি করে কাননে।

[কলির প্রস্থান।

দম। (উঠিয়া) নাথ !
কোথা প্রাণনাথ ?

এ কি ! অৰ্দ্ধবাস মম পরিধানে ?
নাথ ! প্রাণেশ্বর ! কোথা তুমি ?
দাও দেখা ;— নহে, যায় প্রাণ ।

(কলির পুনঃ প্রবেশ)

কলি । ছেড়ে গেছে—তবু চায় নলে ;
ঈর্ষ্যানলে প্রাণ মম জ্বলে ।
না, না—প্রাণে প্রাণে বিচ্ছেদ না হবে কভু ।

[কলির প্রস্থান ।

দম । প্রাণেশ্বর ! দাও দেখা,—
একা আমি বনমাঝে ;
ওহে গুণমণি ! একা আমি বনমাঝে ।
দাও দরশন ;—নহে, না রবে জীবন ।
প্রাণনাথ ! কোথা গেলে ?
ঘোর বন—হৃদি কম্প হয় ঘন ঘন ;
দেখা দাও—দেখা দাও—প্রাণেশ্বর !
রাখ নাথ ! রাখ পরিহাস ।
হ'তেছে হুতাশ ;—
কত সহে কামিনীর প্রাণে আর ?
মরে হে অধিনী, হৃদয়ের মণি !
দেখে যাও সঙ্গে যদি নাহি লও ।
বল স্রোতস্বতি ! কোথা গেল পতি ?
পুণ্যবতি ! বাঁচাও এ অভাগীরে ;
বল পাখি, শাখি,
প্রাণনাথে দেখেছ হে যেতে ?—
কোন্ পথে ব'লে দাও মোরে ;
লতা ! কহ কথা ;—
কাঙ্গালিনী চায় পতি-দরশন ;
উৰ্দ্ধশির দেখ, গিরিবর ! —
কোথা প্রাণেশ্বর,
বল হে, সত্বর—যাব আমি পতি-পাশে,
পতি বিনা বাঁচি না হে শৃঙ্গধর !
প্রাণেশ্বর ! দেহ না উত্তর—
কাতরা কিঙ্করী তব ।
হায় ! কোন্ পথে যাব ?
প্রাণনাথে কোথা দেখা পাব ?—
পদচিহ্ন নাহি হেরি পথে ।
মম প্রাণেশ্বরে কে নিল হে, হরে ?
দে রে, ফিরে দে রে, অভাগীর নিধি !
হায় ! হায় ! কি হ'ল, কি হ'ল,—
কিবা ছলে ভুলে—ত্যজে গেল প্রাণনাথ ?
প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন
শ্রীচরণে ক'রে সমর্পণ,
আশ্রয় লয়েছে দাসী ;—
ভুলে তারে কোথা আছ প্রভু ?
এ কি ! এ কি !
দেখা দিয়ে কেন হও অদর্শন ?
এই—নাথ ! এই যে তোমারে হেরি ;
প্রাণনাথ ! পলাইও না আর ;—
দেখ, বুঝি যায় প্রাণ ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গৰ্ভাঙ্ক

বন

নল ।

নল । চল—চল—ভাবিলে কি হবে ?
পতি-পরায়ণা পশ্চাৎ আসিবে ;
দূরে—দূরে—দূরবনে যাই পলাইয়ে ;—
নহে প্রাণ-প্রিয়া আসিবে খুঁজিতে ।
ওই বুঝি, আসে প্রিয়তমা ?
পদ নাহি চলে আর !
না—না—যাই পলাইয়ে ।
আসে ধেয়ে উন্মাদিনী—
আহা ! মুক্তকেশা,
অৰ্দ্ধবাসা, একাকিনী বনে ।
এ কি দাবানল ? না ; এও মায়া ।
কোথা যাব ? পলাব কোথায় ?
চলিতে না পারি আর ।
আহা ! পতিপরায়ণা—
এতক্ষণ জীবিত কি আছে অভাগিনী ?

(নেপথ্যে)—কে আছ এ বনে ? যায় প্রাণ দাবানলে !—
চলিতে না পারি। রক্ষা কর—রক্ষা কর—
পুড়ে মরি।
নল। নাহি ভয়—কে যাচে আশ্রয় ?
(নেপথ্যে)—দেখ! দেখ!
আসে অগ্নি গর্জ্জিয়ে গ্রাসিতে মোরে!
নল। নাহি ভয়—নাহি ভয়।

[নলের প্রস্থান।

(কলির প্রবেশ)

কলি। মনোরথ না পূরিল মোর ;—
এ দশায় দয়া-ধর্ম্ম নাহি গেল ;
প্রতিশোধ কি হ'ল—বল না ?
দেখ পুণ্য-বলে—তেজঃপুঞ্জকায় ;
দগ্ধপ্রায়—দেহে তার রহি' !
এত কষ্ট !—তবু নাহি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় ;
জ্ব'লে মরি,—জ্ব'লে মরি,—
না পূরিল মনস্কাম।

[কলির প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

দময়ন্তী।

দম। শূন্যে, সমীরণে, দুর্গম অরণ্যে
যে শুন রোদন মোর,
বলে দাও,—কোথা প্রাণনাথ ;
সে আমার—আমারে না ছেড়ে রহে ;
আহা! কভু ক্লেশ নাহি সহে ;—
দুর্গম কাননে কেমনে ভ্রমিবে একা ?
সঙ্গে নাহি দাসী সেবিতে চরণ দুটি ;
তাই যেতে চাই ; তাই, কাঁদি—উন্মাদিনী ,
কোথা স্বামী ? কে বা ব'লে দিবে ?
কে রাখিবে অবলারে ?
এ কি! ভয়ঙ্কর অজাগর
আসিতেছে মেলিয়ে বদন ;
প্রাণনাথ! দেখ আসি'—
কালসর্প বধে প্রাণে।
অন্তিমে হে, অন্তরের সার!
কৃপা করি, দেখা দাও একবার।
দময়ন্তী মরে,—বারেক দেখ হে, আসি' ;—
যায় প্রাণ অহি-গ্রাসে ;
ভগবান্! রক্ষা ক'রো নলরাজে ;
প্রাণনাথ! প্রাণ যায় ;—
কোথা তুমি এ' সময় ?
(নেপথ্যে ব্যাধ) চট্ চটি গর্দ্দানা ফেল্‌ছি কাটি হে,
ধেড়ে সাপ্‌টা।

(সর্পবধ করিয়া ব্যাধদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম ব্যাধ। দেখ্, দেখ্—টুক্ টুক্ টুক্!
যাই, যাই,—বুকে লিয়ে, মুখে চুমা খাই।
দম। মা গো! জগৎ-জননি!
এই কি মা, ছিল তোর মনে ?
বনে ছেড়ে গেছে স্বামী—অৰ্দ্ধবাসে ভ্রমি—
শিব-সীমন্তিনি! সতীর সতীত্ব রাখ।
মরিতাম—সেও ছিল ভাল ;
দেখ মা, কি হ'ল,—
নলের রমণী কিরাত স্পর্শিতে আসে!
দেখ মা অভয়ে! ঠেকেছি গো মহাভয়ে ;
পদাশ্রয়ে তনয়ারে রাখ, তারা!
দাক্ষায়ণি! দেখ দুহিতায়।
২য় ব্যাধ। ওরে, এগো, এগো ; ওরে ধর্‌না।
১ম ব্যাধ। উঃ উঃ—বড় তাত্ রে!
উভয়ে। ওরে পুড়ে গেল—পুড়ে গেল!

[উভয়ের প্রস্থান

দম। হায়! যায় প্রাণ—চরণ চলে না আর ;
না—না—যাব,—যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ,
নাথেরে খুঁজিব।

[মূর্চ্ছা।

(মুনির প্রবেশ)

মুনি। আহা! কে রমণী, ছিন্ন কমলিনী সম

প'ড়ে ভূমিতলে ?
হেরি' জ্ঞান হয়—সামান্যা এ নয় নারী।
আহা ! এ' দশায় কেন অভাগিনী ?
কে মা, তুমি ঘোর বনে আছ পড়ে ?
এ কি ! সংজ্ঞাহীন ? শ্বাস বহে ধীরে ধীরে,—
জল দিই মুখে।
দম। প্রাণেশ্বর ! প্রাণেশ্বর ! কোথা তুমি ?
মুনি। আহা ! বুঝি উন্মাদিনী—পতির বিরহে।
মা গো! সন্তান তোমার আমি ;
ল'য়ে যাই কুটীরে তোমায় ;—
নহে, পথে প্রাণ হারাবি গো অভাগিনি !
দম। পিতঃ ! ব'লে দাও কোথা পতি মোর।
মুনি। মা গো ! জ্ঞান হয়—আছ অনাহারী ;
চল মা কুটীরে, বিশ্রামে সবল হবে ;
কর বারি পান।
দম। পিতঃ ! ব'লে দাও—কোথা মহারাজা নল ;
বনে ফেলে কোথা গেছে মহারাজ ?
মুনি। চল মা, কুটীরে,
ধ্যানে হব অবগত— কোথা পতি তোর।
দম। পিতা, পিতা, পতিরে কি দেখা পাব ?

[উভয়ের প্রস্থান।

(কলি ও দ্বাপরের প্রবেশ)

কলি। সখা ! মজিলাম নলরাজে ছলে ;
একে পুণ্য-তাপ দেহে তার—
তাহে, কর্কট-গরলে
অহরহ অন্তঃস্তল জ্বলে !
ভাবি—নলে ছাড়ি ; ঈর্ষ্যা পুনঃ করে মানা।
অহরহ যে নিগ্রহ সহি—
কি কব তোমারে আর !
আগে কি হে, জানি,—
ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে নারিব ?
দয়া আছে যার—
আমা' হ'তে কিছু নাহি হয় তার।
দ্বাপর। কেমনে করিল তোমা' কর্কট দংশন ?
কলি। কর্কট, অনন্ত-সহোদর,
নারদের শাঁপে ছিল কানন-ভিতর,—
দগ্ধ হয় দাবানলে ;
হেন কালে নল তারে উদ্ধারিল।
বুকে তুলে ল'য়ে যায় নল—
বক্ষে তার দংশিল কর্কট ;
তিরস্কার করি, কহে নল ,—
"ভাল তব আচরণ" !
কহিল ভুজঙ্গ—"হের নিজ অঙ্গ
হইয়াছে কুৎসিত-আকার ;
দুঃসময় স্বর্ণ-কায়, কিবা কাজ ?
স্মরণে আমার পূর্ব্বকান্তি পাবে, রাজা ;
জেনো, মহারাজ !—আমি সখা তব।"
এত বলি' অহি গেল চলি,
বস্ত্র দিয়ে নলরাজে।
দুষ্ট ফণী নলে না দংশিল—
দংশেছে আমায় ;—প্রাণ যায় বিষে তার !
ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়
নলরাজা যায় ;
কি হয়—কি হয়—ভয়ে কাঁপে কায় মম !
আছে হে, গণনা-বিদ্যা রাজার বিশেষ,
সেই বিদ্যাবলে মম ছল নাহি চলে ;
গণনায় মতি স্থির হয় ;
হ'লে স্থিরমতি—অক্ষে কে জিনিত নলে ?
সে বিদ্যা যদ্যপি নল পায়,
বধিবে আমায় ;
ঈর্ষ্যায় ঠেকি'ছি মহাদায়,—
ঈর্ষ্যার প্রভাবে নলে ত্যজিবারে নারি !
রব দেহে তারি—
যা হবার হবে অবশেষে।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন

নল।

নল। কীর্ত্তি মম ঘুষিবে জগতে,—
আইলাম ঘোর বনে পত্নীরে ছাড়িয়ে!
সত্য সখা কর্কট আমার;
কুসিৎ আকার হিত হেতু মম।
কান্তি আর নাহি চাই;
হেমকান্তি দময়ন্তী দিছি ডালি;—
পূর্ব্ব রূপে হব লোকে ঘৃণার ভাজন।
অধীনতা কেমনে স্বীকার করি?
ফিরে যাই চ'লে; ফলে মূলে
কোন মতে কেটে যাবে দিন।
ছি! ছি! পরের অধীন?—
এত ছিল ভাগ্যে মোর?
দময়ন্তি! প্রাণেশ্বরি!
প্রাণ ছিঁড়ে সাধে কি এসেছি চলে?
হ'তে হবে পরের অধীন—
জীবন-নির্ব্বাহ হেতু।
আহা! প্রাণেশ্বরী আছে কি আমার?
জানু পাতি' জুড়ে কর, তুলে চাঁদ মুখ,
বার বার ব'লেছিল—'ছেড়না আমায়!'
আহা! অবলায় কোথায় ভাসায়ে এনু!
আহা! কেহ যদি বলে—সুখে আছে প্রাণেশ্বরী,-
প্রাণ দিতে না হই কাতর।
প্রিয়ে! গিয়েছ কি বিদর্ভনগর?
অহো! চিন্তায় উন্মাদ হব।
যা হবার হয়েছে আমার,—
ঘুচেছে জঞ্জাল।—
প্রিয়া সনে আর নাহি হবে দেখা।
একা—একা আমি বিপুল সংসারে!
ভগবান্! নাহি ক্ষতি, করেছ দুর্গতি—
ধর্ম্মে যেন রহে মতি।
ছি! ছি! পত্নী-ঘাতী—ধর্ম্ম কোথা মোর!
আহা! প্রাণের প্রতিমা—
কোথা ফেলে আসিলাম চলে?
আহা! পড়ে মনে—ধরণী-শয়নে—
পূর্ণ-শশী জিনি' রূপছটা;—
আহা!
বয়ান বহিয়ে পড়েছে রোদন-ধারা;
আছে রেখা রঞ্জিত বদনে;—
আহা! প্রাণেশ্বরী আমা-হারা উন্মাদিনী!

(বৃদ্ধার প্রবেশ)

পথ নাহি জানি,
কোন্ পথে অযোধ্যা যাইব?
মাতা, কৃপা করি' বলিবেন মোরে—
কোন্ পথ অযোধ্যা যাইতে?

বৃদ্ধা। ওমা! কে তুমি?

নল। আমি, আমি—

বৃদ্ধা। বাবা গো! মলুম গো! গেলুম গো!
বন থেকে বেরুল আঁই আঁই করে গো!

নল। ছি! ছি! ধিক্ প্রাণে—
সবাকার ঘৃণার ভাজন আমি।

(একজন লোকের প্রবেশ)

লোক। কি গো? কি গো?

বৃদ্ধা। দেখ গো, তালগাছ যেন মিন্‌সে—
খোনা খোনা রা, বাঁকা দুটো পা,
বলে—"আঁয়না, আঁয়না,
বঁনের ভিঁতর আঁয়না, ঘাড় ভাঙ্গি।"

লোক। কে তুমি?

নল। আমি বনবাসী।

লোক। বাসী আছ বাসীই আছ,—বনে লোককে কেন ভয় দেখাও?

নল। মাত্র জিজ্ঞাসিনু—
কোন্ পথ অযোধ্যা যাইতে?
নাহি জানি বৃদ্ধা কেন পেলে ভয়।

লোক। কেন পেলে ভয়? যে বর্ণের ঘটা—সাঁকচুর্ণী ডরায়। চল গো চল, ও একটা মুরোদ, বলেন বাসী; বাসী

আমরা জানি না,—বাসী অমন ফিট্ ফাট্ ?—জটা হবে, নখ হবে।

[বৃদ্ধা ও লোকের প্রস্থান।

নল। ভাল হ'ল—
নল ব'লে কেহ না জানিবে আর ;
সখা ! সখা ! তোমার কৃপায়
নল নাম ডুবিল ধরায় ;—
অধীন হইতে আর নাহি হয় ডর ;—
আর নাহি লজ্জা ভয় ,—কেহ না চিনিবে।
আহা ! প্রাণেশ্বরি !—আর কোথা দেখা পাব ?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

চেদিনগর—রাজবাটীর সম্মুখ

নাগরিকগণ ও দময়ন্তী।

দম। ব'লে দাও—রাখ মোর প্রাণ—
এ' পথে কি গেছে পতি ?
১ম নাগ। আরে ও পাগ্‌লি ! এ জানে।
দম। বল, বল—রাখ গো মিনতি,
জান যদি,
বল—কোন্ পথে গেছে মোর পতি ,—
আয়ত লোচন—
বর্ণ যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন—
গুণধাম, সর্ব্বসুলক্ষণঠাম ;
ব'লে দাও, কোন্ পথে যাব—
কোথা তাঁর দেখা পাব ?
আহা ! কোথা তুমি, প্রাণেশ্বর !
বনে ভ্রমি' হয়েছ কাতর ?
এস নাথ ! দাসীর নিকটে।

(ছাদের উপর রাজমাতা ও ধাত্রী)

রাজ-মাতা। ধাত্রি ! দেখ পাগলিনীপ্রায়
কে রমণী যায় ;
অর্দ্ধবাসে—বিমলিনী-বেশে—
তবু যেন কাঞ্চন মৃত্তিকামাঝে।
আন, অভাগীরে আন ; পরিচয় জান,—
কেন বামা কাঙ্গালিনী !
আহা ! ভুজঙ্গিনীশ্রেণী
কেশগুচ্ছ ধুলা-বিলুণ্ঠিত।
দম। প্রাণেশ্বর ! নিশ্চয় বলে হে প্রাণ,
পাব পুনঃ দরশন।
তবে কেন রয়েছ অন্তর,
অন্তরের অন্তর আমার ?

(ধাত্রীর দ্বারে আগমন)

ধাত্রী। কে তুমি গো পাগলিনীপ্রায়,
কর, কার অন্বেষণ ?
দম। সুভাষিনি ! পতিহারা পাগলিনী আমি ;
পার ব'লে দিতে—কোথা গেছে স্বামী ?
ধাত্রী। এস, রাজমাতা ডাকিছে তোমায়।
দম। মা গো, যাব আমি পতি-অন্বেষণে ;
বিলম্ব করিতে নারি।
ধাত্রী। একা নারী ধরামাঝে—
পতি কোথা খুঁজে পাবে ?
রাজমাতা—বড় কৃপাময়ী।
লহ আসি' আশ্রয় তাঁহার,—
উপায় হইবে তাহে।
দেখ, রাজমাতা দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আদরে গো ডাকেন তোমারে।
দম। মা গো ! দেবে কি গো পতিরে আনিয়ে মোর ?
রাজ-মাতা। শান্ত হও ; শুনি আগে বিবরণ,—
কে তুমি ? কোথায় পতি তব ?
দম। সৈরিন্ধ্রী আমার পরিচয় ;
ছিল, পতি মম বহুগুণাধার।
হায় ! বঞ্চনা ধাতার—
দ্যূত-পণে সকলি হারিল ;
বনে গেল আমা ছাড়ি।
মা গো ! বহু ক্লেশে খুঁজি দেশে দেশে—
প্রাণেশে কোথায় পাব ?
হয়েছি হতাশ—দে গো মা আশ্বাস—
পতিরে আনিয়ে দেবে।
ও মা ! রাখ প্রাণ—প্রাণনাথে হারায়েছি।

রাজ-মাতা। শুন সুলোচনে! রহ এ ভবনে,
ক্লেশ কিছু নাহি হবে;
পূজা হেতু কুসুম তুলিবে—
অন্য ভার নাহি দিব;
বলিও লক্ষণ—
দেশে দেশে পাঠাব ব্রাহ্মণ,
তব পতি-অন্বেষণ হেতু;
কন্যাসম থাকিবে হেথায়।
কেঁদো না মা, অভাগিনী,
ওমা! পতিপ্রাণা! কতই সয়েছ!

দম। মা! মা আমার কৃপাময়ি!
তনয়ায় রাখ দায়ে;
রেখো মা, দাসীর প্রাণ—
ও মা! জান ত নারীর ব্যথা।

[সকলের প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। অলপ্পেয়ে পুষ্করে যে রাখ্‌লে ধ'রে—তা না হলে কি রাজা হাত-ছাড়া হয়? সাত দিন গেল কারাগার থেকে বেরুতে—এখন কোন্ পথে কোথায় গে ধ'র্‌বো? বাবা! ভাঙ্গা জান্‌লা ভগবান্ দেখিয়ে দিলে। বামুনের ছেলে ধানে-চালে দে মার্‌বে! আর খুঁজবো কোথায়?—বাপের জন্মে যে নাম শুনিনি—এমন মুলুক বেড়িয়ে এলুম। আবার এর নাম শুন্‌ছি—চেদি। রাজ-বাড়ী কি সাধে দেখে যাই?—পাঁকে ব্যাঙ্ থাকে! হোমা পাখী—গিরিশৃঙ্গেই বসে।

(দুই জন লোকের পুনঃ প্রবেশ)

১ম লোক। দেখ, দেখ, তখন সেই পাগ্‌লী "স্বামী কোথা ব'লে দাও" বলছিল; আর এখন এ পাগলা বামুন আপনা আপনি কি ব'ক্‌ছে।

বিদূ। ব'ক্‌ছি—তোমার বাড়ী আত্মশ্রাদ্ধ খাব; বলি পাগ্‌লী কে? কি বলে—"পতি কোথা ব'লে দাও মোরে"?

২য় লোক। দেখ্, দেখ্, এও খেপ্‌লো—

বিদূ। বলি—এ কি পাগল-করা-দেশ? সাদা কথা বল্‌ছি, তবু পাগল ব'ল্‌ছিস আমায়? দাঁড়া, দাঁড়া—আমি ও শিখ্‌লুম। দেখ্, দেখ্—পাগলা বেটা হাসছে দেখ্।

১ম লোক। বাঃ! এ রঙের বামুন।

বিদূ। বা! এ সঙের মিন্‌সে।

২য় লোক। বামুন পাগল নয় ধূর্ত্ত।

বিদূ। চটে চলে যাও কেন বাবা? আপোসে দু' কথা হয়ে গেল—এখন চল—তোমার বাড়ী ভোজন করিগে।

১ম লোক। রসের সাগর!

বিদূ। না, না—উদরটা বড় ডাগর! তাই ভাব'ছিলাম—তোমায় কৃতার্থ ক'র্‌ব। তায় আর কাজ নাই; এ পাগ্‌লী কোথা গেল বল দেখি?

[দুইজন লোকের প্রস্থান।

(এক জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

স্ত্রী। আহা! পাগ্‌লীকে খুঁজ্‌চ? পাগ্‌লী তোমার কে গা? আহা! কোন্ অবাগী—স্বামী হারিয়ে পাগল হয়েছে,—আদর করে রাজমাতা তারে বাড়ী নিয়ে গেছেন।

[প্রস্থান।

বিদূ। বুঝি, দময়ন্তী বেঁচে আছে; নইলে, পাগল হ'য়ে স্বামী খুঁজে বেড়াবে কে? রাজাটা চিরকাল জানি—এক বগ্‌গা;—কোথা চলে গেছে; মাগী কেঁদে কেঁদে পথে বেড়াচ্চে। দেখ, আমার বুদ্ধি আছে; গুরুমশাই শালা যে কান মলে দিলে,—নইলে ক, খ, শিখ্‌তেম। আজ এখানে থাকন, পাগ্‌লী দেখন—তবে গমন; যদি ঠিক জান্‌তে পারি—তবে ধরি; সন্ধান নিই।

[বিদূষকের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

সুনন্দা ও দময়ন্তী।

(সুনন্দার গীত)

মালকোষ বাহার—কাওয়ালি।

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি তারে।
কোথা রবে?— দেখা দেবো
ভালবেসে সে আমারে।
কাঁদে প্রাণ তারি তরে সে ত তা বুঝে অন্তরে;
জেনে শুনে কোমল প্রাণে
বেদনা সে দিতে নারে।

সুনন্দা। আহা!
হেথা তুমি সখি, নীরবে রোদন কর?
কর নি শয়ন? ক্লান্ত তুমি অতিশয়।
দম। রাজবালা! সুধাময় সঙ্গীত তোমার!
শুনে গান উন্মাদিনীপ্রাণে
আশা পুনঃ হয় বিকশিত।
সুনন্দা। সখি। কেন লো নিরাশ হ'বি?
ভালবাসি যারে—
সে আমারে কোথা ফেলে রবে?
দম। সখি! যত্ন বিনা হারাই রতন;
কাল-নিদ্রা এল গো, আমার;
হায়! কেন পুনঃ জাগিনু কাঁদিতে?
কাল-নিদ্রা এল সখি!
তাই ত হারানু নাথে।
সুনন্দা। আহা! বিস্তর সয়েছ, সখি!
কথা কও; মনোব্যথা রেখো না লুকায়ে।
আমি ভগ্নী সম;—
কাঁদ, সখি! প্রাণ খুলে কাঁদ মোর কাছে।
সংজ্ঞা-হীনা বনপথে ছিলে যবে প'ড়ে—
না জানি গো, কি হ'ল তোমার মনে।
সখি!
বল মোরে কে তোমারে করিল চেতন?
আহা!
কাঙ্গালিনী, পতি-হারা, কতই সয়েছ!—
বল তব দুঃখ-কথা,—
অশ্রুজল দিব বিনিময়ে।
দম। মূর্চ্ছাগত বন-পথে ছিলাম পড়িয়ে,
সংজ্ঞা লাভ করি এক তাপস-কৃপায়।
তেজঃপুঞ্জ উদাসীন কহিলা আমায়;—
"যাও, বৎসে!—পশ্চিম প্রদেশে,
পূরিবে গো, মনোরথ।"
আচম্বিতে তপাচারী হ'ল অদর্শন।
নাথ বিনা সব শূন্য হেরি,
চলি ধীরি ধীরি;—
পথে দেখা বণিকের সনে।
দলবদ্ধ যায়, দেখিয়া আমায়
এক জন কৃপায় করিল সাথী;
পরে হেরি' রম্যস্থল, বণিকসকল
বিশ্রামের হেতু রহে;
হেন কালে দৈব বিড়ম্বন,—
মত্ত করী আইল তথায়—
চরণের ঘায়', হত হ'ল কত জন।
প্রাণ-ভয়ে পলায়ে আইনু;
রাজ-মাতা দেখিয়ে আমায়
কৃপায় আনিল পুরে।
সুনন্দা। আহা!
ফেটে যায় বুক দুঃখ-কথা শুনে তব।
সাধ্বী তুমি, পতিরতা, গুণবতী,—
সখি! এ' দিন না রবে তোর।
বরাননে!
মলিন বসনে কেন গো, রহিতে সাধ?
কেন নাহি পর বেশ-ভূষা?
দম। নাহি জানি সুবদনি!—কোথা' প্রাণেশ্বর,—
কি দশায় আছেন কোথায়;
অর্দ্ধবাসে গিয়াছেন ফেলে;
ভাগ্য-ফলে যদি দেখা পাই—
অর্দ্ধবাস ত্যজিব তখন;
নহে, ভিখারিণী পতি-কাঙালিনী আমি;—
অর্দ্ধবাস—যোগ্য পরিচ্ছদ মম।
সুনন্দা। আহা! সতি, পতিভক্তি শিখি তোর কাছে।
দম। নৃপতি-নন্দিনি, আমি অভাগিনী—
পতিভক্তি যদি গো জানিব—
কেন তবে প্রাণধনে রাখিতে নারিব?
যুগপ্রায় দিন বয়ে যায়,—
কোথায় আমার নাথ?
বজ্রাঘাত করিয়া বিপিনে
চলে গেল—আর ত এল না;
কাল-নিদ্রা আসিল আমার;—
প্রাণনাথে হারাইনু।

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী। ওগো! একজন গণৎকার এসেছে; সব ঠিক ঠাক্ ব'ল্‌ছে।

সুনন্দা। কোথা ? ডাক্ না।

ধাত্রী। এই যে আস্‌ছে।

(ছদ্মবেশী বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। কাগা আয়, কাগা আয়,
ষড়াননের একই রায়,—
তুষ্ট বড় কাঁচা মোণ্ডায়।
(স্বগত) এই ত মাগী, মড়াঞ্চে পোয়াতির ঝি ;
আর লুকাবে ? ধরেছি।

দম। দ্বিজবরে কোথা কি দেখেছি ?

বিদূ। ঐ যে শুঁট্‌কো মাগী মাটীমাখা—
ওর ছিল অনেক টাকা ;
ওর স্বামী বড় একগুঁয়ে,—
উড়িয়ে দিলে এক ফুঁয়ে।

দম। পরিচিত স্বর !
কে তুমি হে দ্বিজ ?

বিদূ। সোজা বোঝো,—
পরিচয় দেও—
বাপের বাড়ী চ'লে যাও।
এখন রাজা কোথা বল,
ল'তে এসেছি, বাপের বাড়ী চল।

(কৃত্রিম দাড়ি পরিত্যাগ করিয়া)
এই দাড়িতে আগুন,—
আমি সেই ঠেঁটা বামুন !

দম। এ কি ! রাজসখা হেথা ?
জান যদি বল, ওহে !—কোথা নলরাজ ?

বিদূ। তুমি চল, তার পর তাঁর সন্ধানে ঘুরছি ; যাবে কোথা ? দিন দুই তিনে ধ'র্‌ছি।

সুনন্দা। সখি ! ভগ্নি ! দময়ন্তি ! তোর হেন দশা !

(রাজ-মাতার প্রবেশ)

রাজ-মাতা। দময়ন্তি ! বাছা, দাও নাই পরিচয়,—
এই সে জটুল চিহ্ন !
ওমা, তুই মোর ভগ্নীর ঝিয়ারী ;
বিদর্ভনগরে আজি পত্র পাঠাইব ;—
পিতা মাতা উদ্বিগ্ন তোমার।
আয়, মা সুনন্দা ! তোর ভগ্নীরে লইয়ে—
স্বহস্তে করেছি পাক—দেখ সে কেমন।

[বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিদূ। ওরা ত পাক ক'রেছে ;
আমার যে পাক পাচ্চে।
দেখি কোথা ভাঁড়ারী খুড়ো—
মিল্‌বেই পেটের মত এক গুঁড়ো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—০ঃঃ০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ঋতুপর্ণ রাজার বাটী—প্রাঙ্গণ

বিদূষক ও ছদ্মবেশী নল।

বিদূ। (স্বগত বাহুক ত বাহুক—আমি ঢের বাঁকা হুক দেখেছি ;—বিনা আগুনে রাঁধ্‌তে হয় না। এই—নল ; কিন্তু সন্দেহ হ'চ্চে—পুস্কুরে রঙ্‌টা কোথা পেলে ?—

নল। (স্বগত , জীবনের অলঙ্কার ছিল রে আমার—
স্বেচ্ছায় ফেলিনু জলে ;
ভুলিব কেমনে ? ভোলা কি সে যায় ?
অশ্রু-আঁখি বিধুমুখী,—
পলে পলে দেখা দেয়।
আমার—আমার জীবন আঁধার
তারে কি ভুলিতে পারি ?
আহা ! প্রাণের এ কালী কি দিয়ে ধুইব ?
প্রিয়া আমা বিনা নাহি জানে ;
গহনে আইনু ফেলে—
তবু সে ত দোষে নি আমায় ;
সে তেমন নয় ; কেঁদে ছিল উন্মাদিনী।
হায় ! বারেক না দেখিলে আমায়—

স্বর্ণ-পদ্ম তখনি শুখায় ;
এত দিনে আছে কি আমার প্রিয়া ?
হায় ! বলা নাহি হ'ল—
কত কথা মনে ছিল ;
প্রাণের জ্বালায় পলায়ে এসেছি, প্রিয়ে !
ওহো ! জ্বালা নিভিবার নয় ;
বুক ফাটে—অৰ্দ্ধবাসা –
অরণ্যের দশা মনে হ'লে !

বিদূ। (স্বগত) এই যে—সেই হাত পা চালা, ওপর চাউনি ; আমি ও চিনি—আমার ঠিক মনে আছে ; সেবার ধ'রেছিলেন স্বর্ণহাঁস—এবার কাটুচেন ঘোড়ার ঘাস ! (প্রকাশ্যে) বলি, মশাই, আজ অতিথ হেথায়।

নল। শুভ দিন মম ;
প্রভু ! করুন বিশ্রাম।

বিদূ। (স্বগত) সেই স্বর ;—নল না হ'য়ে আর যায় কোথায় ? (প্রকাশ্যে) বলি, মশাই, আপনাকেই হয় ত যেতে হবে।

নল। কোথা ?

বিদূ। বিদর্ভ নগরে।

নল। কোথা ?

বিদূ। বিদর্ভ নগরে ;—দময়ন্তী—

নল। দময়ন্তী ? কোথা ? কে সে ?

বিদূ। (স্বগত) হুঁ হুঁ, গলা যে কাঁপে !
(প্রকাশ্যে) দময়ন্তী হবে স্বয়ম্বরা—
আসিয়াছি নিমন্ত্রণ দিতে,
রাজ-দরশন সহজে না পাওয়া যায়,
ভাব্‌লেম—আছেন বাহুক মশাই,
অতিথ গে হই সেথা।

নল। দময়ন্তী—স্বয়ম্বরা বিদর্ভ নগরে ?
এ কোন্ বিদর্ভ নগর ?

বিদূ। মশায়ের জন্য আবার ক'টা বিদর্ভতয়ের হবে ?

নল। দময়ন্তী—স্বয়ম্বরা ?

বিদূ। তা'হলে তাড়ান্ না কি ?

নল। না—না, শুনিয়াছি—
দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হ'য়েছিল একবার।

বিদূ। বলি, মশাই, রাজারাজড়ার কার্‌খানা—তার ঠিকানা কি ? সব সখের উপর কাজ ; সক্ ক'রে দেখুন—নলরাজা গেল ছেড়ে—

নল। আঃ !

বিদূ। মশাই কি ব্যাজার হ'লেন ?

নল। ভাল, মহাশয় !
দময়ন্তী—পুনঃ স্বয়ম্বরা ?
নিশ্চয় জানেন সমাচার ?

বিদূ। মশাই, হলপ না নিলে কি বিশ্বাস ক'র্‌বেন না, না কি ? না মশাই, স্বয়ম্বর নয় ; চলুন ঘরে—ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ !

নল। প্রভু ! ক্ষমুন আমায়,
ভুলে আছি কথায় কথায় ;
আয়োজন কি করিবে দাস ?

বিদূ। ভাল রকম এসে না রন্ধন,
মোণ্ডা পারি বিলক্ষণ।

নল। মিষ্টান্ন প্রস্তুত এখানে।

বিদূ। দিন এনে।

(নলের মিষ্টান্ন দান ও ব্রাহ্মণের বন্ধন)

নল। মহাশয় ! ক্ষুধার্ত্ত আপনি, করুন ভক্ষণ ;
আরো দিব মিষ্টান্ন আনিয়ে ;
যত ইচ্ছা যাবেন লইয়া।

বিদূ। দেন আরও বেঁধে লব ; কি জানেন—রাজার বাড়ী একটু চাপাচাপি হয়েছে ; তিল্ ধর্‌লে তালটা খেতুম্ ; কিন্তু সে যোগাড় আর নেই মহারাজ দাঁড়িয়ে থেকেই খাওয়ালেন।

নল। বলিলেন—হয় নাই রাজ-দরশন।

বিদূ। বল্লুনই বা ; বল্লুম ব'লে কি আর রাজাকে খাওয়াতে নাই ? (স্বগত) না মন, মোণ্ডার লোভ সাম্‌লাও ; ধরা পড়ে যাবে ; রাজা ত দু'হাতে বদনে ফেলা দেখেছে।

নল। (স্বগত) এ কি বাতুল ব্রাহ্মণ ?
মহাশয় ! দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা হবে ?

বিদূ। নইলে কি, মশাই, ছেলে খেলার পথ ?—কড়া পা—নইলে, হাঁটু অবধি ক্ষয়ে যেত !—বাবা ! তর বেতর দেশ, প্রাণ পুরে হাঁটো।—

নল। পুনঃ স্বয়ম্বরা ?—
হেন কথা শুনি নাই কভু ?

বিদূ। মার পেট থেকে পড়েই কি শোনে ? ক্রমে

থাক্‌তে থাক্‌তে শুন্‌তে হয়। আগে কি কেউ শুনেছে—যে আধখানা শাড়ী পরিয়ে, বনে স্ত্রী ছেড়ে যায়? পুণ্যশ্লোক নলরাজা পথ দেখালেন।

নল। (স্বগত) তিরস্কার উপযুক্ত মোর;
দেশে দেশে গাবে এই যশ!
দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা?
না, না,—পতিপ্রাণা,—মিথ্যা কহে দ্বিজ;
কিম্বা কে বুঝে নারীর প্রাণ?
দময়ন্তী—আমার সে ধন, আমি তার;—
স্বচক্ষে না দেখে এ বিশ্বাস না হারাব।
হায়! আশা গায়—
বুঝি পাইতে আমায়
সরলা, এ প্রেমের ছলনা করে।
(প্রকাশ্যে) মহাশয়! এ সত্য স্বয়ম্বর?

বিদূ। আর কথায় কাজ নাই,—আপনি তাঁবা-তুলসী আনুন্।

নল। (স্বগত) এও কি কলির ছল?
ছল—নিশ্চয় এ ছল।
প্রণয়িনী সে আমার—
সে ত নয় দ্বিচারিণী;
বুঝি এত দিন বেঁচে নাই;
আমা বিনা সে রহিতে নারে।
দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা?
জানিলাম তবে—ধরায় রমণী নাই;—
ধর্ম্মপত্নী, জীবনসঙ্গিনী,
পতিপ্রাণা নারী নাই।
এই বার সৃষ্টিলোপ হবে;
সে আমার প্রাণের প্রতিমা,—
সে আমায় ভুলে গেছে?
এ কথায় নল না প্রত্যয় করে।

(ঋতুপর্ণের প্রবেশ)

ঋতু। শুন হে বাহুক, বিদ্যার পরীক্ষা দেহ;
যেতে পার বিদর্ভনগরে?
কালি স্বয়ম্বর তথা।

নল। মহারাজ,
কালি প্রাতে উত্তরিবে রথ তথা।

ঋতু। হে বাহুক! সত্য, কি কৌতুক?

নল। মহারাজ! অধীনের কৌতুক না সাজে।

ঋতু। অনুমান আছে কি তোমার—
কত দূর বিদর্ভ নগর?

নল। মহারাজ! গুরুর কৃপায়
মম হস্তে—হয় তড়িৎ-গমনে ধায়;—
বিদর্ভ নগরে যেতে নহে বড় কথা।

ঋতু। হও ত্বরা, এখনি যাইতে হবে।

বিদূ। এখন আমার কি উপায়?—পায় পায়?

ঋতু। হেথায় ব্রাহ্মণ তুমি,—
যাবে পিছে চতুরঙ্গ দল;
যেও অন্য রথে।

বিদূ। মহারাজ! বিস্তর ক্লেশ পেয়েছি পথে;—
দেশ নয়—যেন বাঘ!
তাই প্রাণটা চাচ্চে দেশে যেতে;
বামুনের ছেলে—
নিয়ে যাবেন্ রথের এক ধারে ফেলে।

ঋতু। হও তবে প্রস্তুত সত্বর।

[ঋতুপর্ণের প্রস্থান।

বিদূ। সত্বর!—তবে মোগ্‌ড়া বেঁধেছি কেন?
মহারাজ! প্রস্তুত—জান্‌বেন পা বাড়িয়েছি যেন।

নল। দ্বিজবর! যাই রথ করিতে প্রস্তুত।

বিদূ। চলুন মশাই, আমিও যাই; কিন্তু, দোহাই যদি মূর্চ্ছা যাই, এক বার থামিও; শুনেছি, বেজায় তোমার রথের টান।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দময়ন্তী ও কেশিনী (সখী)।

দম। জান ত সজনি, হংস-মুখে শুনি,
এই তরুতলে বসিয়ে বিরলে—
ভাসি অবিরল নয়নের জলে।
ভাবিতাম—সে আমার হবে কি না হবে।
সখি, হেরিলে এ কুঞ্জ-আমোদিনী

চমকি—তখনি ; মনে পড়ে—
এই খানে প্রাণনাথে প্রথমে দেখিনু ;
লাজ পরিহরি,
আঁখি ভরি, হেরিলাম অতুল মাধুরী !
সই রে ! আজি কোথা সে আমার ?
ধিক্ প্রাণ !
অভাগীর তরে কলি সনে বিসংবাদ ;—
মনে হলে মৃত্যু হয় সাধ—
অভাগীর তরে রাজ্যেশ্বর বনবাসী !
সখি, আগে কি গো জানি—
উন্মাদিনী—পাব গুণমণি ?
আগু পাছু না ভাবিনু—
নলেরে বরিনু,—
প্রাণনাথে ভাসাইনু অকূল পাথারে !
এত যদি জানিতাম সখি !
ত্যজিতাম ছার প্রাণ ;
কলি-কোপে না পড়িত প্রাণপতি ।
ছি ! ছি ! আমি স্বামীর দুঃখের হেতু ।

কেশিনী । সুদিন কুদিন আছে চিরদিন ;
ভেবনা—ভেবনা ;
পতি-পরায়ণা তুমি সুলোচনা ;
যত, সখি, সয়েছ পতির তরে—
দ্বিগুণ আদরে হবে পুনঃ রাজ্যেশ্বরী ;
মেঘ-অন্তে পূর্ণচন্দ্র উদয় যেমন—
তব প্রাণধন পুনঃ আসি দেখা দিবে ।
সতর্ক, সত্বর,
দেশে দেশে গেছে রাজচর,—
নলরাজে পাইবে নিশ্চয় ;
দৈবের ছলনে—
ফেলিয়ে কাননে গিয়াছেন পতি তব ;
বার্ত্তা পেয়ে আসিবে সে ধেয়ে,
হৃদয়ে ধরিতে তোরে ;
রাজ-সখা বান্ধব-বৎসল,
করি' নানা ছল—
দেশে দেশে করে অন্বেষণ ;
জান তুমি—অতি বিচক্ষণ সে ব্রাহ্মণ ;
অন্তঃপুরে অন্বেষণ করিল তোমারে ;
শুনি তব পুনঃ স্বয়ম্বর,
নল নৃপবর যথায় রহিবে,
ব্যগ্র হ'য়ে আসিবে সত্বর ;
কেঁদনা, সজনি, আর !

দম । সখি ! প্রভাত-সমীরে
পত্র যথা কাঁপে তর তর—
কাঁপিছে অন্তর স্বয়ম্বর কথা ক'য়ে ;
কি জানি লো, যদি গুণনিধি,
ঘৃণা করি' পাপিনী ভাবিয়ে
আর নাহি দেন দেখা ।
মনে কত হয়—
নিশি-দিন স্থির নহে প্রাণ ;
কি হবে, কি হবে—মরি ভেবে ভেবে,
এ যাতনা সহিতে না পারি ;
তবু মরিতে না চাই সই !
কই প্রাণনাথ কই ?
মরিব লো ! দেখিতে দেখিতে তাঁরে ;
সই রে, কাঁদিতে জনম গেল !

কেশিনী । সখি, অনল-উত্তাপে
কাঞ্চন দ্বিগুণ শোভা ধরে ;
দুঃখ তব গৌরবের তরে,—
প্রেমের পরীক্ষা তোর ;
প্রাণকান্তে পাবে, দুঃখ ভুলে যাবে,
গল্পচ্ছলে দুঃখ-কথা কহিবে সোহাগে ;
নব অনুরাগে—
পুনঃ হবে সুখ-সম্মিলন ।

দম । সখি, আর সোহাগের নাহি সাধ ;
না জানি গো, কত অযতনে
কোথায় বঞ্চেন নাথ ;
রাজ্যেশ্বর—কভু নাহি সহে ক্লেশ ;—
প্রাণেশে কি পাব আর ?
সই, যত কাঁদি—
বাড়াতে যন্ত্রণা
পোড়া আশা তত করে মানা ।
শরৎ-বর্ষণে বিরাম যেমন—

কভু হাসি, কভু কাঁদি ;
কভু ভাবি মনে—
নাথ অন্বেষণে পুনঃ যাই বনে ;
দুঃখে, অভিমানে
কিরাতের সনে বুঝি বা আছেন নাথ ;
কিম্বা কোন্ বিজন গহ্বরে—
নাহি হেরে নরে—
আছেন বা প্রাণেশ্বর ;
হায় সখি, মম ভাগ্যে পতি-সেবা নাই ;
তাই প্রাণনাথ পলাইল আমা ছাড়ি' ;
নহে, সে তেমন নয়—
আমা বিনা কোথাও না রয় ;
সই ! সে আমার—
আমার সে হৃদয়ের রাজা ;
তবে কেন হ'ল গো, এমন !—
কোথা মোরে আছে ভুলে ?

কেশিনী। পতি-ধ্যান, পতি-জ্ঞান,
পতি-পূজা দিবা নিশি—
ইষ্ট দেব পতি তব ;
পরি' অর্দ্ধ শাড়ী
তপাচারী তুমি পতির সাধনে ;
এ সাধন বিফল না হয়।
পতি-ভক্তি উঠিবে ধরায়,
পতিব্রতা পতি যদি নাহি পায় ;
সতীর বাসনা পূর্ণ করে নারায়ণ।
যার তরে ঝরে আঁখি-নীর—
সে কি আছে স্থির ?
দিয়ে অর্দ্ধ চীর ছেড়ে গেছে বনমাঝে—
নিশি দিনে শেল সম বাজে তাঁর প্রাণে।
আসিলে যামিনী,
চক্রবাক-চক্রবাকী যথা—
কাঁদে দোঁহে দুই পারে,
তেমতি তোমরা সই !
পোহায় রজনী,
আসে দিন,—হবে লো মিলন।

দম। রাজরাণী ছিলাম সজনি !
প্রাণনাথে শত শত কিঙ্কর সেবিত ;
ভেবেছিনু—বনে থাকি' নাথ সনে
রাজ্যসুখ ভুলাইব সেবা করি ;
ছি ! ছি ! বিড়ম্বনা, রহিল বাসনা,—
হায় পতি-হারা কত দিন রব আর ?

কেশিনী। সখি, চল যাই রাণীর আগারে ;
শুনি গিয়ে—
কোথা হ'তে কিবা আসে সমাচার।

দম। চল যাই ; যত দিন রব—
আশা কভু না ছাড়িব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নগর-প্রান্ত

বিদূষক।

বিদূ। আমার তবু অভ্যাস আছে,—ঋতুপর্ণ বুঝি মরণাপন্ন ! আজ রিশের উপর রথ চালান ! রাজা আজ ঘুম'বে—ওর রঙটা আমি ধুয়ে ফেল্‌ছি। বাবা ! এ খোস্‌খত্ রঙের মসলা পেলে কোথা ? কি—ঘেঁটু পাতা ফাতা মেড়ে বুঝি ক'রেছে। আমার সন্দ হয়, ছটাক খানেক পুঙ্কুরে ঘাম আছে। এই রইলেন গোঁপ্—আর এই রইলেন দাড়ি ; বাবা ! সারারাত্ কুট্‌কুটিয়ে মরি। এই বার পাড়ি দিই রাজ-সভায়। ঋতুপর্ণটা কি ক'র্‌বে ?—খানিক আম্‌তা আম্‌তা ক'র্‌বে আর কি।

[প্রস্থান।

(নল ও ঋতুপর্ণের প্রবেশ)

নল। মহারাজ, আশ্চর্য্য গণনা-বিদ্যা তব,
দৃষ্টিমাত্র গণিলে রাজন্ !
দেখিলাম ন্যূনাধিক এক পত্র নয় ;
কৃপা করি, দেহ বিদ্যা মোরে।

ঋতু। গুণবান্ তুমি হে বাহুক !
যোগ্য পাত্র এ বিদ্যা লইতে ;
চিত্ত-স্থৈর্য্য এ বিদ্যার মূল।
মনের নয়ন—সদা উন্মীলন ;

নিমেষে সংসার হেরে !
সদা সচঞ্চল—ধারণা না রহে তার।
দীক্ষা নাহি দিব—সমযোগ্য তুমি মম ;—
বৃক্ষপত্রে মন্ত্র লিখে দিই।
নল। মহারাজ, দাস আমি—অধীন তোমার।
ঋতু। হে বাহুক !
কভু তুমি নহ সাধারণ।
হেন অশ্ব-সঞ্চালন সামান্যে কে জানে ?
ভাণ্ডাও না মোরে ;—
চিরদিন গুণের গৌরব রাখি,
লহ বিদ্যা।

[পত্র প্রদান।

নল। অশ্ব-বিদ্যা কৃপা করি, লন যদি প্রভু,
কৃতার্থ হইবে দাস।
ঋতু। তুমি—সখা মম ;
সখা, লব বিদ্যা তব ঠাঁই।
ভাল, কোথা গেল সে ব্রাহ্মণ ?

(ছদ্ম-শ্মশ্রু পতিত দেখিয়া)

হের ছদ্ম-শ্মশ্রু কার হেথা।
নল। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয় ;
আছে বুঝি রথে।
ঋতু। কর মন্ত্র-পরীক্ষা বিরলে ;
ততক্ষণ দেখি বন-শোভা ;
পশ্চাৎ আনিহ রথ।
নল। যথা আজ্ঞা, মহারাজ !

[ঋতুপর্ণের প্রস্থান।

এ কি ! অন্ধ চক্ষু কোথা ছিল এত দিন ?
এই বৃক্ষ কোটি পত্র ধরে !

(কলির প্রবেশ)

কলি। মহারাজ, রক্ষা কর মোরে।
তুমি দয়াময়—কৃপা কর, আমি কলি ;
ছলিয়া তোমায়—
কি কহিব কত দুঃখ সহিয়াছি নররায় !
একে তব পুণ্য-তাপে তনু দহে,
দময়ন্তী-দীর্ঘশ্বাসে সন্তাপিত প্রাণ ;
তাহে, কর্কট-গরলে
দেহ মম অহরহ জ্বলে ;—
আর শান্তি নাহি দেহ রাজা।
নল। যাও, কলি, দিলাম অভয়।
কিন্তু, জিজ্ঞাসি তোমায়—
নির্দ্দোষীরে ছলি' কিবা ফল ?
কলি। অধিক না বল রাজা ;
অপকীর্ত্তি রহিল আমার ;
গৌরব বাড়িল তব।
সত্য করি সম্মুখে তোমার,—
যেবা তব নাম লবে—
মম অধিকার—
তদুপরে না রহিবে আর।
নল। মম দুঃখে ঘুচে যদি মানব-যন্ত্রণা—
ছল নহে—বর তব কলি !
যাও নিজ স্থানে, করেছি মার্জ্জনা ;
নহ তুমি দোষী,—
ভুঞ্জিলাম নিজ কর্ম্ম-ফল।
কৃপায় তোমার,—
কীর্ত্তি মম রহিল ধরণী-তলে।
কলি। আজ্ঞা কর—যাই নিজস্থানে।

[কলির প্রস্থান।

নল। অদূরে নগর,—
কিন্তু, মহোৎসব-ধ্বনি কিছু নাহি শুনি।
মিথ্যা স্বয়ম্বর,—
ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয় ;
স্বর যেন পরিচিত।
নহে, কার শ্মশ্রু হেথা ?
সে আমারে ভুলিতে কি পারে ?
পিত্রালয়ে থাকিত যতনে—
কেন তবে আসিবে গহনে ?
ইন্দ্রাণী হইত, কেন বা বরিবে মোরে ?
মিথ্যা স্বয়ম্বর !
ভুলেছে আমায় ?—
এ সংসার দৈত্যের রচনা তবে !
হেন ধরা—ত্যাগ-প্রয়োজন,

যথা সতী নিজ পতি ছাড়ে।
হায়! জানি সে আমার -
তবু কেন যন্ত্রণা ঘোচে না?
কর্কটে না করিব স্মরণ;—
ছদ্ম-বেশে দেখিব এ স্বয়ম্বর।
ছাড়িয়াছে কলি—তবু কেন প্রাণে জ্বলি?

(ঋতুপর্ণের প্রবেশ)

ঋতু। দেখিলে কি মন্ত্র মোর পরীক্ষা করিয়া?
নল। বিদ্যা তব অদ্ভুত সংসারে!
ফুটিয়াছে নূতন নয়ন মম।
মহারাজ, আসিছেন বিদর্ভ-ঈশ্বর,
তব অভ্যর্থনা হেতু।
আসিয়াছি নগরের ধারে—
সমাচার দেছে বুঝি ব্রাহ্মণ যাইয়ে।

(ভীমসেনের প্রবেশ)

ঋতু। (নলের প্রতি) এই মহারাজ ভীম?
ভীম। অযোধ্যা-ঈশ্বর! বড় কৃপা তব।
পবিত্র বিদর্ভপুরী তব আগমনে:
করুন জ্ঞাপন—
কোন্ প্রয়োজনে পদার্পণ মমাগারে?
ঋতু। (স্বগত) কোন্ প্রয়োজন?
(প্রকাশ্যে)
মহাশয়! গৌরব তোমার প্রচার ভুবনময়;
আসিয়াছি সৌহার্দ্দ্য—কারণ।
ভীম। পরম সৌভাগ্য মম;
হেথা আর বিলম্বে কি কাজ?
কৃতার্থ করুন মোরে হ'য়ে অগ্রসর।

[ভীমসেন ও ঋতুপর্ণের প্রস্থান।

নল। কুহকে আচ্ছন্ন প্রাণ মোর;
কিছু না বুঝিতে পারি।
মিথ্যা স্বয়ম্বর।
কে বা সে ব্রাহ্মণ? যেন পরিচিত স্বর।
সখা মম!
কি আশ্চর্য্য! কলির ছলনে
নারিলাম সখারে চিনিতে?
রথ ল'য়ে যাই পাছু পাছু। [প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। বাবা! দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েই পেছু কাটিয়েছি। ঋতুপর্ণ কিছু বিস্ময়াপন্ন! এখন ত বাহুক মশাইকে না মেজে নিলে নয়! যদি রাজা-রাণীতে জোট খায় - আমিও ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বাম্‌ণীর আঁচল ধরি। সংসঙ্গে কাশীবাস; দেখনা—গরীব বামুনের ছেলে—আমাদের পিরীতে বাবা বিচ্ছেদ কেন? পিরীতটে কিছু ছোঁয়াচে রোগ;—রাজার ছোঁচ্‌ লেগেচে—বাম্‌ণীটাকে ছেড়ে আস্‌তে হয়েছে। কিন্তু, পিরীত অত গড়ায় নি,—নিম্‌পাতা বেঁটে মুখে মাখ্‌তে হয় নি! দেখ, কেমন আমোদ হ'চ্ছে, যদি সেদিন হয় রাজা যদি সিংহাসনে বসে—তা হলে পুরুরেকেও আশীর্ব্বাদ করি, আর লোককে গাল-মন্দ দেওয়া ছেড়ে দিই। তা নয়—স্বভাব যায় না মোলে।

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দময়ন্তী ও কেশিনী (সখী)।

দম। দেখ সখি, অদ্ভুত সারথি—
যার করে বায়ুভরে অশ্বগণ ধায়!
সখি, প্রাণ যায়—লহ পরিচয়।
বল গিয়ে—ছদ্মবেশ সাজে নাক আর।
সই, লোকলাজে কহিতে না পারি,
কত মনে করি;
ভাবি পুনঃ—অদৃষ্ট প্রসন্ন নয়।
শুনি' রথধ্বনি কত কাঁদি আমি উন্মাদিনী,
প্রাণসই, বিধি কি প্রসন্ন হবে?
কেশিনী। রাণি, এত দিনে দুঃখ অবসান তোর;
রাজপুরে যে কথা শুনিনু—
মম মনে ঘুচেছে সংশয়।
অন্য কেহ নয়—নল মহাশয়
উদয় সারথিবেশে।
অগ্নি বিনা করেন রন্ধন,
দৃষ্টিমাত্র স্নিগ্ধ নীরে শূন্য কুম্ভ ভরে,

নীরস কুসুম সরস কর-মর্দ্দনে ;
ক্ষুদ্র দ্বার হয় দীর্ঘাকার
সারথিরে দিতে পথ।
বল, এ' লক্ষণ নরে আর কার ?
ভাব যদি মলিন বরণ—
দেখ চেয়ে আপন বদন,
নিজ অঙ্গ হের হেমাঙ্গিনি !

দম। সখি, এ' লক্ষণে—
প্রত্যয় না মানে মন।
যাও তুমি, কথায় কথায়
জানাইও দুঃখের বারতা মম।
ব'লো আসি'—কি পাও উত্তর।
পার যদি বুঝিও অন্তর।
ব'লো ব'লো—পুত্র-কন্যা ত্যজি,
পতি সনে পশি বন মাঝে।
একাকিনী নিদ্রিতা কামিনী
ছাড়ি কোথা গেল স্বামী।
দেখ' দেখ'—এ কাহিনী শুনি,
আসে বা না আসে চক্ষে জল।
ব'লো যত পেয়েছি যন্ত্রণা ;
দীর্ঘশ্বাস করিও গণনা—
দেখ'—কোন' বেদনা আছে কি প্রাণে তার।
পার যদি কথায় কথায়,
আছি যে দশায়,
ব'ল' সখি, সারথিরে।
প্রাণে প্রাণে জানিলে লক্ষণ—
মম প্রাণধন তবে ত জানিব সই।

[দময়ন্তীর প্রস্থান

(রাজরাণীর প্রবেশ)

রাণী। শুন মা কেশিনি ! লোকমুখে শুনি—
বাহুক সারথি অদ্ভুত-প্রকৃতি নর !
কার্য্য তার লোকাতীত সব !
নলরাজসম সকলি লক্ষণ তার।

কেশিনী। দেবি ! নিশ্চয় এ নলরাজা।

রাণী। দময়ন্তী বিনা সত্য-মিথ্যা কে বুঝিবে ?

কেশিনী। দেবী আদেশ দেছেন মোরে
ল'তে পরিচয়।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

তোরণ

নল।

নল। (স্বগত) ছিল দিন—চতুরঙ্গ দলে
এসেছিনু বিদর্ভ নগরে ;
প্রতিবাদী ইন্দ্র স্বয়ম্বরে !
আজি—বাহুক সারথি !
দময়ন্তী আছে সুখে—
আর কিছু নাহি প্রয়োজন।
লোকালয়ে আর নাহি রব।
ছি ! ছি ! কেন হব ঘৃণার ভাজন ?
সকলি রহিল—আশা ফুরাইল ;—
প্রাণ যেন তরঙ্গে তরঙ্গে দোলে।
মনে হয়—সে যেন জেনেছে—
সে যেন চিনেছে ;
পলে পলে জ্ঞান হয়—আসে,
কহে সকাতর ভাষে,—
কেন নাথ ! ভুলে ছিলে ?
বিড়ম্বনা—বিড়ম্বনা !
ছি ! ছি ! পুনঃ স্বয়ম্বর !—
দেব নর সকলে জেনেছে।
সত্য, মিত্র কর্কট আমার ;
যদি প্রাণ যায়—নাহি দিব পরিচয়।

(কেশিনীর প্রবেশ)

কেশিনী। মহাশয় ! রাজকন্যা প্রেরিলেন মোরে
মহামতি আছিলেন নলের সারথি,—
জান যদি বল সূতবর !—
বনবাসে অর্দ্ধবাসে ত্যজি' বামা,
কোথা গেছে মহারাজ ?
ক'র না চাতুরী—কহ সত্য করি'—

কিবা অপরাধে,
প্রমদায় ফেলিয়ে প্রমাদে
পলাইল নৃপবর ?
ছি! ছি! নিদ্রাগতা—
হেরিয়ে বয়ান কাঁদিল না প্রাণ ?
ইন্দ্র ছাড়ি' বরে যারে—
হায়! হায়! কেমনে সে গেল ছেড়ে ?
ব'লেছেন রাজবালা মোরে,
সমিনতি জানাতে তোমারে—
যদি কভু রাজারে দেখিতে পাও—
ব'লো তাঁরে কৃপা করি'—
নিদ্রা পরিহরি, হেরে বামা শূন্য পাশ,
স্বামী নাই কাছে ;
উন্মাদিনী ধনী—
উন্মাদ রোদনধ্বনি—জাগাইল প্রতিধ্বনি বনে ;
বামারে নিরখি,
অশ্রুজল বরষিল পাখী,—
বনশাখী ম্রিয়মান তাপে।
শূন্যপ্রাণা শূন্য মনে ধায়
যথা পদ যায়—কভু ওঠে, কভু পড়ে ;
যদি দেখা পাও, ব'লো নলরাজে—
হেন কাজ তাঁহারে কি সাজে ?

নল। মিছা তিরস্কার কর তাঁরে সুলোচনে !
দৈব-বিড়ম্বনে কলির ছলনে—
আচ্ছন্ন আছিল নল ;
রাজ্য ধন হারাইল গ্রহকোপে ;
কলির ছলনে,
ভার্য্যা ত্যজি' গিয়েছে কাননে ,—
নল তাহে নহে দোষী।
শুন হে রূপসি,
যেই নারী পতি-পরায়ণা—
সদা করে পতিরে মার্জ্জনা ;—
পুনঃ স্বয়ম্বরা সে ত কভু নাহি হয়।
কি ভাবে কোথায় বঞ্চে নররায়—
অগোচর কথা ;—
সে বারতা কহিব কেমনে ?
কিন্তু জানি পুরুষের মন,—
নারীর যেমন পলে পলে বিচঞ্চল,
পুরুষের নহে তাহা,—
নহে জল-রেখা—তখনি মিলায়—
প্রস্তরে অঙ্কিত ছবি চিরদিন রয় !
নলরাজ আছে কি দশায়,
কেমনে হে, বলিব তোমায় ?
পরে কি পরের কথা বুঝে ?
যার ব্যথা আছে মনে, শুন চন্দ্রাননে,
অন্য জনে সে ত নাহি বলে।
নারী বিনা শূন্য ধরা যার,
এমন বিকার
সে নাহি প্রকাশে ভাষে—
পাছে লোকে হাসে।
কাল সর্প হৃদয়ে সে পোষে ;
অধীর দংশনে, তবু রাখে সে যতনে !

কেশিনী। সত্য মহাশয় !
পরের হৃদয় পর না বুঝিতে পারে।
নহে, দেহ মন জীবন যৌবন সঁপি'
নারী কেন হবে দোষী ?
পতি প্রাণের আশ্রয়,
পতি বিনা সব শূন্যময়,—
এ কথা ত পুরুষ বুঝিতে নারে !
কঠিন অন্তর—
নানা রসে বঞ্চি' নিরন্তর,
ভালবেসে দেয় নাই দেহ প্রাণ,—
তারে কে বুঝাতে পারে ?
ভালবাসা নারীর প্রাণের সাধ ;
প্রাণপতি অন্বেষণ তরে
কলঙ্কে না ডরে ;—
পুরুষ-অন্তরে এ বোধ না পশে কভু।
দেশে দেশে পাগলিনীবেশে
প্রাণেশে খুঁজিয়ে ধায় ;—
কঠিন পুরুষ জাতি
অনায়াসে ভার্য্যা ত্যাগ করে ;—
সে অন্তরে প্রত্যয় কি হয় কথা ?

প্রাণ ছলময় !—
তাই ভাবে নারীর প্রণয়—ছল।
আত্ম-বিসর্জ্জন পুরুষ শিখেনি কভু ;
কথায় কথায় প্রয়োজন গেছি ভুলে,—
কোথা নলরাজ গোচর নহেক তব ?
বলুন আমায়, কি বলি সখীরে গিয়ে।

নল। ধরামাঝে চাহে কেহ নলের সংবাদ—
জানিলে এ কথা—
সমাচার আসিতাম জেনে।
আসিয়াছি স্বয়ম্বরে রাজারে লইয়ে—
বল, কি উত্তর দিব ?

কেশিনী। ভাল, শুনিলাম অগ্নিবিনা করেন রন্ধন,
দৃষ্টিমাত্র পূর্ণ হয় ঘট—
সত্য কি এ কথা ?
অদ্ভুত এ বিদ্যা—কোথা পেলে মহাশয় ?

নল। শুন সুবদনি !
বিদেশী সারথি আমি—
লোকে মন্দ কবে—
হেথা তব রহিতে উচিত নয়।
বিদ্যা মোরে দিয়েছেন নলরাজ ;
যাও সুলোচনে, যাব আমি অশ্বশালে।

[নলের প্রস্থান।

কেশিনী। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস— নয়নের নীর—
আর কি ভুলাতে পার ?
অভিমানে নাহি দেয় পরিচয়।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। হ্যাঁ গা ঠাকরুণ !
বাহুক মশাই কোথায় ?

কেশিনী। গিয়েছেন অশ্বশালে।

বিদূ। বলি ঝামেলা কিছু বেশী করেছিলেন কি ? আপনাদের ত রোগ আছে। তা বলুন তাড়াতাড়ি ধরি, একবার ঘোঁড়সোয়ার হলেই পগার পার। রাণী ঠাকরুণকে বলুন—বদলী চল্‌বেনা, স্বয়ং আসরে নাব্‌তে হবে। রঙ্‌ ধুনো দিয়ে চিটে ধরিয়েছে—জলে ধোবার কাজ নয় ; চক্ষের জলে ধুতে হবে। চান কর্ত্তে যাচ্চে, আমি বলি ভাণ কচ্চে ;—পেছু নিলুম—জল থেকে উঠলো, থান্‌কে থান্ রঙ্‌ বজায়। বাবা ! এ জাঁতের কালী, মুখে ফুটে বেরিয়েছে ! চল আমরা যাই। রাণীকে পাঠিয়ে দাও ;—আমি হেথা নিয়ে আস্‌ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নলের পুনঃ প্রবেশ)

নল। পূর্ব্ব কান্তি কর্কট ফিরায়ে দিল ;
ব'লে গেল উপযুক্ত এ সময়।
আত্ম-পরিচয়,
গোপনে কেমনে রাখি আর ?

(দময়ন্তীর প্রবেশ)

দম। নাথ ! কেন নাহি দেহ পরিচয় ?
ভাব—ভুলাইয়ে যাবে ?
প্রাণেশ্বর ! আর না পারিবে -
কাল-নিদ্রা আর না আসিবে চক্ষে ;
আর ছেড়ে নাহি দিব।

নল। শুন প্রিয়ে ! নহি অপরাধী ;—
কলির তাড়নে, বরাননে,
বনে ফেলে পলাইনু ;
জান তুমি—
স্বেচ্ছায় কি যেতে পারি তোমা ছেড়ে ?
সারথির বেশে এসেছি এ দেশে
তোমারে দেখিতে প্রিয়ে !
কার গলে পুনঃ দেহ মালা—
রাজবালা, দেখিতে হইল সাধ।
কোন্ ভাগ্যধর—
আদরে ধরিবে পুনঃ কর !—
দেখে গেছি মলিন বদন,
চাঁদ মুখে দেখে যাব হাসি,—
হে প্রেয়সি, এই হেতু এসেছি এ স্থানে।

দম। নলরাজ-আশে হয়েছিনু স্বয়ম্বরা ;
নলরাজ-আশে পুনঃ স্বয়ম্বরা ভাণ।
হের বেশ—
পুষ্পহার করে নাহি সাজে আর !—
নয়ন-আসারে গেঁথে মালা দিব গলে।

সাক্ষ্য হও, জগত-প্রাণ সমীরণ ! —
বল কার তরে প্রাণ-বায়ু বহে মোর ?
প্রভু, নলরাজ-অভিলাষী,
নলে ভালবাসি,
অন্য দোষে নহি দোষী ;—
কভু নল বিনা অন্য জনে নাহি জানি ।
যদি হই সতী—
দেবগণ ! করি হে মিনতি—
প্রাণপতি দেহ মোরে ;
নহে, প্রাণে কাজ কি আমার !

দৈববাণী । সংশয় না ভাব তুমি, পুণ্যশ্লোক নল !—
সাধ্বী সতী পত্নী তব ।

(আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

নল । একি ! দৈববাণী ?
পুষ্পবৃষ্টি করিছেন দেবগণে !
কিঙ্কর চরণে তব—
ক্ষমা কর, প্রাণেশ্বরি !

দম । প্রাণেশ্বর,
দাসীরে মিনতি নাহি সাজে ।

(ঋতুপর্ণ, ভীমসেন ও রাণীর প্রবেশ)

ভীম । বৎস,
যে আনন্দে পূর্ণ আজি হৃদয় আমার—
করি আশীর্ব্বাদ—
সে আনন্দে বঞ্চ চিরদিন ।

রাণী । বৎস, এত দিন কোথা ছিলে ভুলে ?

নল । মাতা, কর আশীর্ব্বাদ ;—
সকলি গো দৈব-বিড়ম্বনা ।

ঋতু । মহারাজ, ভুলে আছ সখারে কেমনে ?
(দময়ন্তীর প্রতি) দেবি ! সুধাও স্বামীরে তব—
সখী তুমি মম ।

দম । অযোধ্যা-ঈশ্বর, চিরঋণী আমি তব ।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ । স্বয়ম্বর বিজ্ঞপ্ত নগরে—
সত্য মিথ্যা দেখুন্, বাহুক মশাই !—
রাজা, রাজা !
সখা ব'লে ডাক হে, বারেক ।

নল । সখা, যে গুণ তোমার—
তব ধার শত জন্মে
নাহি হবে পরিশোধ ।

(পুষ্কর, কলি ও অনুচরের প্রবেশ)

কলি । মহারাজ, এই সহোদর তব,
কিঙ্কর আমার,
আজি হ'তে কিঙ্কর তোমার—
আমি তব অনুগত ।

পুষ্কর । কেন ? কেন ? কিঙ্কর কি হেতু ?
পাশায় জিনিছি রাজ্য, ফিরে নাহি দিব ;—
মৃত্যু পণ মম ।

নল । যুদ্ধ কিম্বা পাশাক্রীড়া যেবা তব মন—
করহ পুষ্কর ত্বরা ।

কলি । ত্যজ আশা,—
দ্বাপর না সহায় হইবে আর ।
জানু পাতি' যাচহ মার্জ্জনা—
পুণ্যশ্লোক নলরাজা ক্ষমিবেন তোরে ।
নহে, সত্য কহি,
ধন-প্রাণ কিছু না রহিবে তোর ।

পুষ্কর । না বুঝে করেছি কাজ—
ক্ষমা কর, নৃপবর !

নল । ওঠ, চিন্তা কর দূর ;
নাহি ভয়—করিনু মার্জ্জনা ।

বিদূ । বলি, পুষ্কর মশাই ! দেখে শুনে শিখ্‌তে হয় । বাগে পেলেই ধানে-চালে দিতে হয়—এমন নয় ; মহারাজ ! এখন নয়—যখন রাজ্যে গিয়ে ব'স্‌বেন—রঙের মসলা গুলো আমায় ব'ল্‌বেন । বলি, পুষ্কর মশাই ! বল্লে না প্রত্যয় যাবেন—আপনার উপর এক পোঁচ্ ।

(সখিগণের প্রবেশ ও গীত)

পরজ-বাহার—কাওয়ালী ।

কে এল—কি ভাবে—রথে করে ?
ওলো এ কি জ্বালা !—সরলা রাজবালা,
বুঝি ভুলায়ে বিদেশী—নে যায় ধ'রে ।
জানে নানা ছল,
দুটি আঁখি করে ছল ছল,—
হেরে মুখশশী হয় প্রাণ বিকল ;
ফুটে মলিনী কুমুদিনী হেরি নিশাকরে ।

নিষ্কা

চণ্ড

(ঐতিহাসিক নাটক)

[১১ই শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]
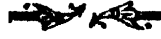
অবতরণিকা

(সূচনা ও পরিশিষ্টের প্রবেশ)

সূচনা।—

হেথা কেন লাজহীনা, হেথা কি লো তোর ?
ধরা মাঝে ইন্দ্রাসন, বাপ্পারাও সিংহাসন,
ভুবন-বিখ্যাত পুরী পবিত্র চিতোর।
সূর্য্যসম সূর্য্য অংশ, শিশোদীয় মহাবংশ,
কবি যার গুণ-গানে আনন্দে বিভোর,—
হেথা কেন লাজহীনা, হেথা কি লো তোর ?

পরিশিষ্ট।—

দেখি দেখি স'রে থাকি, দেখি কিসে জোর,
থাকে বা না থাকে শেষ গুমোরের ঘোর।

সূচনা।—

শোন্ তবে কিসে এত গুমোর আমার।
উচ্চ তানে করি গান, লাক্ষরাণা মতিমান,
জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ড তাঁর, গুণের আধার।
রাঠোরীয় রণমল্ল, শত্রু যার জানে ভল্ল,
চণ্ডে দিতে দুহিতা হইল বাঞ্ছা তাঁর।
রাজপুত-প্রথা মানি, ভট্ট নারিকেল আনি,
রাঠোরের অভিপ্রায় করিল প্রচার।
কৌতুকে কহিলা রাণা, "ভট্টরাজ, বুঝি মানা,
নারিকেল প্রদানিতে শুভ্র গুম্ফ যার ?"
রহস্য শুনিয়া সবে, হাস্য কৈল উচ্চরবে,—
শুনিয়া চণ্ডের মনে জন্মিল বিকার ;—
শোন্ শোন্ কিসে এত গুমোর আমার।

পরিশিষ্ট।—

বল্ বল্, সেই ভাল, শেষ ভাল যার,
স'য়ে থাকি, দেখি কিসে শেষে হও পার ?

সূচনা।—

হীন সনে দ্বন্দ্ব করে হীন যেই জন,
সরস আখ্যান মম শোনে সুধীগণ।
পরিহাসি নররায়, সম্বোধিল যে কন্যায়,
মনে মনে কুমার করিল আন্দোলন,—
মাতা সম তারে মানি, গ্রহণ করিব পাণি
কেমনে তাহার, দিয়ে ধর্ম্ম-বিসর্জ্জন।
রাণা কত বুঝাইল, নারিকেল নাহি নিল,
নরপতি নারিকেল করিল গ্রহণ।
রাখিতে রাঠোর-মান, করি রাণা অভিমান,
কহিল, "এ কন্যা-গর্ভে জন্মিলে নন্দন—
দিব রাজ্য অধিকার, সিংহাসন হবে তার,
পুত্র হ'য়ে বার বার ঠেলিলি বচন।"
দ্বাদশ বর্ষীয়া বালা, বৃদ্ধগলে দিল মালা,
হর-বরে হলো পুন গৌরী সমর্পণ।
দেখ্ লো আখ্যান মম শুনিছে সুজন।

পরিশিষ্ট।—

হয় যদি শেষ বেশ, বুঝিব তখন।—

সূচনা।—

কুমার জন্মিল পরে, নৃত্য গীত ঘরে ঘরে,
নব সুত, নবীন প্রণয়ে দৃঢ় ডোর।
পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র, দেখ কিবা কর্ম্মসূত্র,
হিন্দু যবনের যুদ্ধ গয়াধামে ঘোর।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে ডাকি রায়, প্রকাশিল অভিপ্রায়,
"নিকট হইল কাল পরামায়ু চোর!
ধর্ম্ম-যুদ্ধে বিসর্জ্জন, এ জীবন মম পণ,
তুমি মম প্রতিরূপ লহ রাজ্য মোর।"
কহে চণ্ড, "হে ধীমান, ক'রেছেন বাক্য দান,
বিমাতা-নন্দন অধিকারী এ চিতোর।"
কোলে তুলে এত বলি, সিংহাসনে মহাবলী,
বসাইল শিশু ভ্রাতা মুকুল কিশোর।—
যাই চ'লে, নাহি সহে নীচ সঙ্গ তোর।

পরিশিষ্ট।—

সুধী-পদে নমস্কার, ও তো ক'রে অহঙ্কার,
কত ব'লে গেল চলে, দাসী আছে শেষ।
গুণহীনা—তাই ভয়, নিবেদন সবিনয়,
মার্জ্জনা প্রার্থনা সবিশেষ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

চণ্ড ... লাক্ষরাণার জ্যেষ্ঠ রাজকুমার।
ঐ মধ্যম রাজকুমার (সংসার-ত্যাগী)।
... ঐ কনিষ্ঠ রাজকুমার (অধুনা মিবারের রাণা)।
শিখণ্ডী ... ধাত্রী-পুত্র।
পূর্ণরাম ... ভাট।
রণমল্ল ... রাঠোরাধিপতি।
যোধরাও ... ঐ রাজকুমার।
খাণ্ডাধারী ... ঐ বয়স্য।

সভাসদগণ, প্রজাগণ, জনৈক লোক, ভীলসর্দ্দার ও তাহার অনুচরগণ, ঘাতকদ্বয়, রাঠোর সৈন্যগণ, কয়েক জন আহত সৈনিক, রাঠোরীয় বৃদ্ধ ও বালকগণ, চিতোরবাসীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

গুঞ্জমালা ... লাক্ষরাণার কনিষ্ঠা মহিষী।
বিজরী ... ঐ সখী।
কুশলা ... ধাত্রী।

স্ত্রীলোকগণ, চিতোরবাসিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—::*::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবনস্থ দেবালয়

চণ্ড, পূর্ণরাম, শিখণ্ডী ও রঘুদেবজী

চণ্ড। যতদিন মহারাণা লাক্ষ বীর্য্যবান্
বসিতেন সিংহাসনে, ছিলে উদাসীন
ভাই রাজকার্য্যে তুমি; ক্ষতি কিছু জন্মে
নাই তাহে। এবে তিনি গয়াধামে, পণ
তাঁর আত্ম-বিসর্জ্জন যবন-সংগ্রামে।
সিংহাসনে বালক মুকুল বোধহীন,
একা আমি, রাজকার্য্য করিব কিরূপে?
'সোদর—দোসর,' শুনি শাস্ত্রের বচন,—
তবে ভাই, সহায় না হও কি কারণ?

পূর্ণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই খুব বাহাদুর! বাহাদুরী ক'র্‌লেই হয় না—বাহাদুরী ক'র্‌লেই হয় না, রাখ্‌তে পার্‌লে হয়। সিন্নি দেখে এগুলে হয় না—সিন্নি দেখে এগুলে হয় না, কোঁৎকা দেখে না পেছোও—কোঁৎকা দেখে না পেছোও।

শিখণ্ডী। এ কে?

চণ্ড। পূর্ণরাম ভাট।

রঘু। ও পাগল।···

চণ্ড। না—মা,
মহাজ্ঞানী। শিরোধার্য্য তব উপদেশ;
মতিভ্রম পদে পদে মানব-জীবনে।

রঘু। বীর বিনা বীরকার্য্য করিতে সাধন
কেবা পারে? হীনজনে গুরুভারার্পণ
নহে তো সঙ্গত। আমি দীন-হীন, জান
চিরদিন, অলস অবশ চিত্তদাস;—
সে কারণ যবে মহারাণা রোষভরে
কহিল তোমারে "সিংহাসন দিব তোর
বিমাতা-নন্দনে," তুমি চাহিলে বদন
পানে মোর; করিলাম পণ সেই কালে,
সভাস্থলে—"দেবকার্য্যে বিসর্জ্জন দিব
এ জীবন—র'ব সদা সংসারে বিরত।"
আত্মত্যাগী মহাজন, স্বার্থ পরিহরি
রাখিলে পিতার মান। পদানত জনে
দেহ শক্তি মহেশ্বাস, প্রতিজ্ঞা-পালনে;
কি কারণ পুন মোরে দিতে চাহ রাজ-
কার্য্য-ভার? কর নাই উদ্বাহ-স্বীকার,
রাঠোর-নন্দিনী সনে জনক-বচনে
কর্ত্তব্যের অনুরোধে, যবে প্রভু তুমি
নারিকেল করিলে বর্জ্জন, পিতৃ-রোষ
ল'য়ে শিরে পরে। ঘোর সংসার-বন্ধন
সন্ন্যাসীর নিষেধ, শোন হে মহাজন!
ধর্ম্মপথে অগ্রসর, সদাশয় পিতা
করিলেন দার-পরিগ্রহ, আমা দোঁহা
হেতু; সেই' আজ্ঞা, করি প্রতিজ্ঞা পালন,
বীর তুমি, বীর-কার্য্য তব সুশোভন।

পূর্ণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরা দু'জনেই খুব বাহাদুর—তোরা দু'জনেই খুব বাহাদুর! আমি আর জানি না, আমিই তো নারিকেল এনেছিলেম। খুব নাম, খুব সুখ্যাতি, খুব আত্ম-ত্যাগ, সে তো সুখ্যাতির পালা। এখন নিন্দার জ্বালা সইতে পার, তবে না বাহাদুরী। তুমি সন্ন্যাসী—ছুরি মার্‌লে কথা না কও, তবে তো জানি। তা না হ'লে রাজকার্য্যের ভার নিয়ে, ঘোড়া চ'ড়ে, সুখ্যাতি নিয়ে আমিও বেড়াতে পারি, চেলি প'রে বাহাদুরী আমিও ক'র্‌তে পারি।

চণ্ড। আশীর্ব্বাদ কর ভট্ট, কর্ত্তব্য-পালনে
যেন কভু নাহি হই পরাঙ্মুখ।

রঘু। যেন—
দেবকার্য্যে মতি গতি রহে চিরদিন।

পূর্ণ। যেন'র কর্ম্ম নয়—যেন'র কর্ম্ম নয়, মন বাঁধা চাই—মন বাঁধা চাই।

[পূর্ণরামের প্রস্থান।

শিখণ্ডী। বাতুল—বর্ব্বর, চণ্ডে দেয় উপদেশ!

চণ্ড। ভট্টের মহিমা ভাই, না জান বিশেষ।
হেরি তব ও চন্দ্রবদন, বিচলিত
মন, এ কেমন বিধাতার বিড়ম্বনা,—

সুকুমার রাজার কুমার উদাসীন,
সহায়-বিহীন! সিংহাসন শোভা পায়
যার পদার্পণে, জন-মন ফুল্ল-কর,
সুন্দর স্বভাব, কান্তি রতিপতি জিনি—
সন্ন্যাসী হেরিয়া তোরে এ বিজন বনে—
কাঁদে প্রাণ! রহ উচ্চাশয়, উচ্চধ্যানে—
বারিল না উচ্চ কার্য্য তব। পড়ে মনে
জননীর কোলে যবে শুইতে দুলাল,
রাজগৃহ করি আলো, হেন সহোদর
বিজন-নিবাসী বৃত্তিহীন, তাই ভাই,
জননীর নামে সাধি করিতে গ্রহণ—
'কাবেরিয়া কৈলবারা' বৃত্তির কারণ;—
জননীরে স্মরি রাখ ভ্রাতার বচন।
ক্ষুদ্র দুই জনপদ প্রদানি তোমায়,
মম দান ল'য়ে কর, কৃতার্থ আমা'য়।

রঘু। সন্ন্যাসী—আকাশ-বৃত্তি ভোগী; তব দান
মতিমান্ গ্রহণ আমার, মাতৃস্বর্গ
কামে, বৃত্তি-ভোগী হবে দীন-হীন জনে।
রেখো নিজ দাসে মনে, দেবকার্য্যে যাই।
সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ লহ ধাত্রী-ভাই।

চণ্ড। রাজকার্য্যে বিব্রত, কি জানি কবে হায়,
ও চন্দ্রবদন দেখা পাব পুনরায়।

রঘু। দাস তব; সদা ধ্যান করি শ্রীচরণ,
বারেক দর্শনে পুন জুড়াব নয়ন।

[রঘুদেবজীর প্রস্থান।

চণ্ড। প্রাণ কাঁদে ভাই, রঘুদেব—রঘুদেব,
স্বর্ণকান্তি রঘুদেব! চল কার্য্যে যাই।

শিখণ্ডী। দ্বিতীয় প্রহর নিশা, এবে কার্য্য কিবা?

চণ্ড। জান না কি, রাজদাস আমি নিশি-দিবা।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বারান্দা

গুঞ্জমালা ও কুশলা।

গুঞ্জ। রাজমাতা—রাজমাতা—রাজমাতা নাম,
রাজদণ্ড প্রকৃত চণ্ডের করে, সবে
অনুগত; গৌরব-বিহীন সিংহাসনে
মুকুল স্থাপিত, যেন ক্রীড়ার পুত্তলী,—
রাণা নাম, উজ্জ্বল মুকুট শিরে (আত্ম-
ত্যাগী চণ্ড!) শূন্য রাজদণ্ড, শূন্য রাণা-
খ্যাতি, (চণ্ড অতি ধীর মহাত্মা সুজন!)
দিয়াছেন বিমাতা নন্দনে! কিবা আত্ম-
ত্যাগ—কিবা আত্মত্যাগ, বিরল ভুবনে!
রাজকার্য্য করেন সকলি কৃপা করি,
কনিষ্ঠের কল্যাণ-সাধন হেতু! আহা—
কি আদর্শ পুরুষ-প্রধান, মান্য গণ্য
রাজ্যমাঝে, নাহি আত্মোন্নতি-অভিলাষ।
রাজমাতা রহ চেড়ী সম, কর যদি
কোন কার্য্য অনুষ্ঠান,—চণ্ডের এ মানা,
চণ্ডের ও মানা, কিবা প্রভুত্ব রাণীর।
সোদর তাহার দেব অবতার, শান্ত
রঘুদেব, সদা দেব-পূজা-রত, যেবা
যবে অভিমত, সেই ব্যয় প্রয়োজন,
রাজকোষ হ'তে হয় তখনি পূরণ।
ধিক্ রাজ্যে, ধিক্ রাণা, ধিক্ ধিক্ মোরে,
নফরে প্রভুত্ব করে, প্রভু তার দাস!

কুশলা। সে কি রাজমাতা? এ কি আচার তোমার
কেমনে ভুলিলে রাণি, পূর্ব্ব-বিবরণ?
গয়াধামে ধর্ম্মরণে লাক্ষরাণা যবে
করিল গমন, চণ্ডে দিতে সিংহাসন
বাঞ্ছা ছিল তাঁর; কেবা হ'তো প্রতিবাদী,
জেষ্ঠপুত্র রাজ্য-অধিকারী চিরদিন;
কে করিত নিবারণ মুকুট গ্রহণ
চণ্ডের, কেমনে বল মুকুল পাইত
রাজ্যভার? উদার-স্বভাব মতিমান,

পিতারে প্রতিজ্ঞা হ'তে করিল উদ্ধার,
তোমার নন্দনে করি রাজ্য-সমর্পণ।
গুঞ্জ। হীনমতি ধাত্রী, কি বুঝিবি সমাচার।
আমিও ছিলেম অন্ধ চণ্ডের কৌশলে,
ক্রমে তার আচরণে খুলিল নয়ন;
সন্দ যেবা ছিল, এবে ঘুচেছে সকল;
রাজ্যে হেরি উচ্চ নীচ সবে মোর অরি।
কুশলা। রাজমাতা, এ কি কথা শুনি তব মুখে।
জান না—জান না রাণি, চণ্ডের মহিমা;—
রাজভক্ত, পিতৃভক্ত, স্বদেশ-বৎসল
চণ্ড সম কেহ কি জন্মেছে ত্রিসংসারে?
শোন পূর্ব্ব-বিবরণ, জনক তোমার
পাঠাইল নারিকেল রাজার সভায়—
ভট্ট হস্তে, তব শুভ বিবাহ-কারণ,
ছিল মন—চণ্ডে তোমা করিতে অর্পণ।
গুঞ্জ। জানি সে কাহিনী, কেন কর গণ্ডগোল?
আজন্ম চণ্ডের ঘৃণা পিতৃ-বংশোপরে,
তাই নারিকেল নাহি করিল গ্রহণ
অহঙ্কারে; মারবারপতি মম পিতা,
চণ্ডরাণা লাক্ষের নন্দন, নারিকেল
তাই নাহি করিল গ্রহণ; জানি পূর্ব্ব-
কথা, কেন মিছে তোলো আর? সেই চণ্ড—
যার মম পিতা প্রতি হেন ব্যবহার—
মুকুলের কল্যাণ সে চাহিবে এখন!
কুশল। অকারণ কেন রাণি, কহ কটু বাণী?
ঘৃণা-দ্বেষ-বর্জ্জিত সুজন মহামতি
চণ্ড, সে কি কভু করে মারবা-ঈশ্বর
অবহেলা?
গুঞ্জ। সম্মার্জ্জনী সম নীচ মুখে
উচ্চ কথা।
কুশলা। কেন রাণি, বৃথা দাও ব্যথা,—
জান না সে বিবরণ, দোষ' সে কারণ।
গুঞ্জ। শুনি, শুনি সুধামুখি, শ্রীমুখে তোমার
সে কাহিনী; কহ—কহ, কেন নারিকেল,
ভট্টে করি অপমান, নাহি নিল চণ্ড
মহামতি, রাণা লাক্ষে অবজ্ঞা করিয়ে?
কুশলা। নারিকেল যবে ভট্ট আনিল সভায়,
কৌতুক করিয়া রাণা কহিলা ভট্টেরে,
"তব নারিকেল বুঝি নহে বৃদ্ধ হেতু—
শুভ্র গুম্ফ যার তার নাহি অধিকার?"
সভাসদ্ হাসিল সে রহস্য শুনিয়া,
এ রহস্য-কথা ক্রমে শুনি চণ্ডদেব
মনে মনে বিচার করিল, পিতা যেই
কন্যা ল'য়ে রহস্য করিল, কি প্রকারে
সেই কন্যা পুত্র হ'য়ে করিব গ্রহণ।
প্রকাশিল অসম্মতি সেই সে কারণ।
গুঞ্জ। আহা, কিবা ধর্ম্মজ্ঞান—পিতৃ-বাক্য হেলা।
হীন-বুদ্ধি লাক্ষরাণা জগতে প্রচার,
পাপকার্য্যে বার বার কৈল অনুরোধ,
সুবোধ তনয় কেন শুনিবে বচন।
ধাত্রী তুমি, কি বুঝিবে প্রকৃতি উহার,
চির-অহঙ্কার করে রাণাবংশ বলি,
হীন বংশে করিবে বিবাহ, তাই—তাই
না করিল কর্ণপাত নৃপতি-কথায়!
কুশলা। হেন মিথ্যা সমাচার কে দিয়েছে রাণি?
নাহি জান তুমি, নহে—নহে অহঙ্কার,
জননী ভাবিয়া তোমা কৈল নমস্কার।
করিলেন রাণা যেই বংশের সম্মান,
হেয় জ্ঞানে সম্বন্ধ করিল অবহেলা
কভু কি সম্ভব, সেই রাণার সন্তান
হেয় জ্ঞানে সম্বন্ধ করিল অবহেলা।
হেন হীনমতি চণ্ড কেন ভাব রাণি?
গুঞ্জ। জান যদি বিবরণ, কহ দেখি শুনি
চণ্ড প্রতি ভূপতি কি করিল ব্যাভার,—
আছে কি স্মরণ, কিবা নাহি তাহা মনে?
দেখ, যদি স্মৃতিপথে উঠে সেই কথা,
পুত্রের ব্যাভারে রাজা পাইলেন ব্যথা,
নারিকেল করিলা গ্রহণ—আছে স্মৃতি?
ক্রোধে চণ্ডে লক্ষ্য করি কহিল ভূপতি,
"এ কন্যার গর্ভে যেই জন্মিবে নন্দন,
বঞ্চিয়ে তোমারে তারে দিব সিংহাসন।"
অশীতি বৎসর বৃদ্ধ আছিল বাসনা

বাণপ্রস্থে করিবেন দেব-উপাসনা,—
করিতে হইল গৃহধর্ম্ম-আচরণ।
হেন কোথা জন্মে কার সুবোধ নন্দন
পিতৃধর্ম্ম-পথে কাঁটা! দ্বাদশ বৎসর
বয়ঃক্রম সেইকালে মম, ছিল ভাগ্যে
পুত্র ফল, তাই কোলে পাইনু মুকুলে।
চণ্ডের আছিল মনে, এই বৃদ্ধকালে
হবে কি নন্দন,—হের বিধি বিড়ম্বনা,—
পূরিল না পিতৃভক্ত চণ্ডের বাসনা।
রাজার প্রতিজ্ঞা জানে সভাস্থ সকলে,
অর্পিবেন মুকুট মুকুলে, কি বিভ্রাট,—
সিংহাসন-অরিকারী বিমাতার সুত।

কুশলা। প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ রাণা নাহি ছিল কভু,
থাকিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, গয়াযাত্রাকালে
কি হেতু করিল রাণা চণ্ডেরে জিজ্ঞাসা
"কি সম্পত্তি মুকুলে করিব সমর্পণ?"
দেখ রাণি, ধার্ম্মিক-নন্দন পূর্ব্বকথা
করিয়া স্মরণ, বসাইলা সিংহাসনে
মুকুলে তোমার, পিতৃবাক্য রক্ষা হেতু।
স্বয়ং নৃপতি, যত সভাসদ্ আর,
ভূয়সী প্রশংসা দানে কৈল পুরস্কার।

গুঞ্জ। তোরই মুখে ব্যক্ত যত চণ্ডের কৌশল।
করেছিল, ছল রাণা বুঝিতে চণ্ডের
মন, নহে চিতোর-ঈশ্বর মিথ্যাবাদী।
ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা স্মরণ, চণ্ড কিবা
বলে, সিংহাসনে তার লালসা কেমন,
চণ্ড সনে পরামর্শ সেই সে কারণ।
বুঝিবারে মন ধাত্রি, বুঝিবারে মন,—
আপন প্রতিজ্ঞা তার আছিল স্মরণ।
কৌশল-আকর চণ্ড বুঝিয়া আভাস,
প্রকাশিল আত্মত্যাগ মহিমা আপন—
ভালমতে জানে লাক্ষভূপে, অসম্মতে
অনর্থ ঘটাবে, নিজ প্রতিজ্ঞা পালিবে,
দূরীকৃত হবে চণ্ড, অধিকার যাবে।
ভাবিল কৌশলী, এই বালক মুকুল,
নাম মাত্র রাজ্য তারে করিয়া অর্পণ,
চিতোরে হইব আমি প্রকৃত ভূপাল।
পূরিয়াছে সকল বাসনা, রাজ্য তার—
প্রকৃত সে অধিকারী, মুকুল পুত্তলী!
দেখি আর কয় দিন রহে যদি প্রাণ,
পুত্র লয়ে পিতৃরাজ্যে করিব প্রয়াণ,
সহে না যন্ত্রণা আর পর-অধীনতা!

কুশলা। শোন শোন, হিত বাণী কহি রাজমাতা,
মুকুলে ধরেছ গর্ভে, পালিয়াছি আমি,
ধ্যানে জ্ঞানে করি তার কল্যাণ-কামনা;
বিহঙ্গিনী করে যথা শাবকে রক্ষণ,
সেইমত অনুক্ষণ রাখি মুকুলেরে;
কেবা বন্ধু কেবা তার অরি, জানি ভাল;
চণ্ড তার পরম সুহৃদ, দিবানিশি
হিত চিন্তে, চিন্তে সদা গৌরব উন্নতি;
তার সনে বিসম্বাদ নহে তো যুকতি।

গুঞ্জ। যা—যা, ডাকি নাই তোরে পরামর্শ তরে;
হিত চিন্তে—হিত চিন্তে, ফিরায় ইঙ্গিতে!
আমি ক্রীতদাসী,—তিনি রাজ্য-অধিকারী,
রাণী হ'য়ে এ যন্ত্রণা সহিতে না পারি।

কুশলা। বুঝিয়াছি বাসনা তোমার, ইচ্ছা তব
চিতোরে করিবে রাজ্য মারবার বাসী;—
পিতা ভ্রাতা আনিবে চিতোরে, বসাইবে
সিংহাসন 'পরে, কর মনোমত কার্য্য,
কে তোমারে বারে! হিতকথা শুনে যেই—
হিত কহি তারে; রাজ্যে অনর্থ ঘটাবে,
শুনে যদি এ সকল, চণ্ড যাবে চলে—
ভাসিতে হইবে শেষ নয়নের জলে!

গুঞ্জ। অগোচর নহে মোর তোর অভিপ্রায়;
চণ্ড সনে ছায়াসম তোমার কুমার
ফিরে নিশি দিন, যদি চণ্ড রাজা হয়,
রাজমন্ত্রী-পদ পাবে তোমার তনয়,
সে কারণে করিস্ রে চণ্ডের গরিমা।
কি আস্পার্দ্ধা, বাঁদী হয়ে হেন কাজ তোর!

কুশলা। বাঁদী সত্য, সত্য কথা কহিতে না ডরি—
রাজপুত-সুতা আমি, কেন মিথ্যা কব?
দণ্ড দেহ রাজমাতা, অকাতরে সব।

সাধুপুত্র, সদা সেবা করে সাধুজনে,
বিপরীত হের তুমি বিদ্বেষ-নয়নে !

গুণ্ণ। সুদিন পাইলে দণ্ড দিব সমুচিত।

কুশলা। রাজমাতা, চিরদিন ধাত্রী কহে হিত।

[ধাত্রীর প্রস্থান।

(মুকুলজীর প্রবেশ)

মুকুল। মা মা, দাদাজী কেমন আমার জন্যে ঘোড়া কিনে এনেছে দেখেছ ?

গুণ্ণ। তোর শত্রু ! তোর শত্রু ! তোর দাদা নয়—তোর দাদা নয়, বুঝেছিস্ অভাগা, বুঝেছিস্ ?

মুকুল। না মা, না মা, আমার দাদাজী ! আমার দাদাজী !

গুণ্ণ। ছি ! ছি ! ছি ! কি অদৃষ্ট ! আপনার সন্তান পর ! আহা—বাছা বালক, কি বুঝ্‌বে ! আহা বাছা রে, তোকে নিয়ে আমি কোথায় যাব, এ শত্তুরের হাত কেমন ক'রে এড়াব !

মুকুল। হ্যাঁ মা, শত্রু ? দাদাজী বলে, শত্তুরের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হয়। তবে কি আমি দাদাজীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বো ? দাদাজী আমায় ভাল তলোয়ার এনে দিয়েছে, আমি খেল্‌তে শিখেছি ; আমি চল্লেম, আমি যুদ্ধ ক'র্‌বো।

[মুকুলজীর প্রস্থান।

গুণ্ণ। আরে অভাগা সন্তান, কোথায় যাস্—কোথায় যাস্ ?

(বিজরীর প্রবেশ)

বিজরী। ধাত্রী সনে—হীনজন—কিবা পরামর্শ
তব রাজমাতা ? পরাধীনা কেন আর
রহ ? বাঁধ বুক, দেহ পরিচয় তুমি
রাঠোর-ঝিয়ারী নহ সামান্যা রমণী,
কেবা জীয়ে পদতলে দলিয়ে ফণিনী !
এই দণ্ডে—এই দণ্ডে বিলম্বে কি কাজ ?
অন্যথা ক'রোনা কথা। সরলা কামিনী,
ছিলে এত দিন ছলে ভুলে, এবে রাণি,
প্রত্যক্ষ দেখিলে সত্য কিবা মিথ্যা মম
বাণী ; হও প্রস্তুত সত্বর ক্ষত্র-সুতা।
বুঝেছ কি—বুঝেছ কি ধাত্রীর ব্যাভার,
অনুগত সেবক চণ্ডের, পুত্র তাঁর !

গুণ্ণ। যেই দিন পদার্পণ করেছি চিতোরে,
চিনিয়াছি কে কেমন সেইদিনে। কিন্তু
শুন লো সজনি, আমি পরাধীনা নারী,
কি উপায় করি, চণ্ড বলবান্ অরি,
হ'লে তার বিরুদ্ধ-আচারী, প্রাণসখি,
ডরি পাছে মুকুলের বধে সে জীবন.
নিবারণ কেমনে করিব ? বৈরিপুরী
বিপক্ষ সকলে। তবে কেমনে বল না
অরি মাঝে কি করিব অবলা ললনা ?
মনোসাধ মিলায়েছে মনে। যেই দিন
মুকুল বসিল সিংহাসনে, ভেবেছিনু
রাজ্যভার করিব গ্রহণ, পিতা-ভ্রাতা
আনিব চিতোরে, মনসুখে যাবে দিন,
উল্লাসে উৎসবে রব, প্রজায় শাসিব
ইচ্ছামত কার্য্য হবে ইচ্ছায় আমার।
হের সব বিপরীত ! পরাধীনা, হীনা,
কি করিব, হায় হায়, বিধি-বিড়ম্বনা ;
অবলা—কি বুঝিব লো খলের ছলনা।
খুলেছে নয়ন, কিন্তু আশা পরিহরি,
কোন মতে হরি কাল ভগবান স্মরি ;
ভয়ে নাহি কহি কথা দুষ্টজনে ডরি।

বিজরী। কেন ডর, কিবা ডর ? শোন রাজমাতা,
প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচার করিতে নারিবে
লোকভয়ে। সবে কহে চণ্ড মহামতি,—
উন্মত্ত প্রকৃতি তার জানাও সবায়।

গুণ্ণ। প্রেরিয়াছি পত্র আমি পিতার সদনে,
লিখিয়াছি আসিতে ভ্রাতায়, এত দিনে
সমাগত প্রায় যোধরাও। যেবা হয়
করিব ভ্রাতার আগমনে, নহে সখি,
অনর্থ ঘটাবে চণ্ড তিরস্কার শুনি।

বিজরী। কালি যদি কৌশলে মুকুলে বধে প্রাণে,
কি করিবে যোধরাও আসি ? জান না কি,
বোঝ না, কৌশলময় চণ্ড দুষ্টমতি ?
আনিয়াছে ঘোটক নূতন মুকুলের
তরে, বন্য দুষ্ট বাজী, পৃষ্ঠে আরোহণে
আকিঞ্চন মুকুল করিবে, পদতলে

দলি তারে তুরঙ্গ বধিবে, কিম্বা যাবে
মৃগয়ায় কে কোথায় ছুটিবে কুরঙ্গ
অন্বেষণে ;—বালকে বধিতে কিবা ভার ?
জেনেছি নিশ্চয় এই ষড়্‌যন্ত্র হয়।

গুঞ্জ। শূন্য দেখি, শোন প্রাণসখি, উপায় কি
করি ? দেখি চক্ষুপরে, বুঝেছি সকলি
পলকে শিহরে প্রাণ ! কেঁদে কেঁদে মরি।

বিজরী। সুযোগ কি হেতু ঠেল পায় ? আছে দিব্য
উপায় এখন, যবে সভাসদ্‌গণ
ল'য়ে চণ্ড বসিবে সভায়, উপনীত
হ'য়ে তথা করিবে প্রকাশ, "রাজমাতা
আমি, নিজ হস্তে লব রাজ-কার্য্য-ভার ;
চণ্ডের শাসন নহে মম অভিমত।"
ন্যায্য কথা গ্রাহ্য করি ল'য়ে সব যত
সভাসদে, চণ্ড হবে বিষহীন অহি।
মিছে ডরি সখি, রহ যদি সহি, কহি
শোন, জেন—জেন স্থির, অনর্থ ঘটিবে !
অকূলে নয়ন-জলে কেন লো ভাসিবে ?
সুযোগ থাকিতে কর উপায় বিধান।
নাহি ভয় নাহি ভয়, সভাস্থ সকলে
সাপক্ষ হইবে তব জানিহ নিশ্চয় ;
নিপীড়িত সবে তার কঠিন শাসনে।

গুঞ্জ। আসে চণ্ড, চল সখি, বসিয়া বিরলে
যুক্তি করি; যেন নাহি মজি শত্রুছলে।

[উভয়ের প্রস্থান

(শিখণ্ডী ও চণ্ডের প্রবেশ)

চণ্ড। ধাত্রী-পুত্র তুমি মম, সোদর সমান ;
মতিমান্, ত্যজি অভিমান, রাজ-মাতা
জননী আমার, যদি ক্রোধভরে ক'ন
মন্দ কথা, তাহে কিবা ব্যথা, মাতা ভাল
মন্দ কহে, পুত্র সহে, সহিতে উচিত।
রমণী-স্বভাবে কবে কি কহিল রাণী,
অমঙ্গল ঘটিবে করিলে কর্ণপাত
তাহে। আজি অসন্তোষ জন্মেছে মাতার
মনে, কালি সন্তুষ্ট হবেন আমা প্রতি,
নারীজাতি কটু কহে স্বভাব-প্রভাবে '

শিখণ্ডী। না শুনিলে কেমনে বুঝিবে বিবরণ।
সামান্য কারণে নাহি করি নিবেদন
তব পদে, প্রাণ কাঁদে রাণীর বচনে।

চণ্ড। ভাল ভাল শুনিব পশ্চাৎ, অতি ক্লান্ত
এবে আমি, রাজদাস—বিরামের নাহি
অবকাশ, তিরস্কার—পুরস্কার সম
মম ভাই, রাজকার্য্য করিব সাধন
সাধ্যমত, ভাল মন্দ কথায় না ডরি।

(মুকুলজীর প্রবেশ)

মহারাণা ! কি কারণ হেথা আগমন ?
নিরূপিত এ সময়ে বিদ্যা উপার্জ্জন।

মুকুল। দাদাজি, তোমার সঙ্গে আমি যুদ্ধ ক'র্‌বো।

চণ্ড। কেন মহারাণা ? আমি রাজদাস, আমার
সঙ্গে যুদ্ধ কেন ?

মুকুল। কেন দাদাজি, তুমি যে বল, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে হয়।

চণ্ড। আমি তো শত্রু নই, আমি রাজ-অমাত্য—আমি রাজবন্ধু—আমি মহারাণার শত্রুর শত্রু।

মুকুল। কেন দাদাজি, তুমি যে বল, মা যা বলে, তা শুন্‌তে হয়, মা যে বলেন, তুমি শত্রু।

চণ্ড। ভাই শিখণ্ডি, তুমি রাজ-অমাত্য সকলকে আহ্বান ক'রে সভায় নিয়ে এস, ব'লো বিশেষ কার্য্য ! মহারাণা, মা কি বলেন আমি শত্রু ?

[শিখণ্ডীর প্রস্থান।

মুকুল। দাদাজি, তুমি ঘোড়া কিনে এনেছ, আমি চ'ড়্‌লে ফেলে দেবে। বলে, আমি ম'রে যাব, আর তুমি রাণা হবে।

চণ্ড। এও কি মা ব'লেছেন ?

মুকুল। দাদাজি, তুমি শত্রু হ'ও না, আমি যুদ্ধ ক'র্‌তে ভয় পাই নি। দাদাজি, তুমি শত্রু হ'লে আমি কার সঙ্গে বেড়াব ? দাদাজি, তুমি শত্রু হ'ও না, তুমি মাকে ব'ল্‌বে এস, তুমি শত্রু নও।

চণ্ড। মহারাণা, এখনি সভায় যেতে হবে, রাজবেশ পরিধান ক'রে বার দিতে হবে।

মুকুল। আমি যাচ্ছি, রাজবেশে সভায় আসছি। দাদাজি, তুমি মাকে ব'ল্‌বে চল, তুমি শত্রু নও।

চণ্ড। আমি সেইজন্যই সভায় যাচ্ছি।

মুকুল। দাদাজি, তুমি শত্রু নও—শত্রু নও?

চণ্ড। না।

মুকুল। দাদাজি, তুমি সভায় যাও, আমি এখনি যাব, মাকে নিয়ে যাব। দাদাজি, তুমি সকলের সাম্‌নে মাকে ব'লো, তুমি শত্রু নও। দাদাজি, আমি পরিচ্ছদ প'রে আসি।

[মুকুলজীর প্রস্থান।

চণ্ড। অন্তরের গূঢ় স্থল কর অন্বেষণ
মন। পশি অভ্যন্তরে গুহ্যতম স্তরে
হের কোথা স্বার্থ লুক্কায়িত। উচ্চ আশ,
উন্নতি প্রয়াস, আছে কি গোপনে ধরি
স্বদেশ-বৎসল ভাব? আধিপত্য-লিপ্সা,
কিম্বা চিতোরের হিতে চালিত অন্তর?
সত্য-তত্ত্ব কর নিরূপণ। দেখ মন,
স্বার্থ-শূন্য নহে কি অন্তর? কহ তব
আছে কি সন্দেহ তায়? প্রকাশ সত্বর।
পাপ-ইচ্ছা লুক্কাইত রহে ধর্ম্ম-ভাণে,
ভুলায় মানবে, পুষ্ট হয় হৃদি মাঝে,
শেষে করে আপন প্রকাশ, কৃতদাস
হেরে যবে মন। পশি স্তরে স্তরে বদ্ধ-
মুল বসে সে অন্তরে, নারে হীনবল
নরে, তারে করিতে উচ্ছেদ, প্রিয় হয়
প্রাণের সুসার সম। সে দশা কি মম?
আধিপত্য-লালসায় বহি রাজ্যভার?
নহে কেন জননী বিরূপা, নহে কেন
লোক-নিন্দা ডরি? বড় সাধ করেছিলে
মন, বড় আশে রাজকার্য্যে প্রাণপণ
তব, ভাব নিশিদিন কেমনে মুকুলে
শিখাইবে মহাকার্য্য প্রজার পালন;—
বাপ্পারাও-মুকুটের গৌরব রাখিতে
সদা যত্ন; সেই সিংহাসন-যোগ্য হবে
নব রাণা নিয়ত বাসনা, এ কি ছল,
প্রতারণা করেছে কি হৃদি অধিকার?
নির্ণয় করিতে নারি,—পেয়েছি আঘাত
আচম্বিতে, বিচঞ্চল মতি নহে স্থির।
ধৈর্য্যের বন্ধন বাঁধ ধৈর্য্যের বন্ধন,
হীনজন সম কেন হও বিচলিত?
থাক যদি ধর্ম্মপথে কি হেতু ব্যথিত?

[চণ্ডের প্রস্থান।

(পূর্ণরাম ও বিজরীর প্রবেশ)

বিজরী। বলি বুড়ো দাদা, কি মনে ক'রে?

পূর্ণ। তোমার তরে, দেখ্‌তে তোমায় নয়ন ভ'রে; বেঁধেছো রূপের ডোরে, থাক্‌তে আর পারি ঘরে? তাই তোমার তরে ঘুরে ফিরে, ঠোনা খেয়ে ঘরে পরে, হুজুরে দাঁড়িয়েছি করে করে—বলি দেখি, রূপসী কৃপা করে না করে।

বিজরী। ইস্, আজ রস যে ধরে না, মারবার থেকে আস্‌ছো নাকি?

পূর্ণ। জনার না চিবুলে মুখে এত রস হয় কি বিধুমুখি? ভাব্‌লেম রসিক হয়েছি, রসনাগরীর কাছে যাই, মারবার থেকে এলেম তাই।

বিজরী। মহারাজকে আমার পত্র দিয়েছিলে?

পূর্ণ। ভাটের হাতে পত্র পেয়ে আহ্লাদে আটখানা—রাজা আহ্লাদে আটখানা! আর মন মানে না মানা, তোমার কথাই তোলাপাড়া, তোমার কথাই শোনা, শুন্‌ছি খুব চাল্ চালো, আট ঘাট বাঁধছো ভালো, দেখিস লো দেখিস্—শেষ কালে না পস্তাও, মুখে তুল্‌তে গিয়ে না বিষম খাও, কোন্ পথে যাও, ভাল ক'রে ঠাউরে নাও।

বিজরী। আমি আবার কি আট ঘাট বাঁধ্‌ছি বল। বুড়োর কথা শোন!

পূর্ণ। রাজ-মহলে থাক, রাজা-রাজড়াকে পত্র লেখ, মন্ত্র দাও রাজরাণীর কাণে, শেষে প্রাণ না বেরোয় হেঁচ্‌কা টানে; সাপের রোঝা সাপে ছুব্‌লে মারে, ভূতের রোঝা ভূতে ধরে;—খেলে যে নিয়ে যারে, কেমন বিধাতার কল—সে পেয়ে বসে তারে। দেখ সাবধান, বুড়োর কথায় পেত কাণ, যার বিশ ত্রিশটা প্রাণ, সেই রাজা-রাজড়াকে চিঠি লেখে, পিরীত কতদূর টেঁকে, একটু বুঝে সুজে দেখ।

বিজরী। আ মর্ বুড়ো, আমি রাজাকে পিরীতের পত্র লিখেছি নাকি?

পূর্ণ। এই পিরীতেই পিরীত বাঁধে—এই পিরীতেই পড়ে ফাঁদে—এই পিরীতেই আগে হাসে, শেষে কাঁদে।

বিজরী। আ মর্ বুড়ো, কি ব'ল্‌ছিস্?

পূর্ণ। যা ব'ল্‌ছি—বুঝ্‌লে এখনি বুঝ্‌তে পার, ফিরুলে এখনি ফিরতে পার, আর বুড়োর কথার ধার না ধার, যা ইচ্ছে তাই কর।

বিজরী। বুড়ো দাদা, একটা কাজ পার, কিন্তু গোপনে?

পূর্ণ। পার্‌বো না কেন? আমারা বর যোটাই, তোমার মত রস-নাগরীর গোপনের কাজই তো চাই।

বিজরী। না না, সে সব কাজ নয়, জান তো আমি

পূর্ণ। কুমারী নিয়েই তো কাজ, নইলে ভাটের কাজ কি সাতভাতারী নিয়ে?

বিজরী। বুড়ো দাদার কেবলই তামাসা! আমার বড় দয়া হয়েছে, দেখ দেখি, চণ্ডের আচরণ দেখ দেখি, আপ্‌নার মার পেটের ভাই, তাকে বনে দিয়েছে। তুমি এই পত্রখানি যদি রঘুদেবকে দাও—চুপি চুপি, কেউ যেন টের না পায়—আর তারে ব'লো, তোমায় পত্র লিখেছে, সে তোমার ভাল ক'র্‌বে।

পূর্ণ। আচ্ছা দাও—যা বোল্‌ছো ব'ল্‌বো, কিন্তু ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছ, আর তোমায় মানা করবো না, এখানে স্ত্রীলোক মানা শুনে না।

বিজরী। বুড়ো দাদা, তুমি কি বল্‌ছো? আবার খেপেছ নাকি?

পূর্ণ। খেপেই আছি, যত দেখ্‌ছি, ততই খেপ্‌ছি; খ্যাপার হাটে কে ভাল থাকে বল? কই, পত্র দাও।

বিজরী। এই নাও—দেখ'—চুপি চুপি দিও।

পূর্ণ। আমি চুপি চুপি দেব, কিন্তু তুমি আপনিই ঢাক বাজাবে। লোকে গোল করে না, যারা পিরীত করে, তারা সাম্‌লাতে গিয়ে আপনা আপনি মরে।

বিজরী। তুমি একশোবারই পিরীত পিরীত কি ক'র্‌ছো? পিরীত-পেরেত আমায় পায় নি, তোমার ভয় নাই।

পূর্ণ। ভ্রমর পদ্মে মধু খায়, আর কাটঠোক্‌রা কাঠে ঠোক্‌রায়—যার যে সখ! যার যে সখ!

[পূর্ণরামের প্রস্থান।

বিজরী। এ বুড়ো মড়া সব টের পেয়েছে না কি? না, ও অমনি মরে। আমি মনের আগুন মনে চেপে রেখেছি, রঘুদেবকে দেখা অবধি আমি জ্যান্তে মরা হ'য়ে রয়েছি। ওই চণ্ডা—চণ্ডা আমার কাল! চণ্ডা যদি দূর হয়, রাণীকে যে দিকে ফেরাব, সেই দিকে ফিরবে; আমারই রাজ্য হবে, আমারই রাজ্য হবে; রঘুদেবকে বলে পারি, ছলে পারি, যেমন ক'রে পারি নেবো। কি নীরস, কি নীরস—একবার স্ত্রীলোকের পানে ফিরে চায় না। যাই, রাণীর কাছে ভাল ক'রে ফোস্‌লাই, ভয়ে না পেছোয়। চণ্ডাকে দূর ক'র্‌তেই হবে, কি কুক্ষণেই চিতোরে এসেছিলেম, রঘুদেবকে দেখে সকল সুখে বঞ্চিত হলেম! যদি না পাই, কুমারী আছি, কুমারীই থাক্‌বো। কি অদৃষ্টের ফের, যৌবনটাই বুড়ো-রাজার সখী হ'য়ে কেটে গেল।

[প্রস্থান।

তৃতীয়

রাজসভা

সভাসদ্‌গণ অসীন।

১ম সভা। মহাশয়, অকস্মাৎ এ সভা-সম্মিলন কি জন্য ব'ল্‌তে পারেন? কোন' শত্রুর সংবাদ এসেছে না কি?

২য় সভা। আমি তো কিছুই অবগত নই, এই যে রাণাকে নিয়ে মহামতি চণ্ড আস্‌ছেন। এ কি! অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে রাজমাতাও উপস্থিত!

১ম সভা। কোন গুরুতর কার্য্য, সন্দেহ নাই।

(চণ্ড, মুকুলজী ও গুঞ্জমালার প্রবেশ)

চণ্ড। মহারাণা, নিবেদন—শোন সভাসদ্
সবে, যে কারণ সভা সংযোজন; শুনি
লোকমুখে বাণী,—মহারাণী অসন্তুষ্ট
মম প্রতি, রাজকার্য্য করি—নহে তাঁর
অভিমত; সন্দিগ্ধ মাতার মন মম
আচরণে;—অরি আমি জন্মেছে প্রতীতি;
আপন উন্নতি হেতু বহি রাজ্যভার,
রাজ্য-লিপ্সা হৃদয়ে আমার,—স্বার্থ মাত্র
অভিপ্রায়, স্বার্থের আশায় সদা ফিরি।
মনোগত জননীর, প্রজার পালন
করেন গ্রহণ নিজ করে, এ নফরে
দিবেন বিদায়। দাস অবকাশ চায়;
সভামাঝে রাজ্যভার জননীর পায়

করি সমর্পণ। আকিঞ্চন - হাস্যমুখে
মা আমায় করুন বিদায়। মাতৃপদে
দাসের মিনতি, যদি অপরাধী হ'য়ে
থাকি শ্রীচরণে, নিজগুণে মহারাণী
করুন মার্জ্জনা,—করি মেলানি কামনা।

গুঞ্জ। কুমার আমার, ভাল মন্দ তার মম
ভার, ইথে কেন নানা কথা ওঠে—কেন
মার্জ্জনা মেলানি, নানা কথা শুনি—কেন
সভা-সংযোজন? ইচ্ছা হয় রাজ্যভার
কর সমর্পণ, নহে যাই পিত্রালয়ে
মুকুলে লইয়ে, দ্বন্দ্ব নাহি করি—দ্বন্দ্বে
ডরি; সদা ভয় মম, সহায়-বিহীনা
নারী, ইচ্ছা থাকে কর রাজ্য, কিবা তায়
বাধা? তুমি বলবান্, সৈন্যগণে তোমা
মানে, রাজ্যে সবে গণে রাজকোষ তব
করে, প্রজাগণে বশ—গায় তব যশ,
তব অভিপ্রায়মত রাজকার্য্য হবে;—
কি বলে অবলা তাহে কিবা হবে যাবে!

চণ্ড। মাতা, নমস্কার—লহ রাজ্যভার, রাজ-
কার্য্যে নাহি সাধ আর, ছিল বহু আশা—
দিছি জলাঞ্জলি, করযোড়ে শ্রীচরণ
ধরি নিবেদন করি, চিতোর-আসন—
বাপ্পারাও-সিংহাসন বিখ্যাত ভুবনে,
উচ্চ কুলে মুকুল উদ্ভব, সে গৌরব
যেন নাহি হয় তিরোহিত,—অতি উচ্চ
শিশোদীয়বংশ যেন ধ্বংস নাহি হয়।

গুঞ্জ। রাজ্য কর, কে বারে তোমারে, চ'লে যাই
পুত্র ল'য়ে; আমি ক্ষুদ্র রণমল্ল-সুতা—
শিশোদীয়-বংশের মমতা নাহি মম!
তুমি কুলধ্বজ, তুমি কুলের শেখর,
গৌরব উজ্জ্বল কর বসি সিংহাসনে,—
নাহি আর লাক্ষরাণা, কি ভয় তোমার?

চণ্ড। থাকিলে সে সাধ মনে বল গো জননি,
কে করিত প্রতিরোধ? কে তোমারে আজি
সম্বোধিত রাজমাতা বলি? সভাসদ্
সবে জানে, জিজ্ঞাস আপনি, মহারাণা
কৃপায় কিঙ্করে অর্পিলেন রাজদণ্ড
নহে কেবা কোলে তুলে মুকুলে বসালে
এ আসনে? কে দিলে কিরীট তার শিরে?
স্মর পূর্ব্বকথা! অকারণ কেন গঞ্জ
মাতা? বিনা দোষে কেন বৃথা কটুবাণী?
লহ রাজ্যভার, মা গো, খেদ নাহি তায়,
কাঁপে কায় ভবিষ্যৎ ভাবি, আছে কিবা
বিধাতার মনে কেবা জানে! সযতনে
পাল মা নন্দনে; রেখো বংশের সম্মান
উপযুক্ত উপদেশ ক'রো মা প্রদান,
সুশাসনে পুত্র সম পালিহ প্রজায়,—
রাজ্যে যেন সবে গায় যশ, যেন সবে
রহে বশ রাজভক্তি হৃদয়ে ধরিয়ে,
অতুল গৌরব যেন নাহি হয় ক্ষয়,
শতমুখে গায় যেন মুকুলের জয়।

গুঞ্জ। উপদেশ শুনিবার নাহিক বাসনা,
যেবা ইচ্ছা কর বৎস! নাহি মম মানা।

চণ্ড। ধৈর্য্য ধর রাজরাণি, যাইব এখনি।
এই মাত্র খেদ মনে শুন গো জননি,
ছেড়ে যাই পিতৃ-পিতামহ-রাজধানী
জনমের মত। শোন মহারাণা, আজি
বিদায়-সময়, তাই ডাকি ভাই ব'লে,—
দাদা ব'লে এস ভাই কোলে, দেহ মোরে
আলিঙ্গন জন্মের মতন, চন্দ্র-মুখ
করি দরশন, ল'য়ে মস্তক আঘ্রাণ
চলে যাই যথা পথ দেখাইবে আঁখি;
তুমি প্রাণাধিক কি অধিক কব আর—
দেখো—দেখো, রেখ' রাণা-বংশের সম্মান।

মুকুল। দাদাজি—দাদাজি, তুমি কোথায় যাবে? আমি যেতে দেব' না।

চণ্ড। ছেড়ে তোরে যেতে কি রে চাহে মম প্রাণ
জীবন সর্ব্বস্ব তুমি হৃদয়ের ধন!
কি করিব, দৈব-বিড়ম্বনা—তাই সহি
দারুণ যন্ত্রণা, কেবা বুঝিবে বেদনা
মম? রাখি তরবারি জননীর পায়,
কৃতাঞ্জলিপুটে দাস মাগে গো বিদায়। [প্রস্থান।

মুকুল দাদাজি,—দাদাজি, তুমি কোথায় যাও? দাদাজি যেও না।

[মুকুলজীর প্রস্থান।

১ম সভা অদ্য এ কি চমৎকার? এ কি?

২য় সভা আশ্চর্য্য!

[সভাসদ্গণের প্রস্থান

(বিজরীর প্রবেশ)

বিজরী। নাও তলোয়ার নাও—দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছ? যতক্ষণ বিদায় না হয়, নিশ্চিন্ত থেকো না। ও ভারি মায়াবী, তুমি জান না—চল, আগে রাজকোষ হাতে নাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজ-তোরণ-সম্মুখ

প্রজাগণ ও পূর্ণরাম।

১ম প্রজা। কি কৃতঘ্ন! কি কৃতঘ্ন! রাজা চণ্ডের প্রতি এই ব্যবহার!

২য় প্রজা। ওহে বোঝনা, এক মুখে শুনতে ভাল। ভিতরে ভিতরে কি হ'য়েছে—কে জানে?

৩য় প্রজা। কি, তুমি এমন কথা বল? স্বদেশ-বৎসল, দরিদ্রের পিতা, দুষ্টের দমন, ন্যায়বান্, দয়াবান্, আত্মত্যাগী মহাপুরুষ!

২য় প্রজা। কি জানি ভাই, রাজপুরের কথা।

পূর্ণ। মুখ দে বেরোয় হাওয়া, শূন্যে চলে হাওয়া, উত্তরে বয় হাওয়া, আবার দক্ষিণে বয় হাওয়া, কখন ঘোরে কখন ফিরে—এ হাওয়ার ওপরে যে নির্ভর করে, তার চোদ্দ-পুরুষ আঁটকুড়ো। এই নামের ডাকে গগন ফাটে, আবার সে পায়ে হাঁটে, কখন হাতীতে যায়, কখন লোকে গায়ে ধুল' দেয়; এল অদৃষ্টের উপাসনা করে? এই অদৃষ্ট—অদৃষ্ট ক'রে মরে! আমি বুড়ো ভাট ঠ্যাঁটা, অদৃষ্টের অদৃষ্টে মারি পাঁচ ঝাঁটা। বালির ওপর বাস, নারীর মুখের হাস, নদীর ধারে চাষ আর সু-অদৃষ্টের আশ—এর উপর যার বিশ্বাস, তার সাত পুরুষ কাটে ঘাস।

১ম প্রজা। কি ভাট ম'শায়—কি ভাট ম'শায়, কাকে ঘাস কাটাচ্ছেন?

পূর্ণ। আপনিই ঘাস কাট্‌ছি।

২য় প্রজা। কেন ভাট ম'শায়, ঘাস কি হবে?

পূর্ণ। বিধাতাপুরুষের ঘোড়া খাবে।

২য় প্রজা। আর বিধাতাপুরুষকে কি দেবেন?

পূর্ণ। তার পেট ভরা আছে, অনেক গাল খেয়েছে, অনেক গাল খাচ্ছে; তবে যদি আমার ঠেঁয়ে কিছু খেতে চায়, তা হলে বলি,—বাবা কপালের লেখাটুকু চেটে খাও, তোমার ভাল মন্দ তুমি নাও, এখন বুড়ো হ'য়েছি, ছুটি দাও।

৩য় প্রজা। তবে তার ঘোড়ার জন্যে ঘাস কাট্‌ছেন কেন?

পূর্ণ। লোকের মুখে দেব' কি?

৩য় প্রজা। ঘোড়ার ঘাস কাট্‌ছেন, তা লোকের মুখে দেবেন কেন?

পূর্ণ। বিধাতাপুরুষ কি আর টাটু ঘোড়া চড়ে? লোকের জিবে জিবে ফেরে, লোকই তো সব করে। কখনও কেউ ভাগ্যবান্ হয়, কখনও কেউ আবার অধঃপাতে যায়—কখন কেউ মহৎ, কখনও কেউ অসৎ! লোকের জিবেই সব ফারখতাখাতি হ'চ্ছে।

২য় প্রজা। আচ্ছা ম'শাই, এই রাজবাড়ীর কথাটা কি ব'ল্‌তে পারেন?

পূর্ণ। তুমি কি ভাব্‌ছো—পরের জন্যই ঘাস কাট্‌ছি? আগে আপনার মুখে এক নুড়ো দিয়েছি; অনেক বয়স হয়েছে, অনেক দেখেছি, এখন কথায় আর হাওয়ায় আমার বিশ্বাস নাই, যে বিশ্বাস করে, সে তোমাদের মত রাস্তার ধারে ঘুরে বেড়ায়।

২য় প্রজা। আপনিও তো রাস্তার ধারে ঘুর্‌ছেন?

পূর্ণ। বেশ ব'লেছো ভাই, রোগ এখন সারে নাই—তা নইলে ঘোড়ার ঘাস কাটি?

(চণ্ড ও শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। এ কি মহাশয়, হেন অত্যাচার কার
প্রাণে সয় ? কি নির্দ্দয় ! হেন কৃতঘ্নতা
আছে কি ধরায় আর ! জীবন-যাপন—
প্রাণপণ শিশোদীয় উন্নতি-সাধনে,
ধ্যানে জ্ঞানে শয়নে স্বপনে রাণা-হিত
বিনা নাহি তব, সৌরভ গৌরব, হৃদি-
আশ—আত্মবিসর্জ্জন করি, প্রতিফল
এই কি ফলিল ? এই তার পরিণাম ?
বিধি বাম, তব নির্ব্বাসন ! কেন আর
রাখি এ জীবন ? দেহ-ভার অকারণ
বহি, কত সহি, কত সহে প্রাণে ? এ কি
কি দুর্জ্জয় প্রকৃতি-বিকার, কৃতঘ্নতা-
পূর্ণ এ সংসার, করে নরক বিহার
ধরামাঝে ! ধিক্ ধিক্ ! দুষ্টের দমন,
শিষ্টের পালন তুমি মতিমান্, কর
দুর্জ্জনে দমন, রাখ কুলমান, কেন
অকূলে শিশোদী-কুলে দেহ বিসর্জ্জন ?
তব সুশাসনে, প্রজাগণে দুঃখ নাহি
জানে,—নির্ব্বাসনে হবে রাজ্য অত্যাচার-
ময় ; মহা ভয় বিরাজিবে ঘরে ঘরে,
প্রাণাধিক মুকুলে মজাবে, ছারখার
হবে তোমা বিনা হাস্যময়ী রাজধানী,
রোদনের ধ্বনি পূর্ণ হবে অচিরাৎ।
ভাসায়ো না—মজায়ো না সবে, কবে তুমি
আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ ? ফের' ভাই,
লহ ভার, কর পুনঃ প্রজার পালন,
ত্যজ অভিমান, ঘৃণা করহ বর্জ্জন।

চণ্ড। ঘৃণা অভিমান নাহি পায় স্থান মম
মনে, অভিমানে নাহি যাই নির্ব্বাসনে ;
কি কব তোমায় ভাই, কিবা বেদনায়
ছেড়ে যাব চিতোরনগরী। অধিকারী
মহারাণা, তাঁর জননীর মানা, আজ্ঞা
মম প্রতি ত্যজিতে বসতি ; ন্যায়মতে
বালকে মাতার অধিকার, অনুমতি
তাঁর রাণা-আজ্ঞা সম মানি। করি যদি
অবহেলা, শিখাইব রাজ্যে অনিয়ম,
প্রজাগণ হবে মতিভ্রম, সুশাসন
কেহ না মানিবে। বোঝ' ভাই, রাণাপদে
গৌরব টুটিবে, মম আদর্শ লইবে
সবে ; কায়মনোবাক্যে আমি রাণা-দাস ;
প্রভুর সম্মান যাবে কিঙ্কর হইতে ?
অনুচিত উপদেশ তব হে ধীমান্ !
অস্থি রাণা-অংশে, জন্ম রাণা-বংশে, রাণা-
পুত্র বলি লোকে গণে, ত্যজি জন্মভূমি—
রাণার সম্মান হেতু, ছিল সাধ—সাধে
বিসংবাদ,—কি করিব দৈব-বিড়ম্বনা !
সবে মিলে রেখ ভাই, মুকুলে যতনে,
জীবন উৎসর্গ কর তার প্রয়োজনে।
বিধি বাদী মম ভাগ্যে রাজসেবা নাই,—
সুখে থাক, মনে রেখো, যাই ভাই—যাই !

শিখণ্ডী। তব সেবা ভিন্ন ভাই, অন্য নাহি মন ;
এ জীবন শ্রীচরণে করেছি অর্পণ,
তব নির্ব্বাসনে অদ্য মম নির্ব্বাসন।

(মুকুলজীর প্রবেশ)

মুকুল। দাদাজি—দাদাজি, তুমি যেও না, আমায় ফেলে যেও না, আমার মন কেমন ক'র্‌ছে। দাদাজি ! তোমায় না দেখে আমি থাক্‌তে পারবো না।

চণ্ড। শূন্যদেহে চ'লে যাই, প্রাণ তোর ঠাঁই—
সম্পদ সম্পদ তব, সর্ব্বস্ব আমার,
প্রাণাধিক তুমি, যবে আপন গৌরবে
রাজদণ্ড ল'য়ে করে শাসিবে প্রজায়—
করিলে স্মরণ, দাস দিবে দরশন।
যাও ভাই, জননী-সদনে—রেখো মনে,
কিঙ্কর তোমার আমি জীবনে মরণে—
নির্ব্বাসনে তুমি ধ্যান জ্ঞান। থেকো ধর্ম্ম-
পথে, সাধুবাক্যে রেখো প্রীতি, সদা কায়-
মনে জননী-চরণে রেখো মতি, মাতৃ-
সেবা-রত রহ অবিরত, সুখে থাক
দেবগুরু-আশীর্ব্বাদে, মাগি হে বিদায়।

মুকুল। না দাদাজি, যেও না দাদাজি—তুমি যেও না, তোমায় ছেড়ে আমি থাক্‌তে পার্‌বো না।

(গুঞ্জমালা ও বিজরীর প্রবেশ)

গুঞ্জ। চণ্ড অতি মহৎ সুজন, চণ্ড অতি
আত্মত্যাগী,—না না ? কহ কিবা প্রজাগণে ?
বড় ধীর, বড় শান্ত, বড় উচ্চাশয়,
করুণাসাগর !—এ কি, কেহ নাহি কহ
কোন কথা ? হের বিদ্যমান পান পাত্র—
মুকুলের পান-পাত্র এতে হলাহল
কে দেছে ? বিচার কর, রাজমাতা আমি,
বিচার প্রার্থনা করি, বল সবে এক-
বাক্যে, আমি নিতান্ত কলহপ্রিয়, বল—
বল, কেবা আছ প্রজামাঝে—আমি নীচ,
অতি হীন ! জান কি সকলে বন্যবাজী-
বিবরণ ? আসিয়াছে তুরঙ্গ সুন্দর,
পৃষ্ঠে লয় যারে—তার জীবন সংশয় !
সেই ঘোড়া—চণ্ড মহাশয়—যার গুণ-
গান রাজ্যময়, এনেছেন মুকুলের তরে
মহা সমাদরে, আদর না ধরে আর ;—
বিমাতার পুত্রের কারণ আয়োজন
হয়, জান বা না জান সমুদয়, শোন
পরিচয়, মৃগয়ায় মুকুল যাইবে—
চণ্ড মহামতি—রাণা প্রতি ভক্তি অতি,
আপনি যাবেন সাথে, পরে মৃগয়ায়
কেবা কোথা যায়, কেবা তার দায়ী বল ?
মুকুল বিহনে রাজসিংহাসন শূন্য
নাহি রবে, আছে রাণা লাক্ষ-সুত চণ্ড,
গৌরবে বরিবে শিশোদীয় কুলমান
করিতে উজ্জ্বল, সবে কর সুবিচার,
নহি অন্য অপরাধী, পুত্রের কল্যাণ-
কামনা নিয়ত মম ; নারী হীন-জ্ঞান,—
কে দোষী নির্দ্দোষ শীঘ্র কহ প্রজাগণে—
দোষী হই, দণ্ড মোরে দেহ এইক্ষণে।

৩য় প্রজা। এ কি সম্ভব ! এ কি সম্ভব।

২য় প্রজা। সত্য মিথ্যা কে জানে, আমরা তো আর দেখ্‌তে যাইনি। রাজ্য-আশা বড় আশা।

১ম প্রজা। তুমি কি বল ? এ কি কথা !

বিজরী। স্বচক্ষে দেখেছি পাত্রে দিতে হলাহল ;
স্বকর্ণে শুনেছি যত মৃগয়া-মন্ত্রণা ;
এতে যদি কোন জন করে অপ্রত্যয়,
করিব প্রমাণ, বল কার অবিশ্বাস ?

মুকুল। দাদাজি—দাদাজি, তুমি যাও—দাদাজি তুমি যাও ! মা তোমায় মেরে ফেল্‌বে, হেথা থেকো না দাদাজি, তুমি যাও !

চণ্ড। (স্বগত) দ্বিধা হও ও মা শ্যামা-ধরা ! এ অধম
সন্তানে দেহ মা স্থান, দারুণ কলঙ্ক-
ভার সহিতে না পারি আর ! বজ্র নাহি
ধরে জলধর ! কাল বিষধর বুঝি
ত্যজিয়ে গহ্বর, নাহি আসে মম পাশে,
কলঙ্ক আশঙ্কা করি,—কত সহে ! কোথা
মৃত্যু—বন্ধু অভাগার, করহ উদ্ধার,
কত সব, কত সহে মানব-হৃদয়ে ?

২য় প্রজা। দেখ, কোন উত্তর নাই—কি বুঝি ভাই, কি বুঝি।

৩য় প্রজা। মাহাত্ম্য ! বুঝ্‌তে পার্‌চো না ?

২য় প্রজা। অত মাহাত্ম্য ভাই আমাদের নাই।

১ম প্রজা। তুমি বর্ব্বর ! তোমাতে আর চণ্ডেতে কি বিশেষ নাই ?

শিখণ্ডী। ভাই—ভাই, কি কারণ আছ অধোমুখে ?
কি হেতু শ্রীমুখে নাহি বাণী ? দেহ আজ্ঞা,
এই কি সংসার ! শঠ খলের আগার,
এই পরিণাম ! দুরদৃষ্ট তুমি ধন্য !

চণ্ড। কেন মাতা, স্তনদানে পালিলে আমায় ?
মেদিনি,—কেন মা স্থান দেছ অভাগায় ?
কেন পিতা, আদরে পালিলে ভাগ্যহীনে ?
এস তাত, বারেক চিতোরে—দেখে যাও
তনয়ের দশা, দেখে যাও কলঙ্কের
ভার ; হতমান তবু আছে হীন প্রাণ !

মুকুল। দাদাজি, তুমি যাও—আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো দাদাজি !

গুঞ্জ। দেখ দেখ, কিবা যাদু জানে যাদুকর !
বালক সহজে ভোলে অরি নাহি চিনে।

৩য় প্রজা। দেখ—দেখ, কি কালসাপিনী দেখ।

। রাজমাতা, চল যাই,— মুকুলকে নিয়ে চল যাই, প্রজাদের মনোভাব কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

গুঞ্জ। এস মুকুল এসো, তুমি হেথায় কেন, রাজ-সিংহাসনে ব'স্‌বে চল।

মুকুল। আমি যাচ্ছি মা, তুমি দাদাজীকে আর কিছু ব'লো না।

বিজরী। চল রাণি,— চল, সৈন্যদের আজ্ঞা দাও, প্রজারা না রাজপথে গোল করে। ভয় নাই, চণ্ড চলে যাবে; ও রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে ব'লেছে, তা যাবে। আপনার কথা রাখ্‌বে, তা না হ'লে প্রজারা যে মিথ্যাবাদী ব'ল্‌বে। লোকের কথায় বড় ভয়। সাপ যেমন বুকে হাঁটে, এরা তেমনি লোকের কথায় মরে বাঁচে; না হ'লে কি পৃথিবীতে মানুষের বাস থাক্‌তো।

গুঞ্জ। এস রাণা।

মুকুল। দাদাজি, আমি যাই—তুমি যাও দাদাজি, হেথা থেকো না।

[গুঞ্জমালা, বিজরী ও মুকুলজীর প্রস্থান।

শিখণ্ডী। তোমরা হেথায় কি ক'র্‌ছো, আপন আপন কাজে যাও।

২য় প্রজা। সেই ভাল, আমাদের কেন মাথা ব্যথা।

১ম প্রজা। আহা, চণ্ডের নির্ব্বাসন! চণ্ডের নির্ব্বাসন! কি সর্ব্বনাশ হলো!

[প্রজাগণের প্রস্থান।

পূর্ণ। যে লোকের কথায় মরে বাঁচে, কলঙ্কে যার ভয়—যার একটু এদিক্ ওদিক্ হ'লে ম'র্‌তে ইচ্ছা হয়—কোন' কাজে হাত দেওয়া তার নয়। কেনা জানে রকম রকম কত হাওয়া বয়—যার কড়া জান, যার কড়া প্রাণ, ঠিক যে দেছে আপনাকে বলিদান—সে পাষাণ; সে আপনার কাজ চায়, সময় বুঝে সয়, আপনার কথা নিয়ে রয়; সে কি কোন কথায় পাতে কাণ, তার কি এত মানের ভাণ! আমি বুড়ো ভাট, মিছে কেন ব'কে মরি? থাকি একটু শেষটা দেখে সরি।

চণ্ড। সত্য কেন মিছে করি মরণ-কামনা?
গেছে কিবা আছে তো সকলি; আছে ধর্ম্ম-
হই নাই ধর্ম্মপথ-চ্যুত; তবে কেন
মরণ-কামনা করি? মৃত্যু চিন্তা যোগ্য
নহে মন? ধর্ম্মাশ্রয়, ধর্ম্মপথে মতি
গতি মম; পাপশূন্য হৃদয় আমার;
মন নাহি করে তিরস্কার, তবে কেন
মৃত্যু-চিন্তা? হয় তায় অধর্ম্ম-সঞ্চার।
কিন্তু কাঁপে কায় হেরি ভবিষ্যৎ ছবি।
মারবারবাসী আসি বেড়িবে চিতোর
শিশোদীয়। বিদ্বেষী রাঠোর, প্রজাগণে
শত্রুর শাসন সহি রহিবে কেমনে?
চাবে কেবা মুকুলের মুখপানে, যবে
দুরন্ত রাঠোরগণে করিবে পীড়ন?
কি জানি বা বধিবে জীবন! রাজমাতা
সহায়-বিহীনা নারী, নির্ব্বাসিত আমা
হ'তে কি উপায় হবে? – বুঝি বা মজিবে
সুন্দর চিতোরপুরী! বিধাতার লীলা—
নরে কি বুঝিতে পারে! দেখি যেবা হয়,
ভাবিয়ে কি হবে, করি সাহসে আশ্রয়।
থাকিতে জীবন, নাহি সব কোন মতে,
দেশ-হিতে দিব প্রাণ দেখিবে জগতে।

পূর্ণ। যে বড় সকল কার্য্যে দড় কিছুতে হয় না জড়সড়; বড় হও পড় যদি বড়র মত পড়। আ মর্, বুড়ো ভাট, কেন ক'র্‌ছিস্ হড় বড় সড়? কে জানে, মেলা কথা জিবে হ'চ্চে জড়।

(রঘুদেবজীর প্রবেশ)

রঘু। শ্রীচরণ দর্শন মানসে আসিয়াছে
দাস তব, পূজ্যপাদ কর আশীর্ব্বাদ।

চণ্ড। এস ভাই দেহ আলিঙ্গন, পিতৃধামে
বঞ্চিত অভাগা—যাই নির্ব্বাসনে! হেরে
তোর মুখসুধাকর, উথলে অন্তর
সাগর-সলিল সম। প্রাণের দোসর
সোদর দোসর তুমি, জুড়াল নয়ন-
মন তব আগমনে। যাই দূরদেশে,
স্বদেশে নাহিক স্থান, হত মান – বহি
কলঙ্ক-কালিমা-ভার। বিমাতা বিরূপা,
ক'ন মাতা মুকুলের প্রাণনাশ আশে
ফিরি সদা, সাধ মম রাজসিংহাসনে;
লোক-মাঝে এ কলঙ্ক দিল মাতা শিরে,

প্রাণ আছে এত অপমানে ! কি কহিব,
দুর্নাম—দুর্নাম জুড়ি জগৎ-সংসার,
বেজেছে দুর্নাম ভাই,—ভাই রে আমার,
জীবন-বহন লাগে ভার ; কত সহি
ধর্ম্মে স্মরি, ডরি পাছে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় !
মান হ'ত,—মান হ'ত, অপযশ দশে !

রঘু। মেঘে ঢাকা সূর্য্য নাহি রবে চিরদিন ;
মেঘান্তে সুবর্ণ রশ্মি অধিক সুন্দর !
ছিন্ন মেঘমালা শোভে ইন্দ্র-চাপরূপে
হেমরশ্মি মাখি কায়, আঁখি বিনোদন।
ধর্ম্ম-বলে অচিরে ঘুচিবে এ কালিমা,
উজ্জ্বল গৌরবে নিজ উন্নত বৈভবে—
শোভিবে ধরণী মাঝে ; কলঙ্ক-কালিমা-
ছটা, মেঘ ঘটা-সম যাবে দূরে ত্বরা,
রবে মাত্র মহিমা বর্দ্ধনে। আসিয়াছি
বিদায় লইতে পায় জনমের মত।
জান ভাই, ভঙ্গুর শরীর বিনির্ম্মিত
মৃত্তিকায়, কবে যায় কেবা জানে। ভাবি
তাই ভাই, হয় কি না হয় দেখা আর।
রেখো মনে পদাশ্রিত অকৃতী অধমে,
ক্রিয়াহীন উদাসীন মাগিছে বিদায়।

চণ্ড। দেখা কি হবে না ! হ্যাঁরে দেখিতে পাব না
আর চাঁদ মুখ তোর হৃদি ফুল্লকর ?
কেন রে ব্যথিত প্রাণে কর বজ্রাঘাত—
যাবে কি ভ্রমণে ? ফিরিবে কি পুণ্যধামে ?
যথা যাও থাক সুখে, মনে রেখো ভাই ;
কেমনে বিদায় দিব, বিদায় মাগিব,—
সরল কমল মুখ পুনঃ কি হেরিব ?

রঘু। ত্যজ খেদ, কাষ্ঠ তৃণ স্রোতে সংযোজন,
ভঙ্গুর সংসার, কিবা বিচ্ছেদ মিলন !

চণ্ড। কঠিন সঙ্কল্প তব মমতা-বিহীন।
আজি বাল্যকাল পুনঃ পড়ে মনে, পড়ে
মনে কেলি-গৃহ, তব কিশোর-বদন-
খানি পড়ে মনে, যেই দিন উদাসীন
সংসার-বিরাগী, রাজপুত্র ভোগসুখ
পরিহরি পশিলে বিজনে ! বৃথা খেদ,
চ'লে যাই, চিতোরে নাহিক মম স্থান।
মেবারনি তোমার ঠাঁই মাগি হে চিতোর !
সুন্দর নগর, জন্মভূমি স্বর্গাধিক
গরীয়সী, মাগি হে বিদায় ! হে চিতোর-
বাসি, পুণ্যধাম অধিকারী, নমস্কার—
ছেড়ে যাই সহোদর জীবন সোসর।
হে শিখণ্ডি, তব ঠাঁই মাগি হে বিদায়,
প্রণাম জানায়ো তব জননীর পায় ;
মাতৃসম ধাত্রী-মাতা, যাঁর করুণায়
অসহায় বাল্যকাল কাটিল হেলায়।

শিখণ্ডী। সাথে লও, প্রভু, তব কিঙ্করে কৃপায়।

চণ্ড। কোথা যাবে—নির্ব্বাসিত আমি, কেবা বল
দেখিবে মুকুলে ? যদি মম প্রিয়কার্য্য
ইচ্ছা তব, বাক্য ধর, রহ এ নগরে ;
রেখো—রেখো যতনে রাণায়, শত্রু নাহি
ছায়া স্পর্শে তার। যদি হয় প্রয়োজন,
ক'রো প্রাণদান, রেখো শিশোদীয়-মান,
দিও না হে ব্যথা, কথা করিয়ে অন্যথা।
হা ধিক্ মমতা, প্রাণ যেতে নাহি চায়,—
সোণার চিতোরপুরী বিদায়—বিদায় !

(রণমল্ল, যোধরাও ও খাণ্ডাধারীর প্রবেশ)

রণমল্ল। কি চণ্ড ম'শায়, কোথায় আগমন ? নীচজনের কথায় কর্ণপাত করেন না, না কি ? পদব্রজে কোথায়—পদব্রজে কোথায় ? কিছুই চিরস্থায়ী নয়—কিছুই চিরস্থায়ী নয়, অহঙ্কার মানব-জীবনে ভ্রম মাত্র।

[চণ্ডের প্রস্থান।

খাণ্ডা। ইস্—এখনও অহঙ্কারে মট্‌মট ক'র্‌ছে।

যোধরাও। মহারাজ, শত্রু এখনও বলবান্, সমস্ত প্রজা বশীভূত, বারণকে অঙ্কুশ আঘাতে উত্তেজিত ক'র্‌বেন না, আসুন আমরা পুরী প্রবেশ করি।

রণমল্ল। এ ব্যক্তিকে অচিরে প্রতিশোধ দেওয়া কর্ত্তব্য।

যোধরাও। অগ্রে রাজকার্য্য গ্রহণ করুন, অভীষ্ট সিদ্ধি করুন।

[রণমল্ল, যোধরাও ও খাণ্ডাধারীর প্রস্থান।

শিখণ্ডী। পালিব বচন ভ্রাতা, হব না কাতর ;

বক্ষের শোণিত-দানে রাখিব চিতোর
তব প্রিয়কার্য্য, মম প্রিয় এ জীবনে ;
পারি যদি কভু, দণ্ড দেব দস্যুগণে।

[শিখণ্ডীর প্রস্থান।

পূর্ণ। বাঃ বাঃ! কি মণিকাঞ্চন যোগ! চিতোরে রাজভোগ, আর বিলম্ব সয় নি, তা না সয়—না সোক, যা হবার হোক, তোর কেন মাথা ব্যথা বুড়ো ভাট ? আঃ মরি, এ বয়সে এত ঠাট! আহা, তোর কি বুদ্ধির জোর—কেমন মেলানি,—চিতোর আর রাঠোর! কেমন শুভ-ক্ষণে সম্বন্ধ বাগালি, কেমন শুভক্ষণে নারিকেল এনেছিলি ?—যেমন ম'রেছিস্ ক'রে ঘোঁট, তেমনি শুভ যোটাযোট, চিতোর গড়াবে রাঠোরের পায়—তোর কি তায় ? চিতোর বজায় হয় কি না হয়, তোর কি এত দায় ? আছে দায়—আছে দায়, নইলে কি বুড়ো ভাট ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চায় ? ম'শায়, আপনার একখানি পত্র আছে।

(পত্র প্রদান)

রঘু। কি পত্র ভট্টরাজ ?

পূর্ণ। ওর ভেতর তো সেঁধুইনি, তবে ভাটের হাতে চিঠি, হ'তে পারে পিরীতের কাহিনী, কি জানি। যে পত্র দেছে, গোপনে ব'ল্তে ব'লেছে, সে তোমার ভাল ক'র্বে ; কদ্দূর তোমার মনে ধ'র্বে, তোমার আপনার বোঝা-বুঝি, বুড়ো ভাট চ'লে যায় সোজাসুজি।

[পূর্ণরামের প্রস্থান।

রঘু। (পত্র পাঠ করিয়া)
দংশে অহি আয়ুহীনে ; মহাকাল ফিরে
সাথে মহাফাঁস ধরি, মৃগয়া-কানন
তার এ সংসার। কিবা লীলা! ঘৃণা, দ্বেষ,
ভালবাসা এক বস্তু—বহুরূপ ধরে।
মগ্ন নরে স্নেহে গলে বিদ্বেষ ঘৃণায়,
সম ঘৃণ্য স্নেহ দ্বেষ নাহি বোঝে হায়!

(বিজরীর প্রবেশ)

বিজরী। হুঁ, তোমায় কে পত্র লিখেছে, আমি জানি, ব'ল্বো কেন ?

রঘু। জান যদি জননি, কহিও সমাচার—
কুমার সন্ন্যাসী, আমি কুমার তাঁহার ;
ছলনা নন্দন-সনে মাতার কি সাজে!
বিলাসীর প্রেম, চিতাভস্ম সন্ন্যাসীর
সার। ভট্ট বাতুল নিশ্চয়—প্রেম-লিপি
দিল মোর করে, থরশিরে রত্নময়
কিরীট সুন্দর। লহ ফিরায়ে লিখন,
জানায়ো জননী-পদে মম নমস্কার—
জগতে রমণীগণে জননী আমার।

বিজরী। সন্ন্যাসী হইয়ে কর ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
ব্যথা দাও রমণী-হৃদয়ে। তব প্রেম-
অভিলাষী দাসী, সন্ন্যাসি, সকাতরে
কামিনী প্রণয়ী মাগে ; ক'রো না বঞ্চিত,-
হবে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাশ কাঁদালে অবলা।
নারীর স্বভাবজাত লাজ পরিহরি,
ভিখারিণী প্রেম-ভিক্ষা চায় পায়, পদে
রাখ তায়। মজায়েছ অবলা বালায়,
দেছে বালা আত্ম-বিসর্জ্জন, সমর্পণ
জীবন-যৌবন শ্রীচরণে। গুণমণি,
কাতরা কামিনী, নিদারুণ বাণী কেন
হেন শেল সম ? কত সয়—কত সয়
রমণী-হৃদয়ে ? ত্যজ ভয়, হীনজন
নাহি করে তব আকিঞ্চন। অযতনে
নবীন যৌবন যাবে, কি হেতু বিরাগ ?
অনুরাগে কেন বিতরাগ, প্রাচীনের
সাজে ত্যাগ, প্রেম-রাগ সোহাগ যৌবনে।

রঘু। কে মা তুমি, দেবী কি মানবী—বিদ্যাধরী,
অপ্সরী, কিন্নরী কিবা ? কিঙ্করে ছলনা
ক'রো না, করুণাময়ি! দাস দীন অতি,
হিতাহিত নাহি জ্ঞান, ধর্ম্মে নাহি মতি!

। নাহি কি অধরে রাগ, আবেশ নয়নে,
যৌবন-তরঙ্গ কলেবরে, উচ্চ হৃদি—
প্রেমের আবাস বুঝি করে না প্রকাশ
বুঝি মোরে ভুলায় দর্পণ, কেশদাম
নহে সুচিকণ, রতিপতি সনে রতি—
নিতম্ব-বিহারী গেছে বুঝি পরিহরি
বিলাস-ভবন, তাই বুঝি মনে নাহি
ধরে! রূপ-অহঙ্কারে পিপাসীরে বারি

নাহি কর দান, কিবা কৌমার আতঙ্ক,
প্রেমরঙ্গ কিবা, কিবা লোকলাজে বাধে!
কিশোর সন্ন্যাসি, কেন বাদ সাধ, সাধে!
তোমার কৌমার ব্রত—কুমারী কিঙ্করী;
রূপ হেরি পরিণয় সুখ পরিহরি,
দিবানিশি ঝুরি তোমা স্মরি, জ্ব'লে মরি
স্মরশরে; ত্যজি কুলমান, পদে রাখি
প্রাণ, ধরি পায় কর প্রেম-সুধাদান।

রঘু। মায়ার নিদান তুই কেরে পিশাচিনী?
মাতৃ-সম্বোধনে জানি পলায় প্রেতিনী!
কে রাক্ষসি! পুত্রের শোণিত কর আশ,
লজ্জাহীনা, শত ধিক্ তোমার প্রয়াস।

[রঘুদেবজীর প্রস্থান

বিজরী। কি লজ্জা! কি ঘৃণা! এ কি, এ কি অপমান!
তবু তো না বোঝে মন, নাহি ফিরে প্রাণ!
কি লজ্জা—কি ঘৃণা, কি দারুণ অপমান!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মুকুল ও কুশলা।

মুকুল। দাই-মা, তুমি দাদাজীর কথা মাকে আর ব'লো না, মা তোমার ওপর রাগ ক'র্‌বেন। মা তোমায় কারাগারে পাঠাতেন—আমি কাঁদ্‌লেম, পায়ে ধ'র্‌লেম, মিনতি ক'র্‌লেম, তাই তোমায় কিছু ব'লেন নি। দাই-মা, তুমি কিছু ব'লো না, দাদাজী চ'লে গেছে,—আমি তোমায় না দেখ্‌তে পেলে বাঁচ্‌বো না।

কুশলা। না বাবা—না বাবা, আমি কিছু ব'ল্‌বো না। আহা, আমার নয়নের নিধি!

মুকুল। দাই-মা, তুমি মা'র কাছে যেও না, সখী-মার কাছে যেও না, তুমি তোমার ঘরে থেকো, আমি লুকিয়ে তোমার কাছে যাব।

কুশলা। আমার আঁধার ঘরের দীপ, তোমায় দেখ্‌লে আমি সকল দুঃখ ভুলি।

মুকুল। দাই-মা, দাদাজী বলে, ভয় ক'র্‌তে নেই, কিন্তু নূতন দাদাজী আমার পানে চাইলে—আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। নূতন দাদাজীর হাসি দেখে আমার কান্না এলো! নূতন দাদাজী ভাল না—দাই-মা, নূতন দাদাজী ভাল না।

কুশলা। ভয় কি বাবা, ভয় কি? তোমার দাদাজী তোমায় আদর ক'র্‌বে, ভয় কি?

(গুঞ্জমালা ও বিজরীর প্রবেশ)

গুঞ্জ। সর্ব্বনাশী বাঁদী, তুই মুকুলকে কি শেখাচ্ছিস্, নূতন দাদাজীর কথা কি ব'ল্‌ছিস্?

বিজরী। বাঁদি, তুই প্রাণের ভয় করিস্ নি?

কুশলা। না।

মুকুল। না—মা, দাই-মা আমায় কিছু বলে নি, ব'ল্‌ছে নূতন দাদাজী আমায় আদর ক'র্‌বে।

বিজরী। তোর বড় আস্পর্দ্ধা, তুই মুকুলের দাই, তাই রাজমাতা তোরে মার্জ্জনা ক'রেছেন, তুই জানিস্?

কুশলা। আমি রাজমাতার কাছে কোন অপরাধী নই।

মুকুল। দাই-মা, তুমি যাও। না, সখী-মা, আমায় কিছু শেখায় নি। দাই-মা, তুমি যাও।

কুশলা। না, যার কখন' জীবনে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গে নি, যে আশা-ভরসা জলাঞ্জলি দেয় নি, যার উচ্চ অভিলাষ হৃদয়ে পরিপূর্ণ, তার প্রাণের ভয়? আমি বৃদ্ধা রাজপুত-কুমারী, ধর্ম্মাশ্রিতা, সত্যবাদিনী—আমার প্রাণের ভয় কি? মিবার-রমণীর পরিচয় জান না, তাই ভয়ের কথা উত্থাপন ক'চ্ছো।

গুঞ্জ। বাঁদি, ফের তোর ছোট মুখে বড় কথা?

মুকুল। ও মা, তুমি দাই-মাকে কিছু ব'ল না।

গুঞ্জ। না বাবা—না বাবা।

মুকুল। দাই-মা, তুমি যাও—দাই-মা, তুমি যাও।

[কুশলার প্রস্থান।

বিজরী। মুকুলের আস্পর্দ্ধাতেই বেড়েছে।

গুঞ্জ। আমার মুকুলকে প্রাণের মত দেখে, তা না হ'লে এত সই? পিতা আস্‌ছেন, খুব হর্ষ দেখ্‌ছি,—নূতন সংবাদ কি?

বিজরী। আমি যাই, বোধ হয় তোমার সঙ্গে কি কথা আছে।

[বিজরীর প্রস্থান।

মুকুল। আমিও এই সময় দাই-মার কাছে যাই।

[মুকুলজীর প্রস্থান।

(রণমল্লের প্রবেশ)

রণমল্ল। গুঞ্জমালা, প্রজারা সব তোমার কথা প্রত্যয় করেছে। আমি তোমার নামে রাজ্যে ঘোষণা দিয়েছি, যে চণ্ডকে রাজ্যে স্থান দেবে, তার প্রাণবধ হবে। চণ্ডকে বধ ক'র্‌তে যোধরাওকে পাঠিয়েছি;—সে যেতে চায় না, আমি তোমার নাম ক'রে পাঠিয়েছি।

গুঞ্জ। কেন পিতা, অকারণ নরহত্যা কোন্‌
প্রয়োজন? চণ্ড গেছে নির্ব্বাসনে, কিবা
ভয় আর? এবে চূর্ণ অহঙ্কার, দর্পী—
নহে অন্য দোষে দোষী; ভুলাতে প্রজায়
করিলাম দোষারোপ, জীবন নিধন
কি কারণ? মুকুলের হবে অকল্যাণ
বিনা দোষে বধিলে তাহারে।

রণমল্ল। নাহি বোঝ,
ভুজঙ্গ জীবিত হয় বায়ুর সেবনে,
অগ্নিদানে ভস্ম কর অহি; খল ধূর্ত্ত
শঠজনে কদাচিৎ দয়া অনুচিত।
ও কে—যুক্তি শোনে?

গুঞ্জ। অন্য নহে—সখী মম।

রণমল্ল। কে—কে, কিবা নাম? কোথা ধাম? কি সুন্দরী!

গুঞ্জ। বিজরী।

রণ। বিজরী,—সেই বিজরী হেতায়?
ডাক না—ডাক না, সখী তব, লজ্জা কিবা?
আছে গুপ্ত-কথা বিজরীর সনে; ডাক—
ভূসম্পত্তি-অধিকারী হ'য়েছে বিজরী—
কেহ করেছে প্রদান—কোন বন্ধু, মানা
নাম নিতে; বিজরী বুঝিবে সবিশেষ;
ডাক না—ডাক না, কোথা?

গুঞ্জ। বিজরি—বিজরি!

(বিজরীর প্রবেশ)

ল্ল। এত লজ্জা কিসে? এত লজ্জা কিসে? আমি
বৃদ্ধ, আছে কোন সবিশেষ কথা, গুহ্য
কথা; এস সাবকাশমত মোর ঘরে!
গুঞ্জমালা, যাই—আছে বহুকার্য্য, সখী
তব! আহা, বালিকা যখন, সিন্থি কত
কোলে, লজ্জা মোরে! এস সাবকাশমত।

গুঞ্জ। পিতা—পিতা, প্রের দূত, বার' যোধরায়ে,
চণ্ড-সনে আর দ্বন্দ্ব নাহি মম।

রণমল্ল। যাই,
তাই যাই। বিজরি—বিজরি, সাবকাশ
মত এস, আছি প্রতীক্ষায়।

গুঞ্জ। প্রের দূত,
শীঘ্র বার্ত্তা দেহ যোধরায়ে; ছিল বাদ—
ঘুচেছে বিবাদ; কেন জ্ঞাতির নিধন
অকারণ? যেই অস্থি মুকুলের দেহে,
সেই অস্থি-বিনির্ম্মিত চণ্ডের শরীর।
যাও পিতা, নিবারণ কর যোধরায়ে।

রণমল্ল। যাই—যাই; এস-এস, রব অপেক্ষায়!
কি সুন্দরী! আহা মরি, হরে মন প্রাণ।

[রণমল্লের প্রস্থান।

বিজরী। কেন সখি, অসম্মত চণ্ডের নিধনে?

গুঞ্জ। না—না, উদ্ধার হয়েছে কার্য্য, বধে কিবা
ফল, হবে তায় মুকুলের অকল্যাণ।

[গুঞ্জমালার প্রস্থান।

বিজরী। চঞ্চল কটাক্ষ হেরি বৃদ্ধের নয়নে,
এত কি গোপন কথা আছে মোর সনে?
ভূসম্পত্তি কে দিল আমায় মারবারে?
নাহি তিন কুলে কেহ। রাখি হস্তগত,
নারীর ইঙ্গিতে ফেরে মদন-পীড়িত;
রঘুদেব—রঘুদেব—হৃদয়ের ধন!
কত দিনে তোমা-সনে হবে সম্মিলন?
এই যে আবার বুড়ো আস্‌ছে।

(রণমল্লের পুনঃ প্রবেশ)

রণমল্ল। বিজরি—বিজরি!

বিজরী। কি—কি?

রণমল্ল। তুমি আমায় পত্র লিখেছিলে—তুমি আমায় পত্র লিখেছিলে? তুমি আমার বড় সুহৃদ্‌—তুমি আমার বড় সুহৃদ্‌। তুমিই গুঞ্জমালাকে বুঝিয়েছিলে?

বিজরী। পত্রে তো রাজপদে নিবেদন করেছি।

রণমল্ল। তোমার পত্র পেয়েই তো এলেম—তোমার পত্র পেয়েই তো এলেম। গুঞ্জবালার পত্র পেয়ে আসিনি, তোমার সঙ্গেই পরামর্শ ক'র্‌বো, তোমার কথা শুনেই চ'ল্‌বো। বিজরি, বিজরি! অনেক পরামর্শ আছে—অনেক পরামর্শ আছে, এস না—এস না, আমার প্রকোষ্ঠে এস না।

বিজরী। এখনি রাজমাতা আমায় ডাক্‌বেন।

রণমল্ল। কোন দাসীকে দিয়ে ব'লে পাঠাও না, তুমি ব্যস্ত আছ। এ চিতোরপুরী কার জান? যদি আমি হেথা থাকি—তোমার।

বিজরী। সে কি মহারাজ! চিতোরপুরী আমার কি?

রণমল্ল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার কথার নড়চড় নাই; পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে—পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে; সমস্ত চিতোর তোমার কথায় উঠ্‌বে ব'স্‌বে, তোমার বুদ্ধিতে আমি ফির্‌বো, যেথা তুমি, সেথা আমি। দেখ, এ পরামর্শের স্থল নয়, আমার প্রকোষ্ঠে এস।

সে কি মহারাজ, এই রাজমাতা এলেন ব'লে?

। বটে—বটে, তবে আমি যাই, তবে আমি যাই; রজনীতে পরামর্শের উত্তম সময়।

বিজরী। এখনি রাজমাতা আস্‌বেন।

রণমল্ল। আমি যাই—আমি যাই; দেখো ম'নে থাকে যেন—ম'নে থাকে যেন?

[রণমল্লের প্রস্থান।

বিজরী। রঘুদেব, নিশ্চয় ফলিবে মম আশা,
বৃদ্ধ মম নাচিবে ইঙ্গিতে; ছলে বলে
কৌশলে অভীষ্ট সিদ্ধ করিব নিশ্চয়;
গাইব বসিয়া দোঁহে মদনের জয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

একখানি কুটীরের সম্মুখ

একজন স্ত্রীলোক ও চণ্ড।

স্ত্রী। বাছা, ব'সো, বড় ক্লান্ত হ'য়েছ, এ অতি শীতল স্থান, এইখানে একটু ব'সো।

চণ্ড। মা, একটু জল দাও—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়েছে।

স্ত্রী। আহা, বাছা রে, চাঁদমুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে! একটু ব'সো বাবা, জল এনে দিচ্ছি, একটু শীতল হও। আহা, কোন্ অভাগীর সর্ব্বনাশ ক'রে চ'লে এসেছিস্, বাবা!

(উক্ত স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রবেশ)

স্বামী। ওরে কি ক'রেছিস্, সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্, কাকে ব'স্‌তে জায়গা দিয়েছিস্?

স্ত্রী। তুমি কি ব'ল্‌ছো, এ কি দস্যু? দেখ দেখি, যেন পূর্ণিমার চাঁদটি! না বাবা, তুমি ব'সো, ওঁর কথা তুমি শুনো না, আমি জল আন্‌ছি।

স্বামী। না—না, তুমি ওঠো; যাও—যাও, এখনি আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। তুমি চণ্ড, আমি চিনেছি!

স্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ হবে? কে টের পাবে? তুমি ঘরের ভেতর এসো। আহা, লুকিয়ে একটু জল খেয়ে যাক্, এসো বাবা, উঠে এসো।

চণ্ড। না—মা, মধুরভাষিণি, তোমার কথায় আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হ'য়েছে। আমি অভাগা, যেথায় যাই সর্ব্বনাশ হয়,—আমি চল্লেম। ওঃ! আর পদ চলে না!

স্বামী। ওই সর্ব্বনাশ হ'লো! ওই রাজরক্ষী এলো, ওঠো ওঠো, পালাও—পালাও।

(যোধরাওয়ের প্রবেশ)

যোধরাও। যোধরাও নাম, মারবার-অধিপতি
পূজ্য রণমল্লের নন্দন; বীরবর,
আসিয়াছি পিত্রাদেশে; অরি তব, বন্দী
করিব তোমারে, হও প্রস্তুত সত্বর
সম্মুখ-সংগ্রামে; লহ অস্ত্র, অস্ত্রহীন
তুমি; ক্লান্ত যদি, কর ক্লান্তি দূর ধীর,
আতিথ্যগ্রহণে কর কৃতার্থ আমায়;
মম দাসগণে তব সেবারত রবে,
হ'লে শ্রম উপশম, বিক্রম প্রকাশি,
বীরশ্রেষ্ঠ, বিপক্ষে বিমুখ; কিবা আজ্ঞা
কহ মহাশয়, আছি আজ্ঞা অপেক্ষায়।

চণ্ড। মহাশয়, সবিনয়ে যাচনা আমার,
রাজমাতা-আদেশে, কি, পিতৃ-অনুরোধে
হেথা আগমন তব? কহ সবিশেষ
মহাযশা; রাজকার্য্যে পরিব বন্ধন—

রাজমাতা-আজ্ঞা রাণা-আজ্ঞা সম মানি।
কিন্তু যদি মহাশয়, হয় অন্যমত,
নহি আমি মারবার-অধীন, যদবধি
দেহে রবে প্রাণ, সাধ্যমত নিবারিব
বিপক্ষ সংগ্রামে ; বীর তুমি, বীরধর্ম্ম
অবগত, স্বেচ্ছায় না পরিব বন্ধন।

যোধরাও। মহাশয়, মারবার-পতির কিঙ্কর
আমি, মম আগমন পিতার আজ্ঞায়,
নহি বীর, চিতোর-অধীন, রাজ-আজ্ঞা-
বাহী, রহি সদা যত্নবান্ পিতৃ-আজ্ঞা
পালিতে জীবনে, রাজমাতা নাহি জানি।

চণ্ড। তবে ত্বরা হও যত্নবান্, ক্ষমা কর
বীর, অস্ত্র তব না স্পর্শিব ; এই বৃক্ষ-
শাখা আয়ুধ আমার—বার অরি, তীক্ষ্ণ
অস্ত্র ধরি।

যোধরাও। রাজ-আজ্ঞা করিব পালন ;
কিন্তু হে ধীমান্, কেন কলঙ্ক দানিবে
মম পরে, নহে রীতি বিপক্ষ-নিরস্ত্র-
আক্রমণ, যোগ্য অরি-সনে কর যোগ্য
ব্যবহার। ধর অস্ত্র, রাখ হে মিনতি।

চণ্ড। রাজপুত্র, করুন মার্জ্জনা।

যোধরাও। এস তবে।

(উভয়ের যুদ্ধ)

(খাণ্ডাধারীর প্রবেশ)

খাণ্ডা। (সৈন্যগণের প্রতি) কর আক্রমণ, কর আক্রমণ।

যোধরাও। আরে,
সাবধান, নাহি মোরে কর অপমান!

খাণ্ডা। চণ্ড—চণ্ড, রাজমাতার আজ্ঞা, ক্ষান্ত হও।

চণ্ড। তবে কর বন্দী, রণ অবসান মম।

(ভীলসর্দ্দার ও তাহার অনুচরগণের প্রবেশ)

সর্দ্দার। আরে এই রে এই রে, চণ্ডা এই রে—তোরা কে বটে রে—কে বটে? দুষমন কি মিতে বটে? ওরে আয় রে আয়, এই চণ্ডা রে—চণ্ডা।

সকলে। আরে, কই বটে রে—কই বটে, চণ্ডা রে—চণ্ডা?

খাণ্ডা। বাঁধো—বাঁধো, দেরি ক'রো না, দেরি ক'রো না।

সর্দ্দার। আরে, কে বাঁধে রে—কে বাঁধে? আমি ভীল-সর্দ্দার, আমি ভীল-সর্দ্দার, দুষমনেরে মার—মার—মার—

ভীলগণ। মার—মার—মার—

(খাণ্ডাধারীর পলায়ন ও যোধরাওকে ধৃত করণ)

চণ্ড। সর্দ্দার, ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

সর্দ্দার। আরে, কি বটে রে—কি বটে?

চণ্ড। আমি রাজমাতার আজ্ঞায় বন্দী। রাজদূতদের নিবারণ ক'রো না; তোমরা প্রজা, রাজ-বিরুদ্ধাচরণ উচিত নয়।

সর্দ্দার। আরে তাই বটে রে—তাই বটে, রাজ-মা কে বটে; চণ্ডা রে চণ্ডা, বাপ মা তুই বটে, ভীলের আর কে বটে—চণ্ডা বটে, চণ্ডা বটে।

সকলে। চণ্ডা রে—চণ্ডা, বাপ মা তুই বটে।

চণ্ড। কি, তোম্‌রা রাজমাতাকে মান না?

সর্দ্দার। মেয়ে-রাজার প্রজা মোরা নই বটে রে—নই বটে, দশ কুড়ি ভীল মোরা ঘর ছেড়ে যাই বটে, যাই বটে রে—যাই বটে!

সকলে। যাই বটে রে—যাই বটে।

সর্দ্দার। তুই যেথা যাবি, ভীল সেথা পাবি, চণ্ডা রে চণ্ডা, বাপ মা তুই বটে রে—তুই বটে।

সকলে। চণ্ডা রে চণ্ডা, বাপ মা তুই বটে রে—তুই বটে।

যোধরাও। বীরবর, আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি, রাজা রণমল্লের আদেশে আপনাকে বন্দী ক'র্‌তে এসেছি; আপনি এক্ষণে স্বাধীন, আমাকে যুদ্ধে পরাভব ক'রেছেন।

চণ্ড। সর্দ্দার, আমার অনুরোধে রাজপুত্রকে পরিত্যাগ কর।

সর্দ্দার। ওরে ছাড় বটে রে—ছাড় বটে, চণ্ডা বলে ছাড় বটে।

চণ্ড। ক্ষত্রিয়-প্রধান, আপনার সম্মান, আপনার মাহাত্ম্য!—আমি নির্ব্বাসিত, আপনার পূজা কি ক'র্‌বো, অনুমতি প্রদান করুন, আমি আসি।

যোধরাও। আপনি মহাশয়!

সর্দ্দার ও ভীলগণ। ওরে, দুষমনটা বেশ বটে রে—বেশ বটে, চণ্ডারে মারে, বাহওয়ারে বাহওয়া! রাজার ব্যাটা, শির নওয়া, শির নওয়া।

[যোধরাওয়ের প্রস্থান।

ভীলগণ। (গীত)

কাঁধে নিয়ে চল যাই,
যাই বটে রে—যাই বটে ;
লড়াই তো নাই, লড়াই তো নাই,
নাই বটে রে—নাই বটে।
চল্ চল্ চল্, চল্ চল্ চল্,
ভাই বটে রে—ভাই বটে,
যারে ভাই চাই, তারে তো পাই,
পাই বটে রে—পাই বটে।
বাপ মা ভাই, সাথে তো ধাই,
ধাই বটে রে—ধাই বটে।

তৃতীয় অঙ্ক

—::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

মুকুলজী, রণমল্ল, শিখণ্ডী ও সভাসদ্‌গণ।

মুকুল। দাদাজি, আমি খেলতে যাবো ?

রণমল্ল। না ভাই গোপাল, একটু ব'সো—রাণা মুকুলজি, তুমি আমার প্রাণের নিধি, তোমায় চক্ষের আড় ক'র্‌তে আমার ইচ্ছা হয় না। চারিদিকে শত্রু, কখন্ কে তোমার প্রাণবধ করে, আমি এই আশঙ্কায় সদাই অস্থির। কি পাপরাজ্য চিতোর, বালকের প্রতি মমতা নাই।

শিখণ্ডী। পুণ্যভূমি চিতোরনগরী মহারাজ,
মহারাণা প্রজার স্বর্ব্বস্বধন, যাঁর
নাম স্মরি চিতোর-নিবাসী শয্যা ত্যজে,
উচ্চ নীচ সকলের একমাত্র সাধ
রাণা-কার্য্যে জীবন অর্পণ, ভল্লমুখ—
রাণা-প্রতিকূলে বক্ষে লইতে বাসনা
সবাকার ; অবিচারে হেন তিরস্কার
রাজন্, না শোভা পায় ; শত্রু নহে কেহ।

রণমল্ল। তুই শত্রু ; রক্ষি, বাঁধ ওরে!
(রক্ষক কর্ত্তৃক বন্ধন) শঠ তুই—
কপট-আচারে অন্ধ করিবি আমায় ?

শিখণ্ডী। হের কিবা অত্যাচার সভাসদ্‌গণ!

রণমল্ল। বিদ্রোহী, বিদ্রোহী—রাজদ্রোহী! করে মূঢ়
উত্তেজনা, বিদ্রোহ সভায় ; শীঘ্র—শীঘ্র—
শীঘ্র ল'য়ে যাও কারাগারে, যেন কেহ
বিদ্রোহী-বক্তৃতা নাহি শোনে, রাণারাজ্যে
অত্যাচার যে করে প্রচার, 'অত্যাচার'
'রাজ্যে অত্যাচার' সদা মুখে যার, সেই
রাজদ্রোহী রাজনীতি-অনুসারে।

শিখণ্ডী। করি
বিচার প্রার্থনা, বিনা দোষে অপমান।

রণমল্ল। ল'য়ে যাও—ল'য়ে যাও, কারাগারে যাও।

[শিখণ্ডীকে লইয়া রক্ষীর প্রস্থান।

১ম-সভা। মহারাজ, বিচার উচিত, নির্দ্দোষ বা
দোষী, অপরাধ সপ্রমাণ, হে রাজন্,
কর্ত্তব্য প্রথম ; নহে সবে অত্যাচারী
কবে, রাণা-হিত-কার্য্য-রত সদা এই
শিখণ্ডী ধীমান্ ; জ্ঞাত চিতোর-নিবাসী।

রণমল্ল। বাহ্য আবরণে রাখে অন্তর গোপন
শঠ জন, ভুলে তায় সরল-প্রকৃতি।
মুখে মধু অন্তরে গরল, বুঝিবে কে
শঠের কৌশল ; কল্য করিব প্রমাণ
সভা-বিদ্যমান, রাজদ্রোহী এ দুর্জ্জন।

১ম-সভা। অদ্য সে নির্দ্দোষ, নহে দোষ সপ্রমাণ,
সন্দেহ প্রমাণ নহে, হেন অপমান
কার বাক্যে সর্দ্দারের, কেবা অপরাধ
করেছে আরোপ ?

রণমল্ল। কহে "রাজ্যে অত্যাচার।"

১ম-সভা। অত্যাচার বিদ্যমান, মহারাজ।

রণমল্ল। এই—
খাণ্ডাধারী জানে।

১ম-সভা। এ ব্যক্তির বাক্যোপরে
যদি মান অপমান সমর্পিত, তবে
মান রক্ষা অতি সুকঠিন এ সভায়,

যার অপমানে ঘৃণা, সভাকার্য্য তার
সাধ্যাতীত, মাগি অবসর, নমস্কার।

[১ম সভাসদের প্রস্থান।

রণমল্ল। অবজ্ঞা আসনে, হের সভাসদ্‌গণে।

২য়-সভা। চক্ষুকর্ণহীন মোরা সবে, অবসর
মাগি, নমস্কার রাণাসনে, নমস্কার।

[সভাসদ্‌গণের প্রস্থান।

মুকুল। দাদাজি, দাই ভাইজী আমায় বড় ভালবাসে, কারাগারে দিও না দাদাজি।

রণমল্ল। আমার হৃদয়-চন্দ্র, যত্নের নিধি, তুমি জান না।

মুকুল। না দাদাজি, দাই-ভাই আমার শত্রু নয়, দাই-ভাইকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা দাও।

রণমল্ল। যাও—খেলা কর' গে, আমার চক্ষু-জুড়ানো ধন, খেলা কর' গে।

মুকুল। না দাদাজি, ভাইজীকে ছেড়ে দাও।

রণমল্ল। হাঁ যাও, খাণ্ডধারি, ছেড়ে দিতে বল' গে। সোনার চাঁদ, খেলা কর' গে।

[মুকুলজীর প্রস্থান।

খাণ্ডা। মহারাজ, ওদের ছেড়ে দিলেন কেন, বন্দী ক'র্‌লেন না?

রণমল্ল। ক্রমে ক্রমে; তস্কর যেমন দ্বারে আঘাত ক'রে গৃহস্থ নিদ্রিত কি জাগ্রত বোঝে, সেইরূপ শিখণ্ডীকে বন্দী ক'রে চিতোরের ভাব বোঝা যাউক, সভার দ্বারা অপমানিত হ'য়েছি—প্রজারা জান্‌লে, অনেকে আমার পক্ষ হ'তে পারে; কতক প্রজা বশ চাই, নতুবা কার্য্য হ'তে পারে না।

খাণ্ডা। তাই তো বলি—তাই তো বলি, বুড়োরাজা কত বুদ্ধি ধরে!

রণমল্ল। খাণ্ডাধারি, তুই একবার বিজরীকে ডেকে আন, বল' গে রাজার আজ্ঞা, তুমি সভায় এসো, সে নির্জ্জনে আমার সঙ্গে দেখা করে না, রাজ-আজ্ঞা বল্লে অমান্য ক'র্‌তে পারবে না। বাপ্পারাওয়ের সিংহাসনে আমায় আসীন দেখুক, আমার বৈভব দেখুক, তার লোভ জন্মাক; যা যা, এই স্থান এখন নির্জ্জন, কেউ আস্‌বে না।

খাণ্ডা। রাজবুদ্ধি নইলে বুদ্ধি!

[খাণ্ডাধারীর প্রস্থান।

রণমল্ল। একটী ক্ষুদ্র কণ্টক—একটী ক্ষুদ্র কণ্টক! ধৃতরাষ্ট্র যেমন আলিঙ্গনে লৌহ-ভীম চূর্ণ করেছিল, সেইরূপ ইচ্ছা হয়—সহসা সাহস হয় না!—থাক্—কিছুদিন। রঘুদেব, রঘুদেবকে আমার ভয়, সমস্ত মিবার তার পদানত! বালক-বধের উপায় অতি সহজ। আজ আজ্ঞা দিয়েছি, রাণার ভোজ্য-সামগ্রী অগ্রে আমার নিকট আস্‌বে; একদিন কোন দ্রব্যে একটু—ওই বিজরীকে আন্‌ছে, কি বোঝাচ্ছে—খাণ্ডাধারী আমার দক্ষিণ হস্ত। আমি লুকিয়ে শুনি।

(সিংহাসনের নিম্নে লুক্কায়িত হওন)

(খাণ্ডাধারীর সহিত বিজরীর প্রবেশ)

বিজরী। কই, রাজা কই?

খাণ্ডা। মহারাজ যেখানেই থাকুন, তোমার কপালে রাজসিংহাসন আছেই আছে,—এই যে তোমার হাতে যে দাগ দেখ্‌ছো, এতে রাণী ক'র্‌বেই ক'র্‌বে; তুমি যে তেমন নও, বড় আপনার কাজ ভোল।

বিজরী। কিসে?

খাণ্ডা। মহারাজের মন কিনে নাও—মন কিনে নাও।

বিজরী। মহারাজের মন কিন্‌ব কি?

খাণ্ডা। হুঁ, মন কিনবো কি—মন কিন্‌বো কি—বুড়ো মানুষ, দুটো গায়ে হাত বুলোলেই হ'লো (সিংহাসনের নিম্নে রাজার অঙ্গভঙ্গীকরণ) কিন্তু দেখ, আমি এত কর্‌ছি, শেষটা আমায় ভুল' না।

বিজরী। (স্বগত) বুড়ো মড়া এই সিংহাসনের নীচে লুকিয়ে আছে। (প্রকাশ্যে) দেখ খাণ্ডাধারি, তুমি আমার বন্ধু বটে; কিন্তু আমার মনের সাধ মনেই রইলো

খাণ্ডা। কেন, তোমার যে সাধ ইচ্ছা কর না, যার রাজ্য হাতে, তার আবার সাধের ভাবনা?

(রণমল্লের সিংহাসন নিম্ন হইতে উত্থান)

রণ। খাণ্ডাধারি, যাও।

[খাণ্ডাধারীর প্রস্থান।

বিজরি! কি সাধ আমায় বল, এ কার সিংহাসন জান? বাপ্পারাওয়ের এ সিংহাসনে কারে বসাবো? তোমায়, তোমার সাধ পূর্ণ হয় নি!

বিজরী। সে কি মহারাজ, এ রাজসিংহাসনে আমি ব'স্‌বো কি?

রণমল্ল। তবে কে ব'স্‌বে? আমার সঙ্গে ব'স্‌বার উপযুক্ত কে?

বিজরী। এ মুকুলজীর সিংহাসন।

রণমল্ল। যাক্—যাক্, তোমার সাধ কি বল—তোমার সাধ কি বল?

বিজরী। আমি শত্রু-ভয়ে সদা সশঙ্কিত।

রণমল্ল। তোমার শত্রু, আমায় বল নি? সে এখনো জীবিত আছে? কে বল—কে বল?

বিজরী। মহারাজকে ব'ল্‌লে এখনি তার প্রাণ বধ ক'র্‌বেন, আমার প্রতিশোধ কি হ'লো? ম'রে গেল ফুরিয়ে গেল।

রণমল্ল। তুমি কি চাও বল? নির্ব্বাসিত ক'র্‌তে বল, নির্ব্বাসিত করি,—অগ্নিতে পোড়াতে বল, অগ্নিতে পোড়াই—কারাগারে রাখতে বল, কারাগারে রাখি।

বিজরী। মহারাজ, আমি পূজা ক'র্‌তে গেছলেম, শিবের গায় অঞ্চল ঠেকেছিল, এই নিমিত্ত আমাকে পদাঘাত ক'রেছে। যদি দাসীকে পায়ে রাখেন, কিঙ্করীর প্রতি সদয় হ'ন, তা হ'লে বন্দী ক'রে আনুন, বন্দী-গৃহের চাবি আমায় দিন; নিত্য আমি তার আহার নিয়ে যাব আর তিন পদাঘাত ক'র্‌বো, তবে আমার মনের খেদ মিটুবে।

রণমল্ল। কে বল—কে বল, এই দণ্ডেই বন্দী ক'র্‌ছি।

বিজরী। মহারাজ, কৃপা ক'রে কত দিন দাসীকে ডেকেছেন, কিন্তু আমার দিবানিশি প্রাণ কাঁদ্‌ছে, দিবানিশি সেই পদাঘাত স্মরণ হ'চ্ছে, দিবানিশি প্রাণ জ্ব'ল্‌ছে; ভেবেছি, যদি মনের খেদ দূর হয়, তবেই প্রাণ রাখবো, নতুবা এই ছার প্রাণে প্রয়োজন কি?

রণমল্ল। ছি! ছি বিজরি! ও কথা মুখে আনে? এ সামান্য কথা, এ আমায় এদ্দিন বল নি—এ আমায় এদ্দিন বল নি?

বিজরী। মহারাজ কি দাসীর কথায় কর্ণপাত ক'র্‌বেন?

রণমল্ল। অ্যা, এমন কথা বিজরি! আমি রাজমুকুট তোমার পায়ে রাখতে পারি।

বিজরী। মহারাজ, দাসীকে অনুগ্রহ ক'রে সকলি বলেন।

রণ। বলি, কথার কথা বলি, আগে তোমার শত্রুকে শাসিত করি। কে বল? এখনি বন্দী ক'রে আনি।

বিজরী। মহারাজ, যদি করুণা ক'রেছেন, তো দাসীকে এই ভিক্ষা দিন—

রণ। ভিক্ষা কি বিজরি—আজ্ঞা বল?

বিজরী। আমি নিত্য কারাগারে যেতে পার্‌বো না, আমার মহলে যদি বন্দী ক'রে আনেন, তা হ'লে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, যখনি অবকাশ পাই, তখনি গিয়ে শাস্তি দিই।

রণ। তাই হবে বিজরি, তাই হবে, এর জন্যে এত মিনতি কেন, তোমার শত্রু কে বল?

বিজরী। মহারাজ, আমার শত্রু রঘুদেব।

রণ। রঘুদেব! রঘুদেব আমারও শত্রু! বোঝ বিজরি, তোমায় আমায় মিল বোঝ!

বিজরী। আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'লে আনন্দে মহারাজের পদসেবা ক'র্‌বো।

রণ। পদসেবা কি বিজরি, তুমি আমার বুকের ধন! চিতোরের ঈশ্বরী! মুকুলজী আর ক'দিন—বুঝেছ বিজরি, বুঝেছ? তুমিই চিতোরের ঈশ্বরী! সর্দ্দারগুলোকে দূর ক'র্‌তে পার্‌লে হয়—কাকেও নির্ব্বাসিত, কাকেও বন্দী, কাকেও বধ ক'র্‌তে হবে। আর বিলম্ব নাই, প্রায় সকল উচ্চপদই মারবারীদের দিয়েছি, কেবল সভাসদেরা চিতোরবাসী, তা আজ তাদের সর্ব্বনাশ আরম্ভ হ'য়েছে।

বিজরী। রাজমাতা আমার অনুসন্ধান ক'র্‌বেন, যাই মহারাজ, বিদায় হই।

রণ। আর রাজমাতা, রাজাই কে, তার রাজমাতা?

বিজরী। না—না মহারাজ, প্রকাশ হবে, আমি চ'ল্‌লেম।

[বিজরীর প্রস্থান।

রণ। চিতোরেশ্বরি, আমায় মনে রেখো; খাণ্ডাধারি—খাণ্ডাধারি:—

(খাণ্ডাধারীর প্রবেশ)

খাণ্ডা। ওঃ—হো—হো—হো!

রণ। হাস্‌ছিস্ কেন?

খাণ্ডা। মহারাজের কি অদৃষ্ট, ধুলো ধরেন তো সোণা হয়! আজই বিজরী আপনার হবে, আমি সব শুনেছি।

রণ। আজই কি ক'রে পাব? রঘুদেবকে বন্দী করা তো সহজ নয়।

খাণ্ডা। আরে, সে সহজ হোক আর নাই হোক, বিজরীকে পাওয়া ত সহজ।

রণ। না, রঘুদেবকে বন্দী না ক'র্‌তে পার্‌লে, বিজরী আমার হবে না।

খাণ্ডা। হবে না? আমার নামই না!

রণ। কিসে—কিসে?

খাণ্ডা। মহারাজ, কি বুঝলেন?

রণ। কি?

খাণ্ডা। ও রঘুদেবকে ভালবাসে, ওঃ হো—হো—হো! ও রঘুদেবের জন্যে মরে। তাই তো বলি, ও রঘুদেবের কাছে ভাল ভাল সামগ্রী পাঠায়, পদাঘাত ক'র্‌বে! আপনার শোবার ঘরে বাহু বেড়ে বন্দী ক'র্‌বে; ওঃ—হো হো—হো—হো! আজই বিজরীকে দিচ্ছি।

রণ। বলিস্ কি—বলিস্ কি? আমার অঙ্গুরী নে। কি করে—কি করে? কি ক'রে আজই বিজরীকে পাব? আবার যোধরাও আস্‌ছে, ও গেলেই তুই আসিস্। বলিস্ কি—বলিস্ কি, আজই পাব?

খাণ্ডা। না পান, আমার কাণ কেটে দেবেন।

[খাণ্ডাধারীর প্রস্থান।

রণ। আঃ! এমন সময় আবার কি ক'র্‌তে এলো? যা হোক্, খাণ্ডাধারী একটা ঠাউরেছে, বিজরীর জন্যে জ্ব'লে মলুম।

(যোধরাওয়ের প্রবেশ)

কি সংবাদ, যোধরাও?

যোধ। রাজপদে, পিতৃ-
পদে মম নমস্কার, রাজ্যে শুনি হুল-
স্থুল, অসন্তুষ্ট সভাসদ্‌গণ, তাহে
অনর্থ সম্ভব, নরনাথ! নিবেদন
জানায় কিঙ্কর, সবে কহে অপরাধ
বিনা শিখণ্ডীর কারাবাস, মানী জনে
অসম্মান যুক্তিসিদ্ধ নহে কদাচিৎ।

রণ। কিবা শঙ্কা? মারবার-সর্দ্দারে বেষ্টিত
আমি, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত যত মম
আত্মীয়-স্বজন, দুর্গ মারবার-সেনা-
করগত, কি আশঙ্কা সভাসদ্‌গণে?

যোধ। বুঝিতে না পারি হেন কিবা প্রয়োজন,
চিতোর-নিবাসিগণে বঞ্চিত করিয়ে,
উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত কি হেতু রাঠোর?
মিবারের রাজকার্য্য মিবারবাসীর,—
পরকার্য্যে অযশ অর্জ্জন কি কারণ?
ন্যায়মত সুশাসন-স্থাপন উচিত।

রণ। পরকার্য্য—পরকার্য্য?—রাজপুত্র হেন
বোধহীন! কার এ চিতোর, অধিকার
কার? এ বুঝি ভূতের বোঝা বহি! পূর্ণ
এত দিনে সকল বাসনা; শুভক্ষণে
নারিকেল পাঠাই মিবারে, ফলবান্
তরু, রক্ষা হেতু হও সুচেষ্টিত, আশা-
অতীত সংযোগ বিধাতার সঙ্ঘটন।

যোধ। বুঝিতে না পারি পিতা, অভিপ্রায় তব,
চিতোরে কি করিব বসতি? পরাধীন—
রাণার অধীন রব স্বদেশ ত্যজিয়া?

রণ। কার অধীনতা, কেবা রাণা? শীঘ্র হব
নিষ্কণ্টক, কার্য্য কর আজ্ঞামত, ত্বরা
কণ্টক ঘুচিবে; শোন পুত্র, পণ মম,
শিশোদীয় বংশ আর চিতোরে না রবে।

যোধ। অস্থির অন্তর পিতা, বচনে তোমার,
কূট অভিসন্ধি এ কি শুনি, মহারাজ!
মুকুল সন্তান তব, মম সম পিণ্ড-
অধিকারী দৌহিত্র-সন্তান, রাজ্যভূমি
করে লোকে দান, রক্ষাকর্ত্তা তুমি তার,
চাহ কি সন্তানে তাত, করিতে সংহার?
এ কি অহি সম আচরণ, ধর্ম্মকর্ম্ম-
নাশ—মনুষ্যত্ব-বিসর্জ্জন! হে রাজন্,
কাঁপে প্রাণ হেন কথা শ্রীমুখে শুনিয়ে—
বৃদ্ধকালে বিষময় বিষয় লালসা!—
নাহি নরকের ডর, আছ মৃত্যু গ্রাসে।
ক্ষম দাসে, কটু কহি তব ভাষে, ত্রাসে—
কর দেব, দুরাশা বর্জ্জন।

রণ। রাজবংশে
জন্ম, নাহি উচ্চাশয়? ত্যজিব সুযোগ—
ইন্দ্রের বাঞ্ছিত এই বিপুল সম্ভোগ?

যোধ। কর ভোগ, পিতা তুমি, কি কহিব আর,
রহিব না হেরিব না দুর্নীতি-ব্যাভার,
রক্ষক ভক্ষক, নিজবালক-নিধন,
ধন্য উচ্চ আশা, কর সম্ভোগ রাজন্!

রণ। বোঝ—বোঝ, শোন কথা, কোথা যাও? কোথা
যাও? ফেরো,—ফেরো, শোন—শোন না বচন?

যোধ। উভয় সঙ্কট, স্থান করিব বর্জ্জন।

[যোধরাওয়ের প্রস্থান।

রণ। বুঝি সর্ব্বনাশ করে, যেওনা—যেও না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গুঞ্জমালার কক্ষ

মুকুল ও কুশলা।

মুকুল। দাই-মা, তুমি হেথায় এসেছ, মা রাগ ক'র্‌বেন, আমি তোমার ঘরে গিয়েছিলেম।

কুশলা। কেন বাবা?

মুকুল। দাই-মা, তুমি আমায় নিয়ে পালাও, দাদাজী আমায় মেরে ফেল্‌বে, দাদাজীর চোখ দেখে আমার ভয় করে। আমার মুখপানে চায়—আমার মনে হয়, আমায় খেয়ে ফেল্‌বে—দাই-মা, আমায় নিয়ে চল—চণ্ড-দাদাজীর কাছে আমায় নিয়ে চল।

কুশলা। ভয় কি বাবা, ভয় কি?

মুকুল। দাই-মা, তুমি জান না—আজ ভাইজীকে বন্দী ক'রেছে, বোধ করি, মেরে ফেল্‌বে, যারা আমায় ভালবাসে, তাদের মেরে ফেল্‌বে; যারা আমার কাছে থাক্‌তো, যারা আমার সঙ্গে যেতো, যারা আমায় ভালবাস্‌তো, তাদের সব মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন যারা আমার সঙ্গে যায়, তাদের দেখ্‌লে আমার ভয় করে, আমি চম্‌কে চম্‌কে উঠি, মনে হয়, আমায় কেটে ফেল্‌বে। ঐ মা আস্‌ছে, তুমি মাকে ব'লো না দাই-মা, আমি লুকুই, তুমি মাকে ব'লো না। মা যদি দাদাজীকে ব'লে দেয়, তা হ'লে আজই আমাকে মেরে ফেল্‌বে।

[মুকুলজীর প্রস্থান।

কুশলা। (স্বগত) কি হবে, কি ক'র্‌বো? শিখণ্ডীও বন্দী হ'য়েছে, আমি একা স্ত্রীলোক, মুকুলজীকে নিয়ে কি ক'রে পালাবো!

(গুঞ্জমালার প্রবেশ)

কুশলা। আসিয়াছে পুন তব পাশে লাজহীনা;
সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বুঝেও বোঝ না,
দেখেও দেখ না; রাজকার্য্য ছিল তব
সাধ, পূরিল কি সে বাসনা? কেবা তুমি
চিতোর নগরে? রাজমাতা, ছিলে 'রাজমাতা'
চণ্ড ছিল পুরে যবে, নহ এবে
রাণী, তুমি সামান্যা রমণী, পরাধীনা
রাঠোর-নন্দিনী, পিতৃ-অন্নদাসী নিজ পতি-
অধিকারে—কে গণে তোমারে? পরিপূর্ণ
রাঠোরে নগর, হের রাঠোর-ঈশ্বর
রাজপুরে, উচ্চপদে রাঠোর স্থাপিত;
আজি শুনি রাজসভা ভঙ্গ অত্যাচারে,
উচ্চ কোন সভাসদ্ বন্দী কারাগারে,
রাজ-মন্ত্রী খাওাধারী, বেশ্যার ঘটক,
ক্ষুব্ধ নহি তাহে, আমি ধাত্রী—রাজকার্য্যে
নহি অধিকারী, অধিকারমত কথা
কহি; রাজমাতা, আসিয়াছি বড় ব্যথা
পেয়ে।

গুঞ্জ। শুনিয়াছি পুত্র তব বন্দী পিতৃ-
রোষে, নিরুপায়—কি উপায় করি, ধাত্রি!
কহি যদি পিতায়, শুনিব কটু বাণী,
বুদ্ধিভ্রমে দাসী আমি হ'য়ে রাজরাণী!

কুশলা। আসি নাই পুত্রের কারণে—গর্ব্বে যবে
ধরেছি নন্দনে, জানি রাণি, রাজপুত-
রমণী, পালিত রাজপুত-গৃহে, ঘোর
ঝঞ্চাবাতে, রণে বনে দুর্গমে কান্তারে,
কারাগারে কাটিবে জীবন তনয়ের,—
কুসুম-বিস্তৃত পথে বীর নাহি চলে।
মুকুলের ধাত্রী, মম অন্তর শিহরে,—
ব্যাকুল হয়েছি রাণি, মুকুলের তরে।

গুঞ্জ। অ্যাঁ—অ্যাঁ ধাত্রি, কি বল—কি বল ?

কুশলা। দেখ কিবা,
ষড়যন্ত্র ভেদিতে কি নার, রাজমাতা ?

গুঞ্জ। কুঠার মেরেছি ধাত্রি, আপনার পায় !
তুমি মুকুলের মাতা, সাপিনী জননী
আমি, কহিয়াছি কত কটু বাণী, ক্ষমা
কর, কি জানি লো কি ফলে কপালে, শূন্য
হেরি, কি উপায় করি—শঙ্কায় শুকায়
কায় ! ধাত্রি, কি হবে—কি হবে ? এ বিষম
বিপদে বান্ধব নাহি হেরি ; কি কুক্ষণে
আধিপত্য-আশে হায়, চণ্ডেরে বিদায়
দিনু, সাধু জন—বুঝি তার অভিশাপে
মনস্তাপে মরি লো কুশলা ! কিবা লয়
তোর মনে, অভিপ্রায় পিতার বুঝিতে
নারি। নাহি অন্য আশ, করি মুকুলের
জীবন-প্রয়াস ; কর্ম্ম-ফেরে বন্দী নিজ
ঘরে। যা হবার হইয়াছে ফিরিবে না ;
ভাবি পরিণাম ; তুমি হিতৈষিণী, তুমি
বিপদ্‌সাগরে সখী, মন্দ অভিপ্রায়
সন্দ কর কি পিতায় ? কাঁদি দিবানিশি,
ভাবি মনে, মা হ'য়ে কি হইনু রাক্ষসী !

কুশলা। কি কহিব রাজমাতা, ডরে মম কথা
নাহি সরে ; পিতার তোমার রাজ্য-লিপ্সা
বিকট বদনে ; খরে আরক্ত নয়নে
দুষ্টাকাঙ্ক্ষা ; কুটিল কঠোর দৃষ্টি হেরি
বালক শিহরে—যেন কেশরী-শাবক
কিরাতের তীব্রলক্ষ্যে ! শুনি দৌহিত্রের
সনে হবে একত্রে ভোজন, পাছে কেহ
মুকুলের ভোজ্যদ্রব্যে দেয় হলাহল ;
তুমি মাতা, তোমায় প্রত্যয় কিবা, প্রাণ-
সম প্রিয়তম তাঁর দৌহিত্র দুলাল ;—
মা হ'তে অধিক স্নেহ, কেবা সেই জন !

গুঞ্জ। কহ মোরে মঙ্গলভাষিণি, কোথা যাব—
কুমারের প্রাণরক্ষা করিব কেমনে—
আছে কি উপায় কিছু ? বিপক্ষ চৌদিকে,-
বিজরীর ব্যবহার বুঝিবারে নারি,
সন্দ হয়, সদা যেন গুপ্ত-তত্ত্বে ফেরে,
বিপক্ষের পক্ষে যেন রয়েছে প্রহরী।
সর্ব্বনাশ কিরূপে নিবারি ? নাহি চাই
রাজ্যধন, সিংহাসন যাক্ ছারেখারে,
কেমনে বাছার রাখি প্রাণ ? এ সঙ্কটে
কিসে হই পার ?—নারী সহায়বিহীনা !
বুদ্ধিমতী তুমি লো কুশলা, সুকৌশল
কর গো বিধান, চল, যাই পলাইয়া
নিশিযোগে, চল পশি বনে, বন্য-সনে
করি বাস।

কুশলা। কোথা যাবে—বিজরী প্রহরী,
কাণে কাণে কথা তার থাণ্ডাধারী সনে ;
নিশ্চয় রাঠোর পক্ষ ; বিপক্ষ সতর্ক
অতি, চ'খে চ'খে রাখে ; গুপ্ত অনুচর
বধিবে জীবন পথে, এখনো প্রকাশ্যে
কিছু করিবারে নারে, প্রজাগণে ডরে,
বধিবে কুমারে তোমা সনে, কবে দস্যু-
গণে হত্যাকারী, অর্থলোভে মিথ্যা কবে
দীন-জনে, হত্যা-দোষ করিবে স্বীকার
সভাস্থলে, প্রাণদণ্ড হবে সে সবার ;—
প্রজাগণ বুঝিবে, হইবে কার্য্যোদ্ধার।

গুঞ্জ। কি হবে কুশলা, তবে কে করিবে ত্রাণ ?
অকূল সাগর-মাঝে কূল নাহি দেখি !

কুশলা। শোন রাণি, আছে এক বিপদে কাণ্ডারী।

গুঞ্জ। কোথা, কে সে ? কহ ত্বরা ওলো সুভাষিণি,
জান যদি, উপায় কি হেতু নাহি কহ ?
আমা হ'তে কুমারে তোমার স্নেহ।

কুশলা। চণ্ড !
চণ্ড এই অকূল পাথারে কর্ণধার,
আছে মান্দুদেশে, প্রের সংবাদ সত্বর।

গুঞ্জ। বুঝি ধাত্রি, নিরুপায়—তাই হেন কহ
প্রবোধিতে মোরে ; নির্ব্বাসনে পাঠায়েছি
যারে, যারে নৃশংস ব্যাভারে, বিনা দোষে
দিয়াছি বিদায় ; রাজপুত্র পথে পথে
করিল ভ্রমণ, নিদারুণ পিত্র্যদেশে,

সতীত্ব নিবার, প্রজাগণে নাহি দিল
স্থান, কোথা নাহি পাইল আশ্রয় শ্রান্তি-
দূর হেতু, পথক্লান্ত মুমূর্ষু যখন
রাজভয়ে বারি-বিন্দু কেহ না দানিল,
ঘাতক রক্ষকগণে কৈল আক্রমণ,
অস্ত্রহীন নিঃসহায় যবে ;—সত্য, নহে
মম আজ্ঞামত—কিন্তু সে তো জানে মম
অনুমতি বিনা ঘটে নাই এ সকল,—
কোন্ মুখে পাঠাব সংবাদ—কি কহিব,
মার্জ্জনা কি করে কেহ হেন অপরাধ ?

কুশলা। চণ্ডের প্রকৃতি তুমি নহ অবগত
সতি, অতি উচ্চ-মতি স্বদেশবৎসল,
বীর ধীর গভীর সাগর সম, শ্রেষ্ঠ
শ্রেষ্ঠ হতে, দেবোপম উদার-হৃদয়,
কুমারের প্রতি কত স্নেহ তব রাণি !
চণ্ডের সর্ব্বস্বধন তোমার নন্দন।
কুলমান-বংশের গৌরব একমাত্র,
উদ্দেশ্য জীবনে তার, সেই কোলে তুলে
বসায়েছে সিংহাসনে বালক মুকুলে ;
শুনিলে সঙ্কট, স্থির কভু না রহিবে,
হেন লয় মনে, কভু নিশ্চিন্ত সে নহে,
ব্যগ্রচিত্ত নিয়ত রাণার তত্ত্ব হেতু,
রাণা তার ধ্যান জ্ঞান, কল্যাণ-কামনা
বিনা কিছু আর নাহি তার ত্রিসংসারে।

গুপ্ত। কহ ধাত্রি, কেমনে সংবাদ দিব, চারি
ভিতে অরি, অরিপুরে বাস, সঙ্গে অরি,
কুটিল সতর্ক চক্ষু এড়াব কেমনে ?
কেবা যাবে—

কুশলা। বুঝি দেবি, সদয় দেবতা,
আসে পূর্ণরাম ভাট, ওই দূত তব।

গুপ্ত। প্রত্যয় করিব ভাটে ?

কুশলা। সাধু ভট্টরাজ,
বিশ্বাস না হবে ভঙ্গ, কর চিন্তা দূর।

(পূর্ণরামের প্রবেশ)

পূর্ণ। যেখানে যাই, চোখ আছে, তাই দেখ্‌তে পাই ; খালি কাণাকাণি, খালি ফুশফুশানি, এ সব হানাহানির পূর্ব্বলক্ষণ ! আ মর্ বুড়ো, তোর কেন ভিরকুটি, তোর কেন এত বচন ? যে আগ্ ভেবে না কাজ ক'রে, শেষে পস্তায়, তোর কি তায় ? আছে একটু দায়, নইলে ঘুরে বেড়াই ? যার ধন কেন সেই নিক না, তা হ'লে তো এত গোল বাধে না, বুড়ো ভাটের মন কাঁদে না।

গুপ্ত। কি লিখি ?

কুশলা। লিখ, বিপদ।

গুপ্ত। কিছু নয় আর ?

কুশলা। অঙ্কিত করিয়ে দাও মোহর তোমার।

পূর্ণ। ভারি কাণাকাণি, শেষটা দেখ্‌ছি, তোরে নিয়েই টানাটানি।

কুশলা। ভট্টরাজ, একটি কাজের ভার নেবে ?

পূর্ণ। আর কেন পাতনামা, দাও না কি দেবে।

গুপ্ত। চণ্ডকে এই চিঠি দিতে হবে।

পূর্ণ। বুঝেছি, কেন দেরি ক'র্‌ছো তবে ? দেখ্‌ছিস্ মন, লোকে আপনার বুদ্ধিফেরে সন্দেহ ক'রে মরে, চার্‌দিক্ ফরসা, এখন নির্ভরসাই ভরসা ! হঁ্যা, খুব নে কথা ক'য়ে, এ দিকে যাক্ সময় ব'য়ে। এক পলে কি হ'য়ে যায় জানিস্ ? এক পল আগে জ্যান্ত ছিল, এক পলে কাটা গেল। পল যোড়া দে সময় বাড়ে, পলের ভেতর বজ্জর পড়ে, যে পলের হিসাব রাখে কড়ে, তার পা কি বেতাকে পড়ে ? আ মর্ বুড়ো গ'ড়ে, এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে ভেড়ের ভেড়ে, পল যদি তুই এত মানিস্ ?

[পূর্ণরামের প্রস্থান।

গুপ্ত। কি উপায়ে করি নিবারণ, পিতা সনে
একত্রে ভোজন মুকুলের, কহ মোরে ?

কুশলা। যদি কুমারের সনে একত্র ভোজন
আকিঞ্চন করেন ভূপাল, দৃঢ়পণে
প্রকাশিবে অসম্মতি,—বুঝিবে অন্তরে
রাজা, কিছু না করিবে সন্দেহের ডরে ;
প্রবল সর্দ্দারগণ হয় নি দমন,
পাপাভীষ্ট পাপিষ্ঠ না করিবে সাধন,
যাই আমি—

গুপ্ত। কহ ধাত্রি, নাহি কোন ভয় ?

কুশলা। ক'রো না সম্মতি দান, হোক যেবা হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাগার

শিখণ্ডী ও ঘাতকদ্বয়।

শিখণ্ডী। কে তোমরা ?

১ম-ঘা। মানুষ আর কে !

শিখণ্ডী। তোমরা কি ঘাতক ?

২য়-ঘা। যদি হই, তার আর কি ?

শিখণ্ডী। তবে বধ কর।

২য়-ঘা। তুমি বেশ মানুষ, বাঃ! কেউ আঁৎকে ওঠে, শিউরে ওঠে—কেটে সুখ মেটে না।

শিখণ্ডী। দেখ, আমার ঠেঙে একটা বিদ্যা ছিল, আমি ভাল লোহা পেলে সোণা ক'র্‌তে পারি। তোমরা কেউ সে বিদ্যা শিখে নেবে ?

১ম-ঘা। সত্যি ?

শিখণ্ডী। এই প্রত্যক্ষ দেখ না, তোমার তলোয়ার তো ভাল লোহার ?

১ম-ঘা। ইস্পাতের, কাটবো যখন টের পাবে।

শিখণ্ডী। তবে আর কি, একজন একটু সিঁদুর আন দেখি ?

১ম-ঘা। যা না—যা না, খপ্ ক'রে নিয়ে আয় না।

২য়-ঘা। তুই যা না।

১ম-ঘা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, তুই দাঁড়া।

[প্রথম ঘাতকের প্রস্থান।

২য়-ঘা। দেখ, তুমি ওকে শিখিও না, আমায় শেখাও।

শিখণ্ডী। কি ক'রে শেখাব, সিঁদুর না হ'লে তো হবে না।

২য়-ঘা। তুমি মন্তরটা শিখিয়ে দাও না ?

শিখণ্ডী। আরে, সে কি ক'রে সিঁদুর দিতে হয়, না দেখ্‌লে পার্‌বে না।

২য়-ঘা। তবে তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় শিকলি খুলে দিচ্ছি।

শিখণ্ডী। কি ক'রে যাব, রক্ষীরা যে ধ'র্‌বে ?

২য়-ঘা। আরে, আমরা লুকোনো পথ দিয়ে আসি যাই, রক্ষীরা কি জানে আমরা এসেছি। হাঃ হাঃ হাঃ! রাজাদের কথা তুমি জান না, আমাদের লুকিয়ে দেয়, সে কথা কি কাকে-কোকিলে জান্‌তে পারে ;—আমরা মেরে যাই, রক্ষীরা এসে দেখে খবর দেবে। 'কে মার্‌লে,—কে মারলে' একটা গোল পড়ে যাবে! আমাদের বুড়ো রাজা কি একটা কম সেয়ানা ঠাউরেছ ? এমনি মার্‌তুম, লোকে ঠাওরাতো তুমি আপনিই ম'রেছ! একজন চেপে ধর্‌তুম, আর একজন গলার শির কাট্‌তুম। নাও—চল চল, সে আবার এসে প'ড়্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রণমল্ল ও খাণ্ডাধারী।

রণ। কই, এখন' ত আসছে না ?

খাণ্ডা। মহারাজ, ভাব্‌ছেন কেন—যে ফাঁদ পেতেছি, প'ড়্‌লো ব'লে ; এখন রাণীর কাছে আছে, আমি যাব না—রাণী আমায় বড় সন্দ করে।

রণ। ঠিক তো ?

খাণ্ডা। আর একটু বসুন না।

রণ। তুই রঘুদেবের কাপড় কোথায় পেলি ?

খাণ্ডা। তার ঠেঁয়ে যে যা চায়, তাই দেয় ; আমি বললুম, "বাবা, এই কাপড়খানি আমায় দাও",—তখনি ছেড়ে দিলে।

রণ। এখন তোকে এক কাজ ক'র্‌তে হবে—লোক নিয়ে যা, আজ রঘুদেবকে বধ ক'র্‌তে হবে।

খাণ্ডা। বড় সোজা কথাটী কি না—একে ত সেই ষণ্ডা জোয়ান, তার পর সর্দ্দারদের সেই খানে আস্তানা হয়েছে—সহরের যত লোক আস্‌ছে যাচ্ছে, দিনরাত পা পুজো ক'র্‌ছে।

রণ। এ কাজ ক'র্‌তেই হবে—যেমন ক'রে হয় ; খুব পাকা দেখে লোক নিয়ে যা।

খাণ্ডা। ও কাঁচা পাকার কর্ম্ম নয়।

রণ। না পারিস্ তো তোর আর মুখ দেখবো না ; দেখ না, এত ফিকির জানিস্।

খাণ্ডা। বড় শক্ত।

রণ। ক'র্‌তেই হবে, ও থাক্‌তে আমার রাত্তিরে ঘুম হয় না—ও এখনি মনে ক'র্‌লে মেবার শুদ্ধ তোলপাড় ক'র্‌তে পারে; সর্দ্দারদের নিয়ে কি একটা ষড়যন্ত্র ক'র্‌ছে; আর ও থাক্‌লে বিজরীর মন পাব না।

খাণ্ডা। মহারাজ, মন নিয়ে কি ধুয়ে খাবেন ?

রণ। না—না, ঐরাবতের আহার ভেক হ'য়ে চায় !

খাণ্ডা। সে ফিরেও তাকায় না।

রণ। আরে, তুই বুঝিস্ নে, সে বেঁচে থাক্‌লে সর্ব্বনাশ হবে; এ কাজ যদি না পারিস্, তুই আর আমার সামনে আসিস নি। তুই জানিস্, ও আজ মনে ক'র্‌লে রাজা হ'তে পারে; যত দিন ও আছে, মুকুলকে মার্‌তে আমার সাহস হয় না। গুঞ্জমালা বোধ করি ওর ভরসা পেয়েছে নইলে আজ আমার মুখের ওপর ব'ললে, "না, আমি মুকুলকে তোমার সঙ্গে খেতে পাঠাব না।" আমি থেমে গেলেম, বুঝলেম, অবশ্য কারুর সাহস পেয়েছে। কে আর সাহস দেবে, ঐ রঘুদেব বেটাই দিয়েছে।

খাণ্ডা। মহারাজ, ওরে মারলে একটা গোলযোগ হবে।

রণ। হয় হবে, ও ম'লে সকলের বুক ভেঙ্গে যাবে।

খাণ্ডা। ঐ শিকার প'ড়েছে, আপনি চুপ ক'রে এই চাদর-খানা মুড়ি দিয়ে বসুন। আহা! কি ত্রিভঙ্গ রঘুদেবই এসে দেখবে! ওর পেটের কথা আপনাকে শোনাই, শুনুন।

(বিজরীর প্রবেশ)

বিজরী। কই খাণ্ডাধারি, রঘুদেব কই ?

খাণ্ডা। আমায় কি দেবে আগে বল ?

বিজরী। যা চাও।

খাণ্ডা। শেষটা মনে রেখো, আর কিছু না; তুমি খুব বুদ্ধি ক'রেছ, একটী কাজ ক'র্‌তে পার্‌লেই ব্যস্; মুকুলকে তো রাজা মারবেই—সে তোমাকে তো এক রকম বলেইছেন। তুমি একদিন যোগাড় ক'রে মদের সঙ্গে একটু বিষ দিতে পারলেই রঘুদেবকে নিয়ে সিংহাসনে ব'সো। কেমন তোমার মনের কথা টের পাইনি, বল ?

বিজরী। রাজা মদ খাবে কেন ?

খাণ্ডা। তুমি দিলে কোঁত কোঁত গিলবে।

বিজরী। খাণ্ডাধারি, তুমি কি চাও ?

খাণ্ডা। আগে রঘুদেবের বামে সিংহাসনে ব'সো, তবে ব'লবো।

বিজরী। তোমায় আমি রাজমন্ত্রী ক'র্‌বো, তুমি আমার সহায় হও।

খাণ্ডা। তোমার কোন্ কাজটা না ক'র্‌ছি বল ?

বিজরী। ও সব রক্ষীরা রয়েছে কেন ?

খাণ্ডা। তোমার প্রাণধন যে যণ্ডা, যদি পালায় তো তুমি ধ'রে রাখবে, না আমি ধ'রে রাখবো ? যাও, ঐ গোঁ হ'য়ে ব'সে আছে। [খাণ্ডাধারীর প্রস্থান।

(রণমল্লের বিজরীর নিকটে রঘুদেবের বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া আগমন)

বিজরী। প্রাণনাথ, ত্যজ অভিমান, কথা কও,
চাও চাঁদবদন তুলিয়ে, তৃপ্ত কর
নয়ন চকোর, সদা সুধা-অভিলাষী ;—
ক্ষমা কর, দাসী উন্মাদিনী—গুণমণি,
ধরি পায় প্রাণ রাখ, প্রাণের জ্বালায়
এনেছি তোমায় বন্দী করি ; প্রাণেশ্বর,
সদয় অন্তর তুমি, নিদয় হয়ো না
অবলায় ; যেবা যেই মাগে তব পায়,
তখনি সে পায়, তবে কেন কৃপানিধি
তাপিতা তরুণী, বারিবিন্দু নাহি কর
দান ? কুল শীল মান জীবন-যৌবন
সমর্পণ করে নারী, করহে গ্রহণ ;
যায় প্রাণ, খোল মুখ, তোলো আবরণ !

রণ। এই যে প্রাণ-প্রেয়সী, প্রাণের ফাঁসী,
আমি তোমার তরে দিবানিশি বসে—
চ'খের জলে ভাসি।

বিজরী। কি সর্ব্বনাশ, এ কে !

[বিজরীর প্রস্থান।

রণ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! আপনি শেকল পরেছ, এখন কোথায় পালাচ্ছো ? যাও—যাও, ঘুরে এস, ঘুরে এস, রঘুদেবকে ফেলে থাক্‌তে পার্‌বে না !

(বিজরীর পুনঃ প্রবেশ)

বিজরী। পিতা তুমি মহারাজ, ধর্ম্ম-অবতার,
আমি তব তনয়ার সখী—ক্ষমা কর,

ধর্ম্ম ভিক্ষা চাহে পদে কুমারী কামিনী ;
নৃপমণি, ফেল না হতাশে, বধ প্রাণ
ইচ্ছা যদি, কর নির্ব্বাসিত, দেহ দণ্ড
যেবা আজ্ঞা হয়, সদাশয় রাখ ধর্ম্ম-
ভয়, নিরাশ্রয় অবলায় কর' না হে—
করো না পীড়ন ; বীর ধর্ম্ম ধর্ম্ম রক্ষা,
বীর তুমি, ধর্ম্মনাশ করো না প্রয়াস।

রণ। কারে ব'লছো ? আমি রঘুদেব, চিন্‌তে পার্‌ছো না ? এ কার কাপড়, রঘুদেবের না ? দেখ—ভালো ক'রে দেখ, রঘুদেবের আশা কর্‌ছো—সিংহাসনে বসাবে !

বিজরী। প্রাণ দণ্ড কর—তনু খণ্ড খণ্ড করি
লহ প্রাণ, অনল দহনে, বিষ-দানে,
কুক্কুর চর্ব্বণে, শূলে, হস্তিপদতলে—
কঠিন নিয়মে বধ কর নরপতি ;
করো না অধর্ম্ম, রাখ কন্যার মিনতি।

রণ। ইস্, এত ধর্ম্ম ! তুমি কার আশায় আমাকে বঞ্চিত ক'র্‌তে চাও ?—রঘুদেব ! রঘুদেব যমালয়ে, এই দেখ—ঘাতক তাকে বধ ক'রে আমায় তার কাপড় এনে দিয়েছে। দেখ্‌চো, চিনেচো—এ রঘুদেবের কাপড়।

বিজরী। এ্যাঁ—এ্যাঁ ! (মূর্চ্ছা)

রণ। তুমি একা নও, অনেকেই মূর্চ্ছা গিয়েছে।

(ঘাতকের সহিত খাণ্ডাধারীর প্রবেশ)

খাণ্ডা। মহারাজ, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! কারাগার হ'তে শিখণ্ডী পালিয়েছে ! শীঘ্র আসুন্, সৈন্যদের আজ্ঞা দিন, প্রজারা মহা গোল ক'র্‌ছে, বিদ্রোহী বা হয়। এই বেলা দমন না ক'র্‌লে মহা সর্ব্বনাশ হবে।

রণ। এ্যাঁ, বলিস্ কি ?

[বিজরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজরী। আমি কোথায় ? এই তো আমার গৃহ,—ওহো, এখনি নরাধম আসবে, কোথায় পালাব ? এই গবাক্ষ হ'তে উদ্যানে পড়ি। উঃ ! বড় উচ্চ—প্রাণ যায় যাবে !

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দেবালয়-সম্মুখ

প্রজাগণ, রঘুদেব ও সভাসদগণ।

প্রজাগণ। জয় রঘুদেবজীর জয় ! জয় রঘুদেবজীর

১ম সভা। পূজা ধর পরমাত্মা পরম-পুরুষ
সনাতন ! আর্য্য, মজে রাজ্য অত্যাচারে,
মহাশঙ্কা ঘরে ঘরে, রাজদূত—যমদূত-
সম ফেরে, কবে কারে ধরে, কবে
বধে বিনা অপরাধে ; কবে হরে ধন,
গোধন হরণ করে ; কুলের কামিনী
নাহি মানে—সুন্দরী রমণী ঘরে যার,
অকস্মাৎ বুকে ছুরি তার ; ধনীজন
সদা সশঙ্কিত, প্রজা ছিন্নভিন্ন, মানী-
গণ মানচুর্ণ—পাপাচার পরিপূর্ণ
ন্যায়শূন্য রাজ্যভার যার ; হাহাকার
ধ্বনি ওঠে প্রতিধ্বনি রাজধানী
বেড়ি নিরন্তর ; উচ্চপদ যার, প্রাণ কাঁপে
তার, ঘাতকের গুপ্ত ছুরি চারিদিকে ;
কারাগারে শিখণ্ডীনিধন হত্যাকারী-
হস্তে শুনি ; প্রজাগণে সৈন্য বধে রাজ-
পথে ; কর পূজ্যপাদ উপায় বিধান
এ বিপদে, নহে প্রভু, মিবার মজিবে,
অস্ত যাবে সূর্য্যবংশ-বিখ্যাত গৌরব।

রঘু। বনবাসী দীন দাস, কিশোরে সন্ন্যাসী—
ফলমূলে জীবন যাপন, কার্য্য মম
দেবসেবা কুসুম-চয়ন ; রাজ্য-কোলা-
হল, অস্ত্র-ঝনৎকার, রণ-সিংহনাদ,
বাদ-বিসংবাদ কভু কর্ণে নাহি পশে ;
সহায়-বিহীন, নাহি কার্য্য-কুশলতা
মম, কহ—আমা হ'তে উপায় কি হবে ?

২য় সভা। শ্রীমুখে পাইলে আজ্ঞা, চিতোর-নিবাসী
অগ্নি সম গর্জ্জিয়ে উঠিবে, যুবা বৃদ্ধ
বালক বনিতা অস্ত্র ধরি নিবারিবে
অত্যাচারী দেশ-অরি, লাক্ষরাণা-বংশ-

ধর তুমি দেব, দেহ প্রজারে আশ্রয়,
মহাভয় দূরীকৃত কর মহাশয় !

রঘু। স্বধর্ম্মপালন শ্রেয়ঃ শোন মতিমান্ ;
রাজা রাজধর্ম্মে, যোদ্ধৃ যুদ্ধকর্ম্মে, কৃষি
কার্য্যে কৃষী রবে রত ; সন্ন্যাসীর ব্রত—
ঔদাস্য সংসার কার্য্যে, স্বধর্ম্মপালন
মঙ্গল-সাধন, অমঙ্গল ধর্ম্মে হেলা,
বিষয়ী সন্ন্যাসী করে অধর্ম্ম অর্জ্জন।
অধর্ম্ম বারণ কভু অধর্ম্মে না হয়,
নিজ নিজ ধর্ম্ম পালে যেই রাজ্যে সবে,
সে রাজ্যের নাহিক পতন ; নিজ-কার্য্যে
রত রহ সবে, অনিষ্ট না হবে, ইষ্ট-
সিদ্ধি তাহে অসংশয় ; যবে অত্যাচার-
পূর্ণ ধরা, ধর্ম্মরক্ষা-হেতু সাধুজন,
শোণিত প্রদানে হরে ধরণীর তাপ।
সেই রক্তস্রোতে হয় অত্যাচারী নাশ—
সুখের আবাস পুনঃ হয় এ মেদিনী।
সাধুর শোণিতে যবে ধৌত হবে ধরা—
জেন' হবে অত্যাচার নিবারণ ত্বরা।
নিয়ত প্রার্থনা মম ঈশ্বরের পায়,
মঙ্গলবিধান বিভু করুন কৃপায়।
দুর্য্যোগ নিকটে, সবে কর হে গমন।

সভা। নমস্কার দেব, যেন পদে রহে মন।

প্রজা। জয় রঘুদেবের জয় ! জয় রঘুদেবের জয় !

[প্রজাগণ ও সভাসদ্গণের প্রস্থান।

রঘু। ঘোর ধূম্রবর্ণ মেঘমালা বেগে ধায়
ঝটিকা-বাহনে, ক্ষণপ্রভা প্রভা রহি
রহি লকলকে ভুজঙ্গিনী-জিহ্বা সম,
নৃত্য করে প্রভাময়ী কঠোর নাদিনী,
ঘূর্ণবায়ু গর্জ্জনে ভীষণ ; গণ্ডগোল,
ঘন ধূলি মাখি কায় উন্মাদ কানন
ধরায় নোয়ায় শির, বিকৃতি প্রকৃতি,
তিমির-বসনা ঘোর রণরঙ্গে মাতি !
শান্ত হও ভয়ঙ্করি, দিব বলিদান,—
সন্তান-শোণিতে যেন পূরে মা পিপাসা,
দাসের রুধিরে যেন শান্তি লভে ধরা।

(ও ঘাতকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম-ঘা। উঃ ! বেজায় জোয়ান।

খাণ্ডা। ভয় কি, তিন জন আছি। মহাশয়, মহারাজ এই পরিচ্ছদ আপনাকে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন।

রঘু। কৃতার্থ এ দাস ; ওই রুধির—রুধির !

খাণ্ডা। মহাশয়, রাজপোষাক গ্রহণ করুন।

রঘু। (হস্ত প্রসারণ করিয়া)
কিঙ্করে করুণা অতি শান্ত হও ভীমা,
সন্তানে লহ মা বলি, পিও রক্তধারা—

(ঘাতক কর্ত্তৃক আঘাত)

পূরাও কামনা, তৃপ্ত হও রক্তে মম !

(পুনর্ব্বার আঘাত)

চৌদিকে রুধির-স্রোত, রুধির—রুধির !
রুধির-তরঙ্গ ব'য়ে যায়, মুণ্ডমালা
ভাসে শত শত, ওই রুধির—রুধির !

(পতন)

[খাণ্ডাধারী ও ঘাতকগণের প্রস্থান।

ওই—ওই—ওই রাঙাচরণ-তরণী—
ওই রাঙা পা দু'খানি,—বিদায় ধরণি !

চতুর্থ অঙ্ক

--ঃ০ঃ--

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রঘুদেবের সমাধি মন্দির

চিতোরবাসী পুরুষগণ ও স্ত্রীলোকগণ।

১ম-পু। শাঁক বাজাস্ নে, শাঁক বাজাস্ নে, চুপি চুপি চল্, ফুল দিয়ে আলো রেখে চ'লে যাই।

২য়-পু। শাঁকটা বাজাই, কে আর টের পাবে?

১ম-পু। ওরে না না, বুঝিস্ নে—রাজ-দূত কাণ খাড়া ক'রে রয়েছে, এখনি টেনে নিয়ে যাবে।

১ম-স্ত্রী। ধরে ধ'র্‌বে, তাই ব'লে পূজো ক'র্‌বো না?

(গাহিতে গাহিতে স্ত্রী-পুরুষগণের সমাধি-মন্দির প্রদক্ষিণকরণ ও তাহাতে পুষ্পবরিষণ)

(গীত)

পুরুষগণ।—

জয় জয় রঘুদেব, জয় জয় জয়,
কিশোর কাননবাসী করুণা-নিলয়।

স্ত্রীগণ।—

জয় কমনীয় কায়, শশিকর রাঙা পায়,
জয় জয় কৌশিক-বসন।

পুরুষগণ।—

জয় সদয়-হৃদয়!

স্ত্রীগণ।—

প্রসন্ন বদনে শান্তি, হেরে কান্তি হরে ভ্রান্তি,
জয় জয় প্রফুল্ল-নয়ন।

পুরুষগণ।—

জয় জয় প্রেমময়!
জয় জয় রঘুদেব, জয় জয় জয়,
কিশোর কাননবাসী করুণানিলয়।

স্ত্রীগণ।—

জয় বনফুল-হার, নিরঞ্জন নিরাধার,
কুমার, কুমার অবতার;

পুরুষগণ।—

জয় মদনবিজয়।

স্ত্রীগণ।—

চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গ, মন্মথ-মানভঙ্গ,
স্মরণে হরণ দুখভার।

পুরুষগণ।—

জয় সভয়ে অভয়।
জয় জয় রঘুদেব, জয় জয় জয়,
কিশোর কাননবাসী করুণা-নিলয়।

১ম-পু। ঐ রে কে আস্‌ছে, পালা—পালা পালা

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। রঘুদেব, রঘুদেব, ভাই—ভাই, আহা
কিশোর সন্ন্যাসী, দেব অবতার! বুঝি
মমতায় এতদিন ধরি এ জীবন,
হ'লো না— হ'লো না প্রতিদান, রহিল রে
প্রতিহিংসা-তৃষা, তবে কেন দেহভার—
ভার গুরু ভার; আহা, তোমার মরণ!
রঘুদেব, কুমার, কিশোর-যোগি, কোথা
ভাই, কোথা তুমি, দেখা দাও দেখা দাও!
ওহো রঘুদেবজি! ওহো রঘুদেবজি!
ক'রো না রে ঘৃণা, এস ভাই মৃত্যুকালে।

(বিজরীর প্রবেশ)

বিজরী। এ কি, তুমি না ক্ষত্রিয়! আত্মহত্যা-
প্রতিশোধ? ধিক্! আত্মহত্যা রমণীর,
এ কি বীর ব্যবহার, প্রতিহিংসা-পরাঙ্মুখ!
ধরণীর গর্ভে রঘুদেব, রণমল্ল
সিংহাসনে, কাঁদে শিশোদীয় কুল, দস্যু
রাঠোর উল্লাসে ভাসে, বীরত্ব প্রকাশ
এই তব? আত্মবলিদানে? হেয় মৃত্যু-
প্রতিদান! ছিঃ ছিঃ, আমি নারী, ঘৃণা হয়
মম; শোক পরিহর, বীর কার্য্য ধর,
শত্রুর শোণিতে কর অনল নির্ব্বাণ;
মৃত্যু ইচ্ছা যদি, শত্রু-শরশয্যাপরে
লভিও বিরাম শুয়ে অনন্ত-শয়নে।
মৃত রঘুদেব, নারী আমি তবু প্রাণ
ধরি, বহি দেহ প্রতিবিধানের তরে;
বীর তুমি, বহ ব্যথা বীর ব্যবহারে,—
নারীর প্রকৃতি কভু সাজে কি তোমারে?

শিখণ্ডী। কহ মাতা, বৃথা কেন রাখিব জীবন ?
জ্বলিল বিদ্রোহানল, সাজিল আবাল-
বৃদ্ধ রণে, রক্তস্রোত ঢালিল সলিল
সম, তৃণ জ্ঞান করি প্রাণ। অর্দ্ধাশনে
অনিদ্রায় বিনা আচ্ছাদনে, বারিধারা
প্রখর রবির কর, তরু যথা মাথা
পাতি নিল। অর্থশূন্য, অস্ত্রহীন, ধনু-
গু'ণ বেণী বিনির্ম্মিত, অপূর্ণ তুণীর,
ভগ্ন অসি, কুঠার আয়ুধ কা'র করে,
পশিল সমরে হায়, মাংসাহারী জীব
পোষণ কারণ ; বলবান্ অরি মহা
অস্ত্রে সুসজ্জিত, ভোগপুষ্ট, রাজকোষ
অনাবৃত রণব্যয়ে, সঞ্চালিত শ্রেণী—
সুদক্ষ সামন্তবৃন্দে ; দমিল সহজে
অরক্ষিত অশিক্ষিত প্রজাগণে ; পুঞ্জ
পুঞ্জ অস্থি স্তূপাকার নেহার প্রান্তর-
বক্ষে, হের চ'ক্ষে দগ্ধ গৃহ, রাজ্য যুবা
শূন্য, মৃদু রোলে কাঁদে অনাথা বিধবা
শিশুসুত কোলে ল'য়ে ! অস্ত্রাঙ্কিত হের
অঙ্গ মম, পুনঃ কেন প্রতিহিংসা সাধ ;—
দুর্ব্বার রাঠোর, দুর্গপূর্ণ রাঠোরীয়
চমূ ; রণবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করি পুনঃ
কিবা ফল স্বগণ-নিধনে ; ত্যজি দেহ,—
দেখিতে সহিতে নারি বিপক্ষ-প্রভাব।

বিজরী। হয়েছে দুর্দ্দিন গত, সুদিন উদয়,
আসিছে চিতোরে চণ্ড বিপক্ষ-বিজয়,
ভাতিবে সৌভাগ্য-সূর্য্য উজ্জ্বল কিরণে,
রাঠোরীয় বংশ ধ্বংস হবে আজি রণে।

শিখণ্ডী। কে তুমি, কি হেতু কহ প্রবোধ বচন ?
আসিবে না নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর,
রাজমাতা-অনুমতি বিনা। রঘুদেব-
মৃত্যুবার্ত্তা শুনি মম মুখে—হাহা রবে
পড়িল ধরণীতলে, কুঠার আঘাতে
শালবৃক্ষ যথা, অবিরল চক্ষুজলে
ভাসিল দুকূল, ত্যজি শ্বাস রক্ত আঁখি
গর্জ্জিয়ে উঠিল দন্তে অধর চাপিয়ে ;
কিন্তু হায়, ভালে কর হানি বার বার
কহিল গভীরে, "কি করিব বদ্ধ হস্ত-
পদ, নাহি রাজমাতা অনুমতি, রাণা-
প্রতিনিধি রাজমাতা—বালক কুমার—
অধিকার জননীর, চিতোর প্রবেশ
নিষেধ আমার ! তবে কি করি বিধান,—
রাজ-আজ্ঞা অবহেলা করিবারে নারি।"

বিজরী। কর চিন্তা দূর, শূর, নাহি বাধা আর,
রাজমাতা-আজ্ঞামত আসে মহাবল।

শিখণ্ডী। আসে চণ্ড মতিমান্ রাজ্ঞী-আজ্ঞামত ?
অগণ্য রাঠোর-সৈন্য, দুর্গ সুরক্ষিত,—
আসে একা কিবা সৈন্য সাথে, কোথা এবে ?
নাহি শুনি আয়োজন নিবারিতে তারে,
সতর্ক রাঠোরগণে বার্ত্তা নাহি জানে,
এ কেমন ! কেন বোধ দেহ অকারণ ?

বিজরী। ধীর ! হও স্থির, চণ্ড মহাবীর আজি
নিশিযোগে পশিবে চিতোরে ছদ্মবেশে।
দেওয়ালি-উৎসবে মত্ত রবে সবে, আছে
রণদক্ষ সেনা তার দুর্গ-মাঝে ভৃত্য-
সাজে ; কয় দিন হতে নগরে নগরে,
গ্রামে গ্রামে বিলায় মিষ্টান্ন মহারাণা,—
ফিরে যামিনীতে ; নিত্য নিত্য আনাগোনা,
অসতর্ক প্রহরী সকল সন্দিহান
নাহি হবে, স্বল্প সৈন্য ল'য়ে দুর্গমাঝে
চণ্ড প্রবেশিবে ; ছলে ভুলেছে রাঠোর।

শিখণ্ডী। এ মিষ্টান্ন বিতরণ চণ্ডের কৌশলে ?
আসা যাওয়া নিত্য নিত্য বাহিরে ভিতরে
শত্রুরে করিতে অন্ধ ? না না, দ্বন্দ্ব উঠে
মনে। কহ বিবরণ সবিশেষ—কোথা
চণ্ড, কিরূপে বা সৈন্যগণ তার আছে
দুর্গে দাসভাবে, কেহ সন্দ না করিল ?
কি ছলে ভুলিল ক্রূরমতি সন্দিহান
অরি ?

বিজরী। কয় জন মাত্র আইল প্রথমে ;
চণ্ডগত-প্রাণ যত ভীল অনুচরগণ,
অত্যল্প বেতনে করি দাসত্ব স্বীকার,

সেবায় তুষিল দুষ্টগণে ; প্রয়োজন-
মত ক্রমে আনিল বান্ধব যত ছিল ;
ভীল ভিন্ন অন্য ভৃত্য নাহি সামন্তের
প্রায় এবে।

শিখণ্ডী। বুঝিলাম—বুঝিলাম, কহ—
কিরূপে এ গুহ্যবার্ত্তা তুমি অবগত ?

বিজরী। আমি অবগত ! কি বুঝিবে কি আগুন
হৃদি-মাঝে, কি পিপাসা—রণমল্ল-বক্ষ-
রক্তৃষা, কি অশান্তি—কি অশান্তি !
নিশিদিন ভ্রমি অবিচ্ছিন্ন গতি, হের ছিন্ন
পদ, হের রুক্ষকেশ ধূলি-ধূসরিত,
হের ক্ষত অঙ্গ বন্যপথে শত শত
কণ্টক আঘাতে—মান্দুরাজ্য—চণ্ড যথা
নির্ব্বাসিত, ইষ্ট স্থান মম, আসি যাই
তন্তুবায়-তুরি সম ; উৎসুক-নয়নে
দেখি, তীব্র কর্ণে শুনি, জানি চণ্ড-সেনা-
গণে জনে জনে, দাস সাজে দুর্গমাঝে
দেখি এবে সবে, দূর হ'তে দূরান্তরে
দিন দিন মিষ্টান্ন-উৎসব, ব্যগ্র-চিত্তে
করি আন্দোলন হেতু কিবা, নিত্য ভ্রমি
উৎসবের সনে, আজি মহা সমারোহ
গোসুন্দায়, হোথা গুপ্ত পথে ছদ্মবেশে
চণ্ড আসে গোসুন্দাভিমুখে ; অকস্মাৎ
বিদ্যুৎ-ঝলক সম চকিল হৃদয়ে
তত্ত্ব যত, পরে ধাত্রী-সনে ঠারেঠোরে
রাজ্ঞীর বচনে আজি নিশ্চিত হইল
অনুমান, হেরিনু প্রমাণ সমাগত-
প্রায় চণ্ড, ঊর্দ্ধশ্বাসে এসেছি নগরে,
আশা মনে, আক্রমণে, পারি যদি কোন
সাহায্য করিতে ; দেহ বিশ্বস্ত সর্দ্দারে
সমাচার, হও সবে প্রস্তুত গোপনে,
ঘোর সিংহনাদে যবে চণ্ড আক্রমিবে,
মিলিয়ে সদল-বলে দিও রণে হানা।

শিখণ্ডী। কে তুমি মা ?

বিজরী। কে আমি ? কে আমি ? উন্মাদিনী—
রণমল্ল-বক্ষরক্ত-পান-আকাঙ্ক্ষিণী !
করালিনী ! মণি-হারা কাল-ভুজঙ্গিনী !

[বিজরীর প্রস্থান।

শিখণ্ডী। অদ্ভুত-চরিত্র বামা ! উষ্ণ রক্তস্রোত
বহে কায় ভীমার কথায়, বিভীষণা—
সংহাররূপিণী, সত্য বাণী,—রক্ত আঁখি
মুখ-ভঙ্গী দশন-পেষণে প্রকাশিত ;
দেখিব কি হয়, আশা ধরি নিরাশায়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয়

প্রান্তর

মুকুলজী, গুঞ্জমালা ও কুশলা।

গুঞ্জ। চিতোরী প্রাকার ওই নেহার সম্মুখে,
আইল যামিনী, কোথা চণ্ড ? চিহ্ন তার
নাহি হেরি, নাহি শুনি সৈন্য-কলধ্বনি ;—
কি করিবে একা পশি অসংখ্য বিপক্ষ-
মাঝে, ফিরে গেলে সর্ব্বনাশ ! আজি সাঙ্গ
হ'লো এ উৎসব, পুনঃ কি কৌশলে বল
দুর্গ হ'তে আসিব বাহিরে ? বহু কষ্টে
অনুমতি করেছি গ্রহণ, নিরুপায়—
হুতাশে শুকায় প্রাণ, কি হবে সজনি,
মুকুলের কল্যাণ না হেরি ! ফিরে অরি
সুযোগ-প্রয়াসে, কবে ভাঙ্গে লো এ পোড়া
কপাল, কি হবে ! ক্রূর-কার্য্য পরায়ণ
কুটিল বিপক্ষ বুঝি ভেদিল মন্ত্রণা,
পথে চণ্ডে করেছে নিধন, দুর্গ-দ্বারে
গুপ্তচর আছে বা লুকায়ে, আক্রমিবে
উত্তরিলে তথা মোরা সবে, আজি বুঝি
সকলি ফুরায় ; মহোৎসব অবসান,
জনশূন্য এ প্রান্তর, এবে কাঁপি ত্রাসে ;
নাশে পাছে নরঘাতী গুপ্তচর আসি।

কুশলা। যেবা হয় রহি সবে প্রতীক্ষায় এই
স্থানে, নিরুপায় হায়, চণ্ড না আইলে।
সদা সন্দ হয় মম সহজে নৃপতি
দিল অনুমতি এ উৎসবে, দুরভীষ্ট

কি আছে, কে জানে, নহে কথায় না ভোলে
খলমতি ; বাড়িল যামিনী ক্রমে ওই
দীপমালা সাজায় আঁধারে পুরবাসী
দেওয়ালি-সম্মান হেতু ; দূরে কা'রে নাহি
হেরি, বৃক্ষমাত্র ব্যোমচক্রে সম্মিলিত ;—
ইষ্ট ভ্রষ্ট হ'লো, গেল সকলি মজিল,
কোন দিকে নাহি দেখি কল্যাণ বিধান।

গুঞ্জ। পলাইয়া চল রাখি প্রাণ, চল পশি
বনে, যেবা হয় পরিণামে।

কুশলা। ভাল মন্দ
বোধ নাহি আর, শূন্যাকার অন্ধকার
হেরি, কোথা ত্রাণ, কোথা যাব, দ্রুতপদ-
ঘাতকের বিলম্ব না হবে, পথশ্রান্ত
বালকে ধরিতে। পূর্ণ রাঠোরে মিবার,—
কোথা শত্রু, কোথা মিত্র কিছুই না জানি,
কে দিবে আশ্রয় কহ, রাজদণ্ড-ভয়ে ?
পড়িবে ঘোষণা রাজ্যময়, ধনলোভে
তত্ত্ব দিবে নিঃস্ব জন, তবে কিবা ফল
পলায়নে ; টুটিল আশার বাসা মনে !

মুকুল। মা, পালিও না, দাই-মা, তুমি তো বল, দাদাজী মিথ্যা বলে না, দাদাজী আস্‌বে, তুমি দেখো মা, দেখো ; আমি বাঁচ্‌বো মা—বাঁচ্‌বো ; আমার আর বুক কাঁপছে না, আমি দাদাজীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে যুদ্ধ ক'র্‌বো, দাদাজী থাক্‌লে আমার ভয় করে না ; দেখো—দাই-মা, আমায় কেউ মার্‌তে পার্‌বে না।

গুঞ্জ। ধাত্রি—ধাত্রি, ওলো ফাটে প্রাণ বালকের
প্রবোধ বচনে, বাছা ভাল মন্দ নাহি
জানে, শুনে চণ্ড আসে—আনন্দ ধরে না
আর, জন্ম জন্মান্তরে করিয়াছি
পাপ ; অন্নে দিছি ছার, বিশ্বাস বিনাশ
করিছি লো কত, ঘরে ডেকে মারিয়াছি
ছুরি বুকে, সতিনী-নন্দন আহা, সাধু
সদাশয় পাঠায়েছি নির্ব্বাসনে, তাই
ভুঞ্জি প্রতিফল ; নিজ পতি-রাজধানী
শমনভবন সম হেরি, একমাত্র
বংশধর রক্ষিবারে নারি, অভাগিনী
মম সম ধরণী কি ধরে আর ? যাই
পিতৃ-সন্নিধানে, করি আবেদন জানু-
পাতি, কর জুড়ি কেঁদে বলি, "লহ রাজ্য-
ধন, সিংহাসন নাহি প্রয়োজন, মাগি
মাত্র বালকের প্রাণদান, শিশুপুত্র—
দৌহিত্র তোমার, কর অভয় প্রদান
এই ভিক্ষা চাই, রাজ্য কর বিনা বাধে।"

কুশলা। চাহ রাণি, পাষাণে সলিল ? আকিঞ্চন
অমৃত ভুজঙ্গ-দন্তে ? বজ্রে কোমলতা ?—
শুনি রাণি অশ্ব-পদধ্বনি !—

গুঞ্জ। যাও ধাত্রি,
পলাও মুকুলে ল'য়ে, আসিছে ঘাতক,—
নিশ্চয় এ নরহন্তা, দেখ যদি কোন
মতে পার বাঁচাইতে, যাও—যাও, আছ
কি সাহসে ? রহি শত্রু বিলম্বিতে। যাও—
দেখ কিবা ? এলো, এলো—আসে বায়ুগতি !

মুকুল। মা, দাদাজী—দাদাজী ! অমন ঘোড়া কেউ চ'ড়তে পারে না। দেখ্‌ছো না—দাই-মা, দেখ্‌ছো না, ঝড়ের মত আস্‌ছে !

কুশলা। আসে এক অশ্বারোহী, নামে অশ্ব হ'তে,
সুশিক্ষিত বাজী নাহি চলে এক পদ,
আসিছে আরোহী এই দিকে।

মুকুল। মা, দাদাজী !

কুশলা। চুপ, মা গো চিতোর-ঈশ্বরি, এত দিনে
প'ড়েছে কি মনে তব আশ্রিত মুকুলে ?

(চণ্ডের প্রবেশ)

চণ্ড। নমস্কার রাণা, মাতা কর আশীর্ব্বাদ !
ধাত্রী মাগো, করে দাস শ্রীচরণ সাধ।

কুশলা। চিরজয়ী হও বৎস, ঘুচাও বিষাদ।

মুকুল। দাদাজি—দাদাজি, আমায় কোলে নাও।

চণ্ড। ভাই—ভাই, মুকুল - মুকুল মহারাণা,
চণ্ডের প্রাণের নিধি, বাপ্পা-বংশধর !

গুঞ্জ। লজ্জাহীনা, বৎস, তাই আছি দাঁড়াইয়া,
অন্য জনে পশিত মেদিনী-বক্ষে, তুমি
সুজন সুধীর, উচ্চ মনে তব হিংসা-

দ্বেষ নাহি পায় স্থান, অবোধ রমণী
আমি, বাছা, কত ক্লেশ দিয়াছি তোমারে,
মাহাত্ম্যে তোমার, ধীর, চাব ক্ষমা, নাহি
অধিকার, নিজগুণে ক'রেছ মার্জ্জনা।

চণ্ড। সন্তানে করো না অপরাধী মাতা; নাহি
অবসর, ধীর পদে হও অগ্রসর,
প্রবেশ ক'রো না পুরী, দূরে হের ভীল
অনুচর মম। যথা যাবে যেও পাছে,
ল'য়ে যাবে রঘুদেব সমাধি-মন্দিরে,—
কানন-মাঝারে অতি নিরাপদ স্থান,
নিশায় কেহ না যায় তথা আশঙ্কায়।

গুঞ্জ। বৎস, দূর কর চিন্তা, জিজ্ঞাসি তোমায়
লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ-রক্ষিত রাজধানী,
একা তুমি কি করিবে, কেমনে বা পুরী
প্রবেশিবে, সাবধান সতর্ক প্রহরী
সদা ফিরে, পিপীলিকা প্রবেশিতে মানা।

চণ্ড। ত্যজ ভয়, রণজয় করিব নিশ্চয়,
প্রসন্ন ও পদধ্যানে মা প্রসন্নময়ি!
সংগ্রামে পণ্ডিত মম ভীল-অনীকিনী,
ভৃত্যভাবে দুর্গে অবস্থিত। অতি স্বল্প
সেনা সহ পশিব নগরে, মহারণ্য
খাণ্ডবে অনল যথা,—দহিব বিপক্ষ-
পক্ষ রোষানলে, কেহ না পাইবে ত্রাণ।
শোন মাতা, যে উদ্দেশে মিষ্টান্ন উৎসব
উপদেশ মম, নিত্য হবে আনাগোনা,
জিজ্ঞাসিলে রক্ষিগণ ক'রব উত্তর,
আছিলাম রাণা সনে গোসুন্দা নগরে
দেওয়ালি উৎসবে, আসিয়াছি দুর্গে রেখে
যেতে তাঁরে। জানে নিত্য লোক আসে যায়,
সন্দ না করিবে; যাও বাড়িছে রজনী।

কুশলা। হও গো চিতোরেশ্বরি, সমরে সহায়,
আশ্রিতে রেখ মা পায়, দেহ রণ-জয়।

[চণ্ড ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(ভীলগণের প্রবেশ)

ভীলগণ।—

কাড়া সাড়া দিলে, খাড়া দাজা দিলে,
কাড়ি বুড়ী বোলে,
কুড়্ কুড়্ ঝাঁইরে—কুড়্ কুড়্ ঝাঁই;—
বড় মিঠা লড়াই রে—মিঠা লড়াই।
হাল্লা ওঠে গরমি ছোটে,
জোটে জোটে ধাঁই,
সাঁই সাঁই সাঁই রে—সাঁই সাঁই সাঁই;
বড় মিঠা লড়াই রে—মিঠা লড়াই।
রণারণি, ঝনাঝনি, হানাহানি,
মজা উড়াই রে—মজা উড়াই;
বড় মিঠা লড়াই রে—মিঠা লড়াই।

চণ্ড। হের ওই চিতোর নগর পুণ্যধাম—
উচ্চ শির-প্রাচীর-বেষ্টিত, ধরাধর
গর্ব্ব খর্ব্ব যাহে, সূর্য্যবংশ-অবতংশ
গৌরব আকর বাপ্পারাও, কীর্ত্তি যার
ব্যাপ্ত ধরাতলে, বসিতেন ওই পুরে;
স্বর্গোপম গরীয়সী মম জন্মভূমি—
পিতৃ-পিতামহ-দেবালয়, আজি তথা
বিহরে রাঠোর—রম্য নন্দনকাননে
দুরন্ত দানবদল, রাণা সিংহাসনে
মারবার-কিরাত-বর্ব্বর, কেশরীর
গহ্বরে জম্বুক, বসে চণ্ডাল বেদিতে,
রাজ-হস্তী ভুজঙ্গ-বেষ্টনে জরজর,
সুন্দর চিতোর এবে পিশাচের ঘর।

১ম ভীল।— (গীত)

রণারণি, ঝনাঝনি, হানাহানি—
মজা উড়াই রে—মজা উড়াই;
বড় মিঠা লড়াই রে—বড় মিঠা লড়াই।

সকলে। কাড়া সাড়া দিলে ইত্যাদি

চণ্ড। নৃত্য গীত-বাদ্যধ্বনি উঠিত যথায়
অবিরত, উঠে দিবানিশি হাহাকার!
ধনী ধনশূন্য—মানী-মানচূর্ণ—ছিন্ন
ভিন্ন রাজধানী পরিপূর্ণ পাপাচারে,—
হতাশ, হতাশ, দীর্ঘশ্বাস মহাত্রাস

বিহরে চিতোরে, মরে প্রজা অনাহারে,
রুদ্ধ ঘর, শ্রীহীন নগর, নিরানন্দ
রবহীন সবে, কারু নাহি ত্রাণ, বৃদ্ধে
অসম্মান, যুবাগণে বধে প্রাণে, করে
বালকে প্রহার, নাহি নারীর নিস্তার,
পৈশাচিক আনন্দে মগন, পুষ্ট দুষ্ট-
দস্যুদল পুরবাসী-রক্তপানে, রাণা
বন্দীপ্রায় জীবন সংশয়, রাজমাতা
নিরাশ্রয়,—ঘাতকের ছুরি চারিদিকে,—
প্রকট বিকট অত্যাচার ভয়ঙ্কর,
নাহি আর সে চিতোর আনন্দ-নগর।

১ম ভীল।— (গীত)

দুষমন চড়াই রে—দুষমন চড়াই
সামনে লড়াই রে—সামনে লড়াই।

সকলে। কাড়া সাড়া দিলে ইত্যাদি।

চণ্ড। জানিতে কি রঘুদেবে, কিশোর সন্ন্যাসী
রঘুদেব? কুমার—কুমার অবতার!
হাস্যানন স্বর্ণকান্তি প্রসন্ন-নয়ন,
কৃপানিধি প্রেমময় পরম পুরুষ
সনাতন, কামজয়ী, বিষয়বর্জ্জনে
বসিত কাননে, উচ্চ-ধ্যানে নিমগন,
কল্যাণ কামনা বিনা ছিল না জীবনে
কিছু যার, হত সেই প্রজা-মনোহর
ঘাতকের গুপ্ত অসিমুখে; শোকে মগ্ন
মিবার-নিবাসী, ডরে প্রকাশিতে নারে
দারুণ মনোবেদনা, নীরবে নয়ন-
জল ঝরে, শূন্য দৃষ্টি শূন্য-পানে চায়,—
বেজে আছে প্রজার হৃদয়ে বজ্রাঘাত,—
হয় নাই প্রতিশোধ—সে শোণিতপাত!

১ম ভীল।— (গীত)

দে হানা, দে হানা,
পড়্ পড়্ পড়্ ঝন্ঝনা।
দুষমন চড়াই রে—দুষমন চড়াই,
সামনে লড়াই রে—সামনে লড়াই।

সকলে।—

কাড়া সাড়া দিলে ইত্যাদি

চণ্ড। আকুল নগর, চল যাই—আবাহন
করে দীপ-মালা শিখা দোলাইয়া, ভল্ল-
মুখে, তীক্ষ্ণ অসিধারে অভ্যর্থনা তথা,
মিষ্টালাপ অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকারে, ঘোর
সিংহনাদে; শিষ্টাচার শত্রু-শিরশ্ছেদ।
মহোল্লাস মহারঙ্গ মহান্ মেলায়,
ভৈরব-উৎসব আজি ভৈরবীনিশায়।

১ম ভীল।— (গীত)

তাধেই তাধেই ধেই—লড়াই লড়াই রে।
দে হানা দে হানা, পড়্ পড়্ ঝন্ঝনা,
তাধেই তাধেই ধেই লড়াই লড়াই রে।

সকলে।—

কাড়া সাড়া দিলে ইত্যাদি।

চণ্ড। লহ সঙ্গে দোসর বিক্রম, পথশ্রম
নাশি রণশ্রমে, চল যাই পাব তথা
গৌরব অশন, তৃষা-তৃপ্তি করি হেরি
রক্তস্রোত রক্ত-প্রস্রবণ, শত্রু-শবে
রচিত কুসুম শয্যা, মুণ্ডে উপাধান,
ফে-রব-সঙ্গীত-রোল বিকট করাল,
চঞ্চুপুটে পাকসাটে গৃধ্র দিবে তাল।

১ম ভীল। (গীত)

ধাঁই ধাঁই ধাঁই ভাই, আঁধিয়া উঠাই,
দে হানা দে হানা, পড়্ পড়্ পড়্ ঝন্ঝনা,
লাগে লড়াই রে—আঁধিয়া উঠাই।

সকলে।—

কাড়া সাড়া দিলে ইত্যাদি।

চণ্ড। হের ওই বিমানবিহারী ভয়ঙ্করী
ইষ্টদেবী চিতোর-ঈশ্বরী, ধূম্রবর্ণা
বিকট দশনা বিভীষণা রণপ্রিয়া
রুধির লোলুপা, লক্ লক্ জিহ্বা, অট্টহাস্য-
আস্য-কপালিনী, কোলে খেলে স্বর্ণ বর্ণ
রঘুদেব, পিয়ে পীযূষপূরিত-
স্তন, ওই আরক্ত নয়না চলে ভীমা
চিতোরাভিমুখে, লটপট কেশদল,
গলে দোলে মুণ্ডমালা, ওই শূন্যপথে

সংহাররূপিণী আগে আগে, চল পাছে,
রুধির-তরঙ্গ-রঙ্গ ভীষণ নিশায়,
ভৈরব-কল্লোল ঘোর ভৈরবী পূজায়।

ভীলগণ।— (গীত)

আঁধিয়া উঠাই রে—আঁধিয়া উঠাই।
কাড়া সাড়া দিলে ইত্যাদি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রণমল্ল ও খাণ্ডাধারী।

রণমল্ল। খাণ্ডাধারি, ব'স্ না—ব'স্ না, আজ ভারি আমোদ।

খাণ্ডা। মহারাজ, ব'স্‌বো কি—কি হ'লো দেখি; আজ আপনি অত মদ খাচ্ছেন কেন? রাণা ম'লেই একটা গোল উঠবে, মহারাজকেই সকলে সন্দেহ ক'র্‌বে।

রণমল্ল। তাই তো বুদ্ধি ক'রে মদ খাচ্ছি, বিজরী এলেই দু'জনে ভোঁ হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বো। তুই তো সব ঘাতক ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছিস্? মুকুল ঢুক্‌বে, আর ঘাড়ে এক ঘা—বুঝেছিস্?

খাণ্ডা। তা বুঝেছি—সব ঠিক আছে, তারা না পারে—আমিই সার্‌বো। আর ভয় কি, কোন্ বেটা কি বলে—যখন ও তিন বেটা সর্দ্দার ধরা প'ড়েছে, আর আমি কিছু ভাবি নি।

রণমল্ল। আমি ভয় করি নি, রণমল্ল ভয় করে না; তবে কি জানিস্, কাজ কি একটা গোলযোগে; এদিকে আমি বিজরীকে নিয়ে প'ড়ে আছি, তুই ফাঁকে থাক্‌বি, কোন বেটা কি বলে—সন্দ করে, মনে মনে রাখুক। আঃ বাপ্পারাওয়ের সিংহাসনে ব'স্‌বো, কি আমোদের দিন—কি আমোদের দিন!—বিজরীকে পাব! মুখের গ্রাস পালিয়েছে,—শিখণ্ডীকে খুঁজে পেলি নি? তা হ'লে বেটাকে ছাল খুলে ফেলে মার্‌তুম।

খাণ্ডা। সে কোথায় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

রণমল্ল। বেটা দাইয়ের ছেলে, দেখ দেখি রাজ-বিদ্রোহিতা করে! মুণ্ডটা কেটে দাই-বেটীকে দেখাতে পার্‌তুম! বেটী বড় গুঞ্জমালার সঙ্গে ফুস্ ফুস্ করে, মুকুলকে আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়ায়! এখন বিজরী আস্‌ছে না কেন?

খাণ্ডা। মহারাজ, 'বিজরী বিজরী' ক'র্‌ছেন, আমার বড় সন্দ হয়, এদ্দিনের পর বেটী যখন আপনি চিঠি লিখে ঘেঁড়িয়েছে, কি একটা মনে আছে।

রণ। আর কি মনে আছে, রঘুদেব তো নেই; আর যা মনে থাকুক—আমার চাই, ওকে পেয়ে মরি সেও স্বীকার। খাণ্ডাধারি, তুই ভাবিস্ নে—তুই ভাবিস্ নে; তুই ভাবছিস্ বিজরীর তোর ওপর রাগ—বাসিফুল কি শুঁক্‌বো রে, বাসি-ফুল শুঁক্‌বো না। খাণ্ডাধারি, একটু খা না?

খাণ্ডা। না মহারাজ, আর খাব না—সতর্ক থাক্‌তে হবে; আমি চল্লেম—দেখি ঘাতকেরা কি ক'র্‌ছে। ক'দিন তো ফাঁকে ফাঁকে কেটে গেল, বেটারা রোজ বলে আজ মার্‌বো। দেখুন দেখি, ভীল বেটারা কি বেইমান, আপনি তাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে রাজমাতাকে মিষ্টান্ন বিলাতে দিলেন। আজ তারা না পারে, আমি অন্যলোক ঠিক ক'র্‌ছি।

[খাণ্ডাধারীর প্রস্থান।

রণ। বাঃ—বাঃ, খুব মজা—খুব মজা! এরা সব কে, এরা সব কে? ইস সব হাড় বেরিয়েছে—মরা সর্দ্দারগুলো, মরা সর্দ্দারগুলো! জ্যান্ত হ'য়ে এস, তলওয়ার নিয়ে এস, কেমন দেখ রণমল্ল ভয় পায়! দেখেছো ত—দেখেছো ত, যুদ্ধ ক'রে দেখেছো ত—রণমল্ল বুড়ো হ'য়েছে, তলওয়ার চালাতে জানে! স'রে যাও—স'রে যাও, আমি তোমাদের মারি নি, ঘাতকে মেরেছে, তাদের কাছে যাও! দেখ্‌ছো বাবা, মদের খেয়াল,—আর মদ নয়, খালি সিদ্ধি আর আফিঙ। বিজরীর সঙ্গে আমোদ ক'রে মদ ছেড়ে দেবো। ইস্, বুকটা কাঁপছে—বুকটা কাঁপছে; কোথায় কে, মিছে মরা আবার আসে! তবে মেরে সুখ? যা—যা—যা, তোরা মরা—ও! যেন হাড় ঠক্ ঠক্ শুনতে পাচ্ছি, যেন চারিদিক রক্তে লাল হ'য়ে গিয়েছে! বিজরী বেটী যে একলা থাক্‌তে ব'লেছে,—না, কারুকে ডাকি। খাণ্ডাধারি, খাণ্ডাধারি! আচ্ছা রঘুদেবকে তো একদিনও দেখতে পাই নে, এই বেটাদেরই দেখি—এই বেটাদেরই দেখি!—বাঃ! সব মিলিয়ে গেল, আর ভয় নাই—এ কি? এই বিজরী এসেছে—এই বিজরী এসেছে!

(বিজরীর প্রবেশ)

এস প্রেয়সি, কাছে এস—চাঁদবদন ঢেকে রেখেছ কেন? খোল, অনেক দিন দেখি নি—একবার দেখি। তোমার যে চিঠি এনেছিল, সে বেটা ভারি মজবুত, এত টাকা দিতে চাইলেম, কিছুতেই ব'ল্‌লে না, তুমি কোথায়। পেয়েছ—গুপ্তদ্বারের চাবী পেয়েছ?

বিজরী। হুঁ।

রণ। আর হুঁ হাঁ কেন? মুখ খুলে দুটো কথা ক'য়ে প্রাণ জুড়াও।

বিজরী। দেখ্‌বে, দেখ্‌বে—মুখ দেখ্‌বে—দেখ!

রণ। ছি প্রেয়সি! তুমি রসিকা হ'য়ে এমন কথা ব'ল্‌ছো?

বিজরী। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! মুখ দেখ্‌বি—দেখ্‌ তবে দেখ্‌, এই দেখ্‌, আমার বাসর-সজ্জা দেখ্‌, হাঃ হাঃ হাঃ!

রণ। কে তুই—কে তুই?

বিজরী। আমি, আমি—বিজরী, বিজরী—বিজরীর
ছায়া, প্রাণশূন্য কায়া, ছায়া—ছায়া—ছায়া!
হা হা হা হা! শূন্য কায়া—হা হা, প্রাণ গেছে
রঘুদেব পাশে—রঘুদেব পাশে, হা হা,—
শূন্য প্রাণ শ্মশান,—শ্মশান ধ্বক্ ধ্বক্
চিতানল জ্বলে, ধূ—ধূ—ধূ—ধূ জ্বলে দেখ্‌,
এই দেখ্‌, এই দেখ্‌,—বিজরী বিজরী—
নহে সে বিজরী—ছায়া, বিজরীর ছায়া!

রণ। ওই—ওই! দূর হ—দূর হ!

বিজরী। দেখ্‌ দেখ্‌ সুখের বাসর-সজ্জা আজি—
সুখের বাসর, অস্থি-পুষ্প-মালা, রক্ত-
সুগন্ধি-চন্দন, অপঘাতী শূন্য দেহী
প্রাণী অগণন, ওই দেখ্‌—ওই দেখ্‌
নৃত্য করে সখী মম, সখী ওই—ওই,
শোন্ শোন্ পেচক গায়ক, ঝিম্ ঝিম্
তাল দেয় কালনিশা তাথেই তাথেই!

রণ। ও কি—ওকি!

বিজরী। ওই—ওই ডাকিনী হাকিনী সঙ্গে শিবা
শকুনি গৃধিনী, আসে হা—হা হু—হু
হৈ—হৈ ধ্বনি কল্যাণ-বচনে নর-মুণ্ড
কৌতুকে যৌতুক দিতে সুখের বাসরে—
সুখের বাসরে ঘোর মঙ্গল-আরাব!

রণ। এঁ্যা—এঁ্যা!

বিজরী। ওই—ওই, হৈ-হৈ গায় ছায়া-দেহী,
ছায়া-নৃত্য, ছায়ায় ছায়ায় কোলাকুলি,
কিলি কিলি ঘন ঘোর হুলুধ্বনি, ঘন
করতালি, নীরবে ভৈরব সমারোহ!

রণ। ও—হো!

(প্রস্থানোদ্যত ও পতন)

বিজরী। হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! মূর্চ্ছা গেছে, মূর্চ্ছা গেছে—নরহত্যা ক'র্‌বো না, রঘুদেব ঘৃণা ক'র্‌বে—রঘুদেব ঘৃণা ক'র্‌বে। এই যে, এই পাগড়ী, বেঁধে রেখে যাই, হাঃ হাঃ হাঃ! তারা এসে মার্‌বে, আমি আর মার্‌বো না—আমি আর মার্‌বো না, বেঁধে রেখে যাই—বেঁধে রেখে যাই, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

[বিজরীর প্রস্থান।

রণ। স'রে যা—স'রে যা! আমি না, খাণ্ডাধারী। ঘুর্‌ছে ঘুর্‌ছে, পেত্নী ঘুর্‌ছে, পেত্নী ঘুর্‌ছে;—ঘোরে, ঘোরে, ঘোরে—ঘোরো! (অচেতন)

তোরণ-সম্মুখ

জনৈক সর্দ্দার ও শিখণ্ডী।

সর্দ্দার। কে তব সংবাদদাতা? দ্বিতীয় প্রহর
হইল অতীত, দেখ ত্রিযাম উদয়,
দেওয়ালি-উৎসব ত্যজি পুরবাসিগণ
ফিরিতেছে, রাজপথ জনশূন্য-প্রায়,
সুরামত্ত ভ্রমে মাত্র ভীল-দাসগণ;
কোথা চণ্ড, মিছে কেন নিশি-জাগরণ—
আশায় প্রত্যয় আর কেন অকারণ—.
বৃথা পরিশ্রম, বৃথা প্রজা-সংযোজন।

শিখণ্ডী। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা আর কর মহাশয়
এখনো ফেরেনি রাণা দেখি কিবা হয়।

সর্দ্দার। পূর্ণরাম?

(পূর্ণরামের প্রবেশ)

শিখণ্ডী ভট্টরাজ, জাগ্রত এখনো ?
সংবাদ কি আছে কিছু, আজি নিশাকালে ?

পূর্ণ। সাধ ক'রে যে পরের বোঝা বয়, তারে অনেক সইতে হয়,—বোঝ না কেন, রাত্রি জেগে ঘোরে রাস্তাময়। যদি ফেল্‌তে পারি মাথার ভার, বোঝা নিয়ে কি বেড়াই আর ! আজ রাতটে থাকি স'য়ে, ব'য়ে ব'য়ে চাঁদি গেছে খ'য়ে। প্যাঁচে প'ড়েছি জোট বাঁধিয়ে। ভাব্‌লেম এক, হ'লো আর—ম'নে করেছিলেম, একটা সুবাদ হ'লে চিতোরে রাঠোরে মিল্‌বে, তা নয়, এখনি কিলোকিলি চ'ল্‌বে। দূর দূর, ভাটের বুদ্ধি কি না—ঘরের খেয়ে ঝগড়া কেনা ! আ মর, রাজায় রাজায় মিল হয় ! যা নয় তাই তোর ;—দেখ্‌লি বুদ্ধির ফেরে কত ঘোর ; চিতোরে আজ ব'স্‌লে রাণা, তবে ঘুচ্‌বে তোর প'ড়েন আর টানা।

শিখণ্ডী। ভট্টের আভাস বোঝ, সংবাদ নিশ্চয়।

সর্দ্দার। ওই বুঝি কুমার ফিরিল, অশ্বারোহী
আগে, পাছে সেনা কয় জন, নহে রাণা—
নিবারে রক্ষকগণে,—ছাড়িল দুয়ার,
দেখ ভীল-দাসগণ, মত্ততা বর্জ্জন
করি, শ্রেণীবদ্ধ সুশিক্ষিত যোদ্ধসম,
জনে জনে অস্ত্র রেখেছিল সংগোপনে !

পূর্ণ। কাজ কি আর কাণাকাণি, হ'লো ব'লে হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, বুড়ো ভাট কোথায় যাবি। আ মর্, এইখানে থাক্‌বি ? কাটাকাটি দেখ্‌বি ? আচ্ছা দেখে নে—ঠেকে শিখে নে, আর কখন' পরের কথায় থাকিস্ নে, হ'লে রাণার জয়, নাকখত দিও ভট্ট মহাশয় !

(নেপথ্যে) জয়, রঘুদেবজী ! জয় রঘুদেবজী !
(নেপথ্যে) সাজ—সাজ, শত্রু—শত্রু !
(নেপথ্যে) জয় রঘুদেবজী ! জয় রঘুদেবজী !

শিখণ্ডী। চণ্ড—চণ্ড, আক্রমণ—আক্রমণ ! এস
হে চিতোরবাসি, চল আনন্দ-উৎসবে,
রাঠোরীয় বংশ ধ্বংস হবে মহাহবে।

[শিখণ্ডী ও সর্দ্দারদের প্রস্থান।

(চণ্ডের প্রবেশ)

চণ্ড। ওই শত্রু—ওই শত্রু, কর আক্রমণ—
দ্রুতপদে দ্রুতপদে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ—,
দ্রুতপদে—দ্রুতপদে—ধাও দ্রুতপদে।

[চণ্ডের প্রস্থান।

(কাড়া বাজাইতে বাজাইতে ভীলগণের প্রবেশ)

গীত

ভীলগণ।—
দে হানা দে হানা, পড়্ পড়্ পড়্ ঝন্‌ঝনা।

[ভীলগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে) হা রঘুদেবজী ! হা রঘুদেবজী !

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। ওই ঘোর মেঘের গর্জ্জন শুন রণে,
কেবা যাবে মহারঙ্গে, এস সঙ্গে মম ;
হায় রঘুদেবজী ! হায় রঘুদেবজী !

(সর্দ্দার ও চিতোরের সেনাগণের প্রবেশ)

সর্দ্দার। চল চল, দ্রুতপদে শত্রু করি নাশ।

[সর্দ্দারের প্রস্থান।

সৈন্যগণ। জয় রঘুদেবজী ! জয় রঘুদেবজী !

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। জয় রাঠোর ! জয় মারবার !

(বিজরীর প্রবেশ)

বিজরী। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! মহা সমারোহ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
ভাট—ভাট, দেখ—দেখ, মহা সমারোহ !
(নেপথ্যে) জয় রঘুদেবজী ! জয় রঘুদেবজী !

বিজরী। ওই শুন মুহুর্ম্মুহুঃ ঘোর সিংহনাদ,—
ওঠ জাগো হে চিতোরবাসি, অবসান
দুঃখ এতদিনে ; জাগো পীড়িত চিতোর,
দস্যুদলে দল' পদতলে, ওঠো—জাগো—
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
(নেপথ্যে) জয় রঘুদেবজী ! জয় রঘুদেবজী !
(নেপথ্যে) জয় রাঠোর ! জয় রাঠোর !

(পূর্ণরামের গমনোদ্যতা বিজরীর হস্ত ধারণ)

বিজরী। ছাড় ছাড়, কেন বার, উন্মাদিনী আমি,
দেখিব সংগ্রাম, ছাড়'—পশিব সমরে,
হেরিব শত্রুর বক্ষ-শোণিত-নির্ঝর।

পূর্ণ। সাধে কি করি টানাটানি, হোক না কেন হানা-

হানি, তুমি এইখান থেকে দেখ না, ম'রতে হয় শেষে কেন ম'র না, দেখে নাও শেষটা কি হয়; হ'লে রাণার জয়, তুমি একলা নয়, ম'রতে কে করে ভয়?

বিজয়ী। ঠিক ব'লেছ,—ঠিক ব'লেছ, রণমল্লের রক্ত দেখ্‌বো—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

পূর্ণ। এই খানটায় ওঠ না—আমি বুড়োমানুষ, চোখ চলে না; কি দেখ্‌ছো, আমায় বল' না!

বিজয়ী। অন্ধকার, বারিধারা সম ঝরে তীর,
দুর্জ্জয়—দুর্জ্জয় অরি বারে আক্রমণ,
নাহি হেলে নাহি টলে পদ, অস্ত্র হানে
ঝাঁকে ঝাঁকে চপলা চমকে; গেল—গেল,
টলিছে স্বপক্ষ সেনা, অরি বলবান্,
অসংখ্য অসংখ্য অরি করে আক্রমণ,
উঠে পড়ে পলে লক্ষ অসি। অরি—অরি,
চারিদিকে অরি অরি বিনা কিছু নাহি
হেরি, শুন বন্দুক-নিনাদ, ঘনধূমে
অন্ধকার, পক্ষশ্রেণী সম চলে গুলী,
কি হয় কি হয় রণে মজে বা সকলি।

(নেপথ্যে) জয় রাঠোরের জয়! জয় মারবারের জয়!

পূর্ণ। চণ্ড কোথায়—চণ্ড কোথায়? দৃষ্টি রাখ সূর্য্য
আঁকা পতাকায়।

বিজয়ী। ওই ধ্বজা—ওই ধ্বজা, ধূমকেতু সম
ভাতে গর্ব্বভরে, ওই অরাতি সংহার-
কারী, ওই চণ্ড—ওই ভীমবাহু, ওই
শত্রু মাঝে মেঘাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড,
হেথা সেথা, ওই বামে দক্ষিণে সম্মুখে,—
ওই চণ্ড, লণ্ডভণ্ড করে দস্যুদল,
ওই যমদণ্ড তুলে ফেলে শতবার,
প্রচণ্ড বিক্রমে ছিন্ন ভিন্ন শত্রুচমূ,
রণজয়—রণজয়, কি ভয়—কি ভয়!

(নেপথ্যে) জয় রঘুদেবজী, জয় রঘুদেবজী!

পূর্ণ। এখন আমোদ রাখ, ভাল ক'রে দেখ আসে পাশে কে কোথায়—রাঠোর কি পালায় এক কথায়?

বিজয়ী। সুদক্ষ অধ্যক্ষবৃন্দ ফিরায় বাহিনী
উচ্চনাদে, পুনঃ রণ পুনঃ আক্রমণ,
অসংখ্য অরাতি চারিধারে, ক্ষুদ্র সেনা
দ্বীপসম সাগর-মাঝারে, রিপু-অস্ত্র-
তরঙ্গ-বেষ্টিত,—অগণন অনীকিনী।

(নেপথ্যে) জয় রঘুদেবজী! জয় রঘুদেবজী!

(নেপথ্যে) জয় রাঠোর! জয় রাঠোর!

পূর্ণ। এই যে হেঁকে হুঁকে গেল, দেখ দেখি চিতোরের দল কি হ'লো?

বিজয়ী। দ্রুতপদে চলে ওই দৃঢ় চতুষ্কোণ
শিখণ্ডী-চালিত, বায়ুবেগে পড়ে শত্রু-
পরে, মিশামিশি মহারণে, অন্ধকার—
দৃষ্টি নাহি চলে, মেঘাকারে ধূলারাশি,
তীক্ষ্ণ অসি ভল্লশির বিজলী ঝলকে,
নাহি শুনি সিংহনাদ, নীরব সমর,—
চারিধারে নরমুণ্ড ঝরে, রক্তস্রোত
শত শত চিত্রে শরাসন, ওই চণ্ড—
অরাতিসূদন চালে ভল্ল বাসুকীর
ফণা, ফিরে মণ্ডল-আকারে ভীম অসি,
উল্কাসম ধায় মহাবীর, পড়ে পাছে
রাশি রাশি হস্ত পদ শির, আর্ত্তনাদ
রণস্থলে,—জয় জয়! শত্রু ভঙ্গীয়ান!
পলায় পলায়—ধায় রড়ে পাছে নাহি
চায়, নারে নায়ক বাঁধিতে ভগ্ন-শ্রেণী।

(নেপথ্যে)। মার মার, ধর ধর, পালা পালা,
এল—এল—জয় রঘুদেবজী! জয় রঘুদেবজী!

পূর্ণ। চারিদিকে ধর্ ধর্, স'রবার এই অবসর।

বিজয়ী। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! [উভয়ের প্রস্থান।

(কতকগুলি রাঠোর-সৈন্যের বেগে প্রবেশ
ও ব্যস্তভাবে পলায়ন)

(জনৈক রাঠোর-সেনানায়কের প্রবেশ)

রা-সেনানায়ক। ফের'—ফের', রাঠোরীয় সেনা, কয়জন
মাত্র অরি, দল' পদতলে; ফেরো—ফেরো,
ভুবনবিখ্যাত বীর্য্য তোমা সবাকার,
ফেরো—ফেরো—নির্ভীক হৃদয়, রণজয়
এখনি হইবে, কয়জন মাত্র অরি।
কয়জন মাত্র অরি, দল পদতলে।

(নেপথ্যে সৈন্যগণ)। জয় রাঠোর! জয় রাঠোর!

[রাঠোর-সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রস্থান।

(চণ্ডের প্রবেশ)

চণ্ড। এই দেখ ভগ্ন-সৈন্য দলবদ্ধ পুন
আক্রমিছে নেহার চিতোর সেনাগণে,—
দেহ রণ, বীরদর্পে কর আক্রমণ,—
ছিন্নভিন্ন হইবে এখনি, বৃক্ষপত্র
যথা ঘূর্ণবায়ে; বজ্র সম পড়' শত্রু
মাঝে, স্বল্প শ্রম—প্রতি জনে শত দস্যু
বধিতে হইবে, শত দস্যু মাত্র এক
বীরের বিরোধী; স্রোতে তৃণ রহে কত-
ক্ষণ ? কর আক্রমণ—কর আক্রমণ,
সিংহের বিক্রম শিবা সয় কতক্ষণ !

(ভীলগণের কাড়া বাজাইতে বাজাইতে প্রবেশ)

ভীলগণ।— (গীত)
দে হানা - দে হানা, পড়্ পড়্ পড়্ ঝন্‌ঝনা।

[ভীলগণের প্রস্থান

(নেপথ্যে) চণ্ড—চণ্ড, পালা—পালা—পালা।

(রাঠোর-সেনানায়কের প্রবেশ)

রাঠোর-সেনানায়ক।—
ফেরো—ফেরো,—চণ্ডে কিবা ভয় ? নহে তার
অভেদ্য শরীর, তোমা সম অস্ত্র বিন্ধে
কায়, ফেরো - এখনি হইবে রণজয়।

(রাঠোর-সৈন্যগণের প্রবেশ)

রা-সৈন্য। পালা—পালা, আর রণজয়ে কাজ নেই, রাজা কোথা—কার জন্যে লড়ি ?

(ভীলগণের প্রবেশ)

ভীলগণ।— (গীত)
দে হানা দে হানা, পড়্ পড়্ পড়্ ঝন্‌ঝনা।

[সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(চণ্ডের পুনঃ প্রবেশ)

চণ্ড। অস্ত্রহীন বিকলাঙ্গ বৃদ্ধ বা বালক
নাহি ক্ষমা—কর বধ, ক্ষত্র-ধর্ম্ম নহে
দস্যু সনে, নাহি ক্ষমা,—বধ' যারে পাও।
হা রঘুদেবজী ! হা রঘুদেবজী !

(কয়েকজন রাঠোরীয় আহত সৈনিকের প্রবেশ)

রা-সৈন্য। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, অস্ত্র রাখি পায়,
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—মৃতপ্রায় মোরা।

(সসৈন্যে শিখণ্ডীর পুনঃ প্রবেশ)

শিখণ্ডী। বধ'—বধ, নাহি ক্ষমা, বধ' দস্যুগণে।
হা রঘুদেবজী ! হা রঘুদেবজী !

[সকলের প্রস্থান।

(কতকগুলি রাঠোরীয় বৃদ্ধ ও বালকগণের প্রবেশ)

বৃদ্ধ ও বালক। আমাদের মেরো না—আমাদের মেরো না।

[বৃদ্ধগণ ও বালকগণের প্রস্থান।

(সর্দ্দারের প্রবেশ)

সর্দ্দার। বধ' বধ'—রাঠোরীয় বংশ কর নাশ।
হা রঘুদেবজী ! হা রঘুদেবজী ! [প্রস্থান।

(বিজরী ও খাণ্ডাধারীর প্রবেশ)

বিজরী। এই খাণ্ডাধারী - এই খাণ্ডাধারী ! বধ কর, বধ কর।

খাণ্ডাধারী। দোহাই বাবা ! দোহাই বাবা !

(ভীল-সর্দ্দার ও তদীয় অনুচরগণের প্রবেশ)

ভীল-স। ধর্ বটে, মার্ বটে, খাণ্ডাধারী ওই বটে।

(জনৈক সর্দ্দারের প্রবেশ)

সর্দ্দার। পোড়াও অনলে, দগ্ধ কর পাপীষ্ঠেরে।
হা রঘুদেবজী ! হা রঘুদেবজী !

[খাণ্ডাধারীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রণমল্ল।

রণমল্ল। আর পিরীত না—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে; বেটীর জাঁহাবেজে ভুজপাশ ! আঃ—বাপ্পারাও মুকুলকে কে মারলে—মুকুলকে কে মারলে ? প্রাণপ্রেয়সি, একটু সর, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। আমি না—আমি না, খাণ্ডাধারী—

খাণ্ডাধারী। ওই পেত্নী! ওই পেত্নী! পেত্নী! পেত্নী!
(নেপথ্যে)। এই দিকে—এই দিকে, জয় রঘুদেবজী!

রণমল্ল। কিসের গোলমাল—কিসের গোলমাল? খাণ্ডাধারী, আমায় বেঁধেছে—আমায় বেঁধেছে; খুলে দে—খুলে দে, আমি খুল্‌তে পাচ্ছি নে,—খুলে দে, খুলে দে খাণ্ডাধারি!

(বিজরীর প্রবেশ)

বিজরী। এই নরাধম, বাঁধিয়াছি শয্যা সনে,—
বধ কর - বধ কর।

রণমল্ল। কি, বধ কর্‌বে?—এসো।—

(চতুর্দ্দিক হইতে রণমল্লকে আক্রমণ)

(কতকগুলি রাঠোর সৈন্যের প্রবেশ)

রাঠোর-সৈন্য। রাজাকে রক্ষা কর—রাজাকে রক্ষা কর।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

(শিখণ্ডী কর্ত্তৃক যুদ্ধে রাঠোর-সৈন্যগণ হত)

রণমল্ল। আয়—আয়, কে তুই—শিখণ্ডী? একখানা অস্ত্র দে, দেখ্—বুড়ো বয়সে বাহুতে বল আছে কি, দেখ্!

বিজরী। বধ'—বধ', শীঘ্র বধ পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে।

রণমল্ল। কে তুই—বিজরী! তুই পেত্নী নয়—তুই পেত্নী নয়, তবে আর তোরে ভয় কি? এই আমার হাতে ম'রে পেত্নী হ।

(বিজরীকে আক্রমণ, শিখণ্ডীর বাধা দেওন,
উভয়ের যুদ্ধ, শিখণ্ডী, বিজরী ও রণমল্ল সকলেরই পতন)

দেখ্ ক্ষত্রিয়কুলের কালি, ম'র্‌তে জানি কি না; চল চল—স্বর্গে যাই, সেখানে ল'ড়্‌বো। পেত্নী, কাছে আসিস্ নে—পেত্নী, কাছে আসিস্ নে,—স্বর্গে যাই—স্বর্গে যাই।

(মৃত্যু)

(চণ্ডের প্রবেশ)

চণ্ড। এ কি—শিখণ্ডী!

শিখণ্ডী। দেখ—
বীরেন্দ্র, দিয়াছি দেহ রাণা প্রয়োজনে,
তুমি জ্যেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ, তব বাক্য শিরে রাখি।
ভাই—ভাই, ব'লো জননীরে, পড়িয়াছি
রাণাকার্য্যে শত্রু-শব শয্যাপরে, আজ্ঞা
মত তাঁর। হত পূজ্য রঘুদেব, আমি
থাকিতে চিতোরে; প্রায়শ্চিত্ত এই মম।
বিদায় এখন, রঘুদেব—রঘুদেব—
কোথা ভাই, দেখা দাও পরম সময়!

(মৃত্যু)

চণ্ড। বীরের বাঞ্ছিত শয্যা রচি নিজ করে
শুয়েছ হে মহাবাহু, অনন্ত-শয়নে;
হা শিখণ্ডী, হা হা ভাই, দোসর আমার;
অর্দ্ধঅঙ্গ বিনিময়ে জয়লাভ আজি;—
হা শিখণ্ডী, হা শিখণ্ডী, কোথা গেলি ভাই!

বিজরী। শোন চণ্ড, আমি তব কুলের কামিনী,
করিয়াছি রঘুদেবে মানসে বরণ,
রঘুদেব প্রাণপতি; কুমার-লীলায়
রমণীর অঙ্গ অস্পর্শীয়, তাই দাসী
এ জনমে বঞ্চিত সেবায় শ্রীচরণ,
তাই না পাইনু, ত্যজি অপবিত্র দেহ,
ধরি দিব্যকায় রাঙ্গা পায় পাব স্থান
পুলকে পরমধামে; মম প্রেতক্রিয়া
কর' তুমি, অগ্নি দিও মুখে, এই ভিক্ষা
মৃত্যুকালে। কোথা রঘুদেব—দেখা দাও!
ওই রঘুদেব! ওই রঘুদেব, ওই—

(মৃত্যু)

চণ্ড। বীরাঙ্গনা তুমি মাতা, পালিব বচন,
মৃত্যুকালে রঘুদেবে ক'রেছ স্মরণ,
দিব্যধামে যাও—রহ রঘুদেব সনে।
রণমল্ল, এই—এই সে নর-পিশাচ;
জীবনে কলঙ্ক তব, গৌরব মরণে;—
কর গতি বীর-মৃত্যু করিয়াছে লাভ,
শবদেহ সবে মিলি লহ দাহ-স্থানে।

[সকলের প্রস্থান

সপ্ত গর্ভাঙ্ক

দুর্গ

(চণ্ডের প্রবেশ)

(তুর্য্যধ্বনি ও সৈন্য-সমাবেশ)

চণ্ড। হের—
জনশূন্য প্রাচীরনিচয়, গর্ব্বভরে
ফিরিত যথায়, দস্যু রাঠোর-প্রহরী

রাঠোর গর্জ্জিসে ; হের বৃহন্দে বৃহন্দে
যথা দস্যুদল রবিকরে প্রদর্শিত
অস্ত্রের ফলক, ধাইতেছে মহারোলে
ফেরুপাল শকুনি গৃধিনী ; অট্টালিকা-
শ্রেণী যথা—রাঠোর তস্কর, আনন্দের
মহারোলে কাঁপাইত নিশা, শূন্য রব-
হীন এবে ; নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে ভ্রম নিজ
পিতৃধামে, নিজ দুর্গ কর অধিকার ;
পাতি পাতি চিতোর করহ অন্বেষণ,—
যথা পাও, বধ কর রাঠোর দুর্জ্জন !
হা রঘুদেবজী ! হা রঘুদেবজী !

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈন্য। মারো—ধরো—পোড়াও—কাটো।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

সমাধি-মন্দির

গুঞ্জমালা, মুকুল ও কুশলা।

গুঞ্জ। হলো বুঝি রণ অবসান ; আশা ভয়ে
দোলায় অন্তর, শব্দ স্তব্ধ,—নাহি শুনি
অস্ত্র-ঝন্‌ঝনি, বীরকণ্ঠে উত্তেজনা-
ধ্বনি, নাহি ঘন ঘোর সমর-গর্জ্জন,
বীর-পদভরে দ্রুত অশ্ব-সঞ্চালনে
নহে আর কম্পিতা মেদিনী, ধূম সম
ধূলী-রাশি না হেরি গগনে, কি জানি লো
কি হলো সংগ্রামে ; স্বল্প মাত্র ভীল-সৈন্য
চণ্ডের সহায়, অগণন রাঠোরীয়
দুর্ম্মদ-কটক শত্রুপক্ষ রণদক্ষ
সামন্ত-চালিত,—যুদ্ধ-বার্ত্তা কেহ নাহি
দিল সখি, বিগ্রহে কি বিপক্ষ প্রবল ?

কুশলা। মম মনে নাহি লয়, পরাজয়, যবে
রণনাদে চমকিল নীরব ত্রিযাম,
শুনিলাম রাঠোরীয় ঘোর সিংহনাদ
মুহুর্মুহুঃ ঘোর রবে বাধিল আহব,
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার মহা কোলাহল
শুনিনু সভয়ে, ক্রমে উঠে আর্ত্তনাদ,
"জয় রঘুদেব" শব্দ ভেদিল গগন,
আত্মপক্ষ-সিংহনাদ ক্রমে উচ্চতর,—
পরে সেনাভঙ্গ-রোল, মহাগণ্ডগোল,
পুনঃ পুনঃ 'জয় রঘুদেব' বিপক্ষের
হাহাকার ধ্বনি,—রাজরাণি, রণজয়
হয়েছে নিশ্চয়।

গুঞ্জ। কহ কল্যাণ-ভাষিণি,
তবে কেন কেহ নাহি আনে সমাচার ?
হ'তেছে আকুল মন প্রত্যয় না মানে,
দুর্জ্জয় রাঠোরগণ অটল সংগ্রামে,
শঙ্কা নাহি ঘোচে লো সজনি ; নহে মম
কপাল তেমন, তাই কত ওঠে মনে,—
কে আসে লো কে আসে ও ? স্বপক্ষ কি অরি
বুঝিতে না পারি, এস পলাই মুকুলে
ল'য়ে, যদি বিজয়ী স্বপক্ষ এই হয়,
কেন নাহি জয়োল্লাস—আসিছে নীরবে,
গোপনে আসিছে শত্রু মুকুলে বধিবে।

কুশলা। এস এস বৃক্ষ-আড়ে, বুঝিতে না পারি।

মুকুল। কোথা যাব ? কেন ভীরুর মত পালাব ? দাদাজী যুদ্ধে প'ড়ে থাকে, আমিও এইখানে অস্ত্র হাতে ক'রে ম'র্‌বো। আমি ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়ের মত প্রাণ দেবো। মা—মা, দাদাজী, দাদাজী।

(চণ্ডের প্রবেশ)

চণ্ড। বন্দি রাণা !—মাতা, তব রচণ-প্রসাদে
হয়েছে সমর-জয় ; ধাত্রী-মাতা, মহা-
মূল্য ধন বিনিময়ে, পড়েছে সমরে
শত্রু-শবোপরে শূর সংগ্রাম-বিজয়ী—
শিখণ্ডী দোসর, আর নাহি পাব তারে,—
স্বর্গবাসী স্বর্গধামে—ত্যজিয়ে আমারে !

ধাত্রী। খেদ নাহি কর, বৎস, ধন্য পুত্র মম,
ধন্য আমি তারে গর্ভে ধ'রে ! রাজকার্য্যে
সম্মুখ-সমরে দেছে প্রাণ, ক্ষত্র চায়
অধিক কি আর,—ধন্য নন্দন আমার !

গুঞ্জ। অতুলনা প্রভুভক্তি তব, পুরস্কার

নাহি এ ধরায়, ধন্য তুমি বীরমাতা,
সুরপুরে বীরাঙ্গনা বিহরে যথায়,
দেববালাগণ তথা তব কীর্ত্তি গায় !

মুকুল। দাদাজি, দাই-ভাইজী রণস্থলে কোথায় প'ড়ে আছে দেখ্‌বো ?

চণ্ড। চল', রঘুদেবের পূজা ক'রে যাই।

(ভীলগণের প্রবেশ ও গীত)

হাঁড়িয়া পিঁহি মোরা হাঁড়িয়া পিঁহি,
চাঁদমুখী ভিলুনী ঢালি দিঁহি —
হাঁড়িয়া ঢালি দিঁহি।
দিং ধ্বাংড়া দিং ধ্বাংড়া মাদল বোলে,
ঠুমকি নাচি আ্যাং ঝুমকি দোলে,
থমকে ঠমকে ভিলুনী চমকে,
আঁখি ঠারি মুখ ঝাঁপি লিহি।

চণ্ড। উল্লাসের দিন এবে নহে বন্ধুগণ,
নাহিক বিরাম, যতদিন রাঠোরীয়-
বংশ ধ্বংশ নাহি হয় ; মুন্দর নগরে
ফিরে গেছে দস্যুদল আপন আলয় ;
আত্মীয়-সংকার-অন্তে যাইব তথায়,
আজি নিশাকালে তথা আক্রমিব সবে,
নির্ব্বংশ রাঠোর হ'লে শান্তি লাভ তবে।

(পূর্ণরামের প্রবেশ)

কি ভট্টরাজ !

পূর্ণ। হয়েছে রণজয়, আমোদ পড়েছে চিতোরময়— একবার দেখ্‌তে এলেম রাণায়। তার পর নিয়ে বিদায়, বৃন্দাবন কি মথুরায়,, ভট্টরাজ পায় পায়, আর কি ভেড়ের ভেড়ে ভাট থাকে হেথায় !

চণ্ড। সে কি ভট্টরাজ, আগে রাঠোর নির্ব্বংশ দেখে যাও !

পূর্ণ। ক'র্‌তে গেলেম আঁটা আঁটি, নারকেল নিয়ে ভিরকুটী ; তার পর ব'য়ে রাজমাতার আর বিজরীর চিঠী, বাধ্‌লো এই লট্‌খটি ;—শেষ কাটাকাটিতে মিট্‌লো। আবার কি হ'তে কি হয়, বুড়ো ভাট আর কি রয়। যার চিতোর, সেই পেলে, ঘোটাঘোট সব ঘ'টলো ; আর দেখতে সাধ নাই, গুড়ি গুড়ি যাই, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত' চাই,—নিয়ে সব্বায়ের বালাই, এই পালাই। তবে—রাণা ব'সুবে সিংহাসনে, দেখে যাব সাধটা মনে, দাঁড়িয়ে আছি তাই।

(চিতোরবাসিগণের প্রবেশ)

চি-বাসী। জয় বীরচুড়ামণি চণ্ডজীর জয় !

চণ্ড। আমি রাজভৃত্য মাত্র, বল' রঘুদেবজীর জয় !

চি-বাসী। জয় রঘুদেবজীর জয় !

চণ্ড। বল রাণাজীর জয় !

চি-বাসী। জয় রাণাজীর জয় !

চণ্ড। হা রঘুদেব—ভাই ! আর কি তোমার চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পাব না—হা রঘুদেব ! হা রঘুদেব ! হা পবিত্র-আত্মা ! হা পরম-পুরুষ ! অভাগা চণ্ডকে একবার দেখা দাও !

চি-বাসী। জয় রঘুদেবজীর জয় ! জয় রঘুদেবজীর জয় ! জয় রাণাজীর জয় !

চণ্ড। রঘুদেব, প্রাণাধিক — সমাধি তোমার !
হা ভাই—হা গুণনিধি—চণ্ডের জীবন !
চিরপ্রিয় শিখণ্ডী তোমার, নেছ সঙ্গে
তারে, রেখে গেলে অভাগারে, কোথা আছ
ভুলে, এস ভাই, হেরি চাঁদমুখ ভাই !
হা রঘুদেবজী ! হা রঘুদেবজী !

চি-বাসী। হা রঘুদেবজী ! হা রঘুদেবজী !

সকলে। রঘুদেবজীর জয়, জয় রঘুদেবজীর জয় !
জয় রাণাজীর জয় !

(সকলের সমাধি-মন্দিরের উপর পুষ্পবর্ষণ)

সকলে। (গীত)

ঠেলে পায় ভুলে আছ কেমনে,—
হও হে উদয় হৃদয়শশী, আঁধার তোমা বিহনে।
রাখ পায় কিশোর সন্ন্যাসী,
রাঙ্গা চরণ-সুধা পিপাসী,
চাও হে চাও কাননবাসী, কাতরে নয়ন-কোণে।
এস হে কুমার ফুলহার,
কৃপাময় মুছাও নয়ন-ধার,
ব্যথার ব্যথিত তোমায় জেনে,
তাই এসেছি কাননে।
জয় জয় পরম পুরুষ সনাতন
কাঞ্চন-গঞ্জন-কায় মদনমোহন।

যবনিকা
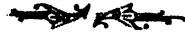
রূপ-সনাতন

(প্রেম ও বৈরাগ্য-মূলক নাটক)

[৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীচৈতন্যদেব।	... ...
সনাতন	... ... নবাবের উজীর।
রূপ	.. ... সনাতনের ভ্রাতা।
বল্লভ	... ... ঐ
ঈশান	... ... সনাতনের ভৃত্য।
বুদ্ধিমন্ত	... ... গৌড়ের জনৈক জমীদার।
জীবন চক্রবর্ত্তী	... ... গৌড়বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ।
হোসেন সা	... ... গৌড়ের নবাব।
রামদিন	... ... কারাধ্যক্ষ।
নসির খাঁ	... ... কারারক্ষক।
শ্রীকান্ত	... ... সনাতনের ভগিনীপতি।

চৌবে বালক, দস্যু, অনুপম, চন্দ্রশেখর, চৌকিদার, চোপদার, সহিস, পাইকদ্বয়, বৈষ্ণবগণ, ওমরাওগণ, প্রহরিগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

অলকা	... ... সনাতনের স্ত্রী।
করুণা	... .. রূপের স্ত্রী।
বিশাখা	... ... বল্লভের স্ত্রী।

চৌবে-রমণী, নারীগণ, প্রতিবাসিনিগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভাগীরথী-তীর।

(জীবনের অন্তরালে অবস্থান ও সনাতনের প্রবেশ)

সনা। কে আমায় ডাক্‌ছে? কে আমায় টান্‌ছে? আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি না কেন? কে আমায় ডাক্‌ছে? প্রভু, প্রভু, অধম ভৃত্যকে কি এতদিনে স্মরণ করেছেন? ঐ ডাকে—ঐ ডাকে! কে ডাক্‌ছে? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি;—আমার অন্তরে কে আগুন জেলে দিলে? ডাক্‌ছে—নিশ্চয় ডাক্‌ছে, এ ভ্রম নয়;—অতি মধুরস্বরে ডাক্‌ছে! পতিতপাবনী জাহ্নবি! তুমি নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে আস্‌ছ—আমার প্রভু কি আমায় ডাক্‌ছেন? মা প্রেমময়ি! আমার প্রেমপূর্ণ কর, আমার হরি-পাদপদ্মে মতি দাও। মা গঙ্গে! আমায় বৈরাগ্য দাও—বৈরাগ্য দাও—বৈরাগ্য দাও। মা, তোমার তটের রেণু অঙ্গে মাখ্‌ছি—আশীর্ব্বাদ কর—বৃন্দাবনের রজে যেন এইরূপ লুণ্ঠিত হই।

(ঈশানের প্রবেশ)

ঈশান। প্রভু, একবার বাড়ী চলুন; সমস্ত দিন অনাহারী—মা-ঠাকুরুণ ডাকছেন।

সনা। ঈশান, ঈশান, ওই শোন্—আমায় ডাক্‌ছেন; ওই শোন্, অতি সুমধুর স্বর—প্রভু আমায় ডাক্‌ছেন; আমি যাব—আমার প্রভুর কাছে যাব; আর বাসা-বাড়ীতে থাক্‌ব না; শোন্ রে, শোন্—শ্রীগৌরাঙ্গ আমায় ডাক্‌ছেন, শোন্।

ঈশান। প্রভু, সন্ধ্যা হ'ল, একবার বাড়ী চলুন; আজ নবাবের লোক অন্ততঃ দশবার আপনাকে ডাক্‌তে এসেছে।

সনা। হা গৌরাঙ্গ! দাসের পায়ে শৃঙ্খল বেঁধে রেখেছেন; রাজকার্য্য—সংসারকার্য্য আমি কাকে দিয়ে যাব? রূপ আমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে, বল্লভ ফাঁকি দিয়েছে, তারা সাধু,—প্রভু, তাদের কৃপা ক'রেছেন। আমি এ বিপুল ভার কাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব? ওই যে—ওই যে আবার প্রভু ডাক্‌ছেন! আমি আজই নবাবের কাছে বিদায় হয়ে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জীবনচক্রবর্ত্তীর প্রবেশ)

জীবন। ব্রহ্মশাপ হাড়ে হাড়ে ফ'লেছে। ফ'ল্‌বে না? ব্রহ্মাণ্ডদেব কি নাই?—আঙুল ম'ট্‌কে গাল দিয়েছি—নিশ্চয় বেটা পাগল হ'য়েছে। তা না হ'লে ধুল'র উপর গড়াগড়ি দেবে কেন? এইবার, বেটা নেড়ের পুষ্যিপুত্র সাকর মল্লিক—এইবার তোমার উজীরি কে করে?

(বুদ্ধিমন্তর প্রবেশ)

বুদ্ধি। কে হে, চক্রবর্ত্তী না কি?

জীবন। বুদ্ধিমন্ত খুড়ো, নেড়ে শালা পাগল হ'য়েছে।

বুদ্ধি। আরে, নেড়ে কে হে?

জীবন। ওই যে, ঐ বামুনের ঘরের হারাম-খোর্।

বুদ্ধি। বটে বটে, মল্লিক সাহেব? দেখ্‌লুম বটে—গাময় ধুলো মাখা, ঐ চাকরটা ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে;—যেন মাতালের মতন চ'লেছে।

জীবন। খুড়ো, সে মজা যদি দেখ্‌তে! খানিক বুক চাপড়ালে—খানিক আকাশ পানে চেয়ে রইল—খানিক ওই ওই—ঐ কল্লে—যেন ভূতে পেয়েছে!

বুদ্ধি। এই? ও বৈষ্ণবী ঢং তুমি জান না, বেটাদের পেটে পেটে হারামের ছুরি! তোমার সেই [illegible] হ'ল?

জীবন। আর কি হবে? খুড়ো, তুমি ঠিক [illegible]ছ; সত্যি—বেটাদের পেটে হারামের ছুরি! ভাব্‌লেম—রূপটা সব ত্যাগ ক'রে গেছে, সে যদি কিছু ব'লে ক'য়ে দেয়—রাজ্যি ছেড়ে গিয়ে বৃন্দাবনে ধ'র্‌লেম।

বুদ্ধি। তার পর?

জীবন। তার পর আর কি? একখানা খোলামকুচিতে ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম্ চিক্‌ড়ি লিখে দিলে।

বুদ্ধি। আঃ ছ্যা! তুমি যেমন বোকা, আমার কাছে আস্‌তে হয়।

জীবন। পাড়ায় ত সকলের কাছেই গিয়েছিলুম।

বুদ্ধি। আমার কাছে এলে দুই ধমকে সোজা ক'রে দিতেম। আর এই উজীরি কার দৌলতে, তা ত তুমি জান? ঐ হোসেন সা বেটা আমার সেরেস্তায় চাকর ছিল; ওর কাবা খুলে দেখ গে—আজও কোড়ার দাগ আছে।

জীবন। বলি, আমি যে খৎ লিখে দিয়ে টাকা ধার ক'রেছি।

বুদ্ধি। বলি কত টাকা?

জীবন। ছ' হাজার; তা খুড়ো, বামুনের ছেলে—বিপদে প'ড়ে না হয় নিয়েই ছিলেম; এই রোজ তাগাদা! আমি, বাপু, একদিন রাগের চোটে গালি-গালাজ করেছিলেম—মিথ্যা ব'ল্‌ব না; এই বেটা বলে কি—'বাড়ীটুকু আমায় লিখে দাও',—উনি অন্দরমহল বাড়াবেন; ও বেটা উচ্ছন্ন যাবে—কাঁথাসার হবে—বেটার ভিক্ষা জুটবে না।

বুদ্ধি। ও গালি-গালাজের কর্ম্ম নয়; এক কাজ ক'র্‌তে পার?

জীবন। কি ক'রব, বলুন; খৎখানা না চুরি ক'র্‌তে পাল্লে ত হবে না।

বুদ্ধি। আরে, বুদ্ধি থাক্‌লে সকলই হয়; আমি যা বলি তা পারবে?

জীবন। কি বলুন, আমি পারব।

বুদ্ধি। পারবে?

জীবন। হুঁ; বাড়ীখানি যদি থাকে, আমাকে যা ক'র্‌তে ব'লবেন, পারব।

বুদ্ধি। দেখ, পারবে ত?

[illegible]—পার্‌ব।

[illegible]ল্লে?

জীবন। [illegible]র নড় হবে না।

বুদ্ধি। আমায় বাড়ীখানা লিখে দাও; আমি বাড়ী খালাস ক'রে খৎসমেত পাটাসমেত ফিরিয়ে দেব।

জীবন। বাড়ী লিখে দেব ?

বুদ্ধি। হ্যাঁ হ্যাঁ; তুমি কি ওর সঙ্গে হুজ্জুতে পারবে ? দেখ, তা তুমি ভেবো না,—তোমার খুড়ো তেমন নয়; আমি ঝুলি-কাঁথা নিইনি বটে, ভণ্ডামো নেই বটে, কিন্তু আমি নির্লিপ্ত সংসারী।

জীবন। খুড়ো, লেখাপড়ায় কাজ নেই, কি ক'র্‌তে হবে, বল; আমি হুজ্জুত টুজ্জুত সব পারবো।

বুদ্ধি। হুঁ হুঁ, তোমার অবিশ্বাস হ'চ্ছে—অবিশ্বাস হচ্ছে; তা তুমি লিখে দাও আর না দাও, আমার মনের ভাব তুমি শোন,—আমি যে সংসারে আছি, সে কেবল দুর্জ্জনের দমনের নিমিত্ত; আর, লোককে শিক্ষা দেওয়া যে, সংসার-ধর্ম্মের অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই; শ্রীকৃষ্ণ যেমন নির্লিপ্তভাবে সংসার ক'রেছিলেন, আমারও সেইরূপ, দুর্জ্জন দমন—শিষ্টের পালন—এই আমার কাজ। তোমার ওটুকু লিখে নিতে চাচ্ছিলেম কেন জান ? আমার তালুকের মাল গুজারির সময়, ওদের সঙ্গে লাগ্‌তে গেলে অর্থব্যয় চাই; তোমায় ত কেউ আর কর্জ্জ দেবে না, আমি ঐটুকু বাঁধা রেখে টাকা নিয়ে ল'ড়্‌তেম—তোমার জন্যে গাঁটের পয়সা বার ক'রে কি ক'রে কি করি বল ? চল্‌তি তহবিল থাকৃত ত দিতেম।

জীবন। আর বুঝেছি খুড়ো, নাও, হাত কেটে খৎ লিখে দিয়েছি, মামলা-মকদ্দমা ক'রে কি ক'রব ?

বুদ্ধি। আরে, আমি কি তোমায় মামলা ক'র্‌তে ব'ল্‌ছি—না যবনের কাছারিতে যাই ? সরকার লোকজন আছে, কাজ-কর্ম্ম করে,—এর উপায় ছিল; তুমি ত কথা শুন্‌লে না।

জীবন উপায় আমার মাথা আর মুণ্ডু !

বুদ্ধি। তবে ব'লব ?

জীবন আর কি ব'ল্‌বে ?

বুদ্ধি। বলি শোন; ওরা সমন্বয় ক'র্‌বে;—মোছলমান্ অপবাদ আছে কি না;—বাড়ী বাড়ী ঘুরে, টাকা-কড়ি দিয়ে ত এক রকম ঠিক ক'রেছে—এই কাজটি ভণ্ডুল ক'র্‌তে হবে।

জীবন। কি ক'রে কাজ ভণ্ডুল ক'রব ?

বুদ্ধি। সব তোমায় শিখিয়ে দেব; ব্যাপারখানা কি জান, রূপোর স্ত্রী নষ্ট হ'য়েছে।

জীবন। এঁ্যা! বল কি খুড়ো ?

বুদ্ধি। তুমি কথাটা রটিয়েই দেখ না; সত্য মিথ্যা জান্‌তে পারবে।

জীবন। খুড়ো, তুমি ত বেশ লোক! নবাবকে ব'লে আমার গর্দ্দানা নিগ্।

আগেই ত আমি ব'লেছি—তোমার কর্ম্ম নয়।

। মিছে কথা কি ক'রে রটাই ?

বুদ্ধি। বলি, দেখ্‌তে চাও, না, শুন্‌তে চাও ?

জীবন। তুমি যদি দেখাতে পার, তুমি যা ব'ল্‌বে, আমি তা ক'রব।

বুদ্ধি। আমার সঙ্গে এস; যখন খিড়্‌কি দোর দিয়ে বেরোবে, আমি ধরিয়ে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান

—

দ্বিতীয়

সনাতনের বাটী—অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

অলকা, করুণা ও বিশাখা।

অলকা ছোট বৌ এলি কেন ? মেজবৌকে একটা কথা ব'ল্‌ব।

করুণা। ও থাক্‌লেই বা, কি ব'ল্‌বে, বলনা ?

অলকা। না ভাই, ও ছেলেমানুষ, ওর শুনে কাজ নেই

করুণা। এখন না শোনে, আমি ওকে সব কথা ব'ল্‌ব; কি ব'ল্‌বে বল না ?

অলকা। আচ্ছা, ভাই, তুমি কি পাগল হ'য়েছ ?

করুণা। পাগল হইনি দিদি—পাগল ক'রেছে।

অলকা। ছি, তোমার এ কি পাগ্‌লাম ? তুমি কুলে কালি দিতে ব'সেছ ?

করুণা। কুল ত দেখি নি দিদি, যে কুলে কালি দেব; আমি অকূলে ভাসছি।

অলকা। তুমি অত অধীর হ'চ্ছ কেন ? স্বামী বিদেশে যায়, বিবাগী হ'য়ে যায়, যার বাড়া নাই—যমকে দিতে হয়; ভাল মানুষের মেয়ে তাতে কি করে ? ঘরে ব'সে কাঁদে, আর ইষ্টি দেবতাকে ডাকে।

করুণা। আর, স্বামী যাকে নূতন স্বামী জিয়ে যায় ?

অলকা। দেখ ভাই, আমি মার মতন; শাশুড়ী নাই, আমরা যদি বেচাল হই, কে সুনীতি শেখাবে বল? তা নয়, তোমার এ কি কাজ? তুমি রাতদুপুরে পান খেয়ে গয়না-গাঁঠি প'রে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে যাবে, লোকে টের পেলে যে মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে না।

করুণা। তুমি লোকের কথা শুন্‌তে বল, না স্বামীর কথা শুন্‌তে বল?

অলকা। তোমার স্বামী কি তোমায় ব'লে গেছেন যে, তুমি এমনি ক'রে বেড়িয়ে বেড়াও?

করুণা। তাই ত ব'লছিলেম; তুমি ত শুন্‌লে না। আমার স্বামী আমাকে নূতন স্বামী দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

অলকা। ভাই, তোমায় মিনতি করি, তোমার পায়ে ধরি, দুই ভাইয়ের শোকে তোমার ভাশুর যেন কাঁটা হ'য়ে র'য়েছে; তার উপর লোকে যদি ঘুণাক্ষরে কোন কথা কাণে তোলে, তা হ'লে আর প্রাণ রাখ্‌বে না।

করুণা। তিনি জানেন, আমার স্বামীর আজ্ঞা আছে। তোমার কথা আমি কাল শুনব'; আজ দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, আমি চ'ল্লেম।

অলকা। রাত্তিরে তুমি কোথায় চ'ল্লে?

(করুণা ও বিশাখার গীত)

নানা ছাঁদে প্রাণ বাঁধে,
নাচে তাথেই তাথেইয়া বঁধুয়া,
কিবা মধুর মঞ্জীর বাজিছে!
শুন রুণু ঝুণু রুণু, গুণু গুণু গুণু,
ভ্রমরা শত গাজিছে, অবলা-মন মজিছে।
কটি দোলে, মরি! হেলে দুলে চলে,
গোরা ভাবের ভোরে পড়ে চ'লে,
রাধা রাধা ব'লে গোরা নয়ন-জলে ভিজিছে;
দামিনী ঘন রাজিছে।

অলকা। ছোট-বৌ—ছোট-বৌ, তুইও কি হ'লি?

বিশাখা। আমিও আমার মনের মতন পুরুষ পেয়েছি।

অলকা। গহনা-গাঁঠি প'রে বাহার দিস্‌নে যে?

বিশাখা। আজ আমায় সে সন্ন্যাসিনী সাজ্‌তে ব'লেছে।

অলকা। এ কি?

বিশাখা। কি—কি?

অলকা তোমাদের কি ঘৃণা নেই, ভয় নেই, লজ্জা নেই?

করুণা। ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।

অলকা। তোমাদের হেঁয়ালি আমি কিছু বুঝ্‌তে পারিনে; তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর; আমি কর্ত্তাকে ব'লে বাপের বাড়ী চ'লে যাই। দেখ্‌লেই দোষী হ'তে হবে।

করুণা। দিদি, রাগ ক'র না;—তোমায় কি ব'লব—তোমায় বল্লেই কি তুমি বুঝ্‌তে পারবে? কিন্তু তুমি মনে স্থির-বিশ্বাস রেখো যে, আমি এক বই আর দুই জানি না।

অলকা। তবে তুমি যাও কোথা?

করুণা। তাঁর কাছে।

অলকা। শুনেছি—তোমার স্বামী ত বৃন্দাবনে; তিনি কি কোথায় লুকিয়ে আছেন?

করুণা। আমার স্বামী সর্ব্বত্রে,—আমি চ'ল্লেম, আর থাক্‌তে পারিনে।

অলকা। ছোট-বৌ, তুইও চল্‌লি?

বিশাখা। আমিও থাক্‌তে পারি নি; প্রাণ কেমন করে। [করুণা ও বিশাখার প্রস্থান।

অলকা। এ কেবল নষ্ট মেয়ের ভিব্‌কুটী। কর্ত্তাকে ত আর না ব'ল্লে নয়।

(ঈশানের প্রবেশ)

ঈশান। মা-ঠাক্‌রুণ! কর্ত্তার যে রকম ভাব দেখ্‌ছি—উনি যে আর ঘরবাসী হন, এমন ত বোধ হয় না; গঙ্গার তীরে ধূ'লয় প'ড়ে গড়াগড়ি, আর "গৌরাঙ্গ" "গৌরাঙ্গ" ব'লে চীৎকার! আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ী আন্‌ছিলাম—তার উপরে আবার সর্ব্বনাশ!

অলকা। কি? কি? হায়! গৌরাঙ্গ কি আমাদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে এসেছিলেন? প্রভু, শুনেছি, তুমি দয়াময়,—তা আমাদের কেন সন্ন্যাসিনী ক'র্‌তে ব'সেছ?

ঈশান। মেজ-মা, ছোট-মা আর কতকগুলো মেয়ে সব গান গাইতে গাইতে এক দিকে চ'লে যাচ্ছে, উনিও তাঁদের পেছু পেছু চ'ল্লেন; আমি সঙ্গে যাচ্ছিলেম, এম্‌নি ধমক দিলেন যে, আর যেতে সাহস হ'ল না; ভাব্‌ছি,

মা, রাগের চোটে যদি একটা খুন্-খারাপি ক'রে বসেন।

অলকা। ঈশান, তুই বাবা লুকিয়ে—পেছু পেছু যা; কোন রকমে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

ঈশান। ও গো, তার যো নাই; তিনি আর এখন সহজ মানুষ নাই, একবারে উন্মত্ত; তবে আমি যাই, দেখি—যদি আন্‌তে পারি।

[ঈশানের প্রস্থান।

অলকা। আমার অদৃষ্টে কি আছে, তা জানি না; গৌরাঙ্গ, অবলার অপরাধ মার্জ্জনা কর; প্রভু! অবলার ভয় ভঞ্জন কর,—প্রভু! অনাথনাথ! অনাথিনীকে পদে ঠেলনা। একি! ছবিখানা দুল্‌ছে কেন? ও মা! গৌরাঙ্গ যে হাস্‌ছে। আমিও পাগল হব না কি? ও মা! চোখ ঠারে কেন গো? আমার গা যে ডুলি মেরে উঠ্‌ছে,—আমি এ ঘরে থাক্‌ব না, বাপু।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দেবালয়

করুণা।

করুণা। ও লো, ক'নে সাজান হ'ল?

(বিশাখা ও প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ)

দেখ্ দেখ্, বর বড়, না ক'নে বড়?

(সনাতনের প্রবেশ)

সনা। (স্বগত) এ কি! দেবাঙ্গনারা মিলে গৌরাঙ্গের বিবাহ দিচ্ছেন না কি?

করুণা। ও লো, বাসর ক'রে ব'স; কথা না কয়—খুব কাণ ম'লে দিবি।

বিশাখা। না না না—কথা না কয়, না কবে,—সোণার গায়ে ব্যথা লাগ্‌বে। বলি, ও বর, ক'নে পছন্দ হ'য়েছে?

২য়া স্ত্রী। হ'য়েছে লো, হয়েছে; ঐ দেখ্—হেসে হেসে ঘাড় নাড়্‌ছে।

৩য়া স্ত্রী। বলি, তোর বর মনে ধ'রেছে?

৪র্থা স্ত্রী। ইস্! ঘোমটার ভেতর হাসি আর ধরে না।

(সকলের গীত)

নয়নে নয়নে হাসে,
হাসি চাঁদবদনে ধরে না আর।
তনু জর জর, হিয়া থর থর,
কে পারে হারে দেখ্‌ব এবার।
মধুর সময় নেহারি রঙ্গ,
অনঙ্গ-রঙ্গ পুলকে ভঙ্গ,
রণে হৃদয়-মাঝারে, বাজে তারে তারে,
বারে বারে বারে আপন পাশরে সমরে,
কিশোরী কিশোর সমরে দোসর,
কেহ নাহি আঁটে কারে;
ঘন ঘন প্রেম-বরিষণে,
বহে প্রেমের ধারা অঙ্গে দোঁহার।

১মা স্ত্রী। ও লো! চল্, সমস্ত রাত আর জাগিনি।

২য়া স্ত্রী। চল যাই;—বর-ক'নে শুইয়ে যাই।

৩য়া স্ত্রী। ওলো! চল্ লো চল্,—ভোর হ'য়েছে—এখনি পূজারি বামুন আস্‌বে।

[সনাতন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সনা। এরাই ধন্য! যে গৌরাঙ্গকে নিয়ে সংসার, তারই যথার্থ সংসার। প্রভু! আমি আর কত দিন কর্ম্মভোগ ক'র্‌ব? আর আমি কার জন্যে চিন্তা করি? বধুমাতারা পরম-বৈষ্ণবী, আমার পরিবার—এ বৈষ্ণব সঙ্গে তারও হরি-ভক্তি হবে।

(অপর দিকে বল্লভের প্রবেশ)

এ কে, বল্লভ না কি? বল্লভ! বল্লভ! আমার প্রাণ-বল্লভ গৌরাঙ্গ কেমন আছেন?

(কোলাকুলি)

বল্লভ। আমি তাঁরই কাছ থেকে আস্‌ছি; রূপ গোস্বামী আর আমি সেই ব্রহ্মার দুর্লভ পদকমলে গিয়ে প্রণাম ক'র্‌লেম। আহা, কি করুণা! প্রভু আমাদের আলিঙ্গন ক'র্‌লেন, মধুর-ভাষে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "আমার সনাতন কেমন আছেন?" বৈষ্ণবরাজ, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই; পঞ্চানন যারে ধ্যানে পায় না—তিনি তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন।

সনা। ওরে বল্লভ! আমি যে ঘোর পাপপঙ্কে পতিত, আমি যে বিষয়ী। আমি কি শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম আবার দর্শন পাব?

বল্লভ। প্রভু! আপনি গৌরাঙ্গ-অনুরাগী; পদ্ম-পত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না, সেইরূপ বিষয়-বাসনা আপনাকে লিপ্ত ক'রতে পারে না; কেন না, আপনি গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র।

সনা। ওরে, কেন—কেন আর আমায় বৃথা আশা দিস্? রূপ কি ক'র্‌ছে?

বল্লভ। তিনি অতুল বৈভব গৌরাঙ্গের পাদপদ্মধ্যানে নিযুক্ত আছেন।

সনা। আর দেখ, আমি পামর, দিবারাত্র বিষয়-চিন্তায় যাপন ক'র্‌ছি; তোমরা সাধু, বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়েছ; আমার কর্ম্মভোগ কে নিবারণ ক'রবে?

বল্লভ। সাধুত্তম! ক্ষুব্ধ হবেন না; সময়ে বৃক্ষ ফলবতী হয়; আপনি গৌরাঙ্গের শ্রীচরণ সার ক'রেছেন। মহাসংসারে গৌরাঙ্গ-ভক্তের ভয় নাই; মহামায়া যাঁর শ্রীচরণ পূজা করে, তাঁর ভক্তের কি মায়া-ঘোর থাকে?

সনা। হ্যাঁ রে! যদি বিষয়ে ভয় নাই, তবে তুই কেন ছেঁড়া কাঁথা সার ক'রেছিস্?

বল্লভ। হায়! সে নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে—সে কৌপীনধারী গৌরাঙ্গকে দেখে, কার প্রাণ স্থির থাকে? আহা! গৌরাঙ্গ যখন মস্তক মুড়িয়ে কাঁথা নিয়েছেন, তখন কোন্ প্রাণে আর অন্য বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন ক'র্‌ব?

সনা। বল্লভ! আমিও কাল কন্থা-গ্রহণ ক'র্‌ব; এ পরিচ্ছদ আমার অঙ্গে ফুটছে। সোণার গৌর কন্থাচ্ছাদিত —আমি রাজ-অলঙ্কার-ভূষিত! বল্লভ, কি করি, নবাবের সমস্ত ভার যে আমার উপর, তাঁর চারিদিকে শত্রু প্রবল; —আশ্রয়-দাতার বিপদ্ দেখেই বা কি ক'রে যাই? বল্লভ, আমায় উপায় বল,—আমি কেমন ক'রে কন্থাধারী হব?

বল্লভ। প্রভু, উৎকণ্ঠিত হবেন না; শ্রীগৌরাঙ্গই উপায় ক'র্‌বেন।

সনা। আঃ! নবাব আমায় ইচ্ছায় ত্যাগ করেন— তা হ'লে এ ভব-যন্ত্রণা এড়াই। হ্যাঁরে! তুই ত এলি —রূপ কি আমায় মনে করে?

বল্লভ। গোস্বামীই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর মিনতি এই—তাঁর এখন বিষয়-অভিমান আছে, সেই ভক্তিপথের কণ্টক সমস্ত সম্পত্তি যেন দীন লোককে দান করা হয়।

সনা। বল্লভ, তাঁর অভিলাষমতই হবে; লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন করেছি; কল্যই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ ক'রে দেব। আয় বল্লভ, ঘরে আয়।

বল্লভ। প্রভু, অপরাধ মার্জ্জনা করুন, তরুতল ভিন্ন ত আমার অপর গৃহ নাই; আপনি গৃহে যান—আমি আমার আশ্রমে যাই।

সনা। হ্যাঁ রে, আমি অট্টালিকায়—আর তোরা তরুতলে?

বল্লভ। শ্রীগৌরাঙ্গ যে তরুতলে তা কি তুমি জান না?

সনা। তবে আর আমি গৃহে যাব না।

বল্লভ। যখন গৌরাঙ্গের ইচ্ছা হবে, তখন গৃহে থাক্‌তে পারবেন না; বলের প্রয়োজন নাই—স্রোতের তৃণ হউন; গৌরাঙ্গ যখন আকর্ষণ ক'রবেন, তখন সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত হবে; ঘরে যাব কি না যাব, এ কথা থাক্‌বে না;—ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—উদ্বিগ্ন হবেন না।

(বল্লভের গীত)

যখন আস্‌বে তুফান ভাসিয়ে নে যাবে।
সে যে অকূলপাথার নাইক সাঁতার,
কূল কিনারা কে পাবে?
আগে ধীর তরঙ্গ বয়,
তা'তে হেলে দুলে খেলে আশা ভয়,
হয় কি না হয়, কত হয় উদয়,—
ক্রমে জোর ব'য়ে যায় দু'কূল ভাসায়,
টানের টানে কে রবে?
বুঝ'তে নারি প্রেম-তরঙ্গ চলে কি ভাবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

বুদ্ধিমন্ত ও বল্লভ।

বুদ্ধি। বলি, তুই গাছতলায় শুয়ে কাটালি, আমায় একবার ব'লতে হয়—আমি ঘরে নিয়ে যেতেম।

বল্লভ। দাসের এই স্থান।

বুদ্ধি। বলি, তোকে কি তাড়িয়ে তুড়িয়ে দিয়েছে—কি কিছু ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে গিয়েছিন্? ছেলে বয়সে এ সব কি? কেন চ'লে গেলি বল্ দেখি?

বল্লভ। প্রভু ডাকলেন, নফর কি আর থাক্‌তে পারে?

বুদ্ধি। বলি, কি কথাটা বল না, তোর বক্‌রা টক্‌রা দিতে চায় নি না কি? তা আমায় বল্ না—তোর বাপের যা যা ছিল, আমি সব জানি; এক অন্নে ছিলি—ফাঁকি দিলে ত আর চ'লবে না।

বল্লভ। হা গৌরাঙ্গ! হা করুণাময়! এ বৃদ্ধকে কৃপা কর; তোমার কৃপা ভিন্ন ঘোর পঙ্ক হ'তে এ উঠ্‌তে পার্‌বে না।

বুদ্ধি। বলি চ'ল্লে যে?

বল্লভ। আজ্ঞে, আমি প্রভুকে ছেড়ে এসেছি, আর থাক্‌তে পারি না।

বুদ্ধি। হাঁ, বুঝেছি, তোমার বৈরাগ্য হ'য়েছে; তা চ'লে যাচ্ছ কেন? শোন না,—আমার একটি উপকার কর, ভাই!

বল্লভ। আমার কি শক্তি? গৌরাঙ্গকে ডাকুন—তিনি পদাশ্রয় দেবেন।

বুদ্ধি। হ্যাঁ দেখ, তুমি আমার গৌরাঙ্গ; তুমি কৃপা ক'রলেই মনোরথ সফল হয়। আর কিছু নয়—এই সাদা কাগজখানায় একটা সই ক'রে দিয়ে যাও।

বল্লভ। আমি ভিখারী, আমি কি সই ক'র্‌ব?

বুদ্ধি। দেখ, সেই ত তুমি সব ছেড়ে ছুড়ে যাচ্ছ—আমি বুড়ো মানুষ কিছু পাই, এতে আর তোমার আপত্তি কি?

বল্লভ। আপনি সনাতন প্রভুকে জানান, তিনি আপনার দুঃখ মোচন ক'র্‌বেন।

বুদ্ধি। তোমাদেরই ভালর জন্য ব'লছিলেম; সনাতনের বাড়ী কেউ খাবে না, তা জান? তোমাদের আস্পর্দ্ধা ত কম নয়; আমি এই আজ থেকে বেঁকলুম, রূপোর স্ত্রী আর তোমার স্ত্রী যদি ঐ বাড়ীতে থাকে—তা হ'লে কেউ পা ধোবে না; রাত্তিরে বাহার দিয়ে বেরুন' হয়—তা কি আমরা জানি নে?

বল্লভ। হা প্রভু! এ বৃদ্ধ মোহ-অন্ধ;—একে জ্ঞানদৃষ্টি দিন। [বল্লভের প্রস্থান।

বুদ্ধি। ব্যাটারা সব ডাকাবুকো, মনে ক'রেছে—টাকার চোটে সব ক'রে নেবে। চক্রবর্ত্তীটে কি ক'র্‌লে? উত্তরপাড়ার বামুনগুলো কি ক'র্‌লে? ঐ না আসছে? আ ম'ল! সনাতনের চাকর ব্যাটার সঙ্গে কি ষড়যন্ত্র ক'চ্ছে না কি? না—তা নয়; বোধ করি, এই গোলযোগ শুনে সনাতন ভয় পেয়েছে! এই চাকর ব্যাটা বুঝিয়ে দু'কথা ব'ল্‌বে। আমি শীগ্‌গির মুচ্চি নি—একখানা তালুক না পেলে মেটাচ্ছি নি; একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি, কি করে।

(অন্তরালে অবস্থান)

(ঈশান ও জীবনের প্রবেশ)

জীবন। বাবা ঈশান, আমি কিছুই জানি না; ওই বুড়ো বুদ্ধিমন্ত আমায় সব শিখিয়ে দিয়েছে।

ঈশান। তোর আমি ভিটে মাটি চাটি ক'র্‌ব—তবে আমার নাম ঈশান।

জীবন। বাবা, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কোন অপরাধ নাই।

ঈশান। তোর সাত পুরুষ বামুন না,—তুই মা-ঠাকরুণদের নিন্দা করিস্?

জীবন। দোহাই বাবা! বুড়ো বুদ্ধিমন্ত আমায় শিখিয়ে দিয়েছে, আমি দাঁতে কুটো ক'চ্ছি, নাকে খৎ দিচ্ছি; বুড়ো এখানে ছিল—তোমায় দেখে কোথা পালাল'।

বুদ্ধি (অন্তরাল হইতে) গতিক বড় ভাল নয়—আমি সটকাই! যে দস্যি চাকর—একটা অপমান ক'রে ফেল্‌বে।

জীবন। বাবা ঈশান, ঐ বুড়ো ব্যাটা পালাচ্ছে।

ঈশান। দাঁড়া বুড়ো, তোর মুখে আমি আগুন জেলে দেব।

(সনাতনের প্রবেশ)

সনা। কি রে ঈশান, কি গোল ক'চ্ছিস্ ?

ঈশান। আজ্ঞে, এই চক্রবর্ত্তী বামুন—আর এই বুড়ো বুদ্ধিমন্ত, ঘরে ঘরে মা-ঠাকরুণদের বদ্‌নাম ক'রে বেড়াচ্ছে।

জীবন। না বাবা, দোহাই বাবা, রূপ গোঁসাই আমায় জানে বাবা,—আমি তেমন লোক নয় বাবা! এই দেখ বাবা, রূপ গোঁসাই আমায় লিখে দিয়েছে, বাবা!

সনা। ঈশান, ছেড়ে দে।

জীবন। (স্বগত) এইবারে সট্‌কাই।

[পলায়ন।

সনা। ও ঠাকুর, দাঁড়াও—দাঁড়াও।

জীবন। আর দাঁড়ায়।

[জীবনের প্রস্থান।

সনা। (পত্রপাঠ)

যদুপতেঃ ক্ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরং,
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

ভাই রূপ, তুমি আমার গুরু! সত্য, যদুপতির মথুরাপুরীই বা কোথায়—শ্রীরামচন্দ্রের কোশল রাজ্যই বা কোথায়? সকলই জানি, তবু আমার এ বিষয়ে আসক্তি—যেন কোন কালে ছেড়ে যেতে হবে না। বল্লভকে ভিখারী দেখ্‌লেম, তবু এসে অট্টালিকায় শয়ন কল্লেম। রূপ তরুতলে—আমি রাজপুরে; প্রভু আমার সন্ন্যাসী—আমি উজীর-পদে মত্ত! আমার উপায় কি হবে? কবে আমি এ আসক্তি হ'তে মুক্ত হব? নবাব ত আমায় ত্যাগ ক'র্‌বেন না,—আমি পলায়ন ক'র্‌ব। দেখ্ ঈশান, আমি চল্লেম; দাওয়ানকে বলিস্—যার যা খৎ আছে, ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তুই গিন্নীকে দেখিস্ আর তাকে বলিস্—যৎসামান্য ভরণপোষণের জন্য রেখে সব দান করেন; আর তুই আমার এই নামাঙ্কিত মোহর নে।

ঈশান। প্রভু, আপনি কোথায় যাবেন? আমি আপনার চরণ ছাড়ব না।

সনা। না না, তুই ঘরে যা;—গিন্নী ভারি অস্থির হবে। আমার অভিভাবক কেউ নাই—তুই সকলের রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্‌বি।

ঈশান। প্রভু, আমি আপনাকে জানি, আর কারুকে জানি না।

(দুই জন ওমরাওয়ের প্রবেশ)

ওমরাওদ্বয়। উজীর সাহেব, আদাব।

সনা। আদাব।

১ম-ও জাঁহাপনা আপনার বাড়ীতে তস্‌রিপ নিয়েছিলেন।

সনা। হাঁ, জাঁহাপনা।

১ম-ও। আপনার শরীর অসুস্থ শুনে তিনি আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলেন; কিন্তু আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে বিরক্ত হ'য়ে ফিরে গেছেন; আপনাকে নিয়ে যেতে বান্দার প্রতি আদেশ আছে।

সনা। মিঞা সাহেব, সত্যই আমি মর্ম্মপীড়িত; কেবল বায়ু-সেবনের নিমিত্ত একবার বেরিয়ে এসেছি; আমি হুজুরে হাজির হ'তে অক্ষম।

১ম-ও। উজীর সাহেব, গোস্তাকি মাফ হয়, নবাবের আজ্ঞা লঙ্ঘন হবে না, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আসুন; নচেৎ বড় কঠিন আজ্ঞা আছে; নফরদের আর অপরাধী ক'র্‌বেন না।

সনা। নবাব কি আমায় ধ'রে নিয়ে যেতে ব'লেছেন?

১ম-ও। আজ্ঞে, ছোট মুখে বড় কথা সাজে না—নবাবের জোর তলব।

সনা। তবে চলুন।

১ম-ও। হাতী প্রস্তুত আছে, আসুন।

সনা। ঈশান, যা; বাড়ীতে বলিস্—হয়ত আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

ঈশান। প্রভুও যেখানে, নফরও সেইখানে; নবাব সরকারের খপর না নিলে প্রাণ স্থির হবে না; আমি ঘোড়া চ'ড়ে পেছু যাই।

(জীবনকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌকি। হজুর, আপনি এই বামুনকে খুঁজেছিলেন না? ও দৌড়ে পালাচ্ছিল, আমি ধ'রে এনেছি।

ঈশান। ছেড়ে দাও। ঠাকুর, দাওয়ানের কাছে এস, তোমার খৎ ফিরিয়ে দেব।

[ঈশানের প্রস্থান।

চৌকি। যাও, ঠাকুর, বেঁচে গেলে।

[চৌকিদারের প্রস্থান।

জীবন। খান্‌সামা ব্যাটার কড়্‌কানি আর এই ত চৌকিদারের রন্দা! আবার বাড়ী পুরে গর্দ্দানা নেবে—তাই ভুলিয়ে ডাকুচে। খতে কাজ নাই বাপ, নাকে খৎ! আমি সটকাই। টাকাই সব; বামুনের ছেলে—খামকা বেইজ্জত ক'র্‌লে! মাগের মুখে ছাই, বাড়ীর মুখে ছাই, যদি টাকা হয়—ত দেশে ফিরব, নইলে এই এক কাপড়ে বেরুলেম। ভাল কথা, বিশ্বেশ্বরের কাছে ধন্না দিয়ে যক্ষ্মাকাশ ভাল হ'চ্ছে—আমি সেইখানে গে হত্যা দিচ্ছি টাকা পাই—ভাল, নইলে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ ক'রব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবাবের দরবার

বুদ্ধিমন্ত, হকিম, নবাব, ওমরাও ইত্যাদি।

বুদ্ধি। জাঁহাপনা, ব্যামো-স্যামো সব মিছে। সত্য মিথ্যা—এই হকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।

হকিম। তোমরাই ত ভালমানুষকে বরবাদ দিতে ব'সেছ, বেমার নয় সচ্, কিন্তু মনে ভারি রঞ্জ হ'য়েছে, তোমরা জাত মার্‌তে চাও।

নবাব। কি, কি, কি হ'য়েছে?

হকিম। হুজুর, বান্দা ওয়াকিব হ'লো যে, এই বুদ্ধিমন্ত বামুন ঠাকুর, হুজুরে উজীরি করে ব'লে, উজীর সাহেবের জাত মারবার চেষ্টা ক'র্‌ছে।

বুদ্ধি। হকিম সাহেব, আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিও না। ওর বৌ-ঝি সব বেরিয়ে যাচ্ছে—তাই দশ জনে একঘরে ক'চ্ছে, তা আমি কি ক'র্‌ব?

হকিম। শুনিয়ে জনাব।

নবাব। তোমার বি জাত গিয়েছে, (মুখে জল দিয়া) এই থুক তোমার মুখে লাগ্‌ল।

বুদ্ধি। নারায়ণ! নারায়ণ!

নবাব। তুমি জান, সনাতন হামারা লেড়কা হ্যায়?—কৈ হ্যায় রে—সহরমে এস্‌কো লেকে ঢেঁড়রা দেও "এস্‌কা জাত গিয়া"। তুমি বড় লোক ছিলে, তাই তোমায় বহুত মাপ ক'রেছি।

[বুদ্ধিমন্তকে লইয়া অনেক লোকের প্রস্থান।

(সনাতনের প্রবেশ)

মল্লিক, তোমার বড় দুষমনকে আজ জব্দ কিয়া;—বুদ্ধিমন্তকে মুখমে থুক্ দিয়া গিয়া—তুমি রঞ্জ ক'রে ঘ'রে ব'সে আছ, আমায় বল' নি? যে তোমার বাড়ী না খাবে, তার মুখে আমি গরুর টেংরি দেব।

সনা। জনাব, এ সর্ব্বনাশ কেন ক'র্‌লেন? গোলামের জন্য আপনার অকলঙ্ক নামে কেন কলঙ্ক দিলেন?

নবাব। মল্লিক, তুমি আমার লেড়কা;—তোমার যে দুষমন, হামার সে দুষমন; তোমার ভাই ফকিরী নিয়েছে—আমার বুকে চোট লেগেছে।

সনা। জাঁহাপনা, আমার শত্রু আমার দেহে।

ষড়্‌রিপু সতত প্রবল,
সদা করে বল—
অন্তর চঞ্চল দারুণ পীড়নে যার!
ইন্দ্রিয়-লালসা
হৃদিমাঝে করিয়াছে বাসা;—
দুরাশায় নিয়ত নাচায়।
ধরিয়াছি মানব-জীবন—
পশুসম নিয়ত ভ্রমণ!
নিদ্রা, ভয়, আহার, মৈথুন,
এই মাত্র ক্রিয়া মম,—
পরমায়ু গত ক্ষণে ক্ষণ,
পাছে পাছে ফিরিছে শমন,
ভ্রান্ত মন ভ্রমেও না ভাবে তাহা।
সুখ-চিন্তা নূতন কল্পনা,
সাগর-তরঙ্গ সম উঠিছে বাসনা,
যেন কভু যেতে নাহি হবে,
ভঙ্গুর এ দেহ যেন চিরদিন রবে।
সেই মত উত্তেজনা প্রতিদিন;
শত্রু মম নাহিক বাহিরে,—
দুষ্ট অরি হৃদয়ে বিহরে।

বিবেক, বৈরাগ্য ভয়ে পলায়েছে দূরে,
অন্ধকারে করি বাস ;
ছলশত্রু হরিপদে করেছে বঞ্চিত।

নবাব। হকিম, দেওয়ানা –হ'য়েছে—তুমি দাওয়াই দাও।

হকিম। জনাব, হিন্দুলোককে বিচমে কি হাওয়া আয়া—গোরা গোরা বোল্‌কে বহুত আদ্‌মি এম্ মাফিক্ দেওয়ানা হোতা।

নবাব। মল্লিক, তুমি কি রূপের মত ফকিরী নিবে ?

সনা। ধর্ম্মাবতার, আমার কি সে দিন হবে ?—
বৃন্দাবনে গদগদপ্রেমে
যমুনা-পুলিনে লুটাইব প্রাণ ভরে ?
গোরা ব'লে বাহু তুলে আনন্দে নাচিব,
কুঞ্জে কুঞ্জে কাঁদিয়া ফিরিব,
রাধারাণী চরণে দিবেন স্থান ?
দুরন্ত বিষয়-জ্বালা ভুলি —
সাধু-সঙ্গে মনোরঙ্গে কেলি,
বনমালি-পদাম্বুজ ধ্যান, —
শূন্য বাহ্যজ্ঞান —
রাধা-কৃষ্ণ হৃদয়ে হেরিব ?
গোলকের অধিকারী হব' নরদেহে ?

নবাব। মল্লিক, এ সব ফকিরী মতলব তুমি ছাড়্, কাজ-কর্ম্মে মন দাও। তোমার ভাই চ'লে গেল—তুমি কাম ক'র্‌বে না—আমি কি কুত্তাকে উজীরি দেব ? আমি জান্‌লে রূপকে ছেড়ে দিতেম না। আমি মনিব—আমার বাৎ শুন্‌বে না, এতে গুনা হয়—জান ? যাও—উড়িষ্যার কাগজ-পত্র দেখ ;—হাম্ জানতা, হুঁয়া লড়াই হোগা।

সনা। জাঁহাপনা,
অপার সাগরমাঝে ভাসে যেই জন,
কর্ম্মক্ষম সে কেমনে হবে ?
যোগ্য জনে দেহ ভার।
দিবানিশি বাতুলের প্রায়
ফিরিতেছি প্রাণশূন্যকায় ;
মতি ধায় গৌরাঙ্গের পদে !
গলগ্রহ রেখো না ভূপাল !
শীঘ্র দূর করহ জঞ্জাল ;
মৃত জনে কার্য্যে নাহি অধিকার ;—
জীবন্মৃত হইয়াছি গৌরাঙ্গ-বিহনে।

নবাব। কি, তুমি কাজ ক'র্‌বে না ?

সনা। গোলাম—শক্তিহীন—

নবাব। দেখ, হুঁসিয়ার হ'য়ে কথা কও ; আমি তোমায় স্নেহ করি, অনেক মাপ ক'রেছি।

সনা। পুত্র-সম নরনাথ, ক'রেছ পালন ;
তোমার কৃপায়
ধন-মান-সম্ভ্রম-ভাজন আমি ;
কুবের-বাঞ্ছিত ধন ক'রেছ অর্পণ—
উচ্চ জন নতশির হেরিয়া আমারে ;
হইয়াছি পাৎসার প্রসাদ-ভাজন—
মূলাধার আশ্রিত পালক তুমি।
কিন্তু হায় ! ওহে নরস্বামী,
ভব ভয়ে ব্যাকুল হৃদয়।
আসিতেছে চরম সময় —
সে দুর্দ্দিনে কে দেবে আশ্রয় দীনে ?
দিন গেল— ঐহিক ফুরাল,
ভ্রমে সাথে কৃতান্তের চর,
ল'য়ে যাবে কৃতান্ত-নগর ;
ধন, মান কিছু নাহি হবে সাথী ;—
তাই, অগতির গতি গৌরাঙ্গের পদে
শরণ লইতে সাধ।
ভীত জনে মার্জ্জনা করিয়া
দেহ শীঘ্র বিদায় ভূপাল !

নবাব। তুমি ফকিরী নিবে ?

সনা। জাঁহাপনা বিদায় দিলে আমি সেই ফকিররাজের আশ্রয় নেব।

নবাব। আর যদি বিদায় না দিই ?

সনা। আমার প্রাণ গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে গিয়েছে ; শবদেহ ল'য়ে জাঁহাপনার ফল কি ?

নবাব। ফল কি তুরন্ত জান্‌তে পারবে ; কারাগারে তোমার ফকিরী ছুটবে। কি কাফের, নবাবকে জানিস্ নি ? বার বার কথা ঠেল্‌লি ? কৈ হ্যায়রে ?—এস্‌কো গারদ্‌মে লে যাও।

[সনাতনকে লইয়া জনৈক প্রহরীর প্রস্থান।

হকিম, উস্‌কা মগজ বিগড় গিয়া, তদ্‌বির করো
হকিম। যো হুকুম খাদিন্‌।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-পথ

বুদ্ধিমন্ত ও দুইজন পাইক।

বুদ্ধি। ব্যস্‌—এখন' ছাড়লে না, আর' ঘোরাবে?

১ম পাইক। ক্যা, আবি তোমরা হুয়া নাই?

বুদ্ধি। আর হুয়া নাই কেন, সেই থুক্‌ দেওয়াতেই হুয়া হুয়া হ'য়েছে; আজ কি জোর বরাৎ—নবাবের অধর-সুধাপান, ডঙ্কা বাজিয়ে সহর ভ্রমণ; বুদ্ধিমন্ত কি চূড়ান্ত বুদ্ধিই খাটিয়েছ—নারায়ণ নারায়ণ! আর নারায়ণ কেন, এখন তোবা তাল্লা।

১ম পাইক। উজীর কা সাৎ লাগ্‌নে হোতা বেকুব।

বুদ্ধি। বলি লাগ্‌নে হোতা নাই ত এমন হোতা খামকা।

২য় পাইক। আচ্ছা ভাই, তোম্‌কো হাম ডাণ্ডা-উণ্ডা নাহি লাগায়া, তোম্‌ ত হাম্‌কো কুচ নাহি দিয়া।

বুদ্ধি। দেখ খাঁ সাহেব, তুমি মনের ক্ষোভ রেখো না; দুই এক ঘা ডাণ্ডা-উণ্ডা দিয়ে যাও।

১ম পাইক। আচ্ছা, যাও দাদা; দোস্‌রা দফে দেখা যাগা।

বুদ্ধি। দফা রফা ক'রে ছেড়ে দিয়েছ, আবার দোস্‌রা দফা!

২য় পাইক। কেয়া?

১ম পাইক। আরে চল; এস্‌সে হড়বড় কাহে করো?

[পাইকদ্বয়ের প্রস্থান।

বুদ্ধি। এখন খাঁ সাহেবের কোথায় গমন? যমের বাড়ীও ভাল—কিন্তু দেশে আর না; কাশীতে গে একটা ব্যবস্থা নিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব; পথের সম্বল ত কিছু নাই—বাড়ী গিয়ে কালামুখ আর দেখাব না—ভিক্ষায় যা হয়; উঃ! আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল, এই বৃদ্ধ-বয়সে জাত খোয়ালাম; ম'লে মুখে আগুন দেবে না, ভগবান, আমার পাপের দণ্ড কি হয় নি? দেখি তোমার মনে আর কি আছে। ওঃ! বাজারে বাজারে ঘুরে ত আর চলৎশক্তি নাই; এই খানে একটু বিশ্রাম করি।

(সন্ন্যাসিনীবেশে বিশাখার দণ্ড-কমণ্ডলু-হস্তে প্রবেশ)

বিশাখা। এই তরুতলে আমার প্রাণনাথ শয়ন ক'রেছিলেন। তরু, তুমি ধন্য,—তোমার তলায় ব'সে আমিও ধন্য! আহা, তরু, তুমি আমার প্রাণকান্তের মূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রে রাখ নি? তোমার তলায় যখন সে নবীন সন্ন্যাসী শয়ন ক'রেছিল, তুমি শিশিরছলে কত রোদন ক'রেছ; আমি এখন কাঁদি! তরু, তোমার সে আনন্দ-অশ্রু - আমার এ নিরাশ-বারি; আমি যদি তরু হ'তেম, আমি যতন ক'রে তাঁর ছবিখানি এঁকে রাখতেম; তরু, তুমি ভাল কর নি—সে প্রতিমূর্ত্তিখানি এঁকে রাখ নি; তুমি অনেক দেখেছ—অমন মূর্ত্তি কি আর কখনও দেখ্‌তে পেয়েছ? আহা! তরু, তোমার আশ্রয়ে প্রাণকান্ত এসেছিলেন। তোমায় আলিঙ্গন ক'রে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

বুদ্ধি। আ মলো! ওটা কে? গাছটা নিয়ে জড়াজড়ি ক'চ্ছে কেন? বুঝেছি—ব্যাটা না বেটী বৈরাগী, ওরা অমন করে; এই যে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়েছে। আ ম'লো, মাটি মাখে কেন?

(করুণার প্রবেশ)

করুণা। দেখ দিদি, তোমার বেশ দেখে আমি বেশ ক'র্‌তে শিখেছি; এই আমাদের উপযুক্ত বেশ; শুধু হাতের বালা খুলতে পারি নি, বালা খুলতে যে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল।

বিশাখা। দিদি, আমাদের কাঁদ্‌বারই দিন।

করুণা। কেন, বালাই, কাঁদ্‌ব কেন? গোরাচাঁদ যে আমাদের; সোণার গৌরাঙ্গ যে আমাদের ভালবাসেন; আয়, আয়, কাঁদিস্‌ নি, আনন্দের দিনে আয় আনন্দ করি, গোরাচাঁদকে নিয়ে আনন্দ করি।

(করুণা ও বিশাখার গীত)

ভালবাসি সে ভালবাসে,
তবে কাঁদবো কেন বল না?
হেসে হেসে ডাক্‌লে আসে, করে না সে ছলনা।
ওলো, মনের মতন রতন গৌরচাঁদ,
আমার সাধের নিধি নিরবধি
পূরায় মনের সাধ;
হেরে গৌরসোণা যায় বাসনা—
দেখ্‌বে ত্বরা চলনা।
নাই ত মানা আর না ওলো, অনাথ ললনা!

বুদ্ধি। (স্বগত) গৌরাঙ্গ কে? এ যে আবালবৃদ্ধ-বনিতা এর জন্য উন্মত্ত! গৌরাঙ্গ কি আমার একটা উপায় ক'র্‌তে পারে না? না—আগে কাশীতে গিয়ে ব্যবস্থা নি; সেখানে বড় বড় পণ্ডিত আছে, এদের একবার গৌরাঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) বলি হাঁ গা বাবা সকল, না, মা সকল, তোমরা কি?—আমি কিছুই ঠাওর পাচ্ছি নি; বলি বাবা হও, বাছা হও, ব'ল্‌তে পার—গৌরাঙ্গ হ'তে মুসলমান হিন্দু হয়?

করুণা। পরেশমণি ছুঁলে লোহা সোণা হয়, গৌরাঙ্গ-দরশনে জীব—দেবতা হয়

বুদ্ধি। বলি—বাবা না বাছা,—মুসলমান কি হিন্দু হয়?

করুণা। গৌরাঙ্গ-চরণ যে ক'রেছে সার,
তার কোথা আর মনের বিকার?
ঘুচে অভিমান—সকলি সমান—
ব্রহ্মপদ তার হয় তুচ্ছ জ্ঞান;
নির্ব্বিকার মন সেই শ্রীচরণ—
দিবানিশি ধ্যানে রহে নিমগন;
ভব-ভয়-ভঙ্গ, সদা রস-রঙ্গ—
উথলে সদাই প্রেমের তরঙ্গ;
সে রাজীবপদে যেই রাখে আশ,
জীবন মরণে গোলোকে নিবাস।
গৌরাঙ্গ-চরণ নেছে যে শরণ,
তাঁর পদে যেন সদা থাকে মন।

বুদ্ধি। বুঝেছি বাছা, বুঝেছি,—গৌরাঙ্গের কর্ম্ম নয়।

করুণা। ঠাকুর, তোমার কি হ'য়েছে?

বুদ্ধি। যা হবার, তা হ'য়েছে বাছা, তা তোমাদের ব'লে কি হবে?

করুণা। তোমার যাই হোক,—গোহত্যা, নরহত্যা, নারী-হত্যা, যে পাপ ক'রে থাক,—গৌরাঙ্গের শরণাগত হও; তুমি নিষ্পাপ হবে।

বুদ্ধি। বলি বাছা, জাত আর ফির্‌বে না? বিস্তর তপস্যায় ব্রাহ্মণ হয়; বিশ্বামিত্রের মতন তপস্যা ক'রতে পাল্লেও ত নয়;—তিনি ত আর মুসলমান ছিলেন না, ক্ষত্রিয় ছিলেন। এখন তোমার গৌরাঙ্গের ইচ্ছায় কিছু পথের সম্বল পেলে হয়; তা হ'লেই আমি কাশী চ'লে যাই।

করুণা। ঠাকুর, দেখ, গৌরাঙ্গের ইচ্ছায় পথের সম্বল হয় কি না? (অলঙ্কার দান)

বুদ্ধি। (স্বগত) ইস্! নবাব বেটা শ্রীঘরে ঠেল্‌বার ষড়্‌যন্ত্র ক'রেছে; এ সব নবাবের চর। (প্রকাশ্যে) না, বাছা, ও নিয়ে কি ক'রব?

করুণা। ঠাকুর, তুমি ভয় ক'র না; যে একবার গৌরাঙ্গের শরণাগত, তাঁর কাছে তোমার কোন ভয় নাই; যে একবার গৌরনাম মুখে এনেছে, তাকে তুমি অবিশ্বাস ক'র না, তুমিও গৌরাঙ্গ-নাম মুখে এনেছ—আজ হ'তে তুমি বৈষ্ণব; দেখ, অমৃত-কুণ্ডেতে ইচ্ছায় নাব—আর কেউ ঠেলেই ফেলে দিক্, সে অমর হবে—তার আর সন্দেহ নাই; গৌরাঙ্গ নাম ভ্রান্তে অভ্রান্তে, অনিচ্ছায় ইচ্ছায়, ভক্তিতে বা ব্যঙ্গে যে ক'র্‌বে, সে ধন্য। ঠাকুর, তুমি একবার প্রাণ ভ'রে গৌর ব'লে আমাদের কৃতার্থ কর—গৌর, গৌর, গৌর!

বুদ্ধি। গৌর, গৌর, গৌর!

(স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ ও গীত)

আদর ক'রে ডাক্ রে গৌর-হরি।
আস্‌বে গোরা রাখ্‌ব ধ'রে, দেখ্‌ব নয়ন ভরি!
সে যে পাগল গোরা—পাগল প্রেমের দায়,
যে ডাকে, তার অম্‌নি কাছে যায়,
অরুণ-নয়ন ঢল ঢল ছল ছল চায়,
বলে—"ডাক্‌লে কে আমায়?"—
আর যাবে না, থাক্‌বে কেনা, গৌর বল নাগরি,
গৌর নামের অতুল মাধুরী!

[গান করিতে করিতে স্ত্রীলোকদিগের প্রস্থান।

এও ত আচ্ছা ঢং! ও—এতক্ষণে বুঝিছি,—ঐ যে শুনেছিলেম, যারা গৌর গৌর ব'লে সন্ন্যাসী হ'য়ে গিয়েছে, তাদের পরিবারেরা একটা দল বেঁধেছে—সে এই;—যে গহনা দিলে, তাকে যে চেনা চেনা ক'র্‌ছি; ঐ যে রূপের স্ত্রী! আঃ—এ সময় মুসলমান হ'য়ে গেলুম—দলাদলিটা পাকিয়ে ক'র্‌তেম! মোল্লার পো, আর সে আপ্‌সোস্ ক'রলে কি হবে?—এখন ত কিছু সম্বল হ'ল - স'রে পড়। যদি ফের বামুন হ'তে পারি ত দেশে ফিরি। ও:—জ্ঞাতগুলো যে সব হাস্‌বে—ঘর ঘর কুচ্ছো বা'র করি, আর এক-ঘরে করি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কারাগার।

হিন্দু কারাধ্যক্ষ রামদিন, ঈশান ও বালকবেশে অলকা।

রাম। ঈশান, তুমি জাঁহাপনার কাছে দরখাস্ত ক'রেছিলে যে, একজন কনোজিয়া ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি মল্লিক সাহেবকে বুঝাতে পারবেন—তুমি তাঁকে শীগ্‌গির নিয়ে এস; যদি আজ বুঝাতে পারেন, ভাল—তিনি জাইগীর পাবেন; তুমিও বিশেষ পুরস্কার পাবে। আর তা না হয়, বড় সর্ব্বনাশ! নবাবের বড় কড়া হুকুম—মল্লিক সাহেবের পায়ে জিঞ্জির প'ড়বে, আর চানা-জল খোরাক, নবাবের কথা ঠেলেছেন ব'লে, তাঁর বড় রাগ হ'য়েছে। তুমি সে কনোজ-ব্রাহ্মণকে এখনি নিয়ে এস।

ঈশান। আজ্ঞে, তিনি এই।

রাম। এ যে বালক।

অলকা। আমায় বালক দেখে উপহাস ক'রবেন না; গুরুর কৃপায় আমি শাস্ত্রের মর্ম্ম সব অবগত আছি।

ঈশান। মহাশয়, ইনি বড় পণ্ডিত; বালক বটে—একটু আকারে খর্ব্ব, কিন্তু বিদ্যায় সরস্বতী।

রাম। ভাল, আপনি বিশ্রাম করুন; মল্লিক সাহেব এ সময় পূজা করেন।

ঈশান। তবে আমি চ'ল্‌লেম; শাস্ত্রের বিচার আর কি শুন্‌ব?

রাম। আচ্ছা।

[ঈশানের প্রস্থান।

আপনি কোন্ আশ্রম ভাল বলেন?

অলকা। সংসার-আশ্রমের তুল্য আর আশ্রম নাই,—এতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পাওয়া যায়।

রাম। ঐ ঠিক। যে ফকির, সে ত পেটের জ্বালায় ঘুর্‌বে—সে দয়া-ধর্ম্ম কখন্ ক'রবে? এই যে মল্লিক সাহেব।

(সনাতনের প্রবেশ)

মল্লিক সাহেব, আপনি ভাল ক'রে বিবেচনা করুন। নবাব বড় রাগত,—আপনাকে জিঞ্জির প'র্‌তে হবে।

সনা। নবাবের আদেশ ত আমায় জানিয়েছেন

রাম। আচ্ছা, কেন আপনি এমন মতলব ক'রেছেন ইনি একজন পণ্ডিত, এঁর সঙ্গে আপনি বিচার করুন।

সনা। কে বা বল করিবে বিচার?
আমি আর নহি ত আমার,—
কায়, মন, প্রাণ গৌরাঙ্গের রাঙা পায়!
যাঁর পদে অর্পিত জীবন—
কতক্ষণে পাব দরশন?
কে আমায় এনে দেবে নিধি—
দুস্তর এ বিরহ-জলধি
কতক্ষণে হব পার?
প্রেমোন্মাদ গোরাচাঁদ নাচে—
কতক্ষণে যাব তাঁর কাছে?
কবে দেখা পাব—
কতক্ষণে নয়ন জুড়াব?
পদরজে লুটাব পুলকে—
কবে হবে সার্থক জীবন!
হর্ষ, কম্প, পুলক, নর্ত্তন—
অনুরাগে কবে হব ভোর?
গোরা মাতোয়ারা সনে মাতোয়ারা হ'য়ে
প্রেম-সুধা পিয়ে
উঠিব, পড়িব, কাঁদিব, হাসিব—
গোরা, গোরা, কোথা তুমি দয়াময়?

রাম। আপনি বিচার করুন, আমি বাহিরে আছি; ভয় নাই—কিছু ব'ল্‌বে না, পাগল নয়, ঐ এক রকম ফকিরী; নদে থেকে কেমন এক বদ্ হাওয়া এসেছে।

[রামদিনের প্রস্থান।

অলকা। কর মনস্থির—শুনহ সুধীর,
এ কেমন তব আচরণ?
আশ্রিত পালন, কর্ত্তব্য সাধন,
পরিহরি কি কারণ সন্ন্যাস-গ্রহণ?
সংসার-আশ্রম
আশ্রমের সার জেন স্থির;
দয়া নাহি যার, ধর্ম্ম কোথা তার?
আশ্রিত স্বগণে ত্যজে মূঢ় জনে।
গৃহে তব আছে প্রণয়িনী—
কেন তারে কর অনাথিনী?

কোন্ শাস্ত্রে নিষ্ঠুরতা দেয় উপদেশ ?
যদি তব এত ছিল মনে—
কি কারণে
উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধিয়াছ অবলায় ?
অনাথায় অকূলে কে দেবে কূল ?
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করিয়া বর্জ্জন
এ তোমার কি মনোবিকার ?—
আশ্রিতে না ত্যজে সাধুজন।

সনা। নহি সাধু, নহি আমি ধার্ম্মিক সুধীর,
নহি নহি আশ্রিত-পালক।
চতুর্ব্বর্গ ফল নাহি চাই ;
কেবা পতি কার ?
জগৎপতি সেই সারাৎসার,
আমি কেবা—প্রণয়িনী কেবা মম ?
বদ্ধ আছি বৈষ্ণবী মায়ায়,—
গেছে ঘোর প্রভুর কৃপায় ;
দয়াময় ক'রেছেন স্মরণ দাসেরে,
নফরের ভার কিবা ?
প্রভু-সেবা বিনা অন্য কার্য্য কিবা তার ?
দাস আমি—যাব প্রভু-পাছে।

অলকা। এ ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা কি হেতু তোমার ?
আছে হেন শাস্ত্রের বচন—
কর্ম্ম-ফল করিয়া বর্জ্জন
নির্লিপ্ত সংসারে রবে রত,
সতত আশ্রিত জনে করিবে পালন ;
পত্নী যদি হয় তব মন্দপথগামী,
তার পাপে তুমি অংশী হবে,—
ধর্ম্ম কোথা রবে ?
পুণ্যশ্লোক রামচন্দ্র ছিলেন ভূপাল ;
যদুপতি নির্লিপ্ত সংসারী ;
আছিলেন জনক রাজন্—
ছিল তাঁর নারী পরিজন ;
তবে কিসে সংসার ঘৃণিত ?
সংসারে সকলে যবে হবে হে সন্ন্যাসী,
সৃষ্টি তবে রবে কি প্রকার ?
মানব-জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আচার,
কর্ত্তব্যবিমূঢ় জন নরকুলগ্লানি।
আনন্দবাজার এই হের ত্রিভুবন—
পুরুষ-প্রকৃতি সনে লীলায় মগন !

সনা। গৌরাঙ্গ-রাজীব-পদে আশ্রিত যে জন—
ভবের বন্ধন ঘুচে তার ,
সে চরণ স্মরণ বিহনে
কার সাধ্য এ বৈষ্ণবী মায়া করে ভেদ ?
হে ধীমান্, ত্যজ তুমি সৃষ্টি-লোপ-খেদ,
ঈশ্বর-কৃপায় হয় বৈরাগ্য সঞ্চার ;
নহে, মোহ-ডোর ছিঁড়িতে কে পারে ?
কর্ত্তব্যের কর অভিমান ?—
স্থির-মনে চিন্ত মতিমান—
হয় কিবা নয় এই মোহের ছলনা।
"আমার এ নারী"—এই হেতু যত্ন তার ;
"আমি" দেখ প্রধান এ স্থলে।
আত্মপর মোহের বিচার ;
"আমি আমি" অভিমান—কর্ত্তব্যের হেতু,
আমি কর্ত্তা—মোহবশে মহা অভিমান !
গৌরাঙ্গের এ বিশ্বসংসার,
বিশ্বরক্ষা গৌরাঙ্গের ভার,
সমপ্রেম সর্ব্বজীবে তাঁর,—
আমার কি অধিকার ?—
আমি মূঢ় জন ; নহিক শ্রীরাম,
নহি নহি কৃষ্ণচন্দ্র, জনকরাজন্ ;
নির্লিপ্ত সংসার-ধর্ম্মে নহিক সক্ষম—
আসক্তির দাস আমি ;
কেবা ধরে প্রাণ ক'রে জানকী বর্জ্জন—
প্রাণসম লক্ষ্মণে কে করে ত্যাগ ?
কেবা হেরে যদুকুলক্ষয়—
রাজকার্য্য ত্যজি বনে ভ্রমে ঋষি-সনে ?
সর্ব্বজীবে সম প্রেম যাঁর
সংসার সন্ন্যাসসম তাঁর !
জীবের তুলনা কিবা প্রেমিকের সনে ?

অলকা। চেষ্টাসাধ্য সকল সাধন—
চেষ্টা বিনা কোথা হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন ?
সংসার তরঙ্গে ডরে ভীরু যেই জন—

পরিজনে সেই ঠেলে পায় ;
বীর বিনা নাহি কার ধর্ম্মে অধিকার।

সনা। নহি বীর, তাই ডরি দুরন্ত সংসারে ;
আছে যার "আমি"-অভিমান,
আসক্তিতে বদ্ধ সেই জন ;
মোহ অন্ধকার নাহি ঘুচে তার,
মোহবশে দারা পুত্র যতনে পালন ;
ভুলি নিরঞ্জন অভিমানী মন
অহঙ্কারে ভাবে—করি কর্ত্তব্য-সাধন ;
হরিপ্রেম সার, কিছু নাহি আর ;
সেই প্রেমে মাত জগৎ জন !
দেখ, দেখ, দীন-বেশে গৌরাঙ্গ ধরায়
দ্বারে দ্বারে বিলাইছে প্রেম ;
ওই ডাকে পরমকাঙ্গাল—
"ত্যজি এই সংসার জঞ্জাল
আয় আয়, নিয়ে যা রে, কিশোরীর প্রেম !"
বলে গোরা,—
"বাঁধা আমি দাস-খতে রা'য়ের চরণে ;
আয় তোরা আয় ত্বরা মুক্ত কর্ ঋণে,
অষ্টসখী সাক্ষী আছে দাস-খতে ;
প্রেম নে রে,
শিরে মোর প্রেমের পশরা।"
বল বল হরি—
ওই যে কৌপীনধারী হরি ;
মিছে কেন গণ্ডগোল ?

অলকা। প্রভু, প্রভু, আমার উপায় কি হবে ? আমি যে অবলা, তোমার দাসী ; গৌরপ্রেম ত জানি না।

সনা। কে ও ? অলকা ? যাও, যাও, শীঘ্র যাও, আর কেন অমায় মুগ্ধ কর ? মহামায়া, তোমার চরণে আমি গৌর-প্রেম যাচ্ঞা করি—আর আমায় বঞ্চনা ক'রো না, পথ ছেড়ে দাও।

অলকা। প্রভু, দাসীর আর কি আছে ? দাসী কি নিয়ে আর সংসারে থাক্‌বে ? আমি অনাথা !

সনা। তুমিই ধন্য ! যে আপনাকে অনাথ ভাবে, সেই ধন্য। অনাথের জন্য অনাথ-নাথ হরি দেহ ধ'রে এসেছেন ; হরিবোল, হরিবোল ! আমি অনাথ—আমার জন্য তিনি এসেছেন ; তিনি জগতের স্বামী, আমার স্বামী, তোমার স্বামী, ত্রিভুবনের স্বামী।

(রামদিনের প্রবেশ)

রাম। আপনাদের বিচার হ'ল ? জাঁহাপনা এখনি আস্‌বেন।

সনা। যাও যাও, আর আমাকে পীড়ন ক'রো না।

অলকা। প্রভু, চরণে রাখ্‌বেন।

রাম। আমি জানি, তুমি বালক ; উজীর সাহেব ভারি পণ্ডিত, তুমি পার্‌বে কেন ? তুমি যে উজীর সাহেবের মত কাঁদ্‌ছ, এ দিক দিয়ে এস।

[অলকা ও রামদিনের প্রস্থান।

(জনৈক চোপ্‌দারের প্রবেশ)

চোপ। বাদ্‌সানন্দ্‌কা বার হুয়া।

(নবাব হোসেনসা ও তৎপশ্চাৎ রামদিনের প্রবেশ)

রাম। জনাব ! সে—বালক পার্‌বে কেন ? সেও কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, গৌরাঙ্গ ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে চ'লে গেল।

নবাব। এ গৌরাঙ্গ্‌টো কেয়া হ্যায় ? মল্লিক, আমি কাল উড়িষ্যায় যাব ; তুমি বদ্‌মায়েসি ছেড়ে দাও—সহরের তদারকে থাক ; নেই ত তোমরা বড় বুরা হোগা।

সনা। জনাব, আমার শক্তি নেই।

নবাব। তুমি বড় বড় পণ্ডিতকে হারাও, তোমার মগজ খারাপ হয় নি ত ? তুমি কেন কাজ ক'র্‌বে না ?

সনা। বিরহ-বিকারে তনু জর জর !
উহু ! মরি, মরি, কোথা প্রাণেশ্বর ?—
যার তরে সদা প্রাণ-মন কাঁদে—
কোথা গেলে পাব সে প্রেমিকচাঁদে ?
ক'রেছে উদাসী, কোথা সে সন্ন্যাসী—
যার তরে সদা আঁখি-নীরে ভাসি ?
মম গোরারায় কে দেবে আমায় ?—
সে বিনা এ ছার প্রাণ বুঝি যায়।

নবাব। এ ক্যা, তুম্ আওরাৎ হোয়া ?

সনা। কে রাখে পুরুষ-অভিমান ?
একমাত্র পুরুষ প্রধান
সকলে প্রকৃতি আর ;
সবে জড় – সেই ত চেতন—

সেই সর্ব্বভূতে জীবের জীবন।
মোহ-তম-মাঝে সেই মাত্র জ্যোতির্ম্ময়,
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই জগৎ-পতি।

নবাব। বাওরাপণ ছাড়, আমার কথার উত্তর দাও।

সনা। জনাব্, এ অধীনকে আর কেন তাড়না করেন?

নবাব। আচ্ছা, তোম্‌কো শিখ্‌লায় দেতা হ্যায়। রে, জিঞ্জির লেয়াও; নসীর্ খাঁ, মাট্টিকা নিচু গারদ মে রাখো; যাঁহা কীড়া চল্‌তা—সুরয কা মুরত্ নেহি দেখ নে পায়ে; এক মুঠি চানা আউর পানি দেও।

সনা। হা গৌরাঙ্গ! তুমি কোথায়? হা গৌরাঙ্গ! তুমি কোথায়?

নবাব। আবি তোমরা ডর্ হুয়া?

সনা। ভয়? অভয়পদে শরণ নিয়েছি—আর আমার ভয়! যাঁর নামে কৃতান্তের ভয় দূর হয়, তাঁর আশ্রিতের সামান্য কারাগারে ভয় কি? গৌরচন্দ্র, দর্শন দিও

নবাব। চল, বদ্‌মাস্‌কো লে চল; রামদিন্, আগর্ দুরন্ত হয়ে ত নজরবন্দী রাখ্‌কে খবর লিখো, নেই ত গারদ্‌মে মরে

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সনাতনের অন্তঃপুর

অলকা, করুণা ও বিশাখা।

অলকা। দিদি, আমি সকলই বুঝেছি, আমি অপরাধিনী—আমায় মার্জ্জনা কর; আমার পাপ মন—আমি তোমাদের সন্দেহ ক'রেছিলুম; গৌরাঙ্গের চরণে তোমাদের পতি তোমাদের অর্পণ ক'রে গিয়েছে, তা আমি বুঝ্‌তে পারি নি।

করুণা। দিদি, এখন ত বুঝেছ, এখন ত তুমি সেই গৌরাঙ্গের দাসী, তবে কেন দিবারাত্রি কাঁদ? কের স্বামী অপেক্ষা গুরু নাই; স্বামীই সেই আনন্দময়কে দেখিয়ে দিয়েছেন; তবে কেন নিরানন্দ থাক্‌ব?

অলকা। দিদি, তুমি কি জান না যে, স্বামী আমার এখনও সংসারে? তিনি যে কারাগারে—তিনি ত এখনও সংসার ত্যাগ করেন নি; যত দিন স্বামী আমার সংসারী, তত দিন আমিও সংসারী; আমি পাষাণ তাই এখনও আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয় নি। আহা! দুরন্ত নবাব-চর তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রেখেছে; মৃত্তিকার নিচে বাস—চন্দ্র-সূর্য্য সেথা প্রবেশ করে না; আমি কেমন ক'রে স্থির থাক্‌ব?

বিশাখা। দিদি, গৌরাঙ্গকে ডাক, তিনিই উপায় ক'র্‌বেন।

অলকা। যাঁর নানাবিধ সামগ্রীতে রুচি হ'ত না, শুষ্ক চণক তাঁর আহার; কুসুম-শয্যা পরিত্যাগ ক'রে মৃত্তিকায় শয়ন; এ কষ্টে তিনি কি আর জীবিত থাক্‌বেন?

(ঈশানের প্রবেশ)

ঈশান, কি উপায় ক'র্‌লে?

ঈশান। মা, কিছুই ত উপায় দেখি নি, কোথায় তাঁরে রেখেছে, তারও ত তত্ত্ব পেলেম না।

অলকা। চল, আমি উপায় ক'র্‌বো।

ঈশান। মা, তুমি কোথায় যাবে?

অলকা। যদি আমি সতী হই, যদি আমার স্বামী-পদে মতি থাকে, আমি তাঁকে মুক্ত ক'র্‌বো। হে গৌরাঙ্গ! আমার

স্বামী কারাগারে, আমার স্বামী তোমায় দেখিয়েছেন, প্রভু! তুমি অন্তর্য্যামী, আমার অন্তরের কথা তোমার অগোচর নাই, আমি স্বামী বই ত আর কিছুই জানি নি; প্রভু! যত দিন স্বামী আমার কারাগারে, তত দিন তোমার পদ-সেবায়ও রুচি নাই; শুনেছি, তুমি বিপদ-ভঞ্জন, এ বিপদে আমায় রক্ষা কর; এ কি! এ কি! আমার এমন হ'চ্চে কেন? আবার ছবি হাস্‌ছে কেন? ওই যে গৌর! ও রে, কে বলে রে আমার ভয় নাই? এ কি ভ্রম?

করুণা। দিদি, আর ভয় কি? গৌরাঙ্গ ব'লছেন, ভয় নাই।

অলকা। সত্য মিথ্যা বুঝ্‌ব, প্রভু! তুমি দয়াময় কি না—দেখ্‌ব দয়াময়! তুমি আমার স্বামীকে উদ্ধার কর, আর তোমার পদে আমি কিছু যাচ্‌ঞা ক'র্‌ব না, আমি ভজন-সাধন জানি নি; অন্তরের ব্যথা জানাবার তুমি বই আর স্থান নাই; এ কি! কে আমায় ব'ল্‌ছে—ভয় নাই?

করুণা। দিদি, তুমি ভাগ্যবতী; সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ তোমায় ব'লেছেন—ভয় নাই। তোমার চরণ-কৃপায় আমরাও গৌরাঙ্গকে পাব।

অলকা। ঈশান, দাওয়ানকে বল গে—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব, আর আমার কনোজ ব্রাহ্মণের পোষাকটা কোথা?

ঈশান। আপনার শোবার ঘরে আছে।

অলকা। তুই প্রস্তুত হ—আমার সঙ্গে যাবি।

ঈশান। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

বিশাখা। দিদি, কোথায় যাবে?

অলকা। জানি নি;—যেথায় গৌরাঙ্গ ল'য়ে যান; তোরা গৌর ব'লে ডাক্, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে বিদায় হই।

সকলে। গৌর হরি, গৌর হরি, গৌর হরি!

[অলকার প্রস্থান।

বিশাখা। দিদি, হাস্‌ছিস্ কেন?

করুণা। দেখ, গৌরাঙ্গের নামেতে কেমন পঙ্গুতে পর্ব্বত লঙ্ঘায়!

বিশাখা। সে কি?

করুণা। আজ হীন অবলা তার পতিকে কারামুক্ত ক'রবে।

বিশাখা। আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি; একা স্ত্রী-লোক কি ক'র্‌বে?

করুণা। তুই কি শুনিস্ নি—বাঁদরে সাগর বেঁধেছিল; যে কুলবধুকে সন্ন্যাসিনী ক'র্‌তে পারে, যে আপনি মেতে রাজ্য মাতায়, যে আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়, সে তার ভক্তকে উদ্ধার ক'র্‌বে, এ কোন্ কথা? সোণা যেমন পুড়িয়ে খাঁটি করে—কারাগারে দিয়ে গৌরচন্দ্র তাঁর ভক্তকে নির্ম্মল ক'রে নিচ্ছেন; জগৎকে দেখাচ্ছেন, তাঁর ভক্তের কত ধৈর্য্য।

বিশাখা। দিদি, আমরা কি গৌরাঙ্গকে পাব?

করুণা। তবে কি শুন্‌লি? কে ভয় নাই ব'ল্‌লে? দেখ্‌লি নি—ছবি কথা কইলে, গৌরাঙ্গকে অবশ্যই পাব।

বিশাখা। দিদি, আমিও দেখি, কিন্তু মনের ভ্রম ঘোচে না।

করুণা। তিনি যখন ভ্রম ঘোচাবেন, তখনি ঘুচ্‌বে। চল, আমরা দেবালয়ে যাই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাধ্যক্ষের গৃহ

রামদিন ও অলকা।

রাম। কি ঠাকুর, তুমি আমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে চাও কেন? আমি গরীব লোক, আমি ত কিছু দিতে পার্‌বো না। তোমার অদৃষ্টে নেই, তুমি উজীর সাহেবকে বোঝাতে পারতে, জাইগীর পেতে।

অলকা। তোমার অদৃষ্ট বড় প্রসন্ন, আমি ঠিক গণনা ক'রে দেখেছি; দেখি, তোমার হাত দেখি।

রাম। আর দেখ্‌বে কি, আমার বরাত পাথরে চাপা।

অলকা। ইস্, এই যে উচ্চ ধনরেখা র'য়েছে।

রাম। ঐ রেখাই সার, ধনের দফা চুচু! যা পাই, খেতে কুলায় না।

অলকা। না না, তোমার ভাগ্য বড় প্রসন্ন, তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবে।

রাম। ম'লে।

অলকা। না, ত্বরিৎ।

রাম। কদ্দিনে বল দেখি?

অলকা। আজই।

রাম। তুমি খ্যাপা নাকি ঠাকুর?

অলকা। আজ রাত্তিরে তুমি লক্ষপতি হবে।

রাম। যাও ঠাকুর, মিছে বাক্‌চাতুরী ক'রো না।

অলকা। আমি এই ব'সে রইলুম, আজ রাত্তিরে না পাও, আমায় গারদে দিও।

রাম। আর এই ত রাত হ'য়েছে।

অলকা। আমি ব'সে থাক্‌তে থাক্‌তেই টাকা পাবে।

রাম। তা যদি হয়, তুমি যা চাও, তা আমি দিই।

অলকা। পেলে ঢের লোক দেয়।

রাম। কি, আমি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ্যদেবের দোহাই, যদি আজ রাত্তিরে টাকা পাই, তুমি যা চাও, দেব।

অলকা। দেখ, প্রতিশ্রুত হ'লে?

রাম। হাঁ।

অলকা। এই নাও, এই জহরৎ নাও, এর লক্ষ টাকার অধিক মূল্য।

রাম। এ কি এ? এ কি ভোজবাজী?

অলকা। ভোজবাজী নয়—তুমি লক্ষপতি এখন তোমার অঙ্গীকার পালন কর।

রাম। এ জহরৎ কার?

অলকা। আমার, আমি তোমায় দিলেম।

রাম। তুমি কে—তুমি কি চাও?

অলকা। আমি কারারুদ্ধ উজীরের স্ত্রী; আমার স্বামীকে কারামুক্ত ক'র্‌তে চাই।

রাম। এ্যা! মা তুমি?

। আমি আমার স্বামীকে উদ্ধার ক'রব ব'লে কনোজ-ব্রাহ্মণের বেশ ধ'রেছি, আমিই আমার স্বামীর সঙ্গে বিচার ক'রেছিলেম; আজ তোমার শরণাগত, অবলার প্রাণ রক্ষা কর

রাম। এ আমার সাধ্যাতীত; নবাবের জোর হুকুম,—আমার গর্দ্দানা যাবে।

অলকা। আমার স্বামী নিরপরাধী, ধর্ম্মের নিমিত্ত তাঁর এই যন্ত্রণা; যে পদের নিমিত্ত লোকে তপস্যা করে, ধর্ম্মের অনুরোধে সেই উজীরি-পদ তিনি ত্যাগ ক'রেছেন, অতুল ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলেছেন, নবাবের ক্রোধ উপেক্ষা ক'রেছেন, ধর্ম্মের অনুরোধে তিনি কারাবাসী। তুমি ধার্ম্মিক, ধর্ম্মাত্মাকে সাহায্য কর, তোমার অমঙ্গল হবে না, আর যদি না কর, অঙ্গীকার-ভঙ্গ, সাধুহত্যা, নারীহত্যা—পাতকে লিপ্ত হবে; এই অস্ত্র দেখ, এখনি তোমার সম্মুখে আত্মঘাতী হব, বড় আশায় এসেছি—নৈরাশ ক'রো না।

রাম। মা, আমায় বিষম সমস্যায় ফেল্‌লেন।

অলকা। তোমার ভয় কি? তুমি লক্ষপতি, আরও অর্থ চাও, দেব; তোমার চাক্‌রির আর প্রয়োজন নাই, সমস্ত ভারতবর্ষ নবাবের অধিকারে নয়; নবাব উড়িষ্যা হ'তে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে তুমি স্থানান্তরে ধনাঢ্য ব্যক্তি হ'য়ে বাস ক'র্‌তে পার্‌বে। তুমি আমার পিতা, কন্যার প্রাণদান দাও।

রাম। মা, তুমি জান না, এ বড় কঠিন কার্য্য, নসির খাঁ নামে একজন নির্দ্দয় যবন উজীর সাহেবের কারারক্ষক, অপর অপর প্রহরীও আছে, রাজ-প্রতিনিধি নিত্য তত্ত্ব লন।

অলকা। যদি প্রতিজ্ঞা-পালন, শরণাগত-রক্ষণ, সাধু-সাহায্য কঠিন না হ'ত, তা হ'লে ত সকলেই মহৎ হ'তে পার্‌ত, কঠিন কার্য্য সাধনই মাহাত্ম্য। হে মহাত্মা, উচ্চ কার্য্যে পরাঙ্মুখ হ'য়ো না, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম রক্ষা কর, অবলার প্রাণদান দাও, নিজ-প্রতিজ্ঞা পালন কর।

রাম। মা, তুমি স্থির হও, অস্ত্র রাখ, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'র্‌ব, তোমার অর্থ তুমি রাখ; যদি অন্য কারুকে দিতে হয় দিও, ওতে আমার আবশ্যক নাই; উজীর সাহেব ধার্ম্মিক-প্রধান, আমি হিন্দু, তাঁর সাহায্য ক'রব।

অলকা। এ অর্থ তুমি নাও; আমার দাওয়ান বাহিরে আছে, যত অর্থ প্রয়োজন হয়, দেবে; যাকে দিতে হয়, দিও।

রাম। না মা, পাপে মতি দিও না; যদি উজীর সাহেবকে মুক্ত ক'র্‌তে পারি, আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হব। অর্থ ঐহিকের প্রয়োজন; কিন্তু যদি এ কার্য্য সমাধা ক'র্‌তে পারি, সাধুর কৃপায় আমি পরমার্থ লাভ ক'র্‌ব। মা, তুমি আমায় ব'ল্‌তে পার—সে গৌরাঙ্গ কে—যাঁর নামে উজীর ফকির হয়, নারী বীর হয়—কারাধ্যক্ষের কঠিন হৃদয় দ্রব হয়?

অলকা। বাবা, গৌরাঙ্গকে আমি ত জানি না; আমার স্বামীর কাছে শুনেছি, তিনি পতিত-পাবন, পতিত-উদ্ধারের জন্যে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন।

রাম। মা, এস; দেখি, যদি কোন উপায় হয়; তুমি একবার গৌরাঙ্গকে ডাক, তিনি আমায় সাহস দিন।

অলকা। গৌর, গৌর, গৌর!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কারাগার

সনাতন।

সনা। প্রভু, নন্দরাণী তোমাকে ক্ষীর-সর-নবনী দিত; আমি এ শুষ্ক চণক কেমন ক'রে নিবেদন ক'রব? হা প্রভু! তোমার কাছে থাক্‌ব, তোমার সেবা ক'রব, তোমায় হাতে তুলে খাওয়াব, এই আমার সাধ; সে সাধে বাদ কেন সাধ? কে রে-আমার গোরাচাঁদ এলি? খিদে পেয়েছে, আমি কি ক'রব—আমার ত এই চানা বই আর সম্বল নাই? প্রভু, ভক্তাধীন, শুনেছি, তুমি বিদুরের খুদ গ্রহণ ক'রেছিলে; ঐ যে, আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচ্‌ছে!

গোরা নেচে নেচে যায়, পড়ে ঢ'লে ঢ'লে,—
(মরি) ভাবে মাতুয়ারা
ভাসে আঁখি-জলে—
অমিয় খসিয়ে পড়িছে!
মরি রূপের ছটায় খেলিছে দামিনী,
আহা! মোহিত নেহারি
কামের কামিনী,—
প্রেমের তুফান বাড়িছে!
খ্যাপা কভু রাধা বলে কভু বলে হরি,
খ্যাপা কখন নীরব কি ভাবে আ মরি,
কভু বা গভীর গরজে!
শিলা সরস রাজীব-চরণ-পরশে,
মরি তাপিত পরাণে সলিল বরষে,
হেরিলে বদন-সরোজে!

প্রভু, এস—আমার কাছে এস; আমি ত যেতে পারিনি—আমায় যে বেঁধে রেখেছে; তুমি কাছে এস—আমি একবার সাধ পূরে দেখি।

(নসির খাঁর প্রবেশ)

নসির। জনাব—জনাব, একটি কথা আমায় বলুন।

সনা। বাপু, তুমি কেন আমার কাছে এসেছ? নবাবের আদেশ—আমার সঙ্গে কেউ কথা কহিতে পাবে না; তুমি অকারণ কেন দণ্ড পাবে?

নসির। হুজুর, সাজা পাই পাব; আমায় একটি কথা বলুন—আপনি কাকে ডাকেন—কার সঙ্গে কথা কন? আপনার-এই অন্ধকার কারাগারে—যে আনন্দ, নবাবেরও আমি তেমন আনন্দ দেখি নি। আপনি কার জন্য এ কষ্ট স্বীকার ক'রেছেন? মনে ক'র্‌লেই উজীরি পান,—তা ত্যাগ ক'রে কেন কারাগারে রয়েছেন?—আমায় বলুন—আমি অধম যবন—আমায় কৃপা ক'রে বলুন?

সনা। বাপু, আমি গৌরাঙ্গের দাস—আমি আর উজীরি ক'রব কেমন ক'রে? আমি ত কারাগারে নাই—দেখ না, প্রভু আমার সঙ্গে আছেন।

নসির। কই জনাব?—আমি ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনি; আপনার প্রভু কে আমায় বলুন।

সনা। যে জীবের দুঃখে নরদেহ ধ'রে এসেছেন, যে নবীন বয়সে চাঁচর চিকুর মুণ্ডন ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, যে প্রেমের দায়ে তরুতলবাসী, যার প্রেমের ঋণে কৌপীন সার, যে প্রেমের দায়ে ঘরে ঘরে নাম বিলায়, যে পতিতকে কোলে নেয়,—সেই আমার প্রভু, আমার প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।

নসির। জনাব, আমি ত পতিত।

সনা। ঐ দেখ্, তোর জন্যে আমার প্রভু, কোল পেতে র'য়েছেন।

নসির। জনাব, সত্য বলুন, আমায় কি তিনি দয়া ক'র্‌বেন? আমি তোমায় জিঞ্জির বেঁধে রেখেছি, আমায় দয়া ক'র্‌বেন? গৌরাঙ্গ কি আমার মত অধমকে দয়া ক'র্‌বেন?

সনা। ওরে নসির, তুই ভক্তচূড়ামণি; তুই গৌর ব'লে নেচে এসে একবার কোল দে।

নসির। প্রভু, আমি মুসলমান, আমি কি নিস্তার পাব?

সনা। ওরে, বড় দয়াল ঠাকুর,—

যেই নাম লয়, ধন্য সেই জন,
হোক্ দীন-হীন ম্লেচ্ছ যবন,
নাহিক বিচার, নাহিক আচার,
গোরার হৃদয় প্রেম-পারাবার!
যেই প্রেম চায়, তাহারে বিলায়,
কিশোরীর প্রেমে প্রেম-ক্ষুধা যায়;
গৌরাঙ্গ বলিয়ে ডাকে যেই জন,
খ'সে যায় তার ভবের বন্ধন,

শমনের আর নাহি অধিকার,—
দয়াময় হরি গৌর আমার!

নসির। হা গৌরাঙ্গ! তুমি অধমকে কৃপা কর।

(রামদিন ও অলকার প্রবেশ)

রাম। নসির, তুমি আমার একটি কাজ কর।

নসির। হুজুর, আমি আর কাজ ক'র্‌ব না।

রাম। সে কি?

নসির। আমায় বেঁধে রাখ্‌তে হয় বেঁধে রাখুন, আমি গৌরাঙ্গকে ডাকব, আর আমার কাজ নাই।

রাম। নসির, তুমিও কি গৌরাঙ্গকে চিনেছ? আমি অধম, আমি চিন্‌তে পার্‌লেম না; আচ্ছা, তুমি যাও; উজ্জীর সাহেবের সঙ্গে আমার কথা আছে।

[নসির খাঁর প্রস্থান।

মা, বোধ হয় গৌরাঙ্গ তাঁর ভক্তের উপায় আপনিই ক'রেছেন; আমায় আর বেশী কিছু ক'র্ত্তে হবে না। মল্লিক সাহেব!

সনা। কে তুমি?—কেন আমায় বিরক্ত কর? দেখ, আমি গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম ধ্যান করি, তাতেও কি নবাবের নিষেধ?

রাম। দেখুন, আমি রামদিন, আমি আপনাকে বিরক্ত ক'র্‌তে আসিনি, কারামুক্তির উপায় ব'ল্‌তে এসেছি।

সনা। কি উপায় বল,—আমি ত ছার উজীরি ক'র্‌ব না।

রাম। আপনাকে উজীরি ক'র্‌তে হবে না, আপনি শুধু আমায় লিখে দিন যে উজীরি ক'র্‌ব; তা হ'লেই আপনাকে ছেড়ে দেব।

সনা। আমি মিথ্যাকথা কিরূপে লিখ্‌ব, যদি মিথ্যা ব'ল্‌বার সাধ থাক্‌ত, নবাবকে ত মিথ্যাকথা ব'ল্‌তে পার্‌তেম।

রাম। আপনি কেন দুঃখ পান?—আমায় লিখে দিলে আমি ছেড়ে দিই,—আর সেই পত্র জাঁহাপনাকে পাঠিয়ে দিই।

সনা। আপনি কেন আমায় মিথ্যা ব'ল্‌তে প্রলোভন দেখাচ্ছেন?

রাম। ভাল, তবে আমিই মিথ্যা সংবাদ লিখ্‌ব, আপনি আসুন।

সনা। কোথায় যাব?

রাম। আপনি কারামুক্ত।

সনা। নবাব কি আমার মুক্তির আজ্ঞা দিয়েছেন?

রাম। না—তিনি আমায় ব'লে গিয়েছেন যে, আপনি উজীরি ক'র্ত্তে সম্মত হ'লেই আপনাকে খোলসা দিতে। আমি বেগবান্ অশ্ব প্রস্তুত ক'রে রেখেছি, আপনি যথা ইচ্ছা গমন করুন।

সনা। মিথ্যার জন্য আপনি যে নবাবের নিকট অপরাধী হবেন?

রাম। সে আমার কার্য্য, আমি বুঝ্‌ব।

সনা। আমার নিমিত্ত আপনি অপরাধী হবেন—আমি যাব না।

রাম। আপনি বাতুল, আমি কি ক'র্‌ব? এখানে যে আপনার প্রাণ-সংশয়।

সনা। নাহি জান বৈষ্ণবের রীতি;
হয় হোক জীবন-সংশয়,—
ছিল দেহ, গেল—
তাহে ক্ষোভ বৈষ্ণব না করে;
বৈষ্ণবের শমনের নাহি ডর—
ডরে মিথ্যাপ্রবঞ্চনা;
তুষানলে যদি তনু দহে—
তবু কভু মিথ্যা নাহি কহে,
মিথ্যা নাহি মনে দেয় স্থান;
ধিক্ ছার দেহের মমতা—
মিথ্যা কব দেহরক্ষা হেতু?
মাংসপিণ্ড রক্ষার কারণ
অপরাধী করিব তোমারে?
হেন উপদেশ
বৈষ্ণব না শুনে কাণে;
জীবন, মরণ, বৈষ্ণবের সম দুই—
নাহি অন্য সাধ—
যাচে মাত্র শ্রীহরির রাঙা পদ,—
প্রলোভনে বৈষ্ণব না টলে।

অলকা। হে বৈষ্ণব!
কেন আজি সত্যমিথ্যা অভিমান?
যার দাস তুমি সে ডাকে তোমায়,—
মুক্ত কারাগার তাঁহার কৃপায়;

মতিমান্, কেন আজি মতিভ্রম ?
হেথা বদ্ধ তুমি,
সেবা হেতু ডাকে তব স্বামী,
নাহি জানি কেমনে রয়েছ স্থির—
কিঙ্করের বিচারের নাহি অধিকার।
ভাস' স্রোতের তৃণের সম
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের বিচার,—
কেন আজি পাণ্ডিত্য ব্যাভার ?
ভৃত্য যার, বার বার ডাকিছেন তিনি ;
যেই রব শুনিয়ে শ্রবণে,
জলাঞ্জলি দিয়াছ সংসারে,
মনের বিকারে
করিয়াছ বৈরাগ্য গ্রহণ,
গোরাচাঁদ করিতে দর্শন
কেন নাহি হও অগ্রসর ?
শুন ওই ডাকেন গৌরাঙ্গ।

সনা। যাও—যাও, মিছে আর ক'রো না রে ছল।
একবার ভুলাইয়া প্রণয়-বচনে—
মজায়েছ সংসার-সাগরে ;
পুন ঘোর মিথ্যা অন্ধকারে
মজাইতে সাধ তব ;
যাও—যাও, আর কেন কর প্রতারণা ?

অলকা। আমি প্রতারক ?
প্রতারক মন তব ;—
বল, বল, ধার্ম্মিকপ্রবর,
অধর্ম্মের এত যদি ডর,
কেন, তবে ত্যজিয়াছ আশ্রিত স্বগণে ?
অন্নদাতা নরপতি বিপদে পতিত,—
কেমনে নিশ্চিন্ত আছ ?
সত্য,
জীবনের মমতায় নাহি প্রয়োজন ;
কিন্তু জীবন-রক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য, ধীর ;
বিনা অপরাধে কেন বদ্ধ কারাগারে ?
যার তরে সর্ব্বত্যাগী তুমি,
যাও শীঘ্র তাঁর দরশনে।

সনা। না—যাও, আমায় বিরক্ত ক'রো না।

রাম। মহাশয়, আপনি বন্দী ; আপনার স্বাধীন ইচ্ছা নাই জানেন ?

সনা। যতদিন এ পঞ্চভৌতিক দেহ-পিঞ্জরে বদ্ধ, তত দিন সকলেরই অধীন ; কিন্তু ইচ্ছা আমার গৌরাঙ্গের রাঙাপায়ে লিপ্ত।

রাম। মা, আমি কারাগার থেকে বার ক'রে দেব ব'লেছি ; তার পর না যান—আমি আর দায়ী নই।

অলকা। আপনি কারাগারের বাইরে দিন, আমি উপায় ক'র্‌ছি।

[অলকার প্রস্থান।

রাম। নসির, নসির !—

(নসিরের বেশে ঈশানের প্রবেশ)

ঈশান। আজ্ঞে।

রাম। তুমি কে ?

ঈশান। আজ্ঞে, ঠাকুরের ভৃত্য, আমার নাম ঈশান।

রাম। তুমি এখানে কিরূপে এলে ?

ঈশান। আজ্ঞে, আমি কারাগারের দোরে দাঁড়িয়ে ছিলুম, দেখ্‌লুম—একজন মুসলমান 'গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ' ব'লে যাচ্ছেন, তাঁর এই কারারক্ষকের বেশ ; আমি তাঁরে মিনতি ক'রে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি পরিচয় দিলেন, তাঁর নাম নসির খাঁ, আমার প্রভুর রক্ষক ছিলেন ; এখন প্রভুর নিকট তিনি উপদেশ পেয়ে গৌরাঙ্গ-দর্শনে চ'লেছেন ; আমি তাঁর কাছ থেকে তাঁর এই পরিচ্ছদ যাচিঞা ক'রে নিলুম, আমি বহুকাল প্রভুকে দর্শন করিনি, ভাব্‌লেম এই পরিচ্ছদ প'রে গেলে কেউ আমাকে বাধা দেবে না ; তাঁর নিকট পথ অবগত হ'য়ে আমি হেথায় এসেছি।

রাম। দেখ, আমি তোমার প্রভুকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ; উনি যাবেন না, আমি কি ক'র্‌ব ?

ঈশান। আমি সব শুনেছি ; আপনি ওঁর শিকল খুলে দিন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

রাম। দেখ ঈশান, তোমার প্রভুই ধন্য, গৌরাঙ্গের নামই ধন্য,—আমি এমন রহস্য কখনও দেখিনি ! আমিও গৌরাঙ্গের চরণে শরণ নেব, আমি শিকল খুলে দিয়ে যাচ্ছি, পার যদি নিয়ে এস।

(রামদিন কর্ত্তৃক শৃঙ্খল-মোচন)

সনা। কে ও?

রাম। আমি কারাধ্যক্ষ।

সনা। কি কর!

রাম। আপনার জান্‌বার অধিকার নাই।

[শৃঙ্খল মোচনান্তে প্রস্থান।

সনা। প্রভু এস, আমার হৃদয়ে এস, গোপীকার হৃদয়ে যেমন তোমার বাস, আমার হৃদয়ে তেমনি বাস কর।

ঈশান। গৌরাঙ্গ! গৌরাঙ্গ! গৌরাঙ্গ!

সনা। আহা! কে আমায় গৌর-নাম শোনায়?

ঈশান। আমি গৌরাঙ্গের দাস, প্রভু আপনাকে ডেকেছেন, আপনি শীঘ্র আসুন।

সনা। প্রভু স্মরণ ক'রেছেন? চল—শীঘ্র চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জাহ্নবী-তীর।

(জনৈক বৈষ্ণব ও ঈশানের সহিত সনাতনের প্রবেশ)

বৈষ্ণব। মহাশয়, ব'লতে পারেন, এখানে সনাতনের আশ্রম কোথা?

ঈশান। এই যে উন্মত্তের ন্যায় আপনার সম্মুখে।

বৈষ্ণব। প্রভু, আপনি সেই ভক্তচূড়ামণি, আপনার নাম সনাতন?

সনা। আজ্ঞে, দাসের নাম সনাতন।

বৈষ্ণব। আজ আমার জন্ম সার্থক!

(পদধূলি লইতে অগ্রসর হওন)

সনা। কি করেন—অধম, বৈষ্ণব-চরণের দাস।

বৈষ্ণব। ভক্তরাজ, দীনকে বঞ্চিত ক'র্‌বেন না; আমি অহেতু আপনার স্তুতিবাদ কর্‌ছি নি। শুনুন, অতি অদ্ভুত রহস্য; গৌরাঙ্গদেব নিত্য সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হ'য়ে ডাকেন,—"সনাতন, সনাতন, সনাতন!" আপনি গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র, আমার মস্তকে চরণ দিন।

সনা। (স্বগত) প্রভু, দয়াময়, এ অধমের প্রতি এত করুণা! হা প্রভু, কতক্ষণে আপনার চরণ দর্শন ক'র্‌বো! (প্রকাশ্যে) বৈষ্ণবরাজ, আমায় নিয়ে চলুন; আমার প্রভু কোথায়?

বৈষ্ণব। মহাপ্রভু কাশীধামে; আপনি শ্রীপদ-দর্শনে যাত্রা করুন; আমি একবার প্রভুর জন্মভূমি দর্শন ক'রে যাব।

সনা। চল, শীঘ্র চল, আমার প্রভুর কাছে যাই; বৈষ্ণবরাজ, আমায় পদে রাখ্‌বেন, ভক্তের কৃপা হ'লেই প্রভুর কৃপা হবে। [সনাতন ও ঈশানের প্রস্থান।

বৈষ্ণব। গৌরভক্তের পদারবিন্দে প্রণাম; এই মহাপুরুষের পদধূলি যে দেশে প'ড়বে, সেই দেশই হরিপ্রেমে উন্মত্ত হবে। [বৈষ্ণবের প্রস্থান।

(অলকা, করুণা ও অপর স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ)

অলকা। আমার আজ সংকল্প শেষ হ'য়েছে; আমার স্বামী সন্ন্যাসী, আমি আজ সন্ন্যাসিনী; আজ হ'তে তোমাদের দাসী, তোমাদের সাথী হবো।

করুণা। দিদি, ঐ দেখ, তোমার স্বামী নৌকায় উঠেছেন, এখন কি ক'রবে?

অলকা। তোমাদের সাথী হবো।

করুণা। আমরা দেশ-বিদেশে যাব; যারা আমাদের মতন অনাথিনী, তাদের ব'ল্‌ব যে, জগৎপতি গৌরাঙ্গ এসেছেন;—যার পতির সাধ আছে, গৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করুক্।

অলকা। দিদি, তোমাদেরও যে দশা, আমারও সে দশা।

করুণা। তবে ঝুলি নাও, 'জয় রাধে' ব'লে চল।

সকলে। জয় রাধে—শ্রীরাধে, জয় রাধে—শ্রীরাধে, জয় রাধে—শ্রীরাধে!

(সকলের গীত)

প্রেমে চল চল, চল চল, রাধা রাধা নাম বল না,—
বদন ভ'রে বল, জয় রাধে—শ্রীরাধে!
নগরে নগরে দেখি ঘরে ঘরে,
অনাথিনী কেবা কাঁদে,
বিধি কার ভালে, বাদ সেধেছে সাধে,—
বদন ভ'রে বল জয় রাধে—শ্রীরাধে!
কব বিনয়ে তারে—কেঁদ না,
গোরা এসেছে, প্রাণ বাঁধ না,
সে যে কিশোরীর দায়, বিকাইতে চায়,
বলে—কে নিবি আমায়,
যে চায় সে পায় তারে, সাধের গোরাচাঁদে,—
বদন ভ'রে বল, জয় রাধে—শ্রীরাধে!

[গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন

সনাতন ও ঈশান।

সনা। ঈশান, আমার পায়ে যেন কে শৃঙ্খল দিয়ে টান্‌চে, আমি চ'ল্‌তে পার্‌ছিনি, আমি মহাপ্রভুর দর্শনে যাত্রা ক'রেছি, আমার এ ভাব কেন? ঈশান, তুমি কাছে এলে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে যায়; তোমার কাঁথার পানে চাইতে আমার ভয় করে; বোধ হয়, এ কাঁথাখানা অতি অপবিত্র।

ঈশান। প্রভু, এ ছেঁড়া নামাবলীতে তয়েরি ক'রেছি।

সনা। তবে কি,—আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি, তোমার মনে কি কিছু বিষয়-কামনা আছে?

ঈশান। না প্রভু, আমি বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়েছি; আপনি ত জানেন, আপনার চরণযুগল আমার সর্ব্বস্ব।

সনা। তবে কি, বুঝেছি, আমার মনই অপবিত্র!

(জনৈক দস্যুর প্রবেশ)

দস্যু। প্রভু, আপনারা দেখ্‌ছি সন্ন্যাসী; কৃপা ক'রে যদি আমার কুটীরে আসেন, আমি আজ অতিথ-সেবা ক'রে জনম সফল করি।

ঈশান। বাপু, তুমি কে?

দস্যু। আজ্ঞে, আমি কাট্‌ কুড়িয়ে খাই; অতিথ-সেবা না ক'রে জল গ্রহণ করিনি।

ঈশান। আহা, তুমি বড় সাধু।

দস্যু। অতিথ-সেবার চেয়ে কি আর ফল আছে? অতিথি আসল নারায়ণ; আসুন, গাছতলায় কেন, আসুন।

ঈশান। ঠাকুর, চলুন, এ ব্যক্তি বড় সাধু, এর কুটীরে আজ বিশ্রাম করুন।

সনা। না ঈশান, আমি বৃক্ষতলেই থাক্‌ব।

দস্যু। দোহাই প্রভু, এস গো, তোমার পায়ে পড়ি গো, এখানে বড় ডাকাতের ভয় গো, পথে ব'সে থেক না গো—

ঈশান। প্রভু, চলুন, এখানে ডাকাতের ভয় ব'ল্‌ছে।

সনা। কাঙ্গালের ভয় কি ঈশান?

ঈশান। আজ্ঞে, তবে ভয় নাই?

সনা। ঈশান, তুমি প্রবঞ্চনা ক'র না; সত্য বল, তোমার নিকট কিছু আছে?

ঈশান। আজ্ঞে—আজ্ঞে!

সনা। বল বল, আমার বোধ হয় আছে, নচেৎ দস্যুর ভয় কেন?

ঈশান। আজ্ঞে, যৎকিঞ্চিৎ আছে।

সনা। কি আছে বল?

ঈশান। আজ্ঞে, ১৫ থান মোহর এই কাঁথায় সেলাই করে এনেছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন, পথের সম্বল তো চাই।

সনা। আমি এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, কেন আমি চ'ল্‌তে পারছিলাম না, কাঁথায় বেঁধে শমনের অনুচর এনেছ; এখনি প্রাণ নাশ হ'তো; কোথায় মোহর, বার কর।

দস্যু। ওরে জংলা!

সনা। বাপু, স্থির হও; তুমি এই মোহর নাও, একটি আমায় ভিক্ষা দাও, আমার এ ভৃত্যের পথের সম্বল নাই, একে আমি বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

দস্যু। এ্যাঁ এ্যাঁ! আমায় দিলে?

সনা। হ্যাঁ, তুমি নাও।

দস্যু। ফাঁড়িতে গে ব'লে দেবে?

সনা। না বাপু, তুমি সে আশঙ্কা ক'রো না, আমি সরল-মনে তোমায় দিচ্ছি; তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক; তুমি আমার পরম উপকারী,—তোমার প্রসাদে আমি বিষয়ীর সংসর্গ পরিত্যাগ ক'রব। তুমি নাও,—আমায় অবিশ্বাস ক'রো না।

দস্যু। তুমি ঠিক বৈরাগী বটে; আমি তিন দিন তোমার পেছু পেছু আছি, লোকের ভিড়ে কিছু ব'লতে পারি নি; আমি দেখেছি, তোমার কিছুতে মন নাই; আপনার গোঁভরেই চ'লেছ, আর উনি কেবল কাঁথা সামলাচ্ছেন। ওহে, কাঁথার ভেতর পুর্‌লে আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না, এখানে কত লোক কত রকম ক'রে যায়,—কেউ জটার ভেতর রাখে, কেউ গায়ের সঙ্গে মোম দিয়ে মেড়ে রাখে, কেউ কোপ্‌নির ভেতর

রাখে, আমরা সব টের পাই। তোমার জোর কপাল, এঁর সঙ্গে ছিলে, তাই বেঁচে গেলে। হা—হা—হা! তুমি মনে ক'রেছিলে, আমি বনের ভেতর অতিথ-সেবা ক'র্‌তে এসেছি! দেখ ঠাকুর, তোমার উপর বড় খুসি হ'য়েছি, এই একটা মোহর নাও, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

সনা। ঈশান, এই নাও, বাড়ী যাও।

ঈশান। প্রভু, আপনাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? আমায় পায়ে ঠেল্‌বেন না।

সনা। তুমি কখনও ত আমার অবাধ্য হও না। আজ কেন কথা শুন্‌চো না? তোমার এখনও বিষয়-বাসনা দূর হয় নি, তুমি যাও, আমার যে জহরৎ তোমার জিম্বায় আছে, তা বিক্রয় ক'রে লক্ষ মুদ্রা পাবে, ভোগ-বাসনা তৃপ্ত হ'লে বৃন্দাবনে যেও।

ঈশান। প্রভু, চিরদিন আপনার সেবা ক'রেছি, আপনাকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌বো, হায়! আমার কি হ'ল,—দীনবন্ধু, কি ক'র্‌লে,—আমি কেন এ কাল মোহর এনেছিলুম্।

সনা। ঈশান, তুমি ক্ষুব্ধ হ'য়ো না; তুমি আমায় পরিচয় দিয়েছিলে, তুমি গৌরাঙ্গের দাস; যখন মহাপ্রভুর দাসত্ব গ্রহণ ক'রেছ, তখন আর তোমার ভয় নাই; গৌরাঙ্গদেব তোমায় পদে স্থান দেবেন, কিন্তু কর্ম্মভোগ খণ্ডন হয় না, এখনও সময় পূর্ণ হয় নি, সময় হ'লে বিষয় পরিত্যাগ ক'রো; যাও, যদি আমায় স্নেহ কর, কথা অন্যথা ক'রো না।

ঈশান। প্রভু, কতদিনে সময় পূর্ণ হবে?

সনা। আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বে; যখন গৌরাঙ্গের নাম ভিন্ন অপর পথের সম্বল চাইবে না, যখন একমাত্র গৌরাঙ্গকে সর্ব্বস্ব জান্‌বে।

ঈশান। প্রভু, আমার উদ্ধারের কি হবে?

সনা। গৌরাঙ্গের নাম স্মরণ রেখো, বিষয় তোমায় লিপ্ত ক'রতে পার্‌বে না

ঈশান। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য; দেখ' প্রভু, দাসের যেন গতি হয়।

সনা। গৌরাঙ্গ তোমার গতি ক'রেছেন, ভেবো না।

[ঈশানের প্রস্থান

প্রভু, কতক্ষণে তোমার দর্শন পাব!

(জনৈক সহিসের প্রবেশ)

সহিস্। আরে, এবে, তোম্ ঘোড়াকা কাম সেক গে, তোম্ রোতে হো কাহে কো?

(শ্রীকান্তর প্রবেশ)

জনাব, এ একঠো ঘেসিয়াড়া হো সেক্‌তা।

শ্রীকান্ত। এ কি, মহাশয়ের এ দশা কেন?

সনা। শ্রীকান্ত, তুমি কি কাশী হ'তে আস্‌ছ? তুমি কি গৌরচন্দ্রের সংবাদ জান?

শ্রীকান্ত। হায় হায়, সংসারটা উচ্ছন্ন গেল, তিন ভাই সন্ন্যাসী হ'ল! মহাশয়—মহাশয়, কেন এ সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ব'সেছেন, অট্টালিকা ছেড়ে কেন এ তরুতলে এসেছেন, উজীরি পরিত্যাগ ক'রে কেন এ সন্ন্যাস? চলুন, ঘরে চলুন। হাজিপুরে নবাবের জন্য ঘোড়া কিন্‌তে এসেছিলুম, তা ঘোড়া পাই আর না পাই, আমি এদিকে এসে ত বড় কাজ ক'রেছি। মেলার দিন এল, আমি হাজিপুর থেকে ঘোড়া কিনে শীঘ্রই গৌড়ে যাব, আসুন আমার সঙ্গে আসুন।

সনা। তুমি এ দিকে এসেছিলে কেন? গৌরচন্দ্রকে দর্শন ক'র্‌তে?

শ্রীকান্ত। না, মেলায় দেরি ছিল তাই, এ দিকে যদি ঘোড়া পাই, তাই এসেছিলেম, কৈ, দু' চারটা বই ত পেলুম না। হাজিপুর থেকেই নিতে হবে। আপনি আমার তাঁবুতে আসুন, আহা, এ দুরন্ত শীতে একখানা কাপড় নাই, দেখে যে প্রাণ ফেটে যায়! এই শালখানা গায়ে দিন।

সনা। আমি সন্ন্যাসী, শাল নিয়ে কি ক'র্‌বো?

শ্রীকান্ত। কে বল্লে আপনি সন্ন্যাসী, আপনি উজীর; চলুন, সংসারটা ভাসিয়ে দেবেন না।

সনা। ভাই, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, বৃন্দাবনে বাঁশীর রবে ব্রজাঙ্গনারা কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে গহন কাননে যেত? কথাটি সত্য,—আমি সেই বেণুরব শুনেছি, আমি সেই ব্রজ-গোপীর ন্যায় অকূলে ভেসেছি, আমি আর আপন বশে নাই, কি ক'র্‌বো বল? ওরে, গৌরচন্দ্র যে আমায় ডেকেছেন। হায়, তিনি কোথায়, আর আমি কোথায়?

শ্রীকান্ত। ও সব কি কথা? আপনি প্রকৃতিস্থ হন, কেন এ প্রলাপ ব'ক্‌ছেন? বংশীরব হ'য়েছিল দ্বাপরে, কলিতে

কি ? মাগ ছেলে প্রতিপালন করুন, ইষ্টদেবতার নাম করুন, বাঁশী বাজে, রাখাল নাচে, গোপিনী যাবে,—ও সব কি ?

সনা। ওরে বাজে বাঁশী চিরদিন,
ভুবন ভরিয়া বাজে বাঁশী সুমধুর,
বাঁশী রাধা-নাম গায়,
বাঁশী বলে, আয় আয় ঠেকেছি রে দায়,
বলে বাঁশী, কে আছ ভিখারী,
এস ত্বরাত্বরি,
কল্পতরু প্রেমের কিশোরী,
আয় আয়, না এলে কাঁদিবে রাই !
বাঁশী প্রেমে মত্ত ডাকে উভরায়,
যার কাণে যায়—সে হয় আপন-হারা,
মহারোল সংসার-সাগরে,
রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গে ডুবায় নরে,
মহারোল—বধির শ্রবণ,
তাই বেণুরব নাহি পশে কাণে,
তাই নাহি জানে,
কাতর জীবের তরে প্রেমময়ী রাই,
শুন শুন, ব্যাকুল শ্রীহরি
ডাকিছেন মুরলীর নাদে।

শ্রীকান্ত। বুঝেছি, আর ফের্‌বার নয়, শাল না গায়ে দিন, এই বনাতখানা গায়ে দিন

সনা। আমার প্রভু কন্থাধারী, নফরের এ সাজ সাজ্‌বে না। আহা! প্রভু আমার ভিখারী, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়ান ; আমায় ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে সাজিয়ে দাও, আমি প্রভুর দর্শনে যাই ; ঐ—ঐ শোন, আমায় 'আয়' ব'লে ডাকৃছেন, ঐ বংশীবিনিন্দিত মধুর-ধ্বনি শুন, আমি আর থাক্‌তে পারিনি, চ'ল্লেম।

শ্রীকান্ত। এ বনে কোথায় যাবেন, অদূরে ভাগীরথী, কাশী ও পারে। আমি শুনেছি, গৌরাঙ্গ কাশীতে আছেন, যদি একান্তই গৃহে না যান, আমি নৌকা ক'রে দিব, আপনি যাবেন, এ যে দুরন্ত শীত, তা এই ঘোড়ার কম্বলখানা গায়ে দিন, আসুন।

(কম্বল দেওন)

সনা। না ভাই, তুমি যাও ; আমি চ'ল্‌লেম।

শ্রীকান্ত। কোথায় যান ? না হয় যোগাড় ক'রে কাশীতেই পাঠিয়ে দিই, বনে মারা যাবে না কি ? আঃ! গৌরাঙ্গ কি সর্ব্বনাশই ক'র্‌লে

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশী—চন্দ্রশেখরের বাটী

চৈতন্য, রূপ, অনুপম, চন্দ্রশেখর, বৈষ্ণবগণ ইত্যাদি।

সংকীর্ত্তন।

ভেলি ভেলি রূপমাধুরী তিরপিত নহ আঁখি,
চাহে মন জনম জনম চরণ হৃদয়ে রাখি।
মুঞ্জ কুঞ্জে কুসুম তুলব, গাঁথব নব মালা,
গহন গহন ফিরি ফিরি ফিরি, ধরব হামার কালা;
ফুল-ফাঁদে শ্যামচাঁদে রাখব হাম বাঁধি,
অনিমিখ মুখ হেরব, হৃদয়ে হৃদয়ে মাখি ;
যতনে যে রাখব আঁচরা ঢাকি।

চৈতন্য। কে রে রূপ? কে রে অনুপম ? তোরা যে আমার, তোদের দেখ্‌লে আমার কত কথা মনে পড়ে।

রূপ। প্রভু, শরণাগতের মস্তকে পাদপদ্ম দিন।

চৈতন্য। ওরে রূপ, ওরে অনুপম, তোরা যে কৃষ্ণভক্ত, আমার মাথার মণি।

রূপ। প্রভু, প্রভু, কি আজ্ঞা করেন !

চৈতন্য। আমি বৈষ্ণবের পদধূলি বড় ভালবাসি, কৃষ্ণভক্তের পদধূলি বড় ভালবাসি ; তোরা কৃষ্ণভক্ত, তোদের পদধূলি আমি ভালবাসি।

রূপ। প্রভু, ক্ষমা করুন, দাস কুণ্ঠিত হয়।

চৈতন্য। রূপ, তুমি জান না, কৃষ্ণভক্ত দেবতাদিগেরও পূজ্য। দুর্লভ নরজন্ম ধারণ ক'রে কোটি লোকের মধ্যে একজনের ধর্ম্মনিষ্ঠা হয় ; কর্ম্মনিষ্ঠাই অধিক, কোটি কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে একজন জ্ঞানী হয়, কোটি জ্ঞানীর ভেতর একজনের হরিভক্তি হওয়া দুর্লভ,—তুমি সেই হরিভক্ত, তোমার কাছে আমি অনেক আশা করি। রূপ, অনুপম, তোরা এলি, আমার সনাতন কোথা ?

রূপ। প্রভু সকলি জানেন, অনুপম গৌড় থেকে শুনে এসেছে, নবাব রোষান্ধ হ'য়ে তাঁকে কারাগারে দিয়েছেন।

চৈতন্য। কার সাধ্য সনাতনকে কারাগারে রাখে ? তার মুখে আমি হরিনাম শুনেছি, হরিভক্তকে কে কারাগারে বন্ধ-

করে? আমার সনাতন আমার কাছে আসছে। ওরে, রূপ-সনাতন—দুইজন যে আমার বৃন্দাবনরক্ষক। রূপ, তুমি বৃন্দাবনে যাও, ভক্তি-রসের গ্রন্থ প্রস্তুত কর, জীবকে অমরত্ব প্রদান কর; সনাতনের জন্য ভেব না, তার দেখা শীঘ্র পাবে। অনুপম, তুমি অনুপম, তুমি যেখানে যাবে, লোকে পবিত্র হবে। যাও, তুমিও রূপের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাও। রূপ, বন্দাবন-বাসীর ভার তোমার উপর, আমার মদনমোহনের ভার তোমার উপর।

রূপ। প্রভু, দাসকে শক্তি-সঞ্চার করুন।

চৈতন্য। কৃষ্ণের শক্তি তোমাতে বিরাজমান; তোমার ভয় কি,—তোমার ললিত রচনায় মানব-হৃদয় ভক্তিরসে সিক্ত হবে। রূপ, যাও, তুমি আমার বৃন্দাবনের দ্বারী, তুমি গেলে আমি বৃন্দাবনের দায়ে নিশ্চিন্ত হব।

রূপ। দাসের ভাল-মন্দ সকলই প্রভুর উপর।

চৈতন্য। অনুপম, রূপের সঙ্গে যাও; এখানে থাক্‌লে তোমাদের সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তো, কিন্তু তাতে তার মায়িক সম্বন্ধ উদয় হবে, প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনে মায়ার অধিকার নাই, শেষ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর'।

অনু। প্রভু, আপনার চরণে যদি অচলা ভক্তি থাকে, তা হ'লে যে আমায় অনুপম নাম দিয়েছেন, আমার অনুপম নাম সার্থক।

চৈতন্য। তোমার ভক্তিরসে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হবে।

[রূপ ও অনুপমের প্রস্থান।

আহা! আমার রূপের, আমার অনুপমের কি আশ্চর্য্য কৃষ্ণ-ভক্তি,—ভক্তি-ডোরে আমার মদনমোহনকে ওরা বেঁধেছে।

চন্দ্র। প্রভু, আপনি বাঁধা প'ড়েছেন!

চৈতন্য। ছিঃ—আমি কে, দেখ্‌ছ না একটা মাংস-পিণ্ড-জড়িত! আমার গৌরব ক'র না, কৃষ্ণচন্দ্রের গৌরব কর। চন্দ্রশেখর, দেখ তো, দোরে ত কেউ বৈষ্ণব নাই,—আমার প্রাণ যে কেমন ক'র্‌ছে, আমার যেন কেউ আপনার লোক এসেছে।

[চন্দ্রশেখরের প্রস্থান।

১ম বৈষ্ণব। প্রভু, ক'র্‌ছেন কি?

চৈতন্য। আমি কৃষ্ণ-বিরহে বড় কাতর, তাই ভক্তবৃন্দের পদ-রজ অঙ্গে ধারণ ক'র্‌ছি, ভক্তের কৃপা হ'লে মদনমোহনের কৃপা হবে।

(চন্দ্রশেখর ও সনাতনের প্রবেশ)

সনাতন, সনাতন, আমি এত ডাক্‌ছি,—তুই আমায় ভুলে কোথায় ছিলি? আয় রে তোর চন্দ্রবদন দেখি।

সনা। প্রভু, প্রভু, পতিতপাবন, আমায় শ্রীচরণ দিন; আমি বিষয়ী!—

কাঞ্চন গঞ্জন, শ্রীঅঙ্গ রঞ্জন,
গৌরাঙ্গ সুন্দর ঠাম!
প্রেমের সন্ন্যাসী, দ্বারে দ্বারে আসি,
প্রেম ঢালে অবিরাম।
ত্যজিয়া বাঁশরী, কি ভাবে আ মরি,
দণ্ড-কমণ্ডলু করে!
সদা উতরোলে, রাধা রাধা বলে,
কমল-নয়ন ঝরে।
কাল' কায় ঢাকা, রাধারূপ আঁকা,
নবলীলা নব সাজে,—
হের দীন জন, মাগিছে শরণ
চরণ-রাজীব রাজে!

চৈতন্য। তুমি কৃষ্ণ-প্রেমে বৈরাগী, তোমার জন্মে পৃথিবী ধন্য। দেখ সনাতন, আমার একটি কথা মনে প'ড়ছে—প্রহ্লাদ হরিপ্রেমে পিতার কথা ঠেলেছিল, প্রহ্লাদ অবাধ্য হয়ে ধন্য; ভরত শ্রীরামের জন্য মায়ের কথা ঠেলেছিলেন,—তিনি অবাধ্য হ'য়ে ধন্য; বিভীষণ ভগবানের জন্য জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রেছিলেন,—তিনি ধন্য; তুমি হরিপ্রেমে রাজ-আজ্ঞা ঠেলেছ,—তুমিও ধন্য।

সনা। ভগবান্ অন্তর্য্যামী, আমার বড় আশঙ্কা ছিল, আমি ছলে কারাগারমুক্ত,—প্রভু, ভয়হর, শ্রীমুখের আজ্ঞায় আমার সে ভয় দূর হ'লো।

চৈতন্য। তুমি কি জাননা, কৃষ্ণ চতুর চূড়ামণি! চতুররাজ চাতুরী ক'রে তাঁর ভক্তকে উদ্ধার ক'রেছেন। কৃষ্ণের চাতুরী, তোমার কি?—তুমি একবার সেই মদনমোহনকে ডাক, আমি প্রাণ ভরে শুনি।

সনা। গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ, মদনমোহন গৌরাঙ্গ!

চৈতন্য। ছিঃ, তুমি জীবাধমে ঈশ্বর তুলনা কর!—

কৃষ্ণচন্দ্র মদনমোহন,
বিশ্বের আধার কৃষ্ণচন্দ্র সার,
ব্রহ্মা আদি শক্তি মাত্র যার,

বিশ্বব্যাপী সেই সর্ব্বভূতে—
সেই সনাতন ভকত রঞ্জন,
সেই বিপিনবিহারী বাজায়ে বাঁশরী,
প্রাণ মন চুরি করে ছলে, —
সেই কালা বঙ্কিম-নয়নে,
প্রাণে বাণ হানে,
উন্মাদিনী গোপিনী যে স্বরে—
এই ছিল কোথা গেল, কোথা সে আমার ?
কোথা রাধিকার মনোচোরা,
আন ত্বরা আন ব্রজরাজে।

(প্রথম বৈষ্ণবের গীত)

বাসি হ'লো বনমালা, দেখ ওলো প্রাণ-সই,
ধূসর গগনে শশী, কাল-শশী এল কই ?
মজিয়া শঠের ছলে, ভাসিল নয়নজলে,
দেখ লো কমলদলে, ভ্রমরা বসিল ওই।
এল না এল না কালা, বিফল বিপিনে জ্বালা,
বিরহ-বিধুরা বালা, বল বল কত সই!

চৈতন্য। সনাতন, আমার মুখপানে চেয়ে আছ কেন ?

সনা। প্রভু, অধমের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

চৈতন্য। কৃষ্ণ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রবেন, তুমি বৃন্দাবনে যাও।

সনা। প্রভু, আপনি আমার সর্ব্বস্ব, আপনার চরণ ভিন্ন আমি অন্য কারুকে চাইনি! আমি গোলোক চাইনি, আমি বৃন্দাবন চাইনি,—আমি আপনার চরণযুগল চাই, আপনার সেবা ক'র্‌বো,—আমার বড় সাধ।

চৈতন্য। আমি ত তোমার কাছে থাক্‌তে বড় ভালবাসি। আবার ভয় হয়, মা আমায় আদর দিয়ে বড় আব্‌দেরে ক'রেছেন ; তুমি যদি রাগ কর,—মা আমায় রাগ ক'রে কত মারতেন, কত বাঁধতেন !—

দেখ, নন্দরাণী নবনীর তরে,—
করে করে বেঁধেছিল মোরে,
আজ' আমি বাঁধা আছি যশোদার পায়—
না জানি কি ছলে তুমি ভুলাও আমায় !
বাঁধিতে কি আছে তোর সাধ ?
ওরে, বারে বারে বদ্ধ হব কত ?
কি জানি কেমন মন বুঝাইতে নারি,—
যেই কৃষ্ণ বলে, ছলে বসি তার কোলে,
তখনি রে কেনা তার কাছে !
ওরে, কত মনে করি—মনেরে নিবারি,
যেই জন বলে হরি হরি,
অমনি তখনি—আপনা পাসরি,
ধেয়ে যাই তার কাছে !
আত্মহারা এমন কে আছে—
বিকায়েছি কত বার।

সনা। হা করুণাময় !

চৈতন্য। সনাতন, তুমি বৃন্দাবনে যাও, আমি তোমার কাছে থাক্‌তে বড় ভালবাসি। নির্জ্জনে আমার একটি কুটীর ক'রে দিও, আমি এক এক দিন আব্‌দার ক'র্‌বো, আমায় মেরো না, আমার আব্‌দেরে স্বভাব। সনাতন, আমি যদি কালা হ'য়ে যাই, তুমি আর কি আমায় ভালবাসবে না ? আমায় কি চূড়া মাথায় দিলে ভাল দেখায় না ? আমি যদি পীতধটী পরি, আমায় কি তুমি তাড়িয়ে দেবে ? দেখ, আমি নূপুর পায়ে দিয়ে তোমার কাছে নাচ্‌বো, আমি বংশী বাজাব, তুমি আমায় কিছু ব'লো না। দেখ সনাতন,—আমি চিকণ-কালো, আমার রায়ের রূপে ভুবন আলো !

(বৈষ্ণবগণের গীত)

আমি আপনি চিকণ-কালো.
আমার রাইয়ের রূপে ভুবন আলো,
রাইয়ের বরণ মেখেছি কায়, রাইকে বাসি ভালো।
কিশোরীর রূপের কিরণ, ঢেকেছে কালো বরণ,
রাই বিনে আর সোনার চাঁপার বরণ কার এমন ?
আমার অঙ্গে অঙ্গে রাই কিশোরী,
রাধানাম সদাই করি,
কিশোরীর প্রেমের ঋণে যোগী হ'তে হ'লো।

[সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশী—পথ

রামদিন ও নসির খাঁ।

রাম। নসির খাঁ, এখানে কি গৌরাঙ্গ আস্‌বেন? তাঁর কি দর্শন পাব?

নসির। হুজুর, আমি ত জানি না; সকলে ব'ল্‌ছে, তাই আমি আশা ক'রে এখানে ব'সে আছি।

রাম। নসির, তুমি আমায় হুজুর ব'লো না, আমি তোমার দাস।

(বুদ্ধিমন্তের প্রবেশ)

বুদ্ধি। বাপু, ব'লতে পার, এই পথে গৌর যাবে কি? এঁ্যা, কে ও? রামদিন! কে ও, নসির?—

রাম। আপনি কে, সেই বুদ্ধিমন্ত ঠাকুর না?

বুদ্ধি। না বাবা, আমি বুদ্ধিমন্ত নই।

রাম। কেন ঠাকুর, ভয় কি? মিথ্যাকথা ব'ল্‌চো কেন? আমি তোমায় চিন্‌তে পেরেছি।

বুদ্ধি। বাবা, পরোয়ানা টরোয়ানা আন নাই ত?

রাম। আমরা গৌরাঙ্গ-দর্শনে এসেছি, গৌরাঙ্গকে দর্শন ক'রে মানব-জীবন সফল ক'র্‌ব। আমি কারাধ্যক্ষ—মহাপাতকী, আমায় কি দর্শন দেবেন? দেখি, নিজগুণে ঠাকুর কি করেন।

বুদ্ধি। হ্যাঁ বাবা, ব'ল্‌তে পার, আমার উপায় কিছু হবে?

নসির। তুমিও কি প্রভুকে দর্শন ক'র্‌তে কাশীতে এসেছ?

বুদ্ধি। না বাবা, আমি কাশীতে একটা ব্যবস্থা নিতে এসেছিলুম। আমায় ত মুসলমান ক'রে দিয়েছে জান, তাই একটা ব্যবস্থা নিতে এসেছিলুম।

রাম। তা কি হ'লো?

বুদ্ধি। বড় বড় মাথা-কামানে গেরুয়া-পরা ব'ল্‌লেন, "তোর ত আর টাকা-কড়ি নাই, তোর তুষানল"।

রাম। তার পর?

বুদ্ধি। তার পর আর কি?—শুনে অঙ্গ শীতল হ'য়ে গেল আর কি!

রাম। তুমি অন্যত্তরে ব্যবস্থা নিলে না কেন?

বুদ্ধি। যেখানে যাই, কেউ বলেন তুষানল, কেউ বলেন—তপ্ত ঘৃত পান! এই পণ্ডিত শালাদের মুখে নবাব থুৎকুড়ি দেয়, তা হ'লে সাতজন্ম মুসলমান হ'য়ে থাকি সেও ভাল, দেখি—শালারা ক' ঢোক্ তপ্ত ঘি খায়, আর ক' শালা তুষানল করে!

(সনাতনের প্রবেশ)

রাম। প্রভু, গৌরাঙ্গদেব কি এ দিক্ দিয়ে যাবেন?

নসির। আমরা কি তাঁর দর্শন পাব?

সনা। কে ও, রামদিন্? কে ও, নসির্? গৌরাঙ্গদেব বড় দয়াল, তিনি তোমাদের কৃপা ক'র্‌বেন।

নসির। কে ও, সনাতন প্রভু! আপনার কৃপা হ'লে আমরা গৌরাঙ্গদেবের কৃপা পাব।

সনা। কোন চিন্তা ক'রো না, তোমরা পরমভক্ত; তিনি ভক্তবৎসল, এখনি তোমাদের দর্শন দিবেন।

বুদ্ধি। দাদা সনাতন, তুমি কি ঐ গৌরের দলে?

সনা। আমি তাঁর দাস।

বুদ্ধি। দেখ দাদা, তুমি যে শুনেছিলে—তোমায় আমি একঘরে ক'র্‌তে চেয়েছিলেম, সে জীবে চক্রবর্ত্তী রটিয়েছিল, আমার কোন অপরাধ নাই; যদি গৌরাঙ্গকে ব'লে আমার একটা প্রায়শ্চিত্ত-বিধি ক'রে দিতে পার,—তুষানল টুষানল পার্‌ব না দাদা!

সনা। গৌরাঙ্গ-দর্শনে কোটি জন্ম পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। আপনি এইখানে দাঁড়ান,—গৌরচন্দ্র দর্শন ক'র্‌লে আপনার সকল পাপ দূর হবে। নসির, আমার প্রতি কৃপা কর, আমার এই কম্বলখানি নিয়ে তোমার কাঁথাখানি দাও।

নসির। প্রভু, আপনার কথা আমি ঠেল্‌তে পারি নি, এ যে ছেঁড়া কাঁথা, আর আমি যবন—অপবিত্র!

সনা। দাও, আমায় কৃপা ক'রে কাঁথাখানি দাও। তুমি গৌর-ভক্ত, তোমা অপেক্ষা শুচি কে? আমার মিনতি রাখ, গৌরাঙ্গদেব বার বার আমার এ কম্বলের প্রতি দৃষ্টি ক'রেছেন, আমি এ ছার কম্বল আর গায়ে দেব না।

(কাঁথা দিয়া নসীরের কম্বল গ্রহণ)

বুদ্ধি। দাদা সনাতন, গৌর এলে যেন আমার কথাটা মনে থাকে।

সনা। তুমি গৌরহরি বল, তোমার ভয় নাই।

সকলে। গৌরহরি, গৌরহরি, গৌরহরি!

(চৈতন্যদেবের প্রবেশ)

চৈতন্য। (নসিরের প্রতি) দেখ, তোমার কৃষ্ণ-ভক্তি হ'য়েছে, তুমি সাধু।

নসির। প্রভু, অধম যবনের প্রতি এত কৃপা!

চৈতন্য। (রামদিনের প্রতি) কে রে ভক্তোত্তম? কৃষ্ণ যে তোমার হৃদয়ে! তোমার হৃদয় স্পর্শ ক'রে আমি পবিত্র হই,—আমি কৃষ্ণধনকে স্পর্শ করি।

রাম। হা গৌরাঙ্গ!

বুদ্ধি। বাবা গৌর, আমি সনাতনের ঠাকুরদাদা সুবাদে হই, আমার যা হয় একটা প্রায়শ্চিত্তবিধি ক'রে দাও,—আমি তপ্ত-ঘি টি খেতে পার্ব' না। বাবা, নবাব আমার মুখে থুৎকুড়ি দিয়েছে, আমি মুসলমান হ'য়ে গিয়েছি।

চৈতন্য। তোমার ভয় কি? তুমি কৃষ্ণনাম কর।—

কৃষ্ণনামে অপার মহিমা—
একনামে পাপ হবে ক্ষয়!
পুনঃ কৃষ্ণ বল,
কৃষ্ণচন্দ্র হবেন উদয়!
তৃতীয় নামেতে তাঁর পাবে সহবাস!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল ভাই—
কৃষ্ণ বই নাই!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বল বার বার,
গোলকে উঠিবে তাহে দুন্দুভি-ঝঙ্কার।
'ধন্য ধন্য' বলিবে গোলকবাসী।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বল অবিরাম,
নবঘনশ্যাম—
বংশী করে ফিরিবেন পাছে পাছে।
কৃষ্ণনাম কর গিয়া বৃন্দাবনে,
দূরে যাবে সকল যন্ত্রণা,
অতি শ্রেষ্ঠ হবে তুমি কৃষ্ণনাম-গুণে।

বুদ্ধি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

(বৈষ্ণবগণের প্রবেশ)

১ম বৈষ্ণব। এই যে আমার কৃষ্ণচন্দ্র!

২য় বৈষ্ণব। এই যে আমার কৃষ্ণচন্দ্র!

সকলে। জয় জয় পতিতপাবন!

চৈতন্য। ওরে সনাতন, তোর কি সুন্দর সাজ হ'য়েছে! ওরে প্রেমিক সন্ন্যাসি! তোর পদধূলি আমি মস্তকে মাখি, ওরে বৃন্দাবনবাসি! তুই বৃন্দাবনে যা, জীবের উপায় কর। কৃষ্ণ-ভক্তি রচনা ক'রে জীবের পথ মুক্ত ক'রে দে।

সনা। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

চৈতন্য। আয়—সঙ্কীর্ত্তনে নাচি, নেচে নেচে বৃন্দাবনে চ'লে যা।

(সকলের সঙ্কীর্ত্তন)

বল ভাই, হরি হরি, প্রেম ক'রে ভাই হরি বল।
নামে প্রাণ উথলে, পাষাণ গলে,
প্রেম-রসে নাম ঢল ঢল!
অনুরাগে বল রে হরি নাম,
প্রেম-রসে প্রাণ ভাস্‌বে অবিরাম,
হৃদয়-মাঝে উদয় হবে ত্রিভঙ্গিম শ্যাম,
ছার বাসনা যাবে দূরে, ক'রবে না আর ছল,—
নামের গুণে প্রাণ হবে শীতল।
হরি নাম কেন ভোল!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন—যমুনাতীর

সনাতন।

সনা। প্রভু আমায় ছল ক'রে নীলাচলে চ'লে গেলেন। কই, প্রভু ত আমার সেবা নিতে এলেন না, প্রভুকে ত পেলেম না!—আজ হ'তে আর কুটীরে প্রবেশ ক'র্‌ব না; এই যমুনাতীরেই বাস ক'রব। রূপ ধন্য, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, প্যারী পেয়ারীলাল তাঁর অন্নভক্ষণ ক'রেছেন,—আমি সেই মহাপুরুষের কৃপায় পঞ্চানন-বাঞ্ছিত প্রসাদ ধারণ ক'রেছি, রূপের চরণে আমার কোটি প্রণাম।

(বল্লভের প্রবেশ)

বল্লভ। প্রভু, গোস্বামী আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে নিবেদন ক'রেছেন যে, আজ রজনীতে তাঁর নূতন পুস্তকখানি আপনি শোনেন।

সনা। গোস্বামীর চরণে আমার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত, তাঁর হরিভক্তি সার্থক! ভ্রম নয়— আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রাধা-কৃষ্ণ তাঁর অন্ন প্রসাদ ক'রেছেন। আমি নরাধম, মদনমোহন-সেবা আমার অদৃষ্টে নাই! গৌরাঙ্গদেব ছল ক'রে আমায় বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন; আমি পদ্মাসন পেতে দিন-যামিনী অপেক্ষা ক'রছি,—কই, আমার আশা ত পূর্ণ হল না?

বল্লভ। প্রভু, আপনি মলিন হবেন না, গৌরাঙ্গের কথা কখনও মিথ্যা নয়।

সনা। আরে, তুমি জান না, চতুরের কথায় প্রত্যয় নাই, আজ প্রভাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, মদনমোহন আমার কুটীরে এসেছেন; নিদ্রাভঙ্গে দেখি, আমার কুটীর যেমন শূন্য থাকে, তেমনি শূন্য, মদনমোহন নাই। আমি বৃন্দাবনে এসে তিন দিন স্বপ্ন দেখেছি, মদনমোহন আমার কাছে আস্‌তে ব্যাকুল, তা কই?—বোঝ, ছল কি নয়? গোস্বামী কি নূতন গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন?

বল্লভ। আমি ত তা জানি নি, প্যারীজীর রূপ বর্ণনা ক'রে একটী গীত আমায় গাইতে ব'লেছিলেন, সেইটিই যা শিখেছি।

সনা। কৃপা ক'রে গাও দেখি, শুনি।

(বল্লভের গীত)

মরি তরুণ অরুণ কিরণ ঝলসে, আমার কাঁচা সোণা কমলিনী,
মদনমোহন রঞ্জন আঁখি, শ্যামচাঁদের প্রেমে উন্মাদিনী,
অঙ্গছাদন নীল-বসনে—যেন মেঘে খেলে সৌদামিনী!
মরি চন্দ্র কুসুম নেহারে হাসি,
আমার ব্রজরাণী আমোদিনী।
মরি লম্বিত বেণী দল দল দোলে—
রাইয়ের বেণী কাল-ভুজঙ্গিনী!

সনা। অনুপম, একটি কথা যেন আমার প্রাণে বাজ্‌ছে; আনন্দ-প্রতিমা অমৃতময়ী কিশোরীর লম্বিত বেণী - বিষধর কালভুজঙ্গিনীর সঙ্গে তুলনা,—ঐটি কেমন মনে হ'চ্ছে; নইলে গোস্বামীর রচনার আর তুলনা নাই। অনুপম, গোস্বামীকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিও, আমার নিবেদন এই যে, ভ্রমর যেমন মধুপানের নিমিত্ত ব্যাকুল, আমিও তাঁর রচনা-মাধুরী শ্রবণ ক'র্‌তে সেইরূপ লালায়িত। আমি সন্ধ্যার পর মথুরা দর্শন ক'রে তাঁর শ্রীচরণ বন্দন ক'র্‌ব। শুনেছি, মথুরায় এক অপূর্ব্ব বিগ্রহ মদনমোহন মূর্ত্তি বিরাজিত।

বল্লভ। প্রভু, দাসকে বিদায় দিন।

সনা। বৈষ্ণব-চরণে আমার প্রণাম।

[বল্লভের প্রস্থান।

(জীবন চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ)

জীবন। দূর ছাই—এই গাছ, এই ঘাট, এই যমুনা, বেশীর মধ্যে ত এই বৈরাগী শালা! টাকা কই? ও ফাঁকি—ফাঁকি, কলিতে সব ফক্কিকার! দেবতাই বল, আর যাই বল, এ দিকে সব ঠিক্‌ঠাক, শুধু টাকার বেলা বুড়ো আঙ্গুল দেখালে গা! হাত্তোর নেই বিশ্বেশ্বরের নিকিছি ক'রেছে! আর এ প্রাণ নিয়ে কি ক'র্‌ব ছাই, যমুনায় ডুবে মরি। সাতজন্ম লক্ষীছাড়া থাকতে হবে, এক জন্মের জন্য খেদ ক'র্‌লে কি হবে?

সনা। ঠাকুর, আপনি অত বিষণ্ণ কেন?

জীবন। আর তা বুঝ্‌তে পারছ না?—তোমার তিলক

দেখে আমার ভাব হ'য়েছে! যাও, যাও, তোমার কাজে যাও, আর জ্বালিও না।

সনা। এ বৃন্দাবন আনন্দধাম! হেথায় কি নিরানন্দ হ'তে আছে?

জীবন। আমার সক্, বুঝ্‌তে পারছ না,—আমি সৌখীন, সক্ ক'রে নিরানন্দ হ'য়েছি! বলে, 'নিরানন্দ হ'তে আছে?'

সনা। এ আনন্দময়ের পুরী, হেথায় কেউ নিরানন্দ থাকে না।

জীবন। বলি, দেখ্‌লেও কি প্রত্যয় কর না? এই যে সাম্‌নে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটেছে। তোমার বৃন্দাবন—আমি ঢের বন দেখে এসেচি, লক্ষ্মীছাড়ার কাছে সব সমান! বৈরিগী ঠাকুর, কলিতে কি আর দেবতা আছে?—

সনা। দেবতা নাই? ছি! ছি! অমন কথা মুখে আন্‌বেন না; বৃন্দাবনে এসেছেন, দেবতা প্রত্যক্ষ দেখ্‌বেন।

জীবন। এই যে কাশী থেকে প্রত্যক্ষ দেখে এলেম! দেবতা দেবতা ক'র্‌চ, তবে শুন্‌বে? এতেও যদি আক্কেল হয়, তবে শোন!—আমার বাড়ী ছিল গৌড়ে, আমি বড় গরীব, আমায় এক দিন এক ব্যাটা অপমান ক'রলে; শুনে'ছিলেম—বিশ্বেশ্বরের কাছে ধন্না দিলে রোগ-টোগ ভাল হয়, আমি টাকার জন্যে গে ধন্না দিলেম, সাত দিন অনাহারী থেকে স্বপ্ন হ'ল, বৃন্দাবনে গেলেই তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

সনা। যখন বাবার আদেশ হ'য়েছে, তখন অবশ্যই হবে।

জীবন। হবে,—তোমার বহির্বাসখানা দেবে নাকি? ওহে বাপু, ভাল ক'রে শোন নি, বোঝ, আমার টাকার দরকার,—টাকা, রূপচাঁদ—রুধির! দেবে তুমি?

সনা। বৃন্দাবনে তুচ্ছ টাকার জন্য এসেছেন?

জীবন। তুমি এঁচেছিলে বুঝি, রজে গড়াতে এসেছি; দেখ্‌লে দেবতা মিথ্যা কি নয়?

সনা। দেবতা মিথ্যা নয়।

জীবন। তবু ব'ল্‌বে নয়; নয় ত নয়, বাপু, তুমি পথ দেখ।

সনা। ঠাকুর, দেবতার বাক্য অবিশ্বাস ক'রো না, মনুষ্য মিথ্যাবাদী, দেবতা মিথ্যাবাদী নয়; যদি তোমার ধনের আশাই হয়—বৃন্দাবনে এসেছ, নিরাশ হবে না; ঐ নাও, ঐখানে পরেশ পাথর আছে, নাও।

জীবন। চূড়ান্ত বেল্লিক্, বেল্লিকের বাদ্‌শা! বাবাজী কি পাথরটা ঐখানে ফেলে দিয়েছ বুঝি, ঐ নুড়িটা—ঐ পরেশ-পাথর-খানা?

সনা। আপনি অবিশ্বাস ক'র্‌বেন না, ঐখানে কাল্ আমার চিম্‌টা প'ড়ে গিয়েছিল, পরেশ-পাথর ঠেকে সোণা হ'ল।

জীবন। যদি দেশে হ'ত, বাবা, কাজীকে ব'লে সাত বেত তোমায় খাওয়াতেম।

সনা। আপনার সঙ্গে ত ধাতু আছে, ছুঁইয়ে দেখুন, সোণা হয় কি, না।

জীবন। কই, চাবিটি সোণা কর দেখি? বুজ্‌রুকি আমি ঢের দেখেছি; ভাব্‌ছ কিছু গপ্পা ক'র্‌বে, তা আমার ঠেঁঙে কিছু নাই বাবা, আমি লক্ষ্মীছাড়া।

সনা। শুনুন, দেবতা মিথ্যা নয়, সব সত্য,—বৃন্দাবন সত্য, যমুনা সত্য, বিশ্বেশ্বরের বাক্য সত্য, আমি তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রছিনি,—সত্যই এ পরেশমণি, ছোঁয়াও—সোণা হবে।

জীবন। এইটে?

সনা। হ্যাঁ।

জীবন। (পরেশমণি স্পর্শে চাবি সোণা হইতে দেখিয়া) এ কি যাদু? আপনি কে? আপনি কি কোন দেবতা, আমার সঙ্গে ছল ক'র্‌ছেন? আপনি কি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর!

সনা। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না? আমি সেই অধম সনাতন।

জীবন। এ্যাঁ, সনাতন! সত্যই ত বটে; না, কোন দেবতা সেই বেশে আমায় ছলনা ক'র্‌ছেন? আপনি কি রত্ন পেয়ে উজীরি পরিত্যাগ করেছেন? আপনি কি রত্ন পেয়ে পরেশ-মণি পায়ে ঠেলেছেন? দেবতা সত্য, বিশ্বেশ্বর সত্য, বৃন্দাবন সত্য, যমুনা সত্য, রাধাকৃষ্ণ সত্য, সনাতন সত্য, সত্য সত্য সত্য! আপনার নিকট কি রত্ন আছে যে, আপনি পরেশমণি পায়ে ঠেলেছেন? আমায় সেই রত্ন দিন, আমার এ তুচ্ছ পরেশমণিতে প্রয়োজন নাই; আমায় সেই রত্ন দিন, আমায় সেই অমূল্য রত্ন দিন, না দেন, আমি ব্রহ্মহত্যা হব, এই নাও তোমার পরেশমণি।

[যমুনায় নিক্ষেপ।

সনা। ভাই রে, আমি কাঙ্গাল; কাঙ্গালের নিধি হরি-নাম আমি পেয়েছি; বল, ভাই, 'হরিবোল।'

জীবন। বল, ভাই, 'হরি' বল! বল, ভাই, 'হরি' বল! বল, ভাই, 'হরি' বল।

সনা। বিশ্বেশ্বরের কি অপার মহিমা! গরল চাইলে সুধা দেন। হরিনামই ধন্য! জয় হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মথুরাপুরী—চৌবের বাটীর সম্মুখ

চৌবের ছেলে।

চৌ-ছে। মদনমোহন আওনা ভাই, বন্‌মে যাকে খেলে।

নেপথ্যে। নেই ভাই, তোম্‌সে খেলেগে নেই, তোম্‌ত প্যারী হামকো নেই দিয়া।

চৌ-ছে। আরে, লেড়কা পন ছোড় ভাই; পেয়ারী লেকে কেয়া করোগে?

নেপথ্যে। বিন্ পেয়ারী মেরি পরাণ না মানে ভাই।

চৌ-ছে। তু বোল কাঁহা পেয়ারী মিলে?

নেপথ্যে। হাম্ ক্যা জানে কাঁহা জান্ লে।

চৌ-ছে। যা,—তোরি বায়না বড় কানাহি।

(বুদ্ধিমন্ত ও সনাতনের প্রবেশ)

বুদ্ধি। প্রভু, আমি বনভ্রমণে গিয়াছিলেম, এই বনফল ক'টি তুলে এনেছি, আপনি যদি কৃপা ক'রে গ্রহণ করেন; আমি রূপ গোস্বামীর চরণ-দর্শনে চ'ল্লেম।

[ফলদিয়া বুদ্ধিমন্তের প্রস্থান।

সনা। আহা! মদনমোহন আমার ঘরে নাই, এ বনফল আমি কারে দেব'? শুন্‌লেম, এখানে চৌবের বাড়ীতে সেই মদনমোহন মূর্ত্তি বিরাজিত।

চৌ-ছে। এ ক্যা, বন কি ফল, হামে দেনা।

সনা। খাও, খাও।

চৌ-ছে। হাম্ খায়? মদনমোহন বন্‌কা ফল বড়া চাহাতা, মায়্ মায়িকা ডর্‌সে দূর বন নেহি যা সেক্‌তা

সনা। মদনমোহন কে?

চৌ-ছে। মেরি মদনমোহন হাম্‌সে খেল্ খেল্‌তা, তোম্ জানতা নেহি? নেহি ভাই, ভুল গিয়া—মদনমোহন মানা কর্ দিয়া, মায়ীকে তু না বোল।

সনা। তুমি কি ব'লছ? আমার প্রাণ কেমন ক'রছে।

চৌ-ছে। আরে কাহে রে? মদনমোহনকো খেলায় কে প্রসাদ হাম্ দেগা, তেরা আনন্দ্ হো যাগা, মদনমোহন বনফল্ বড়া প্রীত্‌সে খাতা হ্যায়।

সনা। মদনমোহন, কোথায় তুমি?

চৌ-ছে। ঘর্ মে হ্যায়; তু দর্শন করোগে? দেখো, একৃঠো পেয়ারী জী হাম্‌কো দে সেক্‌তা, তব দেক্‌তে হো আনন্দ মে মদনমোহন নাচ্‌তা, দেখ্‌নেসে প্রাণ পূরা হোতা; ঘর্‌মে কুব্‌জা রাণী হ্যায়, ওস্‌কা পসন্দ নেহি; আহা, মদনমোহন কেয়্‌সে নাচে!

(গীত)

রুণু ঝুণু রুণু নুপুর বোলে, নাচে মদনমোহন মেরি।
ধীর মধুর দোলত কটী, অনিমিখ আঁখি হেরি॥
হেলত কিবা খেলত চূড়া মুরলী বদন খেলে,
উথলে যমুনা বহে উজান, মদনমোহন ভেলে;
বোলত পিক মোহিত হিয়া, গাওত শুক-সারী।

সনা। তুমি কি গোলোকবাসী?

চৌ-ছে। নেই, মথুরাবাসী হ্যায়। এই হামারা ঘর, মেরা ঘর্‌মে ভোজন করোগে? মায়ী বড়া খুসী হোগা।

সনা। আমি তোমার প্রসাদ ধারণ ক'র্‌ব।

চৌ-ছে। আরে, ছি! ছি! রোদন মৎ করো; হাম্ মদনমোহনকো প্রসাদ দেগা। মায়ি, মায়ি, ইধার দেখো, অতিত আয়া।

(চৌবের স্ত্রীর প্রবেশ)

চৌ-ছে। মা, মা!

চৌ-স্ত্রী। নারায়ণ, ভিতরে আসুন।

চৌ-ছে হাম্ যায় ভাই, ফল্ খেলায়কে প্রসাদ লাতে হ্যায়।

[চৌবের ছেলের প্রস্থান।

চৌ-স্ত্রী। প্রভু, চরণ লাইয়ে

সনা। মা, ভাগ্যবতী মা, বহুভাগ্যে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন পেলেম।

চৌ-স্ত্রী। আপনি এমন বোলেন্ না, আপনি অতিত নারায়ণ আছেন।

সনা। মা, আমি বড় ক্ষুধাতুর, আপনার বালকের যদি

কিঞ্চিৎ প্রসাদ থাকে, আমায় এনে দিন। মা, আপনার বালক ব্রজের শ্রীদাম, আমি তার প্রসাদ ধারণ ক'রব।

(চৌবের ছেলের প্রবেশ)

চৌ-ছে। এই দেখো, মদনমোহন আনন্দ্ সে খায়া।

সনা। তুমি খেয়ে দাও।

চৌ-ছে। হাম্ খাকে দে তোরা আনন্দ্ হোগা? লে

চৌ-স্ত্রী। আরে ছল, যশোদা কি চোট্টা, আরে কোটিন কপট ঝুটা, তোম্ হাম্‌কো ছোড় যাগা—যাও, তোমারা এসেই রীত হ্যায়। তোম্ যশোদা মায়ীকি নেহি—নন্দজীকি নেহি, ব্রজবালককা নেহি—গোপিনীকো নেহি—প্যারীজীকা বি নেহি—হাম্‌কো ছোড়কে চলোগে বিচিত্রর নেহি।

সনা। মা, কি হ'য়েছে মা?

চৌ-স্ত্রী। আজ তিন রোজসে মদনমোহন স্বপন্ মে বোল্‌তা, হামারা বালক্‌কা যো ঝুটা খাগা, ওস্কা পাস্ ও যাওয়ে গা, হাম্ এত্তা রোতী, ও শুন্‌তা নেহি। হাম্‌কো ছোড়কে ও চলা যাগা, হাম্ রাখ্‌নে সেখেগী নেহি?

চৌ-ছে। আরে মায়ি, তু রোতী কহে? গোঁসাইকো লে জানে দেও, হাম্ উস্কো নিত খেল্‌নে লেয়ায়েগা, হাম্‌লোক্‌কা কভি ছোড়েগা নেহি। আগর্ ছেড়ে ত ডর্ কেয়া? তু হম্ মদনমোহন বোলকে যমুনা মে ঝাঁপ দেগা—ও যেত্তা কঠিন হোয় না কহে, ওস্কা দরদ লাগেগা মায়ি!

চৌ-স্ত্রী। আরে মদনমোহন, আরে মদনমোহন!

চৌ-ছে। মায়ি, তু রোদন সামারো; মদনমোহন য়্যেসা স্বপন্ দিয়া, করো; কুব্‌জা রাণীকো রাখো, হাম্ নিতি রাতকো মদনমোহনকো খেল্‌নে আনেগা।

সনা। মা, মদনমোহন তোমাদের, যদি তিনি আজ্ঞা ক'রে থাকেন, আমায় দাও, তোমাদের মদনমোহন তোমাদের থাকবে, মথুরাবাসীর চরণ-কৃপায় আমি মদনমোহনের সেবক হব।

চৌ-স্ত্রী। তোম্ মেরি মদনমোহন লিয়া যতন্‌মে রাখিও।

সনা। মা, মা, আমি ত যত্ন জানি না, আমায় যত্ন শিখিয়ে দাও।

চৌ-ছে। আরে, তু ভি শঠ, হ্যায়, নেই শঠ্‌সে তেরা প্রীত্ হোতা? তোম্ যতন নাহি জানে তো মদনমোহন তেরা সঙ্ জানে মাঙ্গেগা কাহে?

চৌ-স্ত্রী। কুব্‌জারাণী হামারি রহেগি, কুব্‌জারাণীকো হাম্ ছোড়েগি নেহি, ঠাকুর, তোম্ হিঁয়া বয়ঠো, হাম অ্যাতি। আহা, কুব্‌জারাণীকো হাম্ কেয়া সম্‌জায়েগী।

[চৌবের স্ত্রীর প্রস্থান।

চৌ-ছে। দেখ, তোম্ পেয়ারী রাণী দিও, নেই তো মদনমোহন রহেগা নেহি, মায়ী উস্কা বুরা বোলেগা, হাম্ সামাল্‌নে যাতা, মায়ীকো বহুৎ ডরে।

[চৌবের ছেলের প্রস্থান।

সনা। বালক ব'ল্‌লে; - রধারাণী দিতে, আমি রাধারাণী পাব কোথা? তাই ত মদনমোহন ত একলা থাকবেন না—আমি রাধারাণী কোথায় পাব? ব্রজেশ্বরী প্রেমময়ী রাই, তোমার মদনমোহন কি একলা থাক্‌বে? আমি ত একলা রাখ্‌তে পার্‌ব না।

(রূপ, বল্লভ ইত্যাদির প্রবেশ)

রূপ। প্রভু, অপরাধ মার্জ্জনা করুন্, আর আমি রচনা ক'রব না; ছার রচনা ক'রে আপনার মনে ব্যথা দিয়াছি, গোঁসাই! জানেন ত আমার শক্তি নাই; হায়! আমি বেণীর সঙ্গে কেন কালভুজঙ্গিনীর তুলনা দিলাম? কেন ভক্তরাজের মনে ব্যথা দিলাম? আহা! না জানি, ভক্তের ব্যথায় আমার রাধা-কৃষ্ণ কত মনে ব্যথা পেয়েছেন!

সনা। না না,—গোস্বামী, তুমি ভক্তের প্রধান, তোমার রচনা অতি মধুর! তোমার গীত শ্রবণে আমি যেন পেয়ারীজীকে সাক্ষাৎ দেখেছি। তুমি আর একবার দেখ, ব্রজেশ্বরীর কৃপায় তোমার রচনা সম্পূর্ণ হবে।

(চৌবের স্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

চৌ-স্ত্রী। ঠাকুর, তোম্ ভিতরে আইয়ে।

সনা। গোস্বামী আসুন, মদনমোহন দর্শন ক'রবেন।

[সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

কুঞ্জবাটী।

চৌ-স্ত্রী। লেও, মেরি মদনমোহন তেরা হুয়া, আরে, তেরা এত্তাই চতুরালী, তোম্‌ কভি কিসিক্যা নেই হুয়া, যা তোম্‌রা আনন্দ্‌ হোয়ে, ঐ আচ্ছা! রোদন করকে জনম লিয়া, রোদন করকে দিন গুজারেগি।

চৌ-ছে। মায়ি, যাস্‌তি বোলো মৎ, মদনমোহনকা বদন মলিন হোগা; দেখ, উস্কা ডর লাগা! ডর মৎ; হাম্‌ ছিপায় কে রাখে।

চৌ-স্ত্রী। নেই, উস্কো কুচ্‌ নেই বোলে গি, মেরা ভাগ্‌কো বোলে।

চৌ-ছে। নেই মায়ি, তু রো মৎ, মদনমোহনকা দরদ লাগেগা; দেখো. তোম্‌ পেয়ারীজী মাঙ্গাইও।

সনা। আরে, আমি রাধারাণী পাব কোথা? ব্রজেশ্বরী রাই, তোমার দর্শন কোথায় পাব? তোমার রূপা ভিন্ন ত আমি মদনমোহনকে রাখ্‌তে পার্‌ব না।

রূপ-সনা। প্রেমময়ী রাধে, কোথায়?

(গান করিতে করিতে সখিগণ ও রাধিকার শূন্য হইতে অবতরণ ও গীত)

দ্যাখ্‌ রে দ্যাখ্‌ রাইয়ের বেণী কাল-ভুজঙ্গিনী
বেণী মনোমোহিনী!
ফণী হেরি মরি ডরে, বেণীতে অমিয় ক্ষরে,
আদরে বংশীধরে বাঁধে বেণী আমোদিনী!

সনা। রূপ, ধন্য তোমার রচনা! ঐ যে ভুজঙ্গিনী বেণী দুল্‌ছে!

মদন। ভাই, মেরি পেয়ারী মিলা।

(মদনমোহন রাধিকার নিকট গমন করিয়া মিলনভাবে দণ্ডায়মান, সখিগণ কর্ত্তৃক সকলের পূর্ব্বোক্ত গীত ‘দ্যাখ্‌ রে দ্যাখ্‌” ইত্যাদি)

(ভক্তবৃন্দের প্রবেশ)

সকলের গীত।

দাঁড়ালো কিশোর-বামে কিশোরী,
অধরে ধরে না হাসি।
মোরা অভিলাষী যুগল-মাধুরী
যুগল ভালবাসি॥
জয় জয় হরিবোল হরিবোল হরিবোল!
মিশেছে চূড়া চাঁচর-চিকুরে,
দোঁহে দোঁহা ঘন বদন নেহারে,
প্রাণ ভাসে প্রেমমধুরে;
উভয়ে উভয়ে মাধুরী হেরি,
যত্নে পরে প্রেমের ফাঁসী॥
জয় জয় হরিবোল হরিবোল হরিবোল!

যবনিকা

অভিমন্যু-বধ

(পৌরাণিক নাটক)

[১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ সাল, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

"* * সুধারস অভিমন্যু-বধে।
কাশিরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥"
কাশিরাম দাস।

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশি! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্।"
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

উৎসর্গ-পত্র

পরম-শ্রদ্ধাস্পদ অনারেবল্
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়
বহুমাননিধানেষু।

যিনি স্বয়ং উৎকর্ষলাভ ও মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করেন, তিনি সংসারে আদর্শ। মহোদয়, আমার ক্ষুদ্র উপহা গ্রহণ করুন; ভক্তির সহিত অর্পণ করিলাম। ইতি—

বাগবাজার,
কলিকাতা।
১২৮৮ সাল।

বিনয়াবনত
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, ভগদত্ত, শকুনি, জয়দ্রথ, সুশর্ম্মা, দূষণ, গর্গমুনি, সেনানায়ক, দূত, গণক, সৈন্যগণ, পিশাচদল ইত্যাদি।

স্ত্রী

সুভদ্রা, উত্তরা, রোহিণী, স্বপ্নদেবী, স্বপ্নসঙ্গিনিগণ, উত্তরার সখিগণ, পিশাচীদল ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—:০০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

পিশাচদল।

বৃদ্ধ। বাজ্‌বে মাদল, ঘোর কোলাহল,
রক্ত-স্রোতে ভাস্‌বে ধরা।

বালক। হাঁ বাবা, সত্যি বাবা?

বৃদ্ধ। হাঁ রে হাঁ।

যুবক। রক্ত খাব সরা সরা—
রক্ত খাব সরা সরা!

(গীত)

টক্ টক্ টক্, চক্ চক্ চক্,
চুমুকি রুধির পিয়ে;
হাম হাহা হুহু হিয়ে।
আতি-মাথি,
কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে হাড়ে হাড়ে ছাড়ে!
হিহি হিহি হিহি খুসি চুচু চুচু চুচু চুষি.
তাজা তাজা তাজা, মজ্জা মজ্জা,
হাম্ হুম্ হাম্ হারা রারা রারা,
তাথিয়া তাথিয়া থিয়ে।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুরু-শিবির

দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, সুশর্ম্মা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ইত্যাদি।

দুর্য্যো। হে সখে, হে মাতুল সুধীর!
বুঝিয়া করহ বিধি,
নহে রণে মজিবে সকল।
নিশ্চয় বিধাতা বাম,
নহে জামদগ্ন্য রাম
পরাভূত যার ভুজ-বলে,
মহীতলে অব্যর্থ সন্ধান যার,
কুরু-শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর পড়িল সমরে,
পামর পাণ্ডব-ছলে!
হে আচার্য্য প্রধান—
সুধে তোমা মূঢ় দুর্য্যোধন,
কোথা ছিল ধর্ম্মজ্ঞান ফাল্গুনীর তব—
বৃদ্ধ পিতামহে,
বিন্ধিল দুরন্ত যবে শিখণ্ডীর আড়ে?
চিরদিন তুমি হে পাণ্ডব-প্রিয়,
তেঁই উপেক্ষিয়া কর রণ।
যবে বনস্থলে, মাতুল-কৌশলে—
ছলিল পাণ্ডবগণে,

দুই হাতে ধূলি ছড়াইল ধনঞ্জয়,
হাসিলাম হেরি, জ্ঞানহীন আমি,—
এত দিনে বুঝিলাম অর্থ তার ;—
ঘোর বাতে শুষ্ক পত্র যথা,
উড়ায় মদীয় সেনা ধনঞ্জয় রণে ,
অধীর করীন্দ্রশ্রেণী,
বিকট রথের নাদে ;
রথ রথী চূর্ণ রথ-বেগে ;
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-কর সম,
চারিদিকে আগুন উথলে শর-জালে ;—
আচার্য্য উদাস রণে ।
নিদাঘ-মিহিরে মীনকুল ক্ষয় যথা,
দিনে দিনে কুলক্ষয় মম,
প্রবল পাণ্ডব-তেজে ;
রণস্থল ব্রাহ্মণের নয়,
বুঝিলাম এত দিনে ।

দ্রোণ। ভাল বৎস,
পিতা-পুত্রে ত্যজি সভাস্থল ।
বার বার ব'লেছি তোমারে,
অজেয় পাণ্ডবগণে,—
মম শিষ্য বলি,
নাহি জান ধনঞ্জয়ে ;
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ,
রাক্ষসীয় দীক্ষাপূর্ণ বীর,
পাশুপত অস্ত্র করতল,
নিবাত-কবচঘাতী ।
এ প্রাচীন কালে,
যুদ্ধ নাহি শোভে আর,
তবু যথাসাধ্য করি রণ,
সপক্ষে তোমার ।
লোকলাজ করি পরিহার,
মমতা করিয়া ছেদ,
মহা অস্ত্র কত হানি ধনঞ্জয়ে,
নিবারে সকলি রণে পার্থ মহারথ ।
অতুলনা মহীতলে বীর,
গম্ভীর সাগর সম,
দেবগণ-সনে
পুরন্দর পরাভব সমরে যাহার !
এ হেন অর্জ্জুনে জিনিবে সমরে সাধ ।
বার বার ব'লেছি তোমারে,
এ সমরে দিতে ক্ষমা,
মিলিতে পাণ্ডব-সনে ;
দুষ্ট মন্ত্রী-উপদেশে, না শুনি বচন,
জ্বালাইতে কালানল,
পোড়াইতে পতঙ্গের সম
পৃথিবীর রাজগণে ।
আজি হ'তে নহি সেনাপতি তোর ।
চল পুত্র, যাই অন্য স্থান,
দুর্জ্জনের সহবাস নহে শ্রেয়ঃ কভু ।

কৃপা। কি কর আচার্য্য বীর !
কৌরব আশ্রিত তব,
তব বাহুবলে দর্পী দুর্য্যোধন ;
তোমার সহায়ে চাহে জিনিতে পাণ্ডবে !
ত্যজি তারে অর্ণব-মাঝারে,
কোথা যাও দ্বিজোত্তম ?
শুন দুর্য্যোধন,
গুরুর চরণে কর মিনতি বিশেষ,
বড় স্নেহ তোমা প্রতি, ত্যজিবেন রোষ ।

দুর্য্যো। গুরুদেব,
না ব'লে তোমারে,
বল, বলিব কাহারে !
বলক্ষয় দিন দিন,
খসে একে একে বীরচূড়ামণি,
যামিনী-প্রভাতে তারা সম ;
তেঁই দেব,
তাপিত প্রাণের জ্বালা নিবেদি চরণে,
পুত্র-জ্ঞানে ত্যজ রোষ প্রভু !

দ্রোণ। প্রাণপণে করি তোর হিত,
তবু অনুচিত কহ বার বার ।
কহি পুনঃ পুনঃ,
নাহি বীর এ তিন ভুবনে,
কৃষ্ণার্জ্জুনে জিনে রণে !

যেবা হয় করহ মন্ত্রণা,
পাণ্ডবের নাহি পরাজয়!
দুর্য্যো। প্রভু,
নিতান্ত কি ঠেলিলেন পায়,
চির-অনুগত দীনজনে?
এ অকূলে তুমি কর্ণধার,
পার কর বিপদে কাণ্ডারী।
দ্রোণ। একমাত্র উপায় ইহার,—
কহ নারায়ণী সেনাগণে,
যমের দোসর জনে জনে,
সুশর্ম্মা নায়ক যার—
কালি যুদ্ধে আহ্বানি অর্জ্জুনে,
ল'য়ে যাক স্থানান্তরে;
হেথা সবে মিলি প্রকাশি বিক্রম,
আক্রমিব বৃকোদর-ঠাট;
রচিব বিচিত্র ব্যূহ অদ্ভুত জগতে,
কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা,
ভেদিতে অক্ষম তিনলোক!
দেখি এ কৌশলে ফলে যদি ফল।
দুর্য্যো। এই সে মন্ত্রণা সার।
কহ সখা, তোমার কি মত?
কর্ণ। ভাবি তাই কৌরব-ঈশ্বর,
ব্যাঘাত ঘটিল মম প্রতিজ্ঞা-পালনে।
শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে,
বিনাশিবে নারায়ণী-সেনা,
না পাবে এড়ান ভীম কালি তব হাতে,
কুরুরাজ,
প্রতিজ্ঞা পালিও তব ক্ষত্রিয়-সম্মুখে।
দ্রোণ। কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা তথাপিও তুল্যরণ,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি-সংহতি,
বৃকোদর দুষ্কর সমর-কৃতী,
অতুলনা বাহুবল যার—
নহে অবহেলা-যোগ্য অতি।
শুন সুশর্ম্মা ভূপাল,
দিক্‌পাল সম বীর্য্যবান্ তুমি,
কালি রণে শার্দ্দুল-বিক্রমে,
আক্রমহ ধনঞ্জয়ে,—
যশস্তম্ভ রোপ মহীতলে।
সুশর্ম্মা। হে কৌরব-সেনাপতি,
প্রণাম চরণে দ্বিজোত্তম!
যথাশক্তি করিব সমর,
প্রবোধিব কিরীটীরে;
জয় পরাজয়,
ইচ্ছাসাধ্য নহে মম;
অবসর না দিব অর্জ্জুনে,
যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ।
দুর্য্যো। তব যোগ্য বাক্য মতিমান্!
এত দিনে জানিনু জিনিব রণ;
কত শক্তি ধরে ভীমসেন,
না ধরিবে টান মম রণে,—
কালি হবে পাণ্ডব-সংহার।
জয়। হে আচার্য্য, জানাই প্রণাম পদে।
কুরুরাজ, করি নিবেদন,
প্রাণপণে করি রণ সপক্ষে তোমার;
কালি রণে দেহ ভার মোরে,
রক্ষিবারে ব্যূহদ্বার;—
অর্জ্জুন বিহনে,
পাণ্ডব-বাহিনী নাহি ডরি;
নিবারিব পাঞ্চাল-পাণ্ডবে মহাহবে,
সিন্ধুবারি বেলা যথা।
দ্রোণ। মহাযশা তুমি বীর,
ব্যূহদ্বারে স্থাপিব তোমায়।
দুর্য্যো। বীরবর, সহোদর সম তুমি মম,
এ সমরে তুমি অধিকারী,
আমি মাত্র সহায় তোমার;
পূর্ব্ব অরি ভীমসেন তব,
দেহ সমুচিত দণ্ড দুরাচারে!
শুন সমাগত বীরগণ,
নিষ্পাণ্ডবা সমর-সঙ্কল্প প্রাতে,
লভহ বিরাম ক্ষণে, যে যার শিবিরে।
[অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান

কৃপ। নিষ্পাণ্ডবা পৃথিবী কি প্রতিজ্ঞা তোমার ?
দ্রোণ। এ হেন প্রতিজ্ঞা কভু সম্ভবে কাহার !
পাণ্ডবে আহবে কেবা পারে জিনিবারে,
প্রেমে বাঁধা শ্রীমধুসূদন !
'যথা ধর্ম্ম, তথা জয়,'
অখণ্ড শাস্ত্রের বাণী।
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি স্থির,
ধাইছে ঘটনা-স্রোত অবিরাম-গতি,
হরিতে পৃথ্বীর ভার ;
বীরমদে মত্ত ক্ষত্রগণে,
নিধন কারণে উদয় এ কাল-রণ—
সকলি হইবে ক্ষয়,
একমাত্র রহিবে পাণ্ডব।
অশ্ব। তবে কি কাজ সমরে পিতঃ ?
দ্রোণ। নিবারিতে কে পারে ঘটনা-স্রোত !
ও কথায় নাহি প্রয়োজন,—
সেনাপতি মাত্র আমি,
রাজ-আজ্ঞা করিব পালন ;
শুন সাবধানে,
বাধিবে তুমুল রণ কালি ;
পশিব পাণ্ডব-বাহিনী-মাঝে,
ধর্ম্মরাজে করিতে গ্রহণ।
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
অবশ্য বারিবে মোরে,
পাণ্ডব-সাপক্ষ রথী ;
হেরি চির-অরি,
ধৃষ্টদ্যুম্ন অবশ্য হইবে রোধী
প্রাণের মমতা ত্যজি,
সমরে পশিবে বীর—
প্রাণপণে করিব যতন,
প্রতিজ্ঞা-পালন হেতু।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যদি হয় তনু-ক্ষয়,
ক'রো দুর্য্যোধনে যতনে সান্ত্বনা ;
ব'লো তারে,
মৃত্যুকালে বলিয়াছে গুরু তার,
ক্ষমা দিতে কাল রণে ;
কিন্তু যদি নাহি মানে মানা,
যাচে যুদ্ধ কুরুরাজ,—
পিতৃ-আজ্ঞা ক'রো রে পালন —
দুর্য্যোধনে রক্ষিও যতনে ;
কুরুবীর আশে, ফেরে ভীমসেন রণে,
লেলিহান কেশরী সমান ;
ভীমে প্রবোধিতে তব ভার।
সাত্যকি সহিত,
আর আর পাণ্ডব-বাহিনী যত,
রহিল তোমার ভাগে কৃপাচার্য্য বীর !
যাও,
লভহ বিরাম নিদ্রাদেবী-অঙ্কে সুখে।

[কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার প্রস্থান।

জন্মিয়া ব্রাহ্মণ কুলে,
কুক্ষণে হইনু অস্ত্রধারী !
যাগ-যজ্ঞ-মঙ্গল-কামনা-রত দ্বিজ,
জীব-ক্ষয় বাসনা আমার !
যেই কর তুলিয়ে উল্লাসে,
আশীর্ব্বাদ করিছে ব্রাহ্মণ,
সেই করে করি নরনাশ,
দ্বিজকুলগ্লানি আমি ! [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-শিবির

দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ।

দুর্য্যো। প্রাণাধিক তুমি মহাবীর !
তেঁই ডরি স্থাপিতে তোমারে বূ্যহদ্বারে,
কেমনে রহিব স্থির,
সঙ্কটে রাখিয়া তোমা ,—
মহারথিগণে পুনঃ পুনঃ দিবে হানা,
একেশ্বর প্রবোধিবে কত জনে ?
সেই হেতু যুক্তি এই সার,
বীর বৈকর্ত্তন রহুক প্রহরী মুখে,
পার্শ্বরক্ষা কর তুমি তার।

জয়। না মান বিস্ময় কুরুরাজ,
পূর্ব্ব-কথা বলি হে তোমায়,—
বনে যবে বঞ্চিল পাণ্ডব,
শূন্যঘরে দ্রৌপদী করিনু চুরি,
চালাইনু রাজ্যমুখে রথ ;
পথে বাদী ভীমার্জ্জুন কৃষ্ণার রোদনে,
বিধিমতে পাইনু অপমান,
কঠিন ভীমের হাতে,
প্রাণ রহে যুধিষ্ঠির-উপরোধে।
না যাইনু দেশে,
পশি বনমাঝে,
আরাধিনু দেব পঞ্চাননে,
পাণ্ডব-নিধন সঙ্কল্প করিয়ে হৃদে ;—
সদয় হৃদয় আশুতোষ,
দিয়াছেন দাসে বর ,—
জিনিব পাণ্ডবগণে অর্জ্জুন বিহনে।
সেই আশে, সুযোগ-প্রয়াসে সদা ফিরি ;
আজি সমরান্তে দিবা-অবসানে,
স্নান হেতু নামিলাম সরোবরে—
বিস্তার সরসী,
দলে দলে রাজহংসকুলে করে কেলি,
মধ্যে শতদলদল,
ফুটিয়াছে অগণন,—
যেন সুন্দরী রমণী-ছবি,
হেরিলাম তার মাঝে ;
মধুস্বরে শুনিনু ভৎ'সনা,—
'কোথা সিন্ধুরাজ-সুত,
প্রতিদান তব অপমানে,
কেন শঙ্করের বর কর অবহেলা !'
অকস্মাৎ নীরবিল বাণী,
মিশাইল ধ্বনি,
পরিমল-পূর্ণ সমীরণ।
নীরব গগনে হাসিল চন্দ্রমা ;
নীরব স্বভাব, নীরব বিস্তারব্যাপী
নীরব সে কমল-কানন !
হে কৌরব-মহারথ !
মনোরথ অবশ্য লভিব,
কহিতেছে অন্তরাত্মা মম ; —
পুনঃ রথে তুলিব দ্রৌপদী,
কাঁদিবে বিবশা, রথমাঝে এলোকেশী,
হেরিব নয়ন ভ'রে,
প্রাণের সন্তাপ নিভাইব সে সলিলে।

দুর্য্যো। শুভক্ষণে পেয়েছি তোমারে,
ওহে সিন্ধুকুলোত্তম !
পদাঘাত করিব ভীমের শিরে ;
কহিব পামরে কালি,
দেখাইয়া উরুস্থল,
উরুদেশে বসাব কৃষ্ণায়।

জয়। সমরান্তে তোমায় আমায় বাদ,
সুন্দ উপসুন্দ যথা তিলোত্তমা হেতু।

দুর্য্যো। সে আশঙ্কা নাহি বীর,—
দুই জন পঙ্কজন স্থলে।

[প্রস্থান।

অন্তরীক্ষ

রোহিণী ও গর্গমুনি।

রোহিণী। হায় তপোধন !
কাঁদে প্রাণ পূর্ব্বকথা স্মরি,—
কুক্ষণে সাজিনু রতি,
পীড়িতে মদনে প্রাণনাথে ;
হেরি সে বয়ান, শতদল জলে,
পোড়া মুখে এল হাসি,
হানিনু কটাক্ষ-শর মোহিতে নাথেরে,
তেঁই প্রাণেশ্বর অনঙ্গে মাতিয়া,
অবহেলা করিল তোমারে,
দিলে হে কঠিন শাপ ;
বিরহ-বিধুরা বালা,
কাঁদি একাকিনী চন্দ্রলোকে ;
ঝর ঝর ঝরে বারিধারা,
হেরি শশধর স্বামী,

ভূমিতলে নরমাঝে ;
শত শর বিন্ধে বুকে তপোধন,
উত্তরারে যবে,
সম্ভাষেণ প্রাণনাথ 'প্রিয়া' বলি ;
অবলারে কর দয়া মুনিবর !
তব শিক্ষামত দেখা দিছি জয়দ্রথে ;
কিন্তু দেব ! প্রত্যয় না মানে পোড়া মন ।
মহারথী অভিমন্যু বীর,
কি করিবে সপ্তরথী তার ?
দ্বাদশ দিবস আজি দেখেছি সমর,
রথিকুলে রথীন্দ্র আর্জ্জুনি ;
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বীরে
বিমুখিল পুনঃ পুনঃ ;
নাহি গণে যোগ্য অরি কারে,
দম্ভভরে ফিরে মদমত্ত করী সম ।

গর্গ । শুন সুলোচনে,
ব্রাহ্মণের মনে কভু স্থায়ী নহে রোষ ।
শাপ দিয়া অনুতাপ হইল তখনি ;
চলিনু কৈলাসে,
আরাধিনু দিগম্বরে,
উদ্ধারিতে পতি তব ;
কহিলা শঙ্কর হাসি,—
চন্দ্রলোকে যাবে শশী কুরুক্ষেত্র-রণে ।
আজি পুনঃ ভেটিলাম ভবে,
আজ্ঞায় তাঁহার,
গেছে স্বপ্নদেবী, সঙ্গিনী-সংহতি
কাঁদাইতে উত্তরারে ;
কেঁদে সতী হরিবে পতির বল ;
দুই পাপে পড়িবে কুমার ;—
বাল্যকালে,
চালিলা শ্রীকৃষ্ণে শূরবংশ-গরিমায় ;
বীরদম্ভে আজি ঠেলিবে মায়ের মানা ।
হীন-বল মাতার নিঃশ্বাসে,
হবে তল মহাবল সপ্তরথি-রণে ।
আদেশ দেছেন শম্ভু বীর হনুমানে ।
করিবারে সিংহনাদ ভীমের সম্মুখে,—
অরি-হিয়া,
না কাঁপিবে থর থরি, গর্জ্জনে তাহার ;
বিকল হইবে শূর,
রাখিবারে যুধিষ্ঠিরে ;
মমতায় আকুল বালক হেতু,
বৃকোদর হইবে অধীর রণে,
মেরু যথা ঘোর ভূকম্পনে ।
চল, সঙ্গোপনে দিব উপদেশ,
যে মত করিবে রণস্থলে ।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বাপীতট

অভিমন্যু ।

অভি । প্রাণ মম কি জানি কি চায় !
দিনমান যায় রণশ্রমে ;—
নিশা-আগমনে,
কি যেন কি যেন পড়ে মনে !—
যেন নিদাঘে নিকুঞ্জ-মাঝে
গাহিছে কোকিল ;
দূর-সমীরণে, মিলি একতানে,
ভাসে যেন সঙ্গীত-লহরী,
আধ-শ্রুত, কভু যেন শুনেছি সে গীত !
সদা জ্ঞান হয়,
রমণীর পদ-সঞ্চালন পাছে ;—
মুদিলে নয়ন, কি যেন ঝলকে,
কে যেন দাঁড়ায় কাছে বিরস-বদনে ।
(দূরে ভেরী-রব)
নিশাকালে,
কি হেতু নাদিল ভেরী কৌরব-শিবিরে !
কি বিকার অন্তরে আমার,
চমকিনু ভেরীনাদে !
যেন,
সাধ হয় চন্দ্র সম ভাতিতে গগনে !
সুধিব জনকে আজি কোথা চন্দ্রলোক ?

রাজসূয়-কালে
কোন্ পথে চলিল বিমান ;
যেন,
দেখেছি দেখেছি সে মোহন স্থান,
রমণীয় অবশ্য সে পুর,
শশধর বিরাজে যথায় !

(দূরে ভেরী-রব)

পুনঃ শুনি ভেরী-রব কৌরব-শিবিরে !
নিশীথে কি বাধিবে সমর ?
রণোল্লাসে স্থির নহে প্রাণ।

[প্রস্থান

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। দেখা দিব কালি রণস্থলে,
হৃদে আশ হ'তেছে বিকাশ,
পাব পুনঃ প্রাণনাথে ;
তমোগুণে ধাইছে ঘটনা,
কৈলাস-শিখর হ'তে।

(স্বপ্নদেবীর প্রবেশ)

স্বপ্ন। চল মম সনে সুলোচনে,
হেরিতে সতিনী তব,
মহেশ-আদেশে, যাই রঙ্গচ্ছলে,
কাঁদাইতে উত্তরারে।

রোহিণী। হে রঙ্গিণি! সুভাষিণী তুমি।
ভাসি রঙ্গিলু নীরদমাঝে,
সাজি সতী বিচিত্র বসনে,
পুলকিত-মতি,
ক্রীড়া কর শিশু সনে ;
হ'য়ে দূতী গুণবতী,
যুবতী মিলাও যুবজনে,
স্বর্ণরাশি বিলাও প্রাচীনে ;
দেহ প্রাণপতি ভুবনমোহিনি !

স্বপ্ন। পাবে সতি, প্রাণেশ্বর তব,
শঙ্কর-প্রসাদে ত্বরা।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

শ্রীকৃষ্ণ। দিন দিন হীনবল অরি,
তব অমোঘ প্রতাপে, সখে !
মল্লযুদ্ধে তুষিয়ে শঙ্করে,
রাখিলে ঘোষণা ধরামাঝে মহাযশা !
স্থাপ কীর্ত্তি,
মথি বাহুবলে কালি নারায়ণী-সেনা,
ইন্দ্রতুল্য জনে জনে রণে ;
মহারাজ মগধ-ঈশ্বর,
পরাভব যার তেজে !
শুনিলাম সুরলোকে করিলা সমর,
দেখি নাই বিক্রম-বিকাশ সেই কালে ;
সেইরূপ রণে কালি প্রকাশ প্রভাব,
পরাভবি সংসপ্তকগণে,
উত্তেজনা কর শক্তি তব,
যতক্ষণ রহে যামী ;
প্রভাতে লইব রথ শিবির-সম্মুখে।

অর্জ্জুন। হে মধুসূদন !
তব পদ হৃদি-পদ্মে রাখি,
শিখি নাই ডরিতে অরিরে।
আইসে যদি তিন লোক কৌরব-সহায়ে,
মুহূর্ত্তে শ্রীহরি, পারি বিমুখিতে সবে ;
বাড়ে বল শ্রীমধুসূদন,
তোমারে হেরিলে রণে।
কিন্তু ভাবি যদুবীর,
কে রক্ষিবে ধর্ম্মরাজে,
ধাইবে কৌরব যবে ধরিতে রাজায় ?
একা ভীম,
কত মহারথে নিবারিবে রণস্থলে ?
হে পাণ্ডব-সখা, আশঙ্কা হ'তেছে মনে,
কি হয় সমরে প্রাতে !
সাহস সম্পদ বল, ও রাজীবপদ,

সঙ্কটে কাণ্ডারী শ্রীনিবাস,
কর যুক্তি যে হয় বিধান।

শ্রীকৃষ্ণ। না হও অধীর সখা!
একা বৃকোদর,
সোসর সমরে সমূহ কৌরব-সনে,
তাহে মহা মহারথী সহায় তাহার;—
অপার বিক্রম যুযুধান,
ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি হেন রণে,
মহারথ বিরাট দ্রুপদ,
আর আর দেব-অবতার রথী,
ঘটোৎকচ মহাবীর,
রাক্ষসীয় ঠাটে,
জিনিতে তাহারে,
কে আছে কৌরব-মাঝে?
বৃথা চিন্তা ত্যজ ধনঞ্জয়!

। কি ভয় তাহার দেব,
যারে তুমি দাও হে অভয়!

ষ্ণ। কি হেতু বিনয় সখা,
কোন্ কার্য্যে অক্ষম,
অর্জ্জুন গাণ্ডীবধারী!

সকলি হে,
কৃপায় তোমার চক্রধারি!

[অর্জ্জুনের প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। লীলাস্রোত নাচিছে চৌদিকে,
হরিছে ধরার ভার;
পলে পলে হোরা, হোরাদলে মিলি,
গড়ি দিবা-নিশি,
ছয়বার বহিবে সময়,
হবে লয় দুরন্ত ক্ষত্রিয়-কুল,
ঘুচিবে ধরার ভার।
কি মমতা ভাগিনা ছেদিতে!
বহি দেহভার, ধরার রোদনে,
তমোগুণে রাখিব মেদিনী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেবালয়

সুভদ্রা, উত্তরা ও সখিগণ।

উত্তরা। রাখ শঙ্কর, সংগ্রামে প্রাণপতি,
দীনগতি,
চরণে শরণ মাগে হীন-মতি;
আশুতোষ শিব শশাঙ্কধারী,
জাহ্নবী-বারি,
কুল্ কুল্ মৃদুল, জটাঘটা-মাঝে,
বিভূতি সাজে;
বব ব্যোম্ বব ব্যোম্ দিগম্বর,
হর, দেহ বর,
অবলা মাগিছে হৃদিরঞ্জনে হে,
অঙ্গনা বঞ্চনা ক'রো না ভোলা,
হাড়মালা দোলা,
তমাল-বিনিন্দিত নীল গলা,
ধটী বাঘছালা;
প্রাণপতি যাচে দীনা বালা।

(গীত)

শ্রী—পটতাল।

ব্যোম্ ব্যোম্ নাচে, নাচে খেপা ভোলা,
নাচে খেপী সাথে, ধরি হাতে হাতে,
(মরি) কমলে কমল, ভ্রমর বিকল,
রঙ্গিণী যোগিনী মাতে।
(কিবা) চরণে গুন্ গুন্ ভ্রমর বোলে;—
(হাসে) শতদল দলে, ঢালে পরিমলে,
দিনমণি শ্রেণী নখরে ভাতে!

(স্তব)

জয় পিনাক-ধারী, জয় ত্রিপুরারি,
জাহ্নবী বারি ঢালি শিরে;

হের হর তাপ হর, গৌরি-মনোহর,
ভাসি শিব শঙ্কর, আঁখি-নীরে।
ধর ধর পূজা ধর, আশুতোষ দেহ বর,
বিহ্বলা বালিকা, ভোলা ভূতপতি ;
করুণা কুরু ভব, দুরন্ত আহব,
রক্ষ শ্যামাধব, প্রাণপতি !
(অর্ঘ্য-প্রদান)
হা জননি !
পড়িল প্রমাদ হেথা,
দিগম্বর অর্ঘ্য নাহি নিল ;
ভাঙ্গিল কি কপাল আমার !
আশুতোষ, কি হেতু করিলা রোষ,
না জানি গো সতি !

সুভদ্রা। একচিত্তে পুনঃ বৎসে,
আরাধ শঙ্করে।
(করযোড়ে স্তব)
পতি পুত্র ভ্রমে রণভূমে,
রেখ মনে গণেশ-জননি !
সঙ্কটে শঙ্করি,
স্মরি শুভঙ্করী-পদযুগ,
রেখ পায় তনয়ায় হৈমবতি—
রণজয় দে রণরঙ্গিনি !

উত্তরা। হায় মাতঃ,
পুনঃ হর অর্ঘ্য নাহি ধরে।
প্রের ত্বরা আনিবারে প্রাণেশ্বরে ;
না জীব জননি, তিল আর
না হেরিলে গুণমণি মম।
যবে বাধিল মা, এ কাল-সমর ;
নিত্য ঘুমাইলে দেখি গো স্বপনে,
ঈর্ষ্যাপূর্ণ রমণী-মূরতি—
পলক-বিহীন আঁখি—
চাহে একদৃষ্টে মোর পানে ;
সে বদনে হেরি কত ভাব,
ভয় বাসি হেরি সে সুন্দরী !

সুভদ্রা। পুনঃ ভক্তিভাবে দেহ অর্ঘ্য হরে।

উত্তরা। মা গো, ভূতনাথে করিতে অর্চ্চনা,
প্রাণনাথে পড়ে মনে ;
ঢালি জল ভাসি আঁখি-জলে !
দারুণ ক্ষত্রিয়-পণ,
যুদ্ধ নামে উন্মত্ত প্রাণেশ !
মা গো,
নাথ বিনা এ সংসারে নাহি জানি আর !

সুভদ্রা। কর পুনঃ শিব-আরাধনা ;
বিশ্বপতি বিশ্বনাথ বিনা,
কামনা পুরায় কেবা ?
কেমনে,
চাহ আনিবারে অভিমন্যে হেথা ?
প্রাতে রণ,
ব্যস্ত রথী রণকাজে,
নহে বীরাঙ্গনা-রীতি,
বীর-কার্য্যে দিতে বাধা ;
কুল-কার্য্যে রহ কুলবতি !

উত্তরা। বৃথা গঞ্জ গুণবতি মোরে ;
কিশোরে গো কে যায় সমরে—
ক্রীড়াস্থল ত্যজি ?
কুরঙ্গ সঙ্গিনী,
হেরি প্রাণাধিক কুরঙ্গেরে,
লেলিহান শার্দ্দূল-মাঝারে,—
কেমনে বাঁধিবে প্রাণ, কুরঙ্গিনী ?
ফেলি নিধি জলধি-জঠরে,
কার প্রাণ রহে স্থির ?
আমি মা, দুঃখিনী অতি,
অভাগীরে ক'রো না ভৎসর্না,
পাগলিনী পতির বিরহে !
অঙ্কুরিত প্রেমের মুকুল হৃদে,
যত সাধ র'য়েছে কুঁড়া'য়ে,
পূরে নি গো একটী বাসনা !
কহি সত্য বাণী জননি গো, করযোড়ে,
ধৈরয ধরিতে নারি নাথ-অদর্শনে ;
তাহে বামদেব—বাম অবলায়,
অর্ঘ্য নাহি নিল পশুপতি !

সুভদ্রা। ভক্তি বিনা অর্ঘ্য নাহি পায় স্থান,

আরাধনা কর ভক্তিভাবে।
জান না বালিকা তুমি ক্ষত্রিয়-নিয়ম,
সঙ্কট মরণ রণ—অঙ্গ-আভরণ ;
তপ করি যাচে যোগ্য অরি,
পতি-পুত্র যায় রণে,
বীরাঙ্গনা সাজায় সমর-সাজে ;
ঘোর রণভূমে ভ্রমে বীরকুলনারী,
সারথি হইয়ে রথে,
কাটে বেণী বিনাইতে গুণ,
কাঁদায়ে সন্তানে,
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু।
বাল্যাবধি জানি রণ-রীতি,
যাদব-ঝিয়ারী পাণ্ডুবংশ-কুলবধূ।
অকস্মাৎ গেলে দূত সংগ্রাম-শিবিরে,
কি কবে রথীন্দ্র যত ,—
আসিবে সত্বরে সবে বিপদ আশঙ্কা করি,
ভঙ্গ হবে সমর-মন্ত্রণা,
এ কামনা করো না কল্যাণি !
যবে যুদ্ধকার্য্যে রত বীরভাগ,
বীরপত্নী ব্যস্ত রহে দেব-আরাধনে ;
ত্যজ মোহ বীরবালা,
বীরকুল-রীতি স্মরি ;
মমতা ছেদিতে,
শিখে মা ক্ষত্রিয়-সুতা ভূমিষ্ঠ হইয়ে।

উত্তরা। ও গো যাদব-সুন্দরি !
জেনে শুনে বুঝাইতে নারি মন।

সুভদ্রা। দেবগৃহে ক'রো না রোদন,
অকল্যাণ ঘটে তায় ;
চল যাই স্নান হেতু সরোবরে,
শীতল সলিলে স্নিগ্ধ করি প্রাণ মন—
পুনঃ পঞ্চাননে কর পূজা ;
চন্দ্রচূড়া চণ্ডীর অর্চ্চনা,
আরম্ভিব পুনঃ আমি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

স্বপ্ন ও সঙ্গিনীগণ।

স্বপ্ন। শুন লো সঙ্গিনি, ভুবনমোহিনী তোরা !
আসিছে উত্তরা,
তোল তান গ্রন্থি-হীন গান ;
ফুল্ল ফুলযানে, ভ্রম লো বিমানে !
চারিদিগে খেল, ঢাল রাঙ্গা কাল,
হাস বনমাঝে ফণী ধরি ;
ময়ূর ময়ূরী ল'য়ে গড়' করী,
কেশরী গড়াও বায় ;
কাঞ্চনে চন্দনে অঙ্গারের সনে,
মিলায়ে মাখ লো কায় ;
স্থান পরিমাণ, হর ধীরে ধীরে,
বাড়াও সময়, পলের ভিতরে,
নেচে নেচে ধাও, নেচে নেচে গাও,
কাঁদাও কাঁদাও অভিমন্যু-ভামিনীরে !

সঙ্গিনীগণ।— (গীত)

বেহাগ—জলদ-একতালা।

চুপি চুপি, কর কাণাকাণি
নাচে নিশীথিনী ;—
ঝিমিকি ঝিমিকি ঝিকি মিকি ঝিকি,
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ লো।
চলে অনিলে আশু করি, কিরণ-সারি,
নামে তিমির-গহ্বরে,
ভ্রিম্ ভ্রিম্ ভ্রিম্ লো।
চাঁদে কাঁদে, তারা বাঁধে,
দেখ দেখ কত আনাগোনা ;
কেবা আসে, কেবা হাসে,
কে ভাসে গগনে, মানা নাহি মানে,
রবি নিবিল,
জোনাকী টিম্ টিম্ টিম্ লো !

(উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। কে যেন ঢালিছে কায় অলসের ভার,

মরি কি সুন্দর তরু হাসে ফল-ফুলে,
সৌরভে জুড়ায় প্রাণ !

[শয়ন ও নিদ্রা।

সঙ্গিনীগণ- (গীত)

চল দলে দলে, চড়ি শশিকরে,
যাই যাই যাই লো ;
ঘুরে ফিরে দেখি, পাই কি না পাই লো।
পুলকে আলোকে, পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে,
স্বর্ণপাখা, মেঘে ঢাকা,
পীত লোহিত সিত সলিলে,
ভাসিল ফণিনী, গ্রাসিল নলিনী,
যাই যাই তাই, ফিরে চাই লো।

১ম সঙ্গিনী। কে কোথায় জাগে লো স্বজনি ?
২য় সঙ্গিনী কুষ্ট তারা ভ্রমিছে রোহিণী।
৩য় সঙ্গিনী ধরামাঝে কেন লো রঙ্গিণী ?
৪র্থ সঙ্গিনী। দেখ আসিয়াছে ধনী,—
নিয়ে যেতে গুণমণি।
উত্তরা। ও মা ! নিয়ে যায় প্রাণনাথে !

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। প্রাণেশ্বরি,
ভাল খেলা খেল উপবনে !
কি হেতু প্রেরিলে দূতী,
কহ সুলোচনে ?
যাব ত্বরা প্রভাত নিকট।
উত্তরা। নাথ !
দিব না যাইতে রণে,
কাজ নাই রাজ্য-ধনে মম,
বনে রব বাকল-বসনে তোমা ল'য়ে।
হৃদি-তন্ত্রী কম্পিত সদাই,
বড় ভয় গণি মনে,
না জানি কি ঘটে অকল্যাণ,
অর্ঘ্য না পাইল স্থান ভবেশের মাথে !
শুদ্ধচিত্তে পুনঃ আরাধিতে ভূতনাথে,
আইলাম স্নান হেতু সরোবরে ;
অলসে অবশ কায়া,
তরুতলে অঞ্চল পাতিয়ে,
অঙ্গ ঢালি হ'নু অচেতন ;
স্বপনে হেরিনু,
স্বপ্নদৃষ্টা রমণী-মূরতি,
ধরি হাতে তুলিল তোমায় রথে ;
উতরোলে কাঁদিয়া জাগিনু !
অভি। সম্মুখে দেখিলে স্বপ্ন বিপরীত ফল।
চল সতি,
ভেটি জননীরে বিদায় লইব ত্বরা ;
হের ফুলকুলে সাজিছে মেদিনী,
উমা প্রতীক্ষায় শ্যামা ;
কলরবে জাগিতেছে পাখী,—
গাইবে গায়কবৃন্দ,
উদিবে যবে সুবর্ণ-কিরীটী, সতি !
উত্তরা। ধরি চরণে হে গুণনিধি,
দাসীরে ঠেল না পায়, যেও না সমরে,
যদবধি অর্ঘ্য নাহি লন ভোলানাথ।
অভি। প্রিয়ে !
এ কথা কি সাজে হে তোমায় ?
পিতা, ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত আদি,
আত্মীয়-বান্ধবগণে, যুঝিবে সঙ্কট-রণে,
রব বদ্ধ মহিলা-শিবিরে,
নারীর অঞ্চল ধরি !—
এই কি বাসনা তব ?
বৃথা শঙ্কা ত্যজ আমোদিনি ;
না জান বিক্রম মম,
তিন পুর আসে যদি কৌরব-সহায়ে,
পরাজিব পলকে প্রমদা ;
চল প্রিয়ে, জননী-সমীপে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

সুভদ্রা ও গণক।

গণক। শুভে,
রোহিণী নক্ষত্রে জন্মে তোমার তনয়,
কুষ্ট তারা সঙ্গ নেছে তার,

দেখিনু গণনে,
মহাক্রুষ্ট তারা,
কালি যদি যায় সুমঙ্গলে,
পুত্র তব অমর নিশ্চয় !

সুভদ্রা। বুঝিনু, বুঝিনু এতক্ষণে,
কেন হর অর্ঘ্য না ধরিল,
শঙ্করী-পূজায় কেন ঘটিল ব্যাঘাত !
যাও ত্বরা,
কে আছরে ডাকি আন অভিমন্যে হেথা।

(অভিমন্যু ও উত্তরার প্রবেশ)

অভি। উতলা কি হেতু মাতঃ ?
প্রণমে চরণে দাস, আশীষ জননি !
কি হে দ্বিজবর !
গণনায় দেখিলে কি স্থির,
কৌরব-বিনাশ কালরণে ?

সুভদ্রা। যাইতে দিব না তোরে,
কাল-রণে কালি।

অভি। মাতঃ !—

সুভদ্রা। কোন মতে দিব না
যাইতে রণে আমি।

অভি। আজি নিশিযোগে,
ক্ষিপ্তরেণু মিশেছে কি বায়ু-সনে !
কহ, কি জঞ্জাল ঘটায়েছ আচার্য্য ব্রাহ্মণ ?

সুভদ্রা। বাছা, কাল মাত্র যেও না সমরে,
বীরাঙ্গনা বীরমাতা আমি,
সামান্য কারণে,
নাহি মানা করি তোরে,
সাধ কি রে মম—অর্জ্জুন-তনয়,
রহিবে মহিলা-শিবির-মাঝে,
যাদব-নন্দিনী আমি !—

অভি। মাতঃ,
জান তুমি যাদব-বিক্রম,
পাণ্ডবের রীতি নাহি জান !
প্রমথ-মণ্ডলে শূলী পশিলে সমরে,
পাণ্ডব দিবে না পৃষ্ঠ কভু।

সুভদ্রা। বৎস, শুন মন দিয়া, হও না উতলা,
সাধে আমি করি না রে মানা !
দেখ এই দ্বিজ,
বিশারদ জ্যোতিষ-বিদ্যায়,
কহিয়াছে দিন দিন গ'ণে মোরে,
যে দিন যা ঘটিবে তোমার ;
তারা রুষ্ট এক দিন আছে আর তোর ;
দেখিল গণিয়া বিপ্রবর,
অমঙ্গল ঘটে, বৎস, তায়।

অভি। ফিরি রণভূমে, যুদ্ধে ব্রতী অস্ত্রধারী,
মঙ্গলামঙ্গল মাতঃ, আছে চিরদিন।
কহ দ্বিজ, কোন্ গ্রহ রুষ্ট মোর প্রতি ?
হানি শর বিঁধি নভঃস্থলে।

সুভদ্রা। অলক্ষ্য সে গ্রহের প্রভাব বৎস !

অভি। বিপক্ষ প্রত্যক্ষ মাতঃ !
পিতা ভ্রাতা বান্ধব সকল রণভূমে,
রব সবে রাখিয়া সঙ্কটে—
অলক্ষ্য প্রভাবে বাঁধা মহিলা-শিবিরে ?

সুভদ্রা। বাছা, ঋণী তুই মার কাছে,
মাতৃঋণ যাবে শোধ তোর,
এক দিন ক্ষমা দেহ রণে,
চণ্ডী আরাধিতে দেখিনু রে ধ্যানে
তোর মস্তক-বিহীন ছায়া !
হর-শিরে অর্ঘ্য না ধরিল !

অভি। শুনেছি মা,
উন্মাদ-সংবাদ যত উত্তরার মুখে।
মা গো, সহস্র ঋণে ঋণী আমি তব,
যত দিন বহিবে কালের স্রোত,
সে ঋণ না হবে পরিশোধ ;
চাহ সে ঋণে উদ্ধারিতে মোরে,
কৃপা তব অতুল ঈশ্বরি !
মাতঃ,
অস্থি হেতু পিতৃঋণে ঋণী আমি,—
মান হেতু পুত্রের কামনা,
প্রাণ-হেতু পিতৃমান দিব বিসর্জ্জন ?
নারিব জননি,

ক্ষম বুঝি অবুঝ সন্তানে।
দেহ পদধূলি,
রণমৃত্যু চাহে ক্ষত্রবীর ;
জন্মে কত নর দেহধারী অগণন,
দিনে দিনে পলে পলে,
রয় যায় কালের কবলে,
কিন্তু বীর্য্যবানে না ভুলে ধরণী,
কীর্ত্তি তার চলে অগ্রসর,
দেখাইয়ে পথ অন্য বীরে ;
লক্ষ হৃদি হয় উত্তেজিত,
শুনি গুণগ্রাম-গান তার ;
হেন পুত্র কর কি কামনা,
যাদব-নন্দিনী পাণ্ডব-গৃহিণী মাতঃ ?
চাহ যদি সে পুত্র তোমার,
দেহ পদধূলি যাই চ'লে রণস্থলে ;
একান্ত চঞ্চল হইতেছি মাতা,
হের ঊষা উদিল গগনে,—
বিলম্বিতে নারি আর।

উত্তরা। যাও নাথ, বধিয়া আমায় !

অভি। প্রিয়ে, সকলই ভাল সহমত।

উত্তরা। একদিন মাত্র রহ গৃহে।

অভি। হেন উপদেশ,
কহিও ভ্রাতার কাণে মৎস্যরাজ-সুতা !
প্রেম-কথা বিলাস-ভবনে,
কর্ত্তব্যের সনে সম্বন্ধ নাহিক তার !
পতি আমি, শুন বীরাঙ্গনা,
ধর উপদেশ-বাণী,
কুলের কামিনী রহ কুলাচারে রত,
যদি হয় অলস তাহায়,
অন্যব্রতে ব্রতীজনে নাহি দেহ বাধা।

উত্তরা। নাথ, —

অভি। না উত্তরা।

(উত্তরার মূর্চ্ছা)

প্রণাম চরণে মাতঃ, নিশা অবসান।

[প্রস্থান

উত্তরা। মা গো ! কি হ'লো, কি হ'লো !

সুভদ্রা। বল মা, কি উপায় করি আর।
উপায়ের সার,
চণ্ডিকার পদ করি ধ্যান।

উত্তরা। নাহি কহ মোরে,
শঙ্করে পূজিতে আর ;
পূজি নারায়ণে—রক্ষাকর্ত্তা জনার্দ্দন।

সুভদ্রা। হর-হরি ক'রো না মা ভেদ ;
গৃহভেদে না জানি কি হয় !
চল যাই দেবালয়ে।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবির-সম্মুখস্থ পথ

অভিমন্যু।

অভি। এখনো স্বভাব ঢাকা নিশা-আবরণে,
মেঘে ঢাকা শশী,
তাই প্রভাত জানিয়া,
কূজনিছে বিহঙ্গিনী সুমধুর !
এ কি বিঘ্ন, কুৎসিত বায়স-রব।
উত্তরা চেতনাবধি,—
না না, থাকিলে বাড়িত মায়া ;
ডরি মাত্র প্রেমের বন্ধনে !
মাতৃ-মানা শুনিল কি ধনঞ্জয় ?
যবে রথী,
চলিল একেলা বনে ব্রহ্মচারী-বেশে,
ভ্রমিবারে দ্বাদশ বৎসর,
কর্ত্তব্য-রক্ষণ হেতু !

(গণকের প্রবেশ)

গণক। বীর, গ্রহাচার্য্য আমি,
শুন মানা একদিন তরে।

অভি। দ্বিজ,
ক্ষত্রিয়ের বশ নয় রোষ ;

কিংবা, কি হেতু বা রুষি আমি,
শুনি উপন্যাস,
এখন' তো আছে যামী ;
কি হে দ্বিজ !
গণক। কুমার, দেখিনু গণনে,
কালি গ্রহ রুষ্ট তব প্রতি।
অভি। ওহে দ্বিজ,
ও সংবাদ শুনেছি ত জননীর মুখে ;
কিবা অমঙ্গল, সমরে পড়িব কালি ?
শুভ এ বারতা
পাণ্ডবের পক্ষে, হে ব্রাহ্মণ ;
জেনো স্থির, অর্দ্ধ সৈন্য না বিনাশি রণে,
ধনু মম হবে না অচল।
এক কথা কহি দ্বিজ,
বৃদ্ধ তুমি পিতামহ সম,
লহ স্বর্ণমুদ্রা, হে আচার্য্যবর,
ক'য়ো উত্তরারে,—
'নাহি ভয়, পুনঃ আসি করিব চুম্বন !'
গণক। কিন্তু বৎস,
ছিল ভাল না যাইলে রণে।
অভি। দ্বিজ. লহ মুদ্রা,
দেখ গ'ণে, আরো ভাল যাইলে সমরে !
গণক। নাহি অকল্যাণ-ভয়,
গ্রহশান্তি করিব করিয়া স্নান।
অভি। এক কথা শুন হে ব্রাহ্মণ,
যদি শায়ী হই রণভূমে,
কহিও মাতারে,
অবাধ্য বালক বলি ক্ষমেন জননী।
ব'লো উত্তরারে,
বড় ভালবাসিতাম তারে,
কুলমান-দায় ছেদিনু প্রেমের ডুরি !
কিংবা কিছু নাহি ব'লো তারে,
ব'লো মাত্র প্রত্যক্ষ দেখেছ,—
দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে স্মরি তার নাম !
গ্রহাচার্য্য, আর নাহি রহ এই স্থানে।

[গণকের প্রস্থান

(নেপথ্যে গীত)

পঞ্চম—রূপক।

ধীরে ধীরে শুন বাড়িছে কোলাহল,
ফুল হেরি উষা হাসে,
দুকুল বাসে।
ধীরে ধীরে, ফুল হাসে ফিরে,
হেরি মাধুরী, কলিকা বিকাশে ;
লতিকা পাশে, পরিমল আশে,
অনিল প্রেম-কথা মৃদুল ভাষে।
মধুর পিয়াসে, অলি আসে ;
কোকিল কুহরে, পাখিকুল শিহরে,
খুলে প্রাণ, তোলে তান,
মোহিনী রতনরাজী সুনীল আকাশে ;
বীর ধীর চলে সমর-প্রয়াসে।

অভি। কে ঢালে এ সঙ্গীত-লহরী,
হেন স্বর ধরায় কে ধরে ?
নীরবিল বীণা !
মরি, পুনঃ উঠে তান,
শুনি প্রাণভ'রে ব'সে।
সঙ্গীত চলিল দূরে
যায় যেন দেখাইয়ে পথ ;—
ওহো ! ধাইতেছে অগণন শিবা,
মাংস-লোভে রণস্থলে ;
কি কঠোর নিনাদে বায়স,
ক্ষুদ্র প্রাণী না হইলে মারিতাম প্রাণে।
আহা !
ঝরিল বারি মায়ের নয়নে,—

(দূরে ভেরী-রব)

ডাকে ভেরী সাজিতে সমরে,
বুঝি,
একা আমি, ত্যজিয়ে শিবির ভ্রমি দূরে,—
অস্ত্র ল'য়ে ব্যস্ত অন্য জন ;
কেবা আর দূতীর বারতা শুনি,
যাবে নারী-মাঝে সম্ভাষিতে প্রেয়সীরে,
ঘোর রণ উপস্থিত প্রাতে !
যাই দ্রুত,
পারি যদি কুলাইতে সমরের ব্যয়। [প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

যুধিষ্ঠির ও অভিমন্যু।

যুধি। দেখ বৎস, মজিল সকলি!
সংসপ্তকে কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়,
কৌরব-কৌশলে আজি,—
নাহি জানি কি হয় সমরে!
যমোপম নারায়ণী সেনা,
তাহে সপ্তরথী দুর্ম্মদ সুশর্ম্মা-সনে;
নাহি এক গোটা পদাতিক মম,
প্রেরি যারে আনিতে সংবাদ;
অবসাদ নাহি কাল-রণে।
মৈনাক-সমান,
একা রথে আচার্য্য প্রবীণ
পশিয়াছে সৈন্য-সিন্ধু-মাঝে,
মথিবারে ক্ষীণ দলবল,
সহায়-বিহীন।
দারুণ দ্রোণের শরে,
আকুল পাঞ্চাল-সেনা,
নিবারিতে নারে ভীমসেন,
বিপক্ষ-প্রবাহ ঘোর,—
যুঝে অরি চক্রব্যূহ করি,
দেবের দুর্ভেদ্য সমাবেশ।
সমর্থ কেবল ধনঞ্জয়,
ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ।
কহ পুত্র, কি উপায় হবে,
মুহূর্ত্তে মজিবে সব,
রুদ্ধ বায়ু গর্জ্জে যথা পর্ব্বত-কন্দরে,
গর্জ্জে শুন বৈরি-ঠাট জয়-আশে;
হের মহাত্রাসে
বিকল বাহিনী মম—পলাইছে বেগে!
একমাত্র তুমি ধনুর্দ্ধর পাণ্ডব-শিবিরে,
পিতৃসম কৃতী রণে,
বুঝি কর যা হয় বিধান;
শুনিলাম তব সখা মুখে,
ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ সক্ষম হে তুমি,
সংগ্রাম-কৌশল-বলে।

অভি। সখা মম!
জানি আমি প্রবেশ-সন্ধান,
নির্গম না জানি তাত;
কিন্তু এ সংবাদ লোক-অগোচর।
হে পাণ্ডবনাথ,
এ বারতা কে দিল তোমারে?

যুধি। বয়সে সাহসে রূপে সোসর তোমার,
দেবের কুমার হয় জ্ঞান;
রুধিরাক্ত-কলেবরে,
বার্ত্তা দিল দ্রুত বীর,
পুনঃ রণে পশিল ধীমান্।

অভি। কহি তাত, পূর্ব্ব-বিবরণ,—
ছিনু যবে জননী-জঠরে,
গল্পচ্ছলে চক্রব্যূহ-কথা,
কহিতে লাগিল পিতা,
তেঁই জানি প্রবেশ-নিয়ম।
শুনিতে শুনিতে নিদ্রিতা হ'লেন মাতা,
না শুনিনু নির্গম কেমন।

যুধি। ব্যূহ ভেদি কর যুদ্ধ বীর,
ভীম আদি যোদ্ধা মিলি,
যাব সবে পশ্চাতে তোমার,
মহামার করিব কৌরব-দলে,
রণজয় হবে অবহেলে—
তব বাহুবলে, পাণ্ডুবংশ-গুণধর!

অভি। আজি কুরু পড়িল প্রমাদে।
দেহ পদধূলি ধর্ম্মরাজ,
অবাধে লভিব জয়;
আনি দিব ঢালি রাজপদে

কর্ণ-শকুনির শির।
পিতৃগুরু উপরোধে না বধিব দ্রোণে,
করি নিরস্ত্র সমরে,
সম্মানে তুলিব নিজ রথে।
গর্জ্জে অরি—
কুরুবংশ-ধ্বংশ হবে রণে।

[অভিমন্যুর প্রস্থান

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। এক নিবেদন ধর্ম্মরাজ,
মহারথী অভিমন্যু বীর,—
সমযোগ্য সারথি তাঁহার নাহি দেব;
তেঁই যাচি রাজপদে সারথির পদ।

যুধি। মহাদম্ভে প্রবেশিছে রণে শূর।
জানিলাম তুমি হে পাণ্ডব-সখা,
দেবপুত্র নাহিক সংশয়,
চল যাই, যথা বৎস সাজিছে সমরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

ধৃষ্টদ্যুম্ন।

ধৃষ্ট। হে পাঞ্চাল!—
শরজালে এখনি নাশিব দ্রোণে;
হও স্থির, রহ সবে দর্শকের প্রায়,
সপুত্র পাড়িব ব্রাহ্মণ-কুলের গ্লানি!

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। ভাল ভাল,
নিতান্ত মরণ-সাধ দ্রুপদ-কুমার?

ধৃষ্ট। আরে আরে হিংস্রক ব্রাহ্মণ,
বীরপনা জানাও পাইক বধি?
আজি রাজা হবে যুধিষ্ঠির,
তীক্ষ খড়্গে কাটি তোর শির,
দিব মাংসলোভী জীবে:
সপুত্র পামর,
কবন্ধ-সমান প'ড়ে রবে রণস্থলে।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। পিতঃ!
এখনি হইবে ক্ষয় পাণ্ডব-বাহিনী;
ধৃষ্টদ্যুম্ন দেহ মম করে,
পশুবৎ নাশি মূঢ়ে।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। জান না কি নিকট শমন?

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সজ্জাভূমি

অভিমন্যু ও রোহিণী।

রোহিণী। যবে রণ অবসানে
হাসিতে হাসিতে—
দুই জনে ফিরিব ভবন-মুখে,
দিব পরিচয় বীরমণি!

অভি। জানিলাম একান্ত আমাতে তব প্রীতি,
হেরিয়ে তোমারে,
সহোদর জ্ঞান হয় মনে;
যেন কোথা দেখেছি, দেখেছি—
স্বপ্ন-সম সে ভাব লুকায়।
আসন্ন সমর,
ফিরি যদি রণ জিনি দোঁহে,
বিরলে বসিয়ে কব কথা পরস্পরে।
তেজঃপুঞ্জ মহারথী তুমি,
কৃপা করি সেজেছ সারথি;
কিন্তু মম সারথি নিপুণ,
নিঃশ্বাস ছাড়িবে ক্ষত্র,
না করিলে সাথী রণে।
ইথে এই মন্ত্রণা ধীমান,
লহ অস্ত্র-পূর্ণ অন্য রথ পাছে,

যাই নিজ রথে আমি,
তব রথ রাখ ব্যূহ-মুখে,
রণে যবে করিব প্রবেশ,
যেও বীর পশ্চাতে আমার।

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্র

যুধিষ্ঠির ও সৈন্যগণ।

যুধি। না পালাও না পালাও সৈন্যগণ,
ক্ষত্রধর্ম্ম করহ পালন ;
কৌরব কি ধরে করে তীক্ষ্ণতর তীর ?
নহে তারা অভেদ্য-শরীর!—
চল সবে মিলি বধি দ্রোণে।

১ম সৈন্য। ভদ্র নাহি নরপতি আর!
পড়িয়াছে বড় বড় বীর,
মৃতপ্রায় ভীমসেন রণে,
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান আদি,
অধীর সমরে সবে ;
চতুরঙ্গ সেনা আকুল দ্রোণের বাণে।

(নেপথ্যে)—এই এই এই যুধিষ্ঠির!
হে আচার্য্য,
করুন্ গ্রহণ, করুন্ গ্রহণ।

২য় সৈন্য। কি দেখ, কি দেখ আর
তুলারাশি যেমতি অনলে,
ভস্ম হবে দ্রোণ-শরে ;
এল এল, পালাও সত্বর!

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। না পালাও পাণ্ডব-বাহিনী,
ক্ষণকাল দেখ রণ ;
পিতা মম ভুবন-বিজয়ী,
অক্ষয়-গাণ্ডীবধারী ;
প্রকাশে বিক্রম অরি অগোচরে তাঁর।
নাহি কি হে অর্জ্জুন-কুমার ?
কি ভয় কি ভয়,
রণজয় করিব এখনি।
বরষিব বজ্রসম শর,—
দেখি অগ্রসর কে হয় সমরে—
কে বাঁধে কবচ দৃঢ় বুকে!
এস এস আচার্য্য প্রবীণ,
দেখ কত শিক্ষা শরাসনে।

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। বালক,
নাহিক বিরোধ মম তোমার সংহতি,
ছাড় পথ, ধর্ম্মরাজে ভেটিব সমরে।

অভি। অবিরোধী ধর্ম্ম-নৃপমণি,
বিরোধী অর্জ্জুন-সুত—
যুদ্ধ দেহ আচার্য্য নিপুণ ;
শুনেছি জনক-মুখে ধনুর্ব্বেদ তুমি,
প্রমাণ তাহার দিয়েছ এ রণস্থলে,
ছলে করি পিতারে অন্তর ;
কিন্তু মনোরথ না ফলিবে তব।
যমের দোসর অর্জ্জুন-কুমার,
ধনু বাণ হাতে ;
হান অস্ত্র, যত্ন কর প্রতিজ্ঞা-পালনে,
অনুচরে বিমুখ সমরে,
কোথা পাবে নৃপ দরশন,
হুতাশন-সম অরি সম্মুখে তোমার।

দ্রোণ। সিন্ধুস্রোত চাহ রোধিবারে!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

যুধি। চল সবে, চল হে সত্বর,
সবে মিলি করি আক্রমণ ;
হের, বিরথী আচার্য্য বীর।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

অভিমন্যু ও সৈন্যগণ।

অভি। দেখ চেয়ে পাঞ্চাল পাণ্ডব,
ফেরুপাল-সম পলাইছে অরিদল,
বিকল কৌরব ঠাট—
অটল সমরে মাত্র সিন্ধুরাজ-সেনা;
এখনি করিব আক্রমণ,
আইস সবে পশ্চাতে আমার,
ব্যূহ ভেদি বিনাশি কৌরবে।

১ম সৈন্য। ধন্য বীর অর্জ্জুন-তনয়,
পিতা সম বীর্য্যবান্;—
কারে ভয়, কুরুকুল করিব নির্ম্মূল!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ব্যূহ দ্বার

জয়দ্রথ ও রোহিণী।

রোহিণী। হের বীরবর, অন্তক-সমান রণে,
পশিছে অর্জ্জুন সুত!
নাহি কাজ রোধিয়া উহারে,
স্মর শঙ্করের বর,
আর্জ্জুনিরে দেহ পথ ছাড়ি,—
নিবারহ অন্য অন্য যোধে,
কুরুরাজ দেছেন আদেশ।

[রোহিণীর প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। যম কারে ক'রেছে স্মরণ,
কে রাখে বিপক্ষ-ব্যূহ সম্মুখে আমার?

জয়। পিপীলিকা!
কত দিন উঠিয়াছে পাখা?

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধি। দেখ ছিন্ন-ভিন্ন ব্যূহমুখ,
বাতে যথা কদলী-কানন;
চল সবে আর্জ্জুনি-সহায়ে;
চল যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর,
কর আক্রমণ চারিদিকে
ব্যূহ ভেদি পশিয়াছে রথীন্দ্র-কুমার।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্র

অভিমন্যু।

অভি। এ কি, চারিদিকে অরি,
কেহ নাহি সহায় আমার!
নাহি হেরি কোথা সে সারথি,
কোথা অস্ত্রপূর্ণ রথ তার!
সিন্ধুরাজ সৈন্যসহ রোধিছে পাণ্ডবে;
দৃঢ় অস্ত্রে ছেদি সৈন্যগণে,
নিজ-পক্ষে মিলিব এখনি;
কেমনে যুঝিব একা চক্রব্যূহ-মাঝে।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। কি কাজে বিলম্ব বীর?
যুঝ ব্যূহ ভেদি;
আগুবাড়ি আছে মম রথ,
উড়িছে পতাকা দূরে;
হের,
ধাইছে চৌদিকে সেনা বিপক্ষে তোমার,
একেশ্বর জিন রণ বীর,
জিনিল অমরে যথা জনক তোমার,
খাণ্ডব-দাহন-কালে;
ভীমসেন-রথধ্বজ দেখেছি পশ্চাতে,
সিংহনাদে যোঝে মহাবীর,
এখনি হইবে রথী সহায় সমরে।

অভি। আন রথ পশ্চাতে আমার,
গর্জ্জে অরি সম্মুখ-সমরে,
নাহি সহে প্রাণে মোর,
অর্জ্জুন-নন্দন আমি।
ছিন্ন-ভিন্ন করিব এখনি,
মুহূর্ত্তে ঘুচাব অহঙ্কার।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। ধনু অস্ত্র ত্যজহ বালক,
ক্রীড়াস্থল নহে রণভূমি।

অভি। মহাক্রীড়াস্থল হে রাধেয়!
গেণ্ডুয়া খেলিব ল'য়ে কুরুকুল-শির;
বহিবে রুধির খর;
ছিন্নশির কুরুরাজে,
বাঁধি তোমা শকুনির সনে,
ভাসাইব সে সলিলে,
ক্রীড়াচ্ছলে ভ্রমিব সে ভেলাপরে,
উপস্থিত হের অস্ত্র-খেলা।

[যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণ ও অভিমন্যুর প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

ব্যূহ-দ্বার

জয়দ্রথ ও সৈন্যগণ।

জয়। সাবধানে রহ বীরভাগ,
হের পরাভূত পাঞ্চাল পাণ্ডব,
প্রবেশিছে রণে পুনঃ—
আগে আগে বীর বৃকোদর;
না হও চঞ্চল কেহ, বারিব সবারে,
বায়ুদলে ভূধর যেমতি!

[প্রস্থান

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। উল্কাবেগে কর আক্রমণ,
এখনি নাশিব দুষ্ট সিন্ধুর নন্দনে;
একা পুত্র গেছে ব্যূহ ভেদি,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদি রিপুদলে,
হও সবে সহায় তাহার;
একেলা বালক, যুঝে ব্যূহ-মাঝে,
সাগর উথাল সম গর্জ্জিছে কৌরব,
হায় হায়, একা পুত্র অরি-মাঝে!
রে পামর সিন্ধু-সুত,
ঘুচাই সমর-সাধ তোর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

নবম গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

যুধিষ্ঠির ও নকুল।

যুধি। হে নকুল,
কেমনে যাইতে বল শিবির-ভিতরে,
যতক্ষণ পাপ দেহে আছে প্রাণ?
ধর্ম্মজ্ঞানহীন আমি মূঢ়,
রাজ্যলোভে করিনু দুষ্কর পাপ!
বার বার কহিল কুমার,
নাহি জানি নির্গম-উপায়;
ভ্রান্ত মোহমদে,
প্রেরিনু শাবকে ব্যাঘ্র-মুখে!
কোটি বজ্রনাদ-সম ঝঙ্কারে কৌরব,
কি হয়—কি হয় রণে!
চল ল'য়ে সংগ্রাম-ভিতরে,
ধরুক আমারে দ্রোণ,
ঘুচে যাক্ এ কাল-সমর।
গর্জ্জে পুনঃ কৌরবীয় চমূ;
হাহাকারে ন দিছে
পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ;
প্রাণ মম আকুল নকুল,—
নাহি শুনি বৃকোদর-সিংহনাদ!
হের দূরে,
হাহা রবে কাঁদিছে সাপক্ষরথী!

জ্যেষ্ঠ আমি, সাধি হে তোমায় পুনঃ,
অর্পি দ্রোণ-করে মোরে,
নির্ব্বাণ করহ রণানল।

নকুল। তিষ্ঠ মহারাজ ক্ষণ,
বিকল শরীর তব রিপুর প্রহারে;
যাই রণে, তব আশীর্ব্বাদে,—
অবাধে জিনিব সিন্ধুরাজে,
তিষ্ঠ সাবধানে নরমণি!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। হায় হায়, মজিল সকলি!
জয়দ্রথ করে ঘোর রণ ব্যূহমুখে,
প্রবেশিতে নারে কোন বীর;
একা শিশু বিপক্ষ-মাঝারে!
অষ্টবার ভীমসেন অচেতন,—
নবম সমর—না জানি কি হয়,
সিন্ধুরাজ দুর্নিবার আজি!
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান আদি
মহারথিগণ,
বিমুখিল রণে একা সিন্ধুর কুমার!

[সকলের প্রস্থান

দশম গর্ভাঙ্ক

ব্যূহ-মুখ

জয়দ্রথ ও সৈন্যগণ।

জয়। দেখ চেয়ে
পাণ্ডবের দল, পলায় শৃগাল-সম!
চল ধাই পশ্চাতে তাহার,
ছারখার করি শ্রেণী ভেদি;—
জয়লাভ হইবে এখনি।

[সসৈন্যে জয়দ্রথের প্রস্থান।

(ভীম ও সহদেবের প্রবেশ)

ভীম। সহদেব,
সত্বর শিবিরে লহ পাণ্ডবের নাথে।

[সহদেবের প্রস্থান।

ধিক্ ধিক্, ধিক্ বাহুবলে,
রক্ষিতে নারিনু শিশু!—
হে সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, পাণ্ডব!
একচাপে বেড়' সিন্ধুসুতে;—
হায় হায়,
রণে পুনঃ পশিয়াছে ধর্ম্মরাজ!
হে নকুল, দেখ কি কৌতুক,
ক্ষিপ্ত শোকে পাণ্ডব-উত্তম,
বিকল অরির ঘায়;
শীঘ্র লও শিবির-ভিতরে;—
উচাটন প্রাণ দুই স্থানে,
কেমনে রাখিব বংশধরে;
হা কৃষ্ণ, কি এই হেতু জনম আমার,
রোধে মোরে সিন্ধুকুলাধম!
আরে আরে ভীরু সেন দল,
কি লাগি মরণ-ভয়,
পলায়ে কি এড়াবে শমন?
আরে আরে সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল,
পৃষ্ঠে অরি করিবে প্রহার,
হেয় প্রাণ রাখি কিবা ফল,—
অপমান হ'তে মৃত্যু শ্রেয়ঃ!
চল রণে সাত্যকি ধীমান্,
দ্রুতপদে দ্রুপদ-তনয়,
অগ্রসর হও মৎস্যরাজ,
পাঞ্চাল-রাজন্—শিখণ্ডী সমরে শূর,
কৌরব-গৌরব নাশ' রণে;
আক্রমণ কর সিন্ধু-ঠাট,—
ঘূর্ণবায়ু পশি যথা কানন-মাঝারে,
ভাঙ্গে মড়মড়ে তরুদলে,
চল প্রবল-প্রতাপে,
প্রবেশি বিপক্ষ-মাঝে,
পাড়ি অরি বীরবৃন্দ মিলি। [ভীমের প্রস্থান

(সসৈন্যে নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

নকুল। ধাও বেগে,
এখনি পাড়িব ছার সিন্ধুর নন্দনে।

সহদেব। চল দ্রুতপদে।

[সকলের প্রস্থান।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। জয়দ্রথময় আজি কৌরব-বাহিনী!
পাড়িলাম শত জয়দ্রথে রণে,
তবু যুঝে কুলাঙ্গার।
কিন্তু নাহিক নিস্তার,
দেবগণ-সহ ইন্দ্র নারিবে রাখিতে।
এ কি!
অকস্মাৎ দীর্ঘ জটাঘট চারিদিকে;
হৈ হৈ হাহা হুহু রব,
দক্ষযজ্ঞ-মাঝে যথা কৈলাসীর চমূ!

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। দেব, পড়েছে প্রমাদ!
দ্রোণ-রথ যুধিষ্ঠির-শিবির নিকটে,
প্রায় পরাজিত সহদেব;
পাঞ্চাল, পাণ্ডব রথী শিখণ্ডীসংহতি,
ভঙ্গীয়ান দারুণ দ্রোণের বাণে;
রক্ষ ধর্ম্মরাজে মহাশয়!

[রোহিণীর প্রস্থান।

ভীম। কোন্ ভিতে রব স্থির?
রথ সহ করিব আচার্য্যে চুর।

[ভীমের প্রস্থান।

(নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ)

ধৃষ্ট। হে নকুল, ধাও বামভাগে,
দক্ষিণে আক্রমি আমি;
কহ সাত্যকিরে হাঁকি—
ব্যূহ-মুখে দিতে হানা;
শুনি বৃকোদর-সিংহনাদ পাছে,
পশ্চাতে কি পশিয়াছে রথী?

নকুল। হে সাত্যকি, ধাও ব্যূহমুখে!

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

চারিজন পিশাচী।

১ম পিশাচী। সই, কোন্ কোণে?
২য় ঐ। তুই দক্ষিণে?
৩য় ঐ। উত্তরে, তর তরে!

(চারিজন পিশাচের প্রবেশ)

ওলো,—
৪র্থ পিশাচী। টল্‌টলাটল্ সমান্ সমান্ চা'র ধারে।
সকলে। টল্‌টলাটল্ সমান্ সমান্ চা'র ধারে।

পিশাচীদল।— (গীত)

কিলি কিলি কিলি, খিলি খিলি খিলি,
স্বজনি;
চকমকে না ঢাকে, না আসে রজনী।
কল্‌কলা, হলহলা,
ভিন্নি ভিন্নি, ছিন্নি ছিন্নি,
ঘারঘোর ঝন্‌ঝনি,
সন্‌নি।

পিশাচদল। কিলি কিলি হিলি হিলি,
হিহি হিহি হি;
হিলি হিলি, হিলি ঝিলি,
লিহি লিহি হি।

চতুর্থ অঙ্ক

—:০০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল—ব্যূহচক্র

দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা

দ্রোণ। ধাও পুত্র, সমীরণ-বেগে—
কহ সিন্ধুরাজে,
দৃঢ় অস্ত্রে রহে ব্যূহমুখে,
আগুবাড়ি নাহি দেয় রণ,
রহ সপক্ষে তাহার,
অনুক্ষণ সতর্ক প্রস্তুত,
প্রাণ উপেক্ষিয়া কর রণ,
নাহি দেহ প্রবেশিতে কারে।

[অশ্বত্থামার প্রস্থান।

পশিয়াছে বহ্নি গৃহমাঝে,
দেখি যদি পারি নিবাইতে,
না হইতে ভস্মরাশি বাহিনী আমার।
সিংহের শাবক যুঝে ফেরুপাল-মাঝে!
কুরুরাজে কেমনে রাখিব,—
অধীর অন্তর মম!
হের সূর্য্যের কুমার,
ভাঙ্গিল কটক শিশু রণে।
কোন মতে রক্ষা কর ব্যূহ;
নহে দলবল যায় তল আজি!
কুরুরাজ, পতঙ্গের প্রায়,
ঝম্প নাহি দেয় বহ্নি-মাঝে,
উত্তরে ভাঙ্গিল ঠাট,—
কৃপাচার্য্য রথী,
রণসন্ধি রাখ সাবধানে!

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। কুলক্ষয় হ'ল আজি রণে,
পড়েছে কুমার ভাগ!
রথ-রথী পদাতি কুঞ্জর,
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ঠাট,
পাড়িয়াছে একেলা বালক!
বারে তারে নাহি হেন জন!
হে আচার্য্য, যত যুক্তি ফুরাল সকল;
হীনবল বাহিনী আমার,
নাহি রথী প্রবোধিতে একেলা বালকে।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। বৃথা পলায়ন কুরুরাজ!
ত্যজ অস্ত্র, ভজ ধর্ম্মরাজে।
দ্রোণ। রথিবৃন্দ,
রাখ প্রাণপণে কুরুরাজে;
হে কর্ণ, হে কৃপাচার্য্য বীর,
রাজার সঙ্কট হেথা!
অভি। বিফল এ যত্ন গুরু!—
শরজালে কে বাড়িবে আগু?
দ্রোণ। পশ'—
দ্রুতবেগে সৈন্য-মাঝে কুরুরাজ!

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

নহিবে শকতি মম,
বারিতে এ বালক দুর্জ্জয়।

[উভয়ের যুদ্ধ ও দ্রোণ অচেতন।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অভি। ভাল,
পিতা-পুত্রে দেখাইব যম।

(উভয়ের যুদ্ধ)

অশ্ব। (স্বগত) বিক্রমে কেশরী শিশু!
ধনু-মুষ্টি ধরিতে না পারি আর।

(কর্ণের প্রবেশ)

অভি। হে রাধেয়,
বার বার পলাইয়া রাখ হেয় প্রাণ,
কুক্ষণে কুমতি,
দিলি কুমন্ত্রণা কুরুরাজে;
দিব প্রতিফল ক্ষত্রিয়-সমাজে তার!

[দ্রোণ ব্যতীত সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্রোণ। (চেতনা পাইয়া)
নাহি জানি কোথা কুরুরাজ,
কোটি কোটি মহা অস্ত্র দীপিছে আকাশে,
আমর্থ, সামর্থ,
ইন্দ্রজাল, ব্রহ্মজাল আদি—
রণে কেবা করে অবতার !
যুঝিতেছে অশ্বত্থামা ;
নাহি জানি কোথা দীক্ষা পাইল বালক,
নিবারিছে মহাঅস্ত্র যত,
পঞ্চানন যথা,
বারিলা গরল-তেজ সিন্ধুর মন্থনে !

[প্রস্থান

৩য় গর্ভাঙ্ক

দুঃশাসন ও শকুনি।

দুঃশাসন। হে মাতুল, জীবন-সংশয় আজি রণে
দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপে—
এককালে পরাজিল দুরন্ত বালকে,
পলকে প্রহারে কোটি বাণ ;
আগুয়ান কে হয় সমরে !
যুঝিলাম এক চাপে শতভ্রাতা মিলি,
মুহূর্ত্তে নারিনু সহিতে রণ,
বংশ নাশ হ'ল আজি রণে,
হতাশ হ'তেছে প্রাণে,
ব্যূহ-মুখে না জানি কি হয় !
একা যুঝে জয়দ্রথ বীর,
নাহি অবসর,
প্রেরিতে পদাতি এক সহায়ে তাহার ;
হুলস্থূল প্রলয় উদয়,
বুঝি ক্ষয় হইল সকলি।
শকুনি। বৎস, পুত্রশোকে আকুল অস্থির,
বংশের দুলাল মম,
কোথা গেল ত্যজিয়ে আমারে।
দুঃশাসন। হে মাতুল, মুণ্ডে বাজ পড়ুক তোমার,
চন্দ্র-সম পুত্রগণ মম,
লোটায় ধরণীতলে ;
করহ উপায়,
নহে বিলম্ব নাহিক আর—
পুত্রে দেখা পাবে যমপুরে।
হায় হায় !
পুত্র-শোকে আকুল কৌরব-শ্রেষ্ঠ
ধাইছে সংগ্রামে !
শকুনি। দুর্য্যোধন ! ক্ষমা দেহ রণে।

[শকুনি ও দুঃশাসনের প্রস্থান।

(দ্রোণ ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। হে আচার্য্য, নাহি বার' মোরে,
মম সৈন্যে নাহি যবে রথী,
রোধিতে সম্মুখ-অরি,—
কে যুঝিবে আমি না যুঝিলে ?
কেমনে পথিক-প্রায় দেখিব দাঁড়ায়ে,
পুত্র-পৌত্র-ক্ষয় মম,—
যাক্ প্রাণ ঘুচুক জঞ্জাল।
হের, মৃতপ্রায় অশ্বত্থামা,
পলায় সারথি ল'য়ে ;
নাহি জানি,
জীবিত কি মৃত রণে কর্ণ মহারথী ;
হে আচার্য্য, কৃপাচার্য্য হ'লো নাশ !

[উভয়ের প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। অস্ত্রহীন বিকল কটক,
প্রহারিতে নহে বিধি ;
কিন্তু কোন ভিতে নাহি হেরি পথ,
পঙ্গপাল বেড়েছে চৌদিকে ;
না পারি বুঝিতে,—
কোন্ পথে ক'রেছি প্রবেশ।
কোন্ রথী উচ্চৈঃস্বরে ফিরায় বাহিনী ?
আসে রণে কৌরব-ঈশ্বর,
যোগ্য বটে কুরু-অধিকারী ;

পুনঃ রথিবৃন্দ ধাইছে চৌদিকে,
মার মার রবে সবে ;
প্রাগ্-সৈন্য চালে প্রাগপতি,
রাজার সাহায্য হেতু ;
ভোজ ঠাট আসিছে পশ্চাতে,—
কাটি পাড়ি উত্তরে বাহিনী ;
অগণ্য রাজার সেনা,
কোথা পথ পাইব উত্তরে !
পশ্চিমে পাণ্ডব-দল ;
কিন্তু পথ কোথা—না হেরি পশ্চিমে,
যতদূর দৃষ্টির গমন,
সৈন্য-সিন্ধু হেরি চারিদি.ক,
ব্যোম-চক্রে মিশিয়াছে সেনা !

(ভগদত্তের প্রবেশ)

ভগ। হের মৃত্যু নিকট বালক !
অভি। ভাল ভাল রাজার শ্বশুর,
সম্মানে কাটিব তব শির !
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। হো হো, কৃতবর্ম্মা বীর !
আন হেথা আহ্বানি সত্বরে,
মহারথিগণে ;—
হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল,
বালক সাক্ষাৎ যম।
কীট যথা আপন বন্ধনে,
মরি বুঝি চক্রব্যূহ করি !
ওহো,
আথালি পাথালি বাড়ি মারে ভীমসেন,
ব্যূহ-মুখে ;
নিবারিতে নারে বা সৈন্ধব।
প্রাণেশ্বর ! চালাও কুঞ্জর ব্যূহ-মুখে,
অতিদ্রুত, অতিদ্রুত ধাও বীর ;—
মহামার করে বৃকোদর,
প্রায় অবসান সিন্ধুসেনা,
ভীমের বিক্রমে ;—
প্রাগ্ সৈন্য ল'য়ে রোধ পথ।

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন, কি হবে কি হবে ;
বধিবে সবারে আজি অর্জ্জুন-তনয় !
পুনঃ পুনঃ,
বেড়িনু বালকে শত ভাই মিলি,
প্রাণ মাত্র অবশেষ,
নাহি আর শক্তি ভুজে ধরিতে ধনুক,
গদাভার লাগে গুরু।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

হে গুরু !
যদি প্রাণের সন্তাপে রোষবশে—
কভু দোষ ক'রে থাকি পায়,
ক্ষম সে সকল,
সন্তান তোমার আমি ;
ল'য়ে তব পদাশ্রয়,
যায় যায় হয় বংশনাশ,
ক্ষত্রিয়-সমাজ মজে রণে,
আজি পতিহীনা হবে মহী ;
জ্ঞান হয় ভৃগুরাম বালকের বেশে,
পশিয়াছে বাহিনী-মাঝারে,
পুনঃ ধরা নিঃক্ষত্রী করিতে !
গুরু-পুত্র, কৃপাচার্য্য দেব,
যে হয় করহ সবে,
নহে,
সবে মিলি বধ মোরে, ঘুচুক বিবাদ ;
হের, রথ রথী নায়ক বাহক,
পড়িতেছে কোটি কোটি চারিদিকে ;
হের,
ভিন্দিপাল, পট্টিশ, নারাচ

শেল, শক্তি, তোমর ভোমর, জাঠি,
দীপিতেছে নভস্থলে,—
প্রতিকূলে নাহি অস্ত্র আর ;
হের,
রক্তের প্রবাহ ধাইতেছে খরস্রোতে,
ভাসে অশ্ব মাতঙ্গ বিমান ;
হের, মহাবায় কোথায় কাঁপায় ঠাট,
মহাবহ্নি দহে সেনাগণে ;
জল-স্রোত সমুদ্র-সমান,
ডুবায় কটকে কোথা,—
কোথা,
ভয়ঙ্কর অজগর বাঁধিছে বাহিনী ;
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বত চাপনে,
অনীকিনী ক্ষয় কোথা
ধূমকেতু সম,
ঝাঁকে ঝাঁকে ধাইছে চৌদিকে,
মহাঅস্ত্র কোটি কোটি ;
শুন সিংহনাদ মুহুর্মুহুঃ—
অবসাদ না জানে বালক !
হে সখা, হে মাতুল ধীমান্,
হে আচার্য্য, কৃপ মহাশয় !
কি উপায়ে বধিবে বালকে,
বুঝি যুক্তি কর সবে মিলি,
নহে প্রাণ ত্যজিব এখনি ;
না দেখিতে পারি আর বান্ধব-বিনাশ
ঘোর ত্রাসে রাখ পদে, গুরুদেব !

দ্রোণ। হের মহারাজ,
সজারু-সমান অঙ্গ বাণে,
দাঁড়ায়ে র'য়েছি মাত্র শরাসন-ভরে,
হের,
মম সম অন্য রথীগণে !

কর্ণ। ভাবি তাই,
নাহি দেয় চক্ষু পালটিতে,
আগুবাড়ি সাজায়ে স্যন্দন,
খান খান হয় মুহূর্ত্তেকে,
অজ্ঞান লুটাই ভূমে পড়ি।
পুনঃ পুনঃ করিনু যতন কত,
বিফল সকলি রণে।

অশ্ব। যুদ্ধে আজি নাহিক নিস্তার।
অবতার করিলাম মহা অস্ত্র যত,
হীনতেজ লোষ্ট্র-সম পড়িল ধরায় ;
শিশু নহে, শঙ্কর আপনি !

শকুনি। ডাকিলে কি মহারাজ,
প্রশংসিতে শিশুর বিক্রম ?

কৃপ। উপায় বুঝিতে নারি কিছু।

দুর্য্যো। তবে যাই রণে, বধুক বালকে।

দুঃশা। কি করেন, কি করেন কুরুরাজ,
বহ্নি-মাঝে পশি কেবা বাঁচে ;
পাষাণ বাঁধিয়া পায় ডুবিলে পাথারে,
কে কোথায় পায় প্রাণ ?

দুর্য্যো। হায় ভ্রাতঃ !
অপমান নাহি সহে আর,
বালকে সংহারে সর্ব্বসেনা।
কি কাজে এ ছার প্রাণ ধরি,
বুঝি আজ সকলি ফুরায় !

দ্রোণ। দেখিতেছি সকলি দাঁড়ায়ে বৎস !
নিরুপায়ে কি উপায় করি ?
নাহি রথী এ তিন ভুবনে,
ন্যায়-যুদ্ধে জিনিবারে অভিমন্যু বীরে।

শকুনি। অন্যায় সমরে তবে বধহ বালকে।

দুর্য্যো। অন্যায় সমরে যদি হয় রণজয়,
কর তবে অন্যায় সমর,
সপ্তরথী বেড়ি মার দুরন্ত বালকে।

কৃপ। দুর্নীতি—এ মহারাজ !

দুর্য্যো। নীতি বা অনীতি—
বিচার আমার ভার,
বধ শিশু পার যে প্রকারে।

দ্রোণ। মহারাজ ! এই পাপে মজিবে সকলি

দুর্য্যো। মজে সব এখনি সমরে ;
পাপ পুণ্য মম' পরে,
পাল বাক্য, রাখ বন্ধুগণে ;
মহাপাপ, দেখি যদি বাহিনী-বিনাশ,

উদাস হইয়া রণে ;
বধ শিশু যা হয় আমার ;
কি অরিষ্ট ভুঞ্জিল পাণ্ডব,
অন্যায় সমরে পাড়ি কুরুবংশ-চূড়া ?
পুনঃ কহি, বধহ বালকে।

কর্ণ। শুন রথিবৃন্দ,
ইহা বিনা কি উপায় আছে আর ?

শকুনি। উচিত আশ্রিতজনে রক্ষিতে সর্ব্বথা।

[সপ্তরথীর প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। মহা কোলাহলে,
ধাইতেছে সপ্তরথী বিপক্ষে আমার,
এককালে করিবে কি রণ !
নাহি ডরি,
মজিবে মূঢ় নিজ মহাপাপে,
একেলা বধিব সপ্তরথী।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

সকলে। বধ শিশু, বেড় চারিদিকে।

অভি। রথিকুল-হেয় মূঢ় তোরা,
সাতজন ধেয়ে এলে রণে
আর্জ্জুনি না গণে তায় ;
প্রেরিব পতঙ্গ সম শমন-ভবনে,
নরকে রহিবি চিরদিন।
আরে আরে কুলাঙ্গারগণ,
অচেতন শতবার লুটায়েছ শির,
সম্মুখে আমার, তোমা সবাকার রণে ;
বীরপুত্র অভিমন্যু বীর,
না মারিনু তীর আর,—
নহে এতক্ষণ থাকিত কি প্রাণ,
বেড়িতে কি সাত জনে ?

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ)

অভি। উপরোধ নাহি কারো আর !
নিরস্ত্র কবচ হীন বাহন-বিহীন,
প্রহারিব সবে সম ;
না ছাড়িব হীনপ্রাণী বলি

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অন্তরীক্ষ

রোহিণী ও গর্গমুনি।

রোহিণী। হের মহাভাগ,
বুঝি মনোরথ না পূরিল মোর !
দর্পে যবে সপ্তরথী চালাইলা হয়,
শিশু বরাবরি রণে ;
হুহুঙ্কারে পূরিল গগন,
দিগ্‌হস্তী কাঁপিল শঙ্খের নাদে ;
উথলিল সাগরের জল,
বজ্রসম ধনুক টঙ্কারে ;
ঘন ঘন কাঁপিল মেদিনী,
রথগ্রাম-সঞ্চালনে ;
কোলাহলে নাদিল বাহিনী,
অস্ত্রজাল বেড়িল গগনে,
আঁধারিয়ে দশদিশি ;
পিনাক-টঙ্কার সম গর্জ্জিল বিমানে,
মহা-অস্ত্র কোটি কোটি,
চরাচর কাঁপিল তরাসে ;
কিন্তু গ্রহ-জ্যোতি যথা রবিকরে,
আচম্বিতে নিভিল প্রভাব যত,
বীর-দাপ সকলি ফুরাল !
যথা তুঙ্গ আগ্নেয়-শিখর,
স্থির মহাবীর রণে ;
সায়ক-নিচয় এড়িতেছে চারিভিতে ;
যেন,
আঁধারে অন্তর-তাপে গর্জ্জিয়া ভূধর,
হুহুঙ্কারে ফুৎকার ছাড়িছে,
দ্রবময়ী ধাতু-প্রস্রবণ নভঃস্থলে,—
উজ্জলিয়া দিশ-পাশ ;

যথা, পড়ে ধারা বিবিধ বরণ,
ভস্মি গ্রাম পল্লী প্রান্তর কানন,
অবিশ্রান্ত ঝড়িছে চৌদিকে.—
সর্পাকারে দীপ্যমানা রিপু-বিঘাতিনী,
বিমর্দ্দিয়া চতুরঙ্গ অনীকিনী ;
থানা থানা পড়িছে কটক,
ফেনা উঠে রুধির-প্রবাহে ;
সপ্তরথী সাতবার ভঙ্গ দিল রণে !
হেথা,—
ব্যূহ-মুখে যুঝে ভীম অসীম-বিক্রম,
একক সৈন্ধব,
কত আর রোধিবে তাহারে ?
হের,
রথ তুলি মারে রথোপরে,
অশ্বে অশ্ব-বিনাশন ;
কুঞ্জরে কুঞ্জর পাড়িয়াছে ভূমে ;
কেশরী দলিছে যথা কুরঙ্গের পালে ;
প্রাণপণে ভগদত্ত জয়দ্রথ মিলি,
বিন্দু অনুবিন্দু সাথে,
নারে নিবারিতে মহারথে।
হের,
পর্ব্বত-প্রমাণ গদা,
চালিতেছে শূর সন্‌সনে ;
গদার বাতাসে উড়ায় বারণ-ঠাট !
ধন্য ধন্য সিন্ধুর তনয়,
এতক্ষণ রোধে যোধে ;
পারে কি না পারে আর !
উত্তরে ত্রিগর্ত্ত-মাঝে হের ধনঞ্জয়,
রিপুহর ভৈরব-মুরতি মায়ারথে,
দীপ্যমান দিনমণি যেন,
কিরীট ঝলিছে ভালে,
অগ্নিময় আঁখি,
দলদলে যুগল কুণ্ডল ;
শ্রীমধুসূদন,
চালিছেন শ্বেতাশ্ব বাহন চারি,
ঘোরনাদে ধাইছে বিমান চক্রাকারে ;
কভু আগু, কভু পাছু,
কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
অন্তরীক্ষে কভু,
কভু দেখি, কভু লুকি,
দেবের নির্ম্মিত যান,
ধ্বজে গর্জ্জে বীর হনুমান ;
ইন্দ্র-সম ইন্দ্রের নন্দন,
অবিশ্রাম হানিতেছে শর ;
বিশিখ-নিকর,
পক্ষ সম ঝাঁকে ঝাঁকে ধায় ;
দেখ, সপ্তরথী, সুশর্ম্মা সংহতি,
অস্থিমাত্র সার সবে,
প্রাণপণে নারে ফিরাইতে,
হৃদি-ভঙ্গ নারায়ণী-সেনা !
শুন,
নাহি সেই সিংহনাদ,
সত্রাসে শুনিল যাহা মগধ-ঈশ্বর,
যাদব-আহবে ঘোর ;
একমাত্র পাঞ্চজন্য নিনাদে গভীর,
কম্পে ত্রাসে স্থাবর জঙ্গম !
রণ জিনি,
এখনি ফিরিবে রথী পুত্রের সহায়ে,
এ তিন ভুবনে,
প্রতিবাদী কে হবে সমরে ?

গর্গ। হে কল্যাণি !
বেলা মাত্র তৃতীয় প্রহর,
ষোড়শ বৎসর পূর্ণ দিবা-অবসানে ;
ইতিপূর্ব্বে না পড়িবে শিশু।
শুন সুকেশিনি !
যুঝে বীর উত্তরার আয়ুত-প্রভাবে।
দেখ, দেবদৃষ্টি দানে কৃশোদরি,
একাকিনী,
নিমীলিত-নেত্রে সতী আরাধে শঙ্করে !
যাও ত্বরা শুভে,
ভঙ্গ কর উত্তরার ধ্যান ;
নিজ বর স্মরি,

ভোলানাথ যদি বর দেন তারে,
প্রলয় ঘটিবে তাহে ;
পে'য়ে পূজা বিশ্বনাথ,
আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন গর্ভস্থ কুমারে,
অন্তর্যামী, বুঝিয়া মায়ের প্রাণ !
পবন-গমনে যাহ চলি,
বিঘ্ন-বিনাশন বিশ্বনাথে,
আরাধিতে নাহি দেহ আর।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

অভিমন্যু।

অভি। বিচক্ষণ সারথি সবার,
না হানিতে তীর, পলায় আরোহী ল'য়ে,
সাতবার সপ্তরথী হ'ল অচেতন,
বধিতে নারিনু কারে,
পুনঃ দেখি সপ্তধ্বজ দূরে,
নাহিক সহায় একজন ;
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির,
ভীম আদি বীর,
অস্থির অন্তর মম স্মরিয়ে সবারে ;
পড়িল কি রণে সবে !
নহে কেন,
না হয় সহায় মম এ ঘোর সঙ্কটে !
একান্ত বিপক্ষ-হাতে নাহিক এড়ান ;
অপ্রমিত সৈন্য চারিভিতে,
নাহি হেরি পথ কোনখানে,
ভাল, ত্যজি প্রাণ বীর-পুত্র সম ;
কোথা সে সারথি,
কোথা অস্ত্রপূর্ণ রথ তার ?
বুঝি,
কৌরব-পক্ষীয় কেহ কইল প্রতারণা,
সারথির বেশে ;
যে হয় সে হয় নাহি ডরি,
মারি অরি সম্মুখ-সমরে।

[প্রস্থান।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

কর্ণ। শুন সবে বচন আমার,
এককালে কর আক্রমণ ;
কেহ কাট ধনু, তূণীর কেহ বা,
কবচ কাটহ কেহ,
কেহ অশ্ব রথ, কেহ বা সারথি,
ইহা বিনা না দেখি উপায় ;
বলবান্ অর্জ্জুন-অধিক শিশু।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। থাক্ থাক্, দেখাই বিপাক সবে।

[সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। হের, বিরথী অর্জ্জুন-সুত,
পুনঃ অস্ত্র হান চারিভিতে।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

(রথিগণ সহ অভিমন্যুর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

অভি। ক্ষমা কভু নাহি দিব রণে,
যতক্ষণ দেহে রহে প্রাণ।

[সপ্তরথী সহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। বেড় পুনঃ—বধহ বালকে।

[প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। নাহি অস্ত্র, ফুরাল ভাণ্ডার,
দণ্ড তুলি করি মহামার ;
এ সংবাদ শুনিলে জনক,
অবশ্য হইত আসি অনুকূল মম,
গোবিন্দ মাতুল-সনে।

(সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমন্যুকে আক্রমণ)

দুর্য্যো। অস্ত্রহীন,
তথাপি পাবক-সম বালক সংগ্রামে,—
নিবার হে অঙ্গ-অধীশ্বর !

[সপ্তরথী-সহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর প্রস্থান

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

কাটিল দণ্ড রাধেয় দুর্জ্জন ;
মরিয়ে দেখাব দুর্য্যোধনে,
পাণ্ডব-মরণ-রীতি ;
পড়ে মনে মাতার রোদন,
উত্তরার বিরস বদন !
চক্র-ঘায় পাড়ি রথ-রথী ।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

কর্ণ। দানব-সমরে যথা দেব জগন্নাথ,
চক্রহাতে যুঝে মহাবীর !

[সপ্তরথী-সহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর প্রস্থান

দুর্য্যো। রথিবৃন্দ ! নাহি দেহ ক্ষমা,
হান অস্ত্র যতক্ষণ নাহি পড়ে শিশু,
ধন্য ধন্য গুরুপুত্র,
কবচ পেড়েছে কাটি !

[প্রস্থান

(কবচ-হীন অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। পাই যদি অস্ত্র-পূর্ণ রথ একখান,
এখন' কৌরবে দেখাইতে পারি যম ;
দেখিতাম কি কৌশলে,
করিত বিরথী পুনঃ সপ্তকুলাঙ্গার ;—
রিক্ত হস্তে করিব সমর ।

(সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমন্যুকে আক্রমণ

ক্রমে তনু হ'তেছে অবশ ;—
কত অস্ত্র বরষিছে অরি ;—
বাজে গায় অগ্নি-শিখা সম ;
দেহ-ভার না পারে বহিতে পদ !

(পতন)

দ্রোণ। কেন আর অস্ত্রের ঝঙ্কার ?
উড়িয়াছে কলঙ্ক-পতাকা,
প'ড়েছে বালক রণে !

(দুষণের প্রবেশ)

দুষণ। ঘুচেছে কি অহঙ্কার তোর ?
যাও—যাও যমপুরে !

(গদাঘাত করণ)

অভি। ওঃ—
এখন' নিবৃত্ত নহে অরি !

দ্রোণ। রহ—রহ দুঃশাসন-সুত,
নাহি ভয়,
অতল সলিলে ঝম্প দিয়াছে মৈনাক,—
উঠিবে না পুনঃ আর !

[সকলের প্রস্থান।

অভি। বুঝি আসন্ন সময় !
আর নাহি হইবে চেতন,
আর নাহি করিব সমর ।
ছিল সাধ দেখিব জনকে,
মাধব মাতুল সহ,
রণ জিনি ফিরিয়ে শিবিরে ।
ছিল সাধ,
জননীর পদধূলি লইব আবার,
উত্তরারে সম্ভাষিব হাসি ;—
খেদ নাহি তায়,
পড়িয়াছি বীরের শয্যায় ;
কিন্তু, নিঃসহায় পড়িনু অন্যায় রণে ।
ধনঞ্জয় পিতা মম—
নিবাতকবচ-জয়ী ;
মাতুল অনাথবন্ধু শ্রীমধুসূদন ;
হে পাণ্ডব-সখা, দেহ দেখা এ সময় ;—
হরি !
তনু—যায় রাঙ্গা পায়
অনাথে হে দেহ স্থান,
প্রাণ যায়—যায় ফিরে চায়,
মোহে দু'নয়নে বহে বারি,
তার' নিজগুণে চক্রধারি ;
কাণ্ডারি ! অকূলে কর পার ;
রমাপতি, দেহ দিব্য জ্যোতিঃ,
দূরে যাক্ সংসার-আঁধার—
মায়া-ফেরে অবোধ বালক ;
হে গোলক-পুলক প্রভু !
দেখাইয়া চল পথ,
মরি মরি, কোথা সারথির সাজ হরি !

বাঁকা শিখি-পাখা,
ত্রিভঙ্গিমঠাম বনমালি ?
পীতাম্বর, মধুর অধরে বাঁশী ;—
বাঁশী, রাধানামে মাতোয়ারা,
রাধা রাধা সদা বলে !
প্রেমময়ী প্রেমের প্রতিমা,
ত্রিভঙ্গভঙ্গিনী,
কে রমণী বামে তব ;—
ক্ষীরোদ-মোহিনীরূপে—
ঢালিছে প্রেমের ধারা !
প্রেমের লহরে, পরাণ নাচায়,
পরাণ গলায় হায় !
যাই সখা, চিনেছি তোমারে ;—
রণ অবসান ;—
হাসি-মুখে চল যাই চন্দ্রলোকে !

(মৃত্যু)

পঞ্চম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির সম্মুখস্থ পথ

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ।

অর্জ্জুন । চমৎকার ! গাণ্ডীব লাগিল ভার গুরু,
টলিলাম রথের গমনে,
কর পদ কাঁপিল জঘন ;
উচাটন অন্যমন রণে ,
ছিলাম সমরে মাত্র রথাবলম্বনে,
লক্ষ্যহীন—চলিল কর অভ্যাস-কুশলে ।
বিকল অন্তর,
অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয় ;
নহে, যে হৃদয় কাঁপে নাই কভু,
মহা অস্ত্র-দীপ্তি হেরি,
চাহে কাঁদিবারে উভরায়,
হীনমতি বালিকা যেমতি ।
ঘোর কলরব—
বিজয়-হলহলা শুন কৌরবের দলে,
দম্ভে বাজে দামামা দগড়া ;
অন্ধকার পাণ্ডব-শিবির,
নাহি রব, প্রাণিশূন্য যেন ;
চল দ্রুতপদে যদুবীর !

শ্রীকৃষ্ণ । স্থির হও সখে !
সন্দ নাহি অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয় ;
অশুভ ক'র না বৃদ্ধি হইয়ে উতলা,
বাঁধ বুক উচ্চ দুঃখ হেতু,
ছোট কাজে নহে কভু নীরব পাণ্ডব ।
(দূরে জয়ধ্বনি ও বাদ্য)
ওহো ! মহানন্দ কৌরব-শিবিরে ।
ধ'রেছে কি যুধিষ্ঠিরে ?

বৃকোদর ভ্রাতা পুত্র বান্ধব সংহতি,
প'ড়েছে কি মহারণে ?
নহে,
কি হেতু না গর্জ্জে ভীম কৌরব-উল্লাসে।
বিপদ্ কর না বৃদ্ধি বীর ;
কি বুঝাব হে সখা তোমায়,
বিপদ্-শৃঙ্খল বাড়ে অধীরতা হেতু।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবিরাভ্যন্তর

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি

যুধি। হায় ভীম,
কুক্ষণে হইনু আমি পাণ্ডব-প্রধান।
ভগবান, এই কি হে লিখেছিলে ভালে,
পৃথিবী করিনু পতিহীনা।
ভ্রাতা ভ্রাতৃরোধী, পিতাপুত্রে বাদী,
গৃহভেদী কালরণে,
আজি যারে হেরি, কালি না নেহারি,
নিভে একে একে,
নিশা-অন্তে দীপমালা সম।
পালে পাল কুকুর শৃগাল,
ভূপাল-কপাল ল'য়ে খেলে।
নীর সম রুধির বহিয়ে,
নিত্য আর্দ্রে মহীতল ;
ব্যোমচর উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মাংসাহারী রাহু সম পড়ে ছায়া ;
মহারোল চঞ্চুধ্বনি নীরব নিশীথে,
কেঁদে যেন ভ্রমিছে পুষ্করা,
মহামারী সহচরী ;
আমা-হেতু এ সংহার-ক্রিয়া !
যত্ন করি জ্বালিনু অনল,
দিনু ডালি বংশধরে হস্ত-পদ বাঁধি,
হায় হায় সুভদ্রার অঞ্চলের নিধি !
কি কব, যবে সুধাবে উত্তরাবধু,—
"কোথা ধর্ম্মরাজ, পতি মম ?
বালিকা গো আমি,
কোথা মম বাল্যক্রীড়া-সাথী ?"
কি ব'লে বুঝাব,
কেমনে হায় অর্জ্জুনে দেখাব মুখ ?
কি কহিবে শ্রীমধুসূদন,
শুনি, হত প্রিয় ভাগিনেয় তাঁর,
মম রাজ্য-লোভে,
মম ছারপ্রাণ রক্ষা হেতু !
আহা ! মরে পুত্র অন্যায় সমরে,
আশ্বাসে বিশ্বাস করি।
হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয় অধম আমি ;
নহে, ত্যজি গাভী-বৎস ব্যাঘ্র-মুখে,
না যাইনু রাখিতে তাহারে !

ধৃষ্ট। শুন গভীর রথের নাদ,
আসিতেছে ধনঞ্জয়।

সাত্যকি। কেমনে—অর্জ্জুনে দেখাব মুখ !

ভীম। ওহো !

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। হের হে কেশব !
শব-সম নীরব সকলে অন্ধকারে !
ওহো বৃকোদর ! কি হেতু নীরব তুমি ?
কেন না সুধাও ভাই, রণের বারতা ?
বীরভাগ ! কেহ দেহ উত্তর আমারে—
কোথা মম অভিমন্যু বীর ?
অভিমন্যু,—
জীও যদি দেহ রে উত্তর,
কাতর পরাণ মম !

ধৃষ্ট। হে অর্জ্জুন, গেছে পাখী
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া !
অভিমন্যু-মৃত্যু-কথা কহিব কেমনে ;
অন্যায় সমরে কুরু বধিল বালকে,
ব্যূহমাঝে সপ্তরথি-কুলাধমে মিলি !

অৰ্দ্ধ সৈন্য নাশিয়া সংগ্রামে,
প্রসন্ন কিংশুক সম প'ড়েছে কুমার,
চন্দ্রবংশে চন্দ্র-অবতার,
শয্যা রচি অরি-শবে শূর !

অর্জ্জুন। হে কেশব ! হে কেশব !

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষত্রিয়-উত্তম !
সত্য, শূলসম পুত্র-শোক !—
কিন্তু বজ্রসম ক্ষত্রিয়-হৃদয় ;
বীরবীর্য্য প্রকাশি সমরে,
বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু ল'ভেছে কুমার,
ক্ষত্র-পিতা, অধিক কি চাহ আর ?

অর্জ্জুন। হে পাণ্ডব-সখা,
ধন্য ধন্য তুমি যদুবীর।
কেমনে আমি বুঝিব মহিমা তব ;
পরশ-পরশে লৌহ কাঞ্চন-মূরতি,
ধরে তরু চন্দন-সৌরভ—
মলয়ের সহবাসে,
দেখি,
পারি যদি, হে আদর্শ নরদেহধারি,
অনুগামী হইতে তোমার।
ওহে কৃপা-সিন্ধু, পাণ্ডব-বান্ধব,
ত্রাণকারী ভবার্ণবে !—
গুরু তুমি, শিক্ষাদাতা এ পরীক্ষা-স্থলে।

যুধি। করিল প্রতিজ্ঞা দ্রোণ ধরিতে আমায় ;
পশিল সমরে,
দলবলে চক্রব্যূহ করি ;
নিবারিতে নারিল কৌরবে,
ভীম আদি যোদ্ধা মিলি ;
চক্র-ব্যূহ দুর্ভেদ্য সাজন।
মত্ত রাজ্যলোভে
কহিনু বালকে ভেদিতে দুর্গম-ব্যূহ ;
করি মহামার বীর-অবতার,
প'ড়েছে সম্মুখ-রণে,—
দ্রোণ আদি সপ্তরথী অন্যায় সমরে
বধিয়াছে পাণ্ডু-কুলোজ্জ্বলে।

ভীম। হে অর্জ্জুন ! ভীম বলি ডাক বার বার,
কোথা ভীম, কে দিবে উত্তর !
ধিক্ ধিক্—
নহি ভীম, নহি—নহি কুন্তীর কুমার,
কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয়-অধম আমি !
হায় ! রণে যবে বেড়িল বালকে—
সপ্তনরাধমে মিলি ;
না জানি বালক কত চাহিল পশ্চাতে—
বিপক্ষ বাহিনী-মাঝে বিপাকে পড়িয়া !
যবে পীড়িত অরির বাণে,
অবশ্য ডাকিল পুত্র জ্যেষ্ঠতাত বলি,—
কিংবা বৃথা খেদ করি আমি,
বীর-পুত্র-রথি-কুল চূড়া,
কভু যুঝে নাই,
মম সম হীনবল-মুখ চাহি।
হা কৃষ্ণ ! কি কব হে তোমারে—
ভগ্নব্যূহ নারিনু ভেদিতে,
জয়দ্রথ রোধিল সবারে।
অবশ্য দেবতা কেহ হইল সহায়,
নহে ছার জয়দ্রথ
পদাঘাত করিয়াছি মুখে,
যমোপম রথিবৃন্দে
বারিল সমরে একা !

অর্জ্জুন। কহ দেব, অদ্ভুত কথন !—
রোধিল তোমারে ছার সিন্ধুর কুমার ?

ভীম। হে অর্জ্জুন ! ধরি দেহ
প্রতিবিধিৎসার হেতু।
নহে তীক্ষ্ণ খড়্গে ছেদি বাহুদ্বয়,
ফেলিতাম জলন্ত অনলে,—
ছুরিকায় ছেদি জিহ্বা দিতাম কুক্কুরে,
বীর গর্ব্ব না করিত কভু আর ;
রহিতাম,
শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য শ্মশানের মাঝে,
অনলে না ত্যজিলাম তনু,—
স্পর্শে মম পাবক অশুচি !
সিন্ধুকুল-নরাধম রোধিল আমারে !
চ'ক্ষের নিমিষে ব্যূহ ভেদিল কুমার,

হাহাকার উঠিল কৌরব-দলে,
ধাইলাম পাছে পাছে তার,—
ঘোর যুদ্ধ হইল ব্যূহমুখে ;
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
পুনঃ পুনঃ সবে মিলি দিনু হানা ;
নারিনু ভেদিতে ব্যূহ,
আক্রমিনু কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
কোন মতে নারিনু বুঝিতে,
মহাসৈন্য-সমাবেশ ;
যথা যাই তথা জয়দ্রথ—কামরূপী—
শত শত পাড়িলাম চারিভিতে,
আঘাতিতে নারিনু পামরে।
। হে মাধব !
মরে পুত্র জয়দ্রথ-হেতু,
কালি তারে বধিব সমরে,
অস্ত না হইতে ভানু !
শুন শুন বীরভাগ ! প্রতিজ্ঞা আমার,
কি ছার কৌরব-ঠাট,
রাখিবারে পুত্র-ঘাতী মূঢ়ে,
যত্ন যদি করে তারকারি
অসুরারি দলে বলে ;
যক্ষ-সৈন্যে গদাধর যক্ষনাথ ;
যত্ন করে,
ভূচর, খেচর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ;
দিক্‌পাল, অষ্টবসু সহ—
যত্ন করে,
রাক্ষস, খোক্কস, পিশাচ, দানব,
বেতাল, ভৈরব রণে ;—
এককালে যত্ন যদি করে তিনপুর,
নারিবে রক্ষিতে সিন্ধুকুল-নরাধমে।
এক বাণে কাটিব তাহার শির ;
ধরি বাণ পুনঃ পুনঃ কহিব গর্জ্জিয়ে
সমূহ অরির মাঝে,—
দেখ দেখ বধি সিন্ধুসুতে ;
কে ক'রেছ মাতৃস্তন্য পান,
রক্ষা কর আসি হেথা।
ফিরিবে না রিপু-বিঘাতিনী,
মহেশের শূলাঘাতে,
পাশ-দণ্ড নারিবে বারিতে মহাশর ;
অস্ত্রের প্রভাবে মহাঅস্ত্র যত,
তৃণ হেন হবে ভস্মরাশি,
পশুবৎ ছেদিব অরাতি-শির ;
না করিব দ্বিতীয় সন্ধান,
কহি অস্ত্র স্পর্শ করি।
কিন্তু,
শক্তিধর যদি কেহ থাকে কোন স্থানে,
রথীন্দ্র সমাজে পূজ্য, রাখে জয়দ্রথে,
ধনু-অস্ত্র না ধরিব আর,
মুক্তকণ্ঠে কহিব ক্ষত্রিয়-মাঝে,—
ক্ষত্র-ক্ষেত্রে জন্ম নহে মম ;
না হ'ল, না হ'বে কভু পিতৃলোক-গতি ;
অগ্নিকুণ্ড কাটি নিজ হাতে,
নিজ হাতে পঞ্চচুলে সাজি,
প্রবেশিব বহ্নি-মাঝে
পুনঃ কহি,
বীর-কার্য্য দেখাইব কালি,
রুধিরে ডুবাব ক্ষিতি,
প্রেতাত্মার তৃপ্তি হেতু তার।
ওহো ! নিঃসহায় প'ড়েছে বালক
মৃত্যুকালে,
অবশ্য ডেকেছে মোরে কুমার আমার।
হায় হায়, ফেটে যায় বুক,
অভিমন্যু হত রণে।
তিন লোক কাঁপিত রে বাণে তোর,
ভীষ্মদেব পরাভূত তোর রণে,
হা হা পুত্র ! কোথা গেছ আমায় ত্যজিয়ে ?
কি ক'ব মায়েরে তোর,
কি কহিব গর্ভবতী উত্তরারে,
কহ মোরে শ্রীমধুসূদন ?

শ্রীকৃষ্ণ। ধনঞ্জয়, হ'ও না অধীর।
হের,
রাজা যুধিষ্ঠির আকুল আক্ষেপে তব,

ম্রিয়মাণ আত্মীয় সকল ;
শুন—
বিজয়-দুন্দুভি বাজে কৌরব-শিবিরে,
উল্লাসে নাচিছে অরিদল,
হীনবল হইবে বাহিনী তব,
কর নিজ তেজে উত্তেজনা সবে।
ধনঞ্জয়, শক্তি তব সহিবার হেতু,
ধৈর্য্য মাত্র মহত্ত্ব-লক্ষণ।
হে ভীম, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন, হে বীর-সমাজ,
নাহি কি হে মহাকার্য্য প্রাতে ?
নাহি কি হে প্রতিবিধিৎসার ভার ?
মারি দুগ্ধপোষ্যশিশু অন্যায় সমরে,
গর্জ্জে অরি অহঙ্কারে !
ভীম। শুন শুন বীরভাগ, প্রতিজ্ঞা আমার,
কালি যদি সন্ধ্যার গগনে,
কুরুকুল-কুলবধূ রোদনের রোল,
নাহি উঠে আজিকার জয়োল্লাস-সম ;
গদামুষ্টি না ধরিব আর,—
অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিব এ পাপ-দেহ।
সকলে। কুরুবংশ-ধ্বংস কালি রণে।
শ্রীকৃষ্ণ। যাও সবে যে যার শিবিরে,
পূজ নিজ নিজ ইষ্টদেবে বল হেতু ;
কালি প্রাতে রুধিরের ক্রিয়া।
না হও চঞ্চল ধর্ম্মরাজ,
নিয়তি রোধিতে নারে কেহ ;
বীরধর্ম্মে পড়িল কুমার,
কি দোষ তোমার রাজা ;
বংশ তব পূরিল গৌরবে,
অভিমন্যু-পরাক্রমে।
যুধি। ওহে অন্তর্যামি !
তোমা বিনা কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা।
মুখ চাহি কহিল কুমার মোরে,
'নাহি জানি নির্গম কেমন।'
তথাপি প্রেরিনু রণে,
তাই প্রাণ বাঁধিতে না পারি, হরি !
অর্জ্জুন। হে পাণ্ডবনাথ,
অধীর হইলে দেব, কে রহিবে স্থির ?
পাণ্ডবের মাঝে, ধর্ম্মজ্ঞানে ধর্ম্মরাজ তুমি,
গতজীব-হেতু শোক কর কি কারণ ?
বিধির নিয়ম খণ্ডন না হয় প্রভু !
যুধি। হা পুত্র ! হা বংশধর মম !

[কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। বামা-কণ্ঠ-রোল শুন বীর ধনঞ্জয়।
কঠিন কর্ত্তব্য এবে সম্মুখে তোমার।

(সুভদ্রা ও উত্তরার প্রবেশ)

সুভদ্রা। শুন মা আমার, হও স্থির,
গর্ভে তব অভিমন্যু-সুত।
উত্তরা। কহ তাত, কহ বাসুদেব,
কেন হর অর্ঘ্য নাহি নিল,
কি দোষে ভুলিল ভোলা ?
ধরিতে না পারি প্রাণ, তাত,
পূর্ব্বজন্মে ছিনু গো রাক্ষসী,
নিশ্বাসে হইল ভস্ম প্রাণনাথ মম,—
বালা-হৃদি-মঞ্জরী-বিকাশ।
কিন্তু হে মধুসূদন !
খেদ নাহি তায় মম,
শুনেছি সর্ব্বজ্ঞ তুমি,
বল মোরে কেন ভাণ্ডাইলা ভূতনাথ ?
ভাণ্ডাইবে যদি, কেন দিলা হেন পতি,
কাঁদাইতে বালিকারে ?
কহ,
দেবদেবে কে পূজিবে ভবে আর ?
হে গাণ্ডীব-ধারী !
ভাবি তাই কি ছার কপাল ধরি !
বিশ্বজয়ী মহারথী তুমি,
তব পুত্রে বধিল কৌরবে,
বরাহে যেমতি,
বেড়ি মারে কিরাতের দল !
হয় মনে, সকলি তোমার চক্র,
ওহে চক্রধারি !
হে পাণ্ডব-সখা !

কাঁদায়েছ সবারে সংসারে,
কাঁদায়েছ যথা গেছ তুমি ;—
কাঁদায়ে বসুদেব-দেবকীরে,
নন্দালয়ে গেলে হরি,
খেলিলে পাঁচনী ল'য়ে রাখালের সনে,
মাতালে গোপিনী-প্রাণ বাজায়ে বাঁশরী ;
পুনঃ হরি ব্রজ পরিহরি,
চড়িলে অক্রূর রথে,
কাঁদিল নন্দ, কাঁদিল যশোদা,
গোপাল গোপাল ব'লে,
রাখাল বালক আকুল হইল কেঁদে,
কাঁদিল গোপিনী,
অনাথিনী কাঁদিলা রাধিকা ;
মাতুলে সংহারি কাঁদাইলে মাতৃকুলে ;
এবে হরি পাণ্ডবের রথে
তাই বুঝি,
পথে পথে কাঁদে বীরকুলনারী যত।
দয়াময় কে বলে তোমাকে ?
বালিকার বুকে হানিলা এ শক্তিশেল !

সুভদ্রা। ভাবি মনে কোন মায়াবলে,
আছিল আচ্ছন্ন রথিকুল।
দেখেছি সারথি হ'য়ে,
পাণ্ডবের পরাক্রম রণে ;
এ হেন পাণ্ডব-পুত্রে নাশিল কৌরবে !
সিংহ-শিশু বিনাশিল,
সিংহের সম্মুখে ফেরুপাল মিলি ;
জানিলাম দৈব বলবান্।

অর্জ্জুন। না দহ অন্তর ভদ্রা, না দহ অন্তর,
আছি স্থির—প্রতিহিংসা-হেতু !

শ্রীকৃষ্ণ। ত্যজ শোক সুভদ্রা ভগিনি,
হের পুত্রশোকে বিকল বীরেন্দ্র আজি।
গৃহিণী তুমি,
কর যতনে স্বামীর সেবা,
ভুলাইতে শোক।
তমালে লতিকা যথা বাঁধে,
পতি-পত্নী বন্ধন তেমতি ;
বিকাশে লতিকা সুন্দর তরুর ভরে ;
কিন্তু যবে ঘোরবাতে কাঁপে তরু,
বাঁধে তরুবরে লতা দৃঢ়তর বাঁধে,
মরে তরু সনে একই মরণে !
চেয়ে দেখ পুত্রবধূ তব,
বালিকা বিবশা পতি-শোকে,—
গর্ভে তার পাণ্ডব-সন্তান,
কাঁদিতে কি পাবে না গো দিন ?
হে বৎসে উত্তরে !
দেব-নিন্দা নাহি কর কভু ;
দোষ' নিজভাগ্যে গুণবতি।
অবশ্য কল্যাণি,
ঘটেছে ব্যাঘাত অর্ঘ্য দিতে।
স'ন্দচিত্তে অর্ঘ্য দিলে নাহি লন হর,
সন্দেহ বিষম বিঘ্ন দেব-আরাধনে।
যা হবার হইয়াছে গুণবতি,
গর্ভে তব অভিমন্যু-বংশধর,
শোকে তাপে ভুল না কর্ত্তব্য সতি !
যাও ফিরি গৃহে পাণ্ডবের বধূ,
প্রাতে রণ—কর গিয়ে মঙ্গল অর্চ্চনা ;
চল,
বহু কার্য্য সম্মুখে তোমার।

অর্জ্জুন। অধীর হৃদয়, দেব, উত্তরার তরে।

শ্রীকৃষ্ণ। সে সময় নহে মতিমান,
বুঝ নাই—শঙ্কর বিমুখ !
রুদ্র-তেজ বিনা ভীমসেনে.
কে জিনে সম্মুখ-রণে ?
চল যাই কৈলাস-শিখরে,
আশুতোষে তুষিবারে ;
আছে ভার প্রতিজ্ঞা-পালনে !

যবনিকা।

প্রহ্লাদ-চরিত্র

(পৌরাণিক নাটক)

[৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৯১ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

হিরণ্যকশিপু — দৈত্যরাজ।
প্রহ্লাদ — ঐ পুত্র।
ষণ্ড ও অমার্ক — গুরুমহাশয়দ্বয়।
শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, নৃসিংহ-অবতার, মন্ত্রী, সেনাপতি, দূত, রক্ষিগণ, বালকগণ, গোলোক-সখাগণ, দেবগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

কয়াধু — রাণী
দেবীগণ, গোলক-সখিগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—:০০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা।

(হিরণ্যকশিপু ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

হিরণ্য। অযোগ্য সকলি,
বুঝিলাম দৈত্যকুলে নাহি হেন চর,
রাজ-আজ্ঞা করে যে পালন ;
বধযোগ্য সবে।

মন্ত্রী। মহারাজ! দূতগণ নহে অপরাধী,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল করিল ভ্রমণ,
জল স্থল মেরুশির গভীর কন্দর
অন্বেষিল জনে জনে,
কিন্তু দৈত্যকুলেশ্বরে কেহ না দেখিল,
পুনঃ দাস প্রেরিনু সুদক্ষ দূতগণ,
সবে সৃষ্টি করি অতিক্রম
তমোগর্ভে কৈল অন্বেষণ,
বৃথা পরিশ্রম—নিদর্শন না পাইল,
মৃতপ্রায় ফিরিয়ে আইল সবে।

হিরণ্য। অকর্ম্মণ্য ভীরু দূতগণ!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ,
এসেছে নারদ ঋষি রাজ-দরশনে।

হিরণ্য। আনহ সভায়।

[দূতের প্রস্থান।

এই ঋষি ভ্রমে নানাস্থলে,
জানে কি এ ভ্রাতার সন্ধান?

(নারদের প্রবেশ)

কহ ঋষি, কোথা হ'তে আগমন?

নারদ। হরগৌরী করিয়া প্রণাম,
আসিয়াছি রাজদরশনে।

হিরণ্য। জান তুমি,
বিশ্বজয়ী ভ্রাতা মম করিল পয়াণ,
হরিসহ করিতে সংগ্রাম,
তদবধি তত্ত্ব তার নাহি আর।
দৈত্যদূত গেল দশদিকে,
মৃতপ্রায় একে একে সকলি ফিরিছে,
ভ্রাতার সন্ধান আনিতে নারিল কেহ।

নারদ। মহারাজ!
ভয় হয় অমঙ্গল-বার্ত্তা দিতে,
বিশ্বপ্রান্তে গদা-করে হেরিলাম শূরে,
হরি করে অন্বেষণ,
দৈত্য-ডরে ধরি হরি বরাহ-শরীর,
নীর-গর্ভে ছিল লুকাইয়ে,
কহিলাম বিবরণ হিরণ্যাক্ষ বীরে।
ক্রোধে দৈত্যেশ্বর,
দৃঢ় করে ধরি গদাবর,
অনন্ত সলিল-স্তম্ভ ভেদি বাহুবলে,
বরাহে করিলা আক্রমণ;
দৈববিড়ম্বনা,
রণে দৈত্যরাজ পরাজয়।

হিরণ্য। সাজ সাজ! কে আছে কোথায়,
ভ্রাতার প্রেতাত্মা-তৃপ্তি
করিব বরাহ-মেধে।

সকলে। সাজ, সাজ!

নারদ। মহারাজ! কোথা তাঁর পাবে দরশন,
জলগর্ভে নাহিক বরাহ আর,
প্রাণভয়ে পলাইয়ে গেছে কোথা।

হিরণ্য। পলায়েছে, কোথা পলাইবে?
বিশ্ব খুঁজে বধিব তাহারে।
হা, বিশ্বজয়ী ভ্রাতা মম!

মন্ত্রী। মহারাজ, কেবা রবে রাজ্যের রক্ষণে,
দুষ্ট দেবগণে
রাজ-অদর্শনে যদি করে আক্রমণ?

হিরণ্য। দেবগণে বধি জনে জনে,
যাব আমি হরির সন্ধানে,
কেবা সেই হরি,
দ্বন্দ্ব করে আমা সবা সনে।

নারদ। মহারাজ, ধর্ম্মহিংসা বিনা
হরির না পাবে দরশন,
কামরূপী বরাহ দুর্জ্জয়,
হিরণ্যাক্ষ যাঁর বলে পরাজয়,
কৌশলে করহ তাঁরে বধ।

হিরণ্য। কহ ঋষি,
কি কৌশলে দেখা পাব তার?

নারদ। মমতাবিহীন সেই হরি,
কিন্তু ভক্ত তাঁর প্রাণাধিক;
ত্রিভুবন কর অন্বেষণ,
হরিভক্ত যথা যেই জন,
পীড়ন করহ তারে,
ভক্তের রক্ষণে আপনি আসিবে হরি,
বিনাক্লেশে বধ কর তাঁরে।

হিরণ্য। মন্ত্রি, অযোগ্য এ দৈত্যকুল,
অযোগ্য সকলে, অযোগ্য
এ দৈত্য-সিংহাসনে আমি,
নহে অসুরারি-হরি-ভক্ত আছে ত্রিভুবনে?
ভ্রাতৃহন্তা-হরি-পূজা হয় অধিকারে?
যাও মন্ত্রি, যদ্যপি মমতা থাকে প্রাণে,—
নহে দৈত্যকুল নিজহস্তে করিব নির্ম্মূল।
হা ভ্রাতঃ! শতাধিক বীর্য্যে মম,

তব অরি পূজা পায় দৈত্য-অধিকারে ?
হে অশান্ত আত্মা, শান্ত হও, শান্ত হও,
তুলি ভুজ কহি সভামাঝে,
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ !
হায়, নহে অরি সম্মুখীন !

মন্ত্রী। পদপ্রান্তে চির-নিপতিত দাস ;
মহারাজ, কহি সত্য ভাষ,
কেবা মৃত্যু ক'রে আশ,—
হরিপূজা করিবে সংসারে ?
দৈত্যচর ফিরে ঘর ঘর,
দেব নাগ নর—
সবে মানে দৈত্যের শাসন।
মহাবীর হিরণ্যাক্ষ করি অন্বেষণ,
দূতগণ কৈল পর্য্যটন,
হরিনাম কোথা না শুনিল,
সুধাও ঋষিরে, কেবা করে হরিপূজা ?

হিরণ্য। কহ ঋষি ! কোথা ভক্ত আছে ?

নারদ। নহি জ্ঞাত, মহারাজ কর অন্বেষণ,
শুনহ লক্ষণ,
হরিভক্ত যেই, উন্মত্ত সে জন,
দিবানিশি হরিগুণগান, হরিপদে প্রাণ,
বাহ্যজ্ঞানশূন্য সদা রহে।

হিরণ্য। মন্ত্রি ! প্রের দূত, কর অন্বেষণ,
হরিভক্ত যেই, বধহ জীবন তার ;
কহ ঋষি, অদ্ভুত বারতা—
কত বল ধরে সেই হরি,
ভ্রাতারে করিল পরাজয়,
ঐরাবত-হীনতেজ গদাঘাতে যার,
কহ কিরূপে হইল রণ ?

নারদ। দৈত্যেশ্বর ! দেখি নাহি রণ,
দূর হ'তে শুনেছি গর্জ্জন,
জ্ঞান হ'লো অকালে প্রলয়,
গর্জ্জে কভু হিরণ্যাক্ষ শূর,
কভু নাদে বরাহ দুর্ম্মদ,
যেন মহাশব্দে একার্ণব ধায়—
নব বিশ্ব গ্রাসিবারে।
শতবর্ষ এ ভীম আরাব,
ক্রমে দৈত্যপতি ক্ষীণস্বর,
বরাহগর্জ্জন মুহুর্মুহুঃ বিদারিল দিশা !
ক্রমে শব্দ স্তব্ধ, নাহি আর,—
নীরব ভুবন প্রলয়ান্তে যথা।
পরে মহাত্রাসে শুনিনু কৈলাসে
দৈত্যপতি-পরাজয়,
জ্যোতি তার মিশিয়াছে শিবের চরণে।

হিরণ্য। মানিলাম যোগ্য শত্রু হরি,
কিন্তু ভীরু,—কেন নাহি দেয় রণ ?

নারদ। মহারাজ !
কামরূপী সেই হরি নানা রূপ ধরে,
কভু মৎস্য, কভু ভ্রমে কূর্ম্ম-কলেবরে,
বরাহ-আকারে,
দন্তে ধ'রে তুলিল মেদিনী,—
একে কে বুঝিতে পারে ?
কিবা চক্রে ফেরে,
চক্রী হরি চিরদিন।

(প্রহ্লাদের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। পিতা, পিতা !

হিরণ্য। প্রহ্লাদ, বসি তুই দৈত্য-সিংহাসনে,
পারিবি অমরগণে করিতে শাসন ?
আমি যাই হরি-অন্বেষণে।

প্রহ্লাদ। পিতা, আমি যাব সাথে,
তব পদাশ্রয়ে হরির দর্শন পাব।

হিরণ্য। দেখ ঋষি, দৈত্যপুত্র নাহি গণে অরি,
শিশু চায় হরি-সম্মুখীন হ'তে।

নারদ। দৈত্যপরাক্রম,
বিদিত অমর-নর-নাগে।

প্রহ্লাদ। কেবা অরি পিতা ?

হিরণ্য। হরি।

প্রহ্লাদ। হরি কার অরি ?
নামে যাঁর অতুল মাধুরী,
বাঁশরী-বদন ভক্তজন-হৃদয়-রঞ্জন,
মদনমোহন শ্যাম, হরি কারু নহে অরি।

হিরণ্য। কোথা শত্রু করি অন্বেষণ,—
শত্রু নিজ গৃহে;
কহ পুত্র,
কে তোরে বলিল, হরি নহে অরি,
কার হেন কুবুদ্ধি ঘটিল,
হেন উপদেশ তোরে দিল?
প্রহ্লাদ। পিতা, বুঝ মনে মনে—
ব্রহ্মার সৃজন, হরির পালন,
পঞ্চানন সংহারের অধিকারী,
হরি হ'লে অরি, সৃষ্টি কভু না থাকিত।
হিরণ্য। কুলের কলঙ্ক দেখি জন্মিল কুমার,
দুর্জ্জনের উপদেশে হেন সংস্কার।
শুন মন্ত্রি, রাজ্যে হেরি অতি অনিয়ম,
শাসন না মানে প্রজাগণ,
হরিনাম অবশ্য কীর্ত্তন হয় পুরে;
দুর্দ্দৈব আমার!—
পুত্র করে হরিগুণগান।
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত কর নিবারণ,
পুত্রের শিক্ষায় আপনি ক'রেছি হেলা,
কি দোষ শিশুর?—
অধ্যাপক করহ নিযুক্ত,
দৈত্যকুলোচিত ধর্ম্ম শিখাও নন্দনে।
মন্ত্রী। ষণ্ড আর অমার্ক দু'জন
সর্ব্বশাস্ত্র-বিচক্ষণ,
দৈত্যরীতি জানে বিধিমতে,
যুবরাজ উভয়েরে করুন অর্পণ।

(ষণ্ড ও অমার্কের প্রবেশ)

হিরণ্য। শুনিলে স্বকর্ণে মম পুত্রের যে রীত,
কর পুত্রে উপদেশ দান,
যাহে মন্দবুদ্ধি হয় দূর।
শোন রে প্রহ্লাদ,
হরিনাম আর নাহি আন মুখে,
মহারুষ্ট হব তাহে আমি,
হরি দৈত্যকুলে চির অরি,
যাও, পাঠ লহ ষণ্ডামার্কস্থানে।

দেখ বিড়ম্বনা,
পুত্র করে শত্রুর বাখান!
ষণ্ড। মহারাজ, বাল্য-চপলতা,
উপদেশে শীঘ্র হবে ক্ষয়;
সিংহপুত্র সিংহ চিরদিন,
ছাগ কভু নাহি হয়।
অমার্ক। রাজপুত্র সুবুদ্ধি সুধীর,—
সর্ব্বশাস্ত্রে অচিরে হইবে অধিকার;
জ্ঞানলাভে বর্ব্বরতা হবে দূর।

[ষণ্ডামার্কের সহিত প্রহ্লাদের প্রস্থান।

নারদ। রাজ-আজ্ঞা পেলে করি স্বস্থানে গমন।
হিরণ্য। ভাল, পাও যদি হরির সন্ধান,
অচিরাৎ দেবে মোরে।
নারদ। মহারাজ!
দৈত্যকুল-হিত-চিন্তা করি চিরদিন;
জয় হোক্।

[নারদের প্রস্থান।

হিরণ্য। শুন মন্ত্রি,
সাবধানে হেন প্রথা করহ স্থাপন,
যাহে রাজ্যে হয় ধর্ম্মের হিংসন,
যজ্ঞ ব্রত নাহি হয় অধিকারে,
হরি ভ্রাতৃ-অরি, প্রতিশোধ দেব ত্বরা

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পাঠশালা।

ষণ্ড, অমার্ক, প্রহ্লাদ ও বালকগণ

ষণ্ড। কহ বৎস, কি কারণ করহ রোদন?
পাঠে দেহ মন, বর্ণ কর উচ্চারণ।
প্রহ্লাদ। আদি বর্ণ আদ্যক্ষর প্রভুর আমার,
কৃষ্ণনাম তাঁর,
যাহে জন-মন আকৃষ্ট তাঁহার পায়;
যাঁর করুণায় জগৎ আনন্দময়,
নামে তৃপ্ত প্রাণ,

অন্তরে আনন্দ-উৎস বহে শতধারে,
হৃদয়ে না ধরে, বহে ধারা নয়নযুগলে !
কহ গুরুদেব, কবে কৃষ্ণ ব'লে
বাহু তুলে আনন্দে নাচিব সবে ?
কবে ভবে হবে কৃষ্ণনাম,
পাপী তাপী জুড়াইবে প্রাণ,
বহিবে আনন্দাশ্রু-স্রোত,
ব্রহ্মা শিব পুলকে শুনিবে,
হরিধ্বনি ঘরে ঘরে হবে,
কবে জীব লভিবে পরম পদ,
দুর্ল্লভ সম্পদ্ কৃষ্ণধন কবে সবে পাবে ?
হা কৃষ্ণ ! হা করুণা-আকর !
দীনবন্ধু, জগৎ-ঈশ্বর !
তাপহর, কোথা কৃষ্ণ তুমি !
কবে রাঙাপায় লুটাইয়ে কায়,
সফল করিব দেহ ?
হেয় জন্ম কৃষ্ণনামে সার্থক হইবে,
কবে কৃষ্ণ পাব, উপদেশ কহ গুরুদেব ?

অমার্ক। এঁ্যা এঁ্যা, দাদা ! এ কি সর্ব্বনাশ !

ষণ্ড। আরে রে প্রহ্লাদ, কি তোর ব্যভার ?
দৈত্যকুলে তুই কুলাঙ্গার,
ছারখার সকলি করিবি দেখি !
ত্যজ মন্দ রীত,
নহে দণ্ড পাবে যথোচিত,
পাঠে মন করহ নিবেশ।

প্রহ্লাদ। অন্য পাঠে কিবা প্রয়োজন ?
আছে গুরু, দুরন্ত শমন,
ভবের বন্ধন কৃষ্ণ বিনা কে ঘুচাবে ?
দিন ব'য়ে যায়,
তাই কৃষ্ণ-পায় ল'য়েছি আশ্রয়,
প'ড়ে ভব-পারাবারে
বার বার কতই মজিব,
কৃষ্ণ বিনা কেমনে তরিব,
মহাভবে কৃষ্ণনাম ল'য়ে
অনায়াসে হব পার।

অমার্ক। দাদা, ব'স তুমি,
অকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাত,
এঁ্যা, কোথা পলাইব ?
ত্রিভুবন খুঁজে রাজা বধিবে জীবন।

ষণ্ড। আরে দুরাচার,
হেন উক্তি কর বারবার,
রাজকোপে আপনি মজিবি,
আমারে মজাবি,
সর্ব্বনাশ কেন কর আবাহন ?

প্রহ্লাদ। দেব ! কৃষ্ণপদে যে করে আশ্রয়,
ত্রিসংসারে কিবা তার ভয় ?
যমজয় করে অনায়াসে ;
দীনবন্ধু বান্ধব যাহার.
অরি কেবা তার ?
জগৎপ্রাণ নারায়ণ,
যাঁর কৃপাবলে জীবের চেতন,
বিষ্ণুমায়া সংসারে প্রচার,
তাই কুলমান অহঙ্কার,
অনন্ত সংসারে এক কৃষ্ণ অধিকারী ;
কেবা কার অরি,
সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান,—
নামে যাঁর ভবসিন্ধু তরি,
পরিহরি কৃষ্ণ-পদ-তরী,
কিবা ছার পাঠে দিব মন ?

অমার্ক। দাদা, নহে ভাল কথা,
প্রাণ যাবে দুষ্ট শিষ্য-হেতু।

ষণ্ড। বিধাতার বিড়ম্বনা কে পারে বুঝিতে,
হেন দুষ্ট জন্মিল এ দৈত্যকুলে !
পরামর্শ করি মন্ত্রী সনে
যেবা হয় করিব বিহিত।
থাক দুষ্ট, যদবধি নাহি আসি ফিরে,
দেখিব অচিরে
কৃষ্ণনাম কর কোন্ মুখে !

[ষণ্ড ও অমার্কের প্রস্থান।

১ম বা। ভাই প্রহ্লাদ ! তুই পালা, না পালালে গুরুমশাই এসে মারবে।

২য় বা। না না রাজপুত্র ! তুমি পড়, দেখ দেখি,

আমরা কত পুঁথি পাঠ ক'রেছি, তুমিও অমনি শিক্ষা কর, সকলে কতশাস্ত্র শিখ্‌বে।

প্রহ্লাদ। পদ্ম-পত্র-জল—জীবন চঞ্চল সদা,
পলে পলে মৃত্যু অগ্রসর
হরিতে পরাণ-বায়ু,
ধন মান ঐশ্বর্য্য বিফল,
মৃত্যুমুখে বিদ্যাগর্ব্ব যাবে রসাতল,
হরিনাম সহায় কেবল,
তরিতে দুস্তর ভবে ;
অধ্যয়ন কিবা আর কৃষ্ণনাম বিনা,
কৃষ্ণ বিনা শাস্ত্রের গরিমা কিবা,—
সেই শাস্ত্র হরিকথা যাহে,
অধ্যয়ন সার্থক তাহার,
হরিনাম যে করেছে সার,
সেই জ্ঞান—হরিজ্ঞান যাহে পাই।
যার কৃষ্ণপদ ধ্যান,
কৃষ্ণগুণ যেই করে গান
জ্ঞানময় কৃষ্ণ তাঁরে দেন পদছায়া।
তুচ্ছ হয় উচ্চপদ কৃষ্ণনামগুণে,
কৃষ্ণনাম বল রে বদনে,
খণ্ডিবে সংশয়, দূরে যাবে ভবভয়,
শ্রীপদ আশ্রয় দেবেন দয়াল হরি।
কল্পতরু নাম, সর্ব্বজীবে করুণা সমান,
বাঞ্ছা পূর্ণ হয় কৃষ্ণনামে।
অধ্যয়ন বৃথা পরিশ্রম—
ত্যজ ভ্রম কৃষ্ণে কর প্রাণ সমর্পণ।
আয় কৃষ্ণ বলি, কৃষ্ণসনে খেলি,
কৃষ্ণনাম মহাশাস্ত্র করি অধ্যয়ন।
হরি ব'লে কুতূহলে ভবে যাই চ'লে,
হরি ব'লে এড়াব শমন,
এস করি নামসংকীর্ত্তন,
হরি হরিবোল,
গণ্ডগোল কেন মিছে করি,
পাব নব প্রাণ, হরি-নাম অমৃত-সমান,
হরি বল, হরি বল ভাই!

(গীত)

দিয়ে করতালি, এস হরি বলি,
হরিনাম করি গান,—
কাল হরি' আয় হরি ব'লে,
শীতল করি তাপিত প্রাণ।
অলসে দিন ব'য়ে যায়,
প্রেমে হরিনাম বলি আয়,
রাঙা পায় স'পি মনকায়—
সুধায় ভাসি দিবানিশি,
সুখে সুধা করি পান।

(যণ্ড, অমার্ক ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

অমার্ক। মন্ত্রীমহাশয়!
মহারাজ উভে উভে দেবে শূলে,
হায় হায় পলাব কোথায়?

যণ্ড। মন্ত্রীমহাশয়, জীবনসংশয়,
শক্রতা কি ছিল মোর সনে,
সর্ব্বনাশ কি হেতু করিলে?
আরে মাথা খেয়ে
সকলে কি উন্মত্ত হ'য়েছে!—
রাজা জনে জনে দেবে শূলে,
আর ছার শিষ্যগণ,
এতদিন বৃথা কৈলি শাস্ত্র-অধ্যয়ন,
উন্মত্ত হইলি সবে বালকের বোলে,
রাজকোপে নিস্তার কি পাবি কেহ?

প্রহ্লাদ। হরিপদে মতি গতি যার,
কারে ডর তার?
ভবার্ণব অকূলপাথার,
যাঁর নামে গোখুর-সমান তরি,
যেই নামে আপনি মুরারি—
ধেয়ে আসি দেন কোল,
প্রফুল্ল-অন্তরে
হরি ব'লে ডাক বারে বারে—
গেল তাপ, হরি ব'লে নাচ ভাই!

বালকগণ।— (গীত)

আমার বংশীবদন শ্যাম,
নেচে নেচে বাজায় বাঁশরী,-
ধেয়ে আয় দেখ্‌বি যদি,
বদন ভ'রে বল হরি।

মরি হায় কি মোহন-সাজে,
কি মধুর নূপুর বাজে,
দোলে বনমালা, নাচে কালা,
প্রাণ মন মজে ;
প্রেমে গ'লে বাঁশী বলে,
আয় রে আয় কোলে করি।

মন্ত্রী। উচিত নহেক কথা করিতে গোপন,
দৈত্যরাজ্যে এ কি বিড়ম্বনা !
সত্য যাহা নারদ কহিল,
কামরূপী হরি, পুত্রে করে অরি,
নহে কি হে হিরণ্যাক্ষ পায় পরাজয় ?
চল যাই রাজার নিকট,—
যেবা হয় করুন বিধান।

ষণ্ড। নৃপকোপে যাবে প্রাণ।

মন্ত্রী। সামান্য এ নহে কথা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

(প্রহ্লাদ ও বালকগণের প্রবেশ)

সকলে।— (গীত)

শ্যামসুন্দর নাচে বনমালা দোলে।
মধুর মঞ্জীর মিলে কিঙ্কিণী রোলে॥
ভ্রমর-গুঞ্জন জিনি গুণ গুণ বোলে।
নাচে হরি হেরি প্রাণ মন ভোলে॥
নেচে চলে কটি দোলে, দোলে শিখিপাখা।
খঞ্জনগঞ্জন নাচে আঁখি-দুটি বাঁকা॥
অধরে ধরে না হাসি, বাঁশী দুটি বাজায় রে।
মদনমোহন নাচে, ভুবন ভোলায় রে॥
মোহিত মুরলিধারী নাচে পায় পায় রে,—
সারী শুকে মুখে, মনসুখে গায় রে।
মরি মরি রূপ হেরি, হৃদয় জুড়ায় রে॥
ময়ুর ময়ুরী নাচে, হেরিয়ে বিভোর।
কোকিল-কোকিলা গায় প্রেমে উতরোল॥
কেন ভুলি, সবে মিলি বলি হরিবোল।
মুখে বলি হরিবোল॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

হিরণ্যকশিপু, ষণ্ড, অমার্ক ও মন্ত্রী।

মন্ত্রী। মহারাজ, দাও হে অভয়,
ভয় হয় বার্ত্তা দিতে ;
যুবরাজ পাঠশালে গেল,
শিশুগণে উন্মত্ত করিল
অরিগুণ করি গান ; সবে হরি ব'লে
নৃত্য করে বাজারে বাজারে,
উন্মত্ত নগরবাসী বলে হরিবোল—
মহা গণ্ডগোল কেহ নাহি মানে মানা ;
যুবরাজ র'য়েছেন সাথে,
কোতোয়াল মানা না করিতে পারে।
প্রাণভয়ে জড়সড় হ'য়ে,
রাজপদে আশ্রয় ল'য়েছে অধ্যাপক,
বহুদিন এ বংশে আশ্রিত, —
দেখি নাই হেন বিড়ম্বনা।

হিরণ্য। হা ভ্রাতঃ ! হা হিরণ্যাক্ষ শূর !
হেন পুত্র জন্মিল আমার—
ঘরে ঘরে শত্রুর প্রশংসা করে,
অবশ্যই দৈত্যপুরে আছে দুষ্টজন,
যার উপদেশে শিশুর এ আচরণ !
কোথায় প্রহ্লাদ,
আন শীঘ্র তত্ত্ব লব সবিশেষ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান

ষণ্ডামার্ক, আদ্যোপান্ত কহ বিবরণ,
ত্যজি অধ্যয়ন
শত্রুনাম কীর্ত্তন করিল কিবা হেতু ?

ষণ্ড। দৈত্যকুলেশ্বর !
বুঝিতে না পারি প্রভু,
অনর্থের হেতু শিক্ষা দিনু বর্ণপরিচয়,-
শিশু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কয় ;
বুঝাইনু, করিনু-তাড়না,

বিফল সকলি, কৃষ্ণ বলে অবিরত,
কৃষ্ণ ব'লে মাতাইল শিষ্যদলে,
কৃষ্ণনামে মাতিল নগর,
মহাডরে দ্রুত আইনু বার্ত্তা দিতে।

হিরণ্য। কামরূপী হরি কহিল আমারে ঋষি,
সেই বা আসিয়া পুত্রে দিল উপদেশ!—
ধরে নানাবেশ,
সেই বা আসিয়া দৈত্যদেশে
করে হেন আচরণ;
চর মম দক্ষ কেহ নয়,
কোথা হরি কেমনে নির্ণয় করি?
হা শঙ্কর! হরিভক্ত নন্দন আমার,
এই হেতু এতদিন পূজিনু তোমায়?

(মন্ত্রীর সহিত প্রহ্লাদের প্রবেশ)

কহ পুত্র, এ কি তব রীত,
গুরু কহে হিত,
কর তাহা অবহেলা?
ইন্দ্রজয়ী জ্যেষ্ঠতাত তব
প্রাণ দেছে হরির সমরে,
আরে রে অজ্ঞান,
দৈত্য হ'য়ে সে হরির গুণ কর গান?
দেখ জগৎ-মণ্ডলে
কোন্ কুলে হেন যশোরাশি—
কোন্ কুলে দাস রবি-শশী,
কোন্ কুলে ইন্দ্র আজ্ঞাধারী?
হেন উচ্চবংশে জন্ম তোর!
অতি তুচ্ছ হরি,
দৈবের বিপাকে জ্যেষ্ঠ মম পরাজয়,
দৈত্য হ'য়ে তারে কর ভয়,
কেন চাহ শত্রুর আশ্রয়?
প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদ!
অপবাদ রাখিবি কি কুলে?
বড় সাধ মনে
সিংহাসনে তোমারে স্থাপিব,
হরি-অন্বেষণে আপনি যাইব,
বধিব সে মায়াময় দুরাচারে;
পুত্র হ'য়ে পিতৃসাধে নাহি হও বাদী।

প্রহ্লাদ। পিতা, কৃষ্ণের কৃপায়
বৈভব তোমার,
কৃষ্ণের কৃপায় দৈত্যকুলে
প্রতাপ অপার,
হরি পরম প্রভাবময়।
পিতা, আমি তব পুরাইব সাধ,
কালাচাঁদ করিবেন দয়া,
দূরে যাবে মায়া,
নিত্যজ্ঞানে অনিত্য হইবে দূর;
হৃদিমাঝে গোলকের লীলা,
কৃষ্ণসনে নিত্য প্রেমখেলা,
অমৃত-আস্বাদে অন্য সাধ না রহিবে।
পিতা, যাবে দিন এ দিন না রবে,
শমন ধরিবে কেশে,
কৃষ্ণনামে দমিবে শমনে—
কৃষ্ণনামে হবে মৃত্যুঞ্জয়,
ত্রিসংসারে হের হরিময়,
চিন্ময় সনাতন,
ভাগ্যফলে পাইয়াছি নাম,
মোক্ষধাম করতল যাহে,
দিন গেল, বল হরি হরি।

হিরণ্য। আরে কুলাঙ্গার অধম সন্তান,
পুত্র নহ, বিজ্ঞ যেন পিতা সম,—
স্মরণ ক'রেছে তোরে যম।
দেখি হরি তোরে কিসে রক্ষা করে,—
কে আছে রে, বধ শিশু কুক্কুর সমান।

(একজন রক্ষকের প্রবেশ)

বধ কর তীক্ষ্ণ অস্ত্রঘায়,
আরে রে অধম, এখন'ও মাগ পরিহার,
কহ কৃষ্ণ ছার,
ভজ দৈত্যকুলেশ্বরী কালী,—
মার্জ্জনা যদ্যপি চাও।

প্রহ্লাদ। পিতা, কালী-কালা কর কেন ভেদ,

এক ব্রহ্ম জগৎ-ঈশ্বর,
নানারূপ ভক্তের বাসনামতে।
থাকিলে বাসনা,
পিতা মাতা করি উপাসনা,
মোহবশে মাগি নানা বর,
কল্পতরু বিভু পরাৎপর,
বরদাতা পিতামাতারূপে,
সখারূপে খেলা করি ঈশ্বরের সনে।
প্রেমের কামনা,
প্রেমদানমাত্র উপাসনা,
এক আত্মা অভিন্ন হৃদয়;
প্রেমময় লীলা,
প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন,
ঘুচে তাহে জীবের বন্ধন,
নিত্যানন্দময় হয় প্রাণ।

হিরণ্য। রক্ষি, বধ ল'য়ে বিলম্ব না কর,
দেখি কোথা সখা তোর,
কে রাখে রে দৈত্যের প্রহারে?
যাও মন্ত্রি, ঘরে ঘরে কর অন্বেষণ,
যেই করে হরি-সংকীর্ত্তন,
বধ তারে পামরের সাথে।

[মন্ত্রী, রক্ষক ও প্রহ্লাদের প্রস্থান

হা শঙ্কর!
দৈত্যকুলে কলঙ্ক রটিল,
হেন পুত্র কি হেতু জন্মিল?
শত্রু-পদানত হ'লো আমার অঙ্গজ!
না জানি কে হরি,
মায়াধর দুরন্ত সে জন,
হিরণ্যাক্ষে করিল নিধন,
ছলে তার কুলগ্রহ হইল কুমার;
দমিয়াছি অমর-ঈশ্বরে,
কিন্তু গৃহভেদী রিপু
করি কেমনে বিজয়?
বুঝি মোরে বাম ত্রিলোচন,
নহে কার দুর্দ্দৈব এমন!
যে নন্দনে করি দরশন
পরিতৃপ্ত হয় প্রাণ,
সেই কাল হ'য়ে দংশিল হৃদয়ে!
অভাগা কে আছে এ সংসারে,
বধ করে আপন কুমারে?
পুত্র হ'তে হৃদি ভঙ্গ কার,
সাধে কার জ্বলন্ত অঙ্গার?
আরে কামরূপী হরি,
দেখিব রে কতদিন রহ লুকাইয়া,
দৈত্যকরে কিরূপে নিস্তার পাও?
আরে প্রাণ, হীনবীর্য্য পুত্রে কিবা ফল,
সাহস দুর্জ্জয় মৃত্যুমুখে যায়,
কেশমাত্র না কাঁপিল—
হেন সুত শত্রুর কিঙ্কর!
হরি! রহ রহ,
অগ্রে হেরি পুত্রের-শোণিত।

(মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, অনর্থ ঘটিল,—
শিশু-অঙ্গ বজ্রে বিনির্ম্মিত,
রক্ষিগণ বধ্যভূমে লইয়া বালকে
প্রহারিল নানা প্রহরণ,
সুরবৃন্দ ব্যথিত-হৃদয়—
স্বর্গ ছাড়ি পলাইল যে আঘাতে,
পুষ্পবরিষণ সম সহিল কুমার।
মহাভয়ে কম্পিত-হৃদয় রক্ষিচয়
পুনঃ অস্ত্র হানে প্রাণপণে,
কি কুহক কেবা জানে—
রহিল অভেদ্য শিশু মুদিত-নয়নে,
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে.
তিল তিল অস্ত্র চূর্ণ হ'লো—
মহারাজ, স্বচক্ষে দেখেছে দাস।

হিরণ্য। হেন পুত্র হ'লো মম শত্রুর আশ্রিত!
এতই কি দুর্দ্দৈব আমার!
যুগ-যুগান্তর পূজিয়া শঙ্কর
সদয় করিনু তাঁরে,
তাঁর বরে অস্ত্রে মম অভেদ্য শরীর,

দেখ পুত্র মম আমা হ'তে বীর,
বিনা বরে অস্ত্র নাহি পশে কায়!
আরে, পাপমতি হরি,
হেন পুত্রে ছ ল কর পর!—
হা শঙ্কর, এত কি হে ছিল তব মনে?
হিরণ্যাক্ষ-সম শিশু নির্ভীক হৃদয়,
অটল রহিল পুত্র আমার শাসনে।
দেবগণ ভীত মম চক্ষু-কষায়ণে,
অস্ত্রমাঝে নিশ্চিন্ত কুমার।
দুর্নিবার দেবের ছলনা—
মন্ত্রি! আনহ প্রহ্লাদে,
বারেক বুঝাব বংশের গৌরব-কথা,
দেখি যদি নন্দন আপন হয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

আরে আরে হরি,
কোথা তোর পাব দেখা?
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল দেব তোরে,
আয় হরি বারেক সমরে,
মিটাই রে মনের এ জ্বালা।
দেখি বজ্রমুষ্টি-ঘায়,
মায়ারূপী মায়া, তোর যায় কি না যায়!
আরে ক্রূর নিঠুর কপট!
ছলে কর পিতা-পুত্র-ভেদ,
হরি, হরি, পেলে তোরে—মিটাই এ খেদ।
যাক্ ত্রিভুবন,
ইন্দ্র স্বর্গে হোক্ অধিকারী,
যাক্ সিংহাসন,
দৈত্য-গর্ব্ব হোক্ লোপ,
আপনি যাইব,
পাতি পাতি খুঁজিয়া দেখিব,
দেখি হরি কোথায় লুকায়ে আছে।
আরে ভীরু, জান মনে মনে
শঙ্কর-সাধনে নাহি মোর পরাজয়,
জান তুমি কামরূপী হীনমতি হরি,
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-শরীরে,
কিংবা অন্য কলেবরে
সম্মুখীন হইতে নারিবে;
তাই লুকাইয়া আছ ডরে।
নাহি অনন্ত এ কালে এ হেন সময়,
মম প রাজয় সম্ভব হইবে যবে,
পঞ্চভূত-সৃজিত নাহিক হেন স্থান,
যথা হিরণ্যকশিপু
রণে নাহি হবে জয়ী।
আরে হেয় হরি,
তাই চুরি রণ কর মোর সনে।

(মন্ত্রী ও প্রহ্লাদের প্রবেশ)

শুন পুত্র, পিতার বচন,
দৈত্যকুলে যোগ্য পুত্র তুমি,
অপূর্ব্ব সাহস বীর্য্য শিশু-কলেবরে।
শোন দৈত্যকুলের গৌরব,
যেই বীর্য্যে জন্মে দেবগণ,
সেই বীর্য্যে দুই ভাই লভিনু জনম,
ধরণী টলিল ভারে।
একদিনে বাড়িনু দু'জনে
তরুণ তপন সনে,
কিন্তু যবে মধ্যাহ্ন-তপন—
ভাই দুইজন
ধরিনু উজ্জ্বল তেজোজ্যোতি,
যে বিভায় শূন্য নীলিমায়
খেলিল দামিনীমালা,
নিভায়ে ভাস্কর,
বাহুবলে জলেস্থলে সমীরণ ব্যোমে
দীপ্ত হুতাশনে,
আধিপত্য করেছি স্থাপন,
ভৃত্যসম নিত্য দেখ আসে দেবগণ।
বিশ্বজয়ী ভ্রাতার গর্জ্জনে
থর থর কাঁপিত বিমান,
হেন জ্যেষ্ঠে মারিয়াছে হরি।
বীর্য্যবান্ পুত্র তুমি দৈত্যকুলে,
করি মানা, নাহি হরি কর আবাহন
আন হরি সম্মুখে আমার,
দৈত্যকুলে অন্য কোন ভার

নাহি আর দেব তোরে ;
হরি অতি কুটিল পামর,
প্রহ্লাদ আমার, পিতা নহ,
জাননা রে পিতার ব্যবহার,
নাহি আর দেব তোরে অন্য ভার।
আমা হ'তে কেহ উচ্চ হয়,
এ সংসারে কেহ নাহি চায়,
পিতা প্রাণপণে
দিবানিশি করে রে কামনা,
পুত্র উচ্চ হোক্ শতগুণে আমা হ'তে ;
বোঝ না বোঝ না মর্ম্মের বেদনা,
উপযুক্ত পুত্র যার শক্র-অনুগত,
নরক ভীষণ নহে তার।

প্রহ্লাদ। হরি প্রেমময়,
কেন পিতা শক্র ভাব তাঁরে ?
পিতা, মুদিয়ে নয়ন,
ধ্যানে রূপ বারেক করহ দরশন,
দেখ শ্যাম মদনমোহন,
বাঁকা দুটি খঞ্জন-নয়ন,
সুধাকর দেখ পিতা মধুর অধর,
ঢল ঢল হের পিতা কি ভাব বদনে ;
দেখ প্রাণে প্রাণে হেন রূপ যাঁর,
সে কি কভু অরি হয় কার ?
নিত্যানন্দ আনন্দে সে খেলে,
আনন্দে ডাকিছে বাহু তুলে,
আনন্দ ঢালিয়া দেয়।

হিরণ্য। ভাল যে হয় সে হয়,
তবু তব জ্যেষ্ঠতাতঘাতী অরি।

প্রহ্লাদ। ভাগ্যবান্ জ্যেষ্ঠতাত মম,
হরি যারে অরিরূপে রেখেছেন পায়।

হিরণ্য। ওহো, হিরণ্যাক্ষ শূর !
পুত্রস্নেহ ক্ষমহ আমায়,
আরে বর্ব্বর সন্তান,
ভ্রাতৃ-তেজ মিলিছে হরের রাঙ্গা পায়।
অরিরূপ অদ্ভুত প্রলাপ
কোথা পেলি এ বয়সে ?

প্রহ্লাদ। পিতা, হর-হরি কেন কর ভেদ ?
জগৎ-পিতা বিভু দিগম্বর,
ফণী-অলঙ্কারে
চিতাভস্ম মাখে কলেবরে,
ফেরে মহাযোগী শ্মশানে শ্মশানে,
মাতা দিগম্বরী
দিগম্বরে আলিঙ্গন করে,
হেরে ডরে পরাণ শিহরে ;
তাই জগৎ-প্রাণ জগৎ-আধার
সখাভাবে ভক্তেরে জাগালে,
হরিভক্ত-সনে খেলে,
খায় ফল মুখে হাতে দিলে,
কভু আসে কোলে, কোলে করে কভু ;
আহা হরি ভক্তের অধীন,
দীন হ'তে দীন—দীনে দেন আলিঙ্গন.
হরি নৃত্য করে, মালা চেয়ে পরে,
ভগবান্ খেলা করে।

হিরণ্য। মন্ত্রি ! আজ্ঞা দেহ মাতাইতে
বারণ আমার,
গর্জ্জনে যাহার পবন কন্দরে পশে,
হস্তী সনে খেলাইতে ডাক্ রে হরিরে ;
শোন্ তোর নিকট মরণ,
চাহ ক্ষমা,
এখনও রে মার্জ্জনা করিব তোরে,
বল হরি অরি,
ইষ্টদেব শঙ্করে প্রণাম কর।

প্রহ্লাদ। পিতা, শিবপদে শত প্রণিপাত,
সদাশিব ঘুচান বিষাদ
দিয়ে মোরে হরিধন ;
পিতা, হরি অরি কহিব কেমনে ?
মুরলিবদনে কেমনে ভাবিব পর ?
হরি যদি অরি, কহ পিতা,
কিসে প্রাণ ধরি ?
কেন ঘোরে দিবস-শর্ব্বরী,
বিশ্ব কেন এ আনন্দধাম ?
হরি বাম ভাবিব কেমনে,

শিরায় শিরায় রক্তস্রোত-ধায়,
কহে মোরে হরি কভু নহে বাম ;
অন্তর আমার
নৃত্য করি কহে বার বার,
হরি বন্ধু, নহে অরি।
প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত মাধুরী,
বুঝিতে না পারি এ সংসারে
অরি কেবা কার ?
হরি নামে প্রাণ ভ'রে যায়—
শত্রু মিত্র সকলি ফুরায় ;
মত্ত মন পিয়ে সুধা অনন্ত তৃষায়,
তৃপ্ত ক্ষিপ্ত এককালে মধু-পারাবার,
ওরে, মন আমার—হরি বল,
হরি বল দিন গেল ব'য়ে।

হিরণ্য। বধ কর করি-পদতলে।

[হিরণ্যকশিপুর প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। হের হরিময় শত্রু কারু নয় ;
হের খেলা ভোলামন,
খেল বাহুতোল হরি হরি বল ;
ওরে এল তোর আনন্দের দিন,
কৃষ্ণ ব'লে দিবি প্রাণ।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শুনেছ কুমার ?

প্রহ্লাদ। চল মন্ত্রি, হরি ব'লে চল সাথে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কাননপথ

(গোলোক-সখাগণের প্রবেশ)

(গীত)

সকলে আয় আয় আয়, গুটি গুটি চলি,
আয় আয় আয় ধবলি শ্যামলি,
ওরে গোলোক ত্যজে
আসবে হরি ধরাতলে।

(নেপথ্যে প্রহ্লাদ।) হরি রাখ রাঙা-চরণ-কমলে
হরি হে, হরি হে, হরি হে !

সকলে।— ধেনু শুন রে, ওই ভক্ত ডাকে হরি ব'লে
ভক্ত-হৃদয় ভরি শোন বাজিছে বাঁশরী,
ওরে ডাক্‌লে হরি রইতে নারে,
রাঙাচরণ-কমল দেয় তারে,—
প'ড়ে বিপদে
শোন ভক্ত ডাকে বারে বারে !
গুণ গুণ গুণ নূপুর বাজে,
ভক্ত-হৃদয়ে তার বাজে,
কানু বিভোর ধেনু নেহার—
কানু চলে ঢ'লে ঢ'লে,
বনমালা দোলে গলে,
কানাই প্রেমে ভাসে নয়নজলে॥

[সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর।

(প্রহ্লাদ, মন্ত্রী প্রভৃতির প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। এ সময় কোথা কৃষ্ণ দয়াময় !
করি-পদে যদি প্রাণ যায়,
নাহি গণি তায়,
রাঙাপায় স্থান দিও বংশীধারি ;—
তব পদে আশ,
শ্রীনিবাস, তোমা বিনা নাহি জানি,
এস হরি, ভক্তে কৃপা করি,
মরি প্রভু, হেরিয়ে মাধুরী,
দেখা দিয়ে দূর কর তাপ ;
ওহে ভবত্রাতা, তুমি পিতা মাতা,
তুমি সখা, বিপদে কাণ্ডারী ;
বংশীধারি, বাজাও বাঁশরী
দাঁড়াইয়ে পায় পায়।
আরে রে রসনা,
কৃষ্ণ ব'লে ত্যজ রে ভাবনা,
ধাওরে বাসনা শ্রীকৃষ্ণের রাঙাপায়,

কৃষ্ণ ব'লে মরিয়ে হইব মৃত্যুঞ্জয় ;
কৃষ্ণ পদে নত হও মন,
আসিছে শমন দুর্জ্জয় বারণরূপে,
কৃষ্ণ ব'লে ত্যজ পরিতাপ,
শমন-প্রতাপ কৃষ্ণনামে হবে পরাজয় ;
কই কৃষ্ণ, অনাথ-বান্ধব !

(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

শ্রীকৃষ্ণ। আয় আয় আয় রে প্রহ্লাদ,
করী'পরে দেখ তোর হরি।

প্রহ্লাদ। প্রভু দয়াময় !
দীননাথ, দয়া কর দৈত্যকুলে,
তব পদ ভুলে
মোহমদে মত্ত মম পিতা,
ওহে জগত্রাতা,
দেহ তাঁরে পদাশ্রয়।

মন্ত্রী। এই হরি, কর আক্রমণ, কর আক্রমণ।

(রক্ষিগণ আক্রমণ করিতে উদ্যত ও
হস্তী-শুণ্ডাঘাতে রক্ষিগণের পতন)

১ম রক্ষি। মন্ত্রীমহাশয়, পালাও সত্বর,
নহে কারু নাহি রবে প্রাণ !

মন্ত্রী। সকলি কুহক, সকলি কুহক।

[সকলের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

(হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

হিরণ্য। ধন জন সকলি অসার,
বৃথা বীর্য্য, বৃথা অহঙ্কার,
কোথা হরি কোথা দুরাচার,
খল শত্রু কিরূপে সংহার করি ?
আরে কামরূপি, বুঝি তোর বল,
কভু যদি হও সম্মুখীন,
আয় হরি, নিরস্ত্র যুঝিব তোর সনে,
যাব যেই স্থানে কর আবাহন।
দেহ রণ এইমাত্র চাই,
ওহো, দৈত্যকুল দিল ছারেখারে !
মজালে কুমারে,
আশা বাসা সকলি ফুরালো,
আরে খল, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
অতি ক্রূরবুদ্ধি তোর,
পিতা-পুত্রে কর ভেদ।
জান না জান না, আরে হীনমতি হরি !
কি বেদনা পুত্র হ'লে পর,
আরে পাপমতি, এ কি রে দুর্নীতি,
বীর্য্যবান্ নাহি করে ছল,
দেখি ছল তোর বল ;
দেখা দে রে কপট পামর,
যদি এক ঘায় নাহি হয় তোর পরাজয়,
সত্য করি, না করিব দ্বিতীয় প্রহার।
নীচ অরি, কি করি কি করি,
কোথা হরি কেমনে দর্শন পাই ?
আছ কে কোথায়,
সমাচার জানাও আমায়,
দেহ কেহ হরির সংবাদ।
দিব রাজ্য-ধন, দিব সিংহাসন,
চিরদিন রব রে অধীন,
দেখাইয়ে দেহ যদি হরি।
ওহো, কি হ'লো কি হ'লো,
পুত্র নিল শত্রুর আশ্রয়,
পিতা হ'য়ে সন্তান-নিধন করি।
হরি, হরি !
দেখা দে রে, দেখা দে আমায়,
আরে তোর অদ্ভুত প্রতাপ,
বর হ'লো শাপ,
আত্মহত্যা করিবারে নারি।
ওহো, এমন বেদনা কেমনে জুড়াব ?
হরি, তোর কোথা দেখা পাব,
দেখ হরি, বধি তোর ভক্তের জীবন,
দে রে দরশন, দরশন দে রে দুরাশয় !

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, বচন না যুয়ায় আমার,
নাহি বুঝি শিশুর ব্যবহার।
মদমত্ত দুর্ম্মদ বারণ—
শিশু হেরি ত্যজিল গর্জ্জন,
অকস্মাৎ করী'পরে চূড়াবাঁধা শিরে,
দেখা দিল পুরুষ দুর্জ্জয়,
করী'পরে তুলিল কুমারে,
নিরাপদে শিশু করে হরিগুণ-গান।
রক্ষিগণে আজ্ঞা দিনু আক্রমণ হেতু,
করী-শুণ্ডাঘাতে সকলে ত্যজিল প্রাণ।

[মন্ত্রীর প্রস্থান

হিরণ্য। কালসর্প আনি বধ শিশু,
গদা আন গদা আন,
কৃষ্ণ-বধ এখনি করিব।

[প্রস্থান

য় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

(হিরণ্যকশিপু, মন্ত্রী ও প্রহ্লাদের প্রবেশ)

হিরণ্য। সত্য কহ পুত্র মোরে,
জান কি কৌশল,
তোর কায় অস্ত্র চূর্ণ হয়,
দুর্ম্মদ বারণ
প্রভু-আজ্ঞা করিয়ে হেলন
কিবা ছলে লোটে তোর পায়,
নতশির কালভুজঙ্গম
এ হেন বিক্রম তোর,
ধন্য তোরে করি রে বাখান,
বিষপানে পাও পরিত্রাণ,
অসীম ক্ষমতাশালী তুমি,
পূজ কালী করাল বদনী,
এইক্ষণে মন্ত্রিগণে আনি
রাজ্যে তোরে করি অভিষেক।
ত্যজ পুত্র কুবুদ্ধি তোমার,
কৃষ্ণ অতি অসার কপট,
ধীর তুমি মহাবীর্য্যবান,
কেন তার মান অধীনতা,
রাখ পিতৃ-কথা,
কৃষ্ণনাম কর পরিহার।
হও রাজ্যেশ্বর,
দেব যক্ষ অমর কিন্নর
ডরে তোর দাস হবে,
ভবে কীর্ত্তি রহিবে অতুল,
দৈত্যকুলে গৌরব বাড়িবে,
আমি যাব হরি অন্বেষিতে

নাগপাশে বাঁধিয়া আনিব,
দেখাইব দৈত্য হ'তে বলী নহে হরি ;
ত্যজ ভ্রম, কৃষ্ণে নাহি কর আবাহন ।

প্রহ্লাদ । পিতঃ, নাহিক কৌশল
নাহি অস্ত্রবল,
কৃষ্ণপদ ভরসা কেবল ।
হৃদয়-কমলে,
ধরি তাঁর রাঙ্গা পা ছুখানি,
তাই অস্ত্রে পাই পরিত্রাণ,
বিষপান অমৃত সমান,
তাই দন্তী পায়ে পরিহার
হরির কৃপায় সর্প নতশির ;
ধ্যান জ্ঞান সকলি আমার হরি ।
হরি কভু ধরয়ে বাঁশরী,
কভু এলোকেশী করে শোভে অসি,
কভু দিগম্বর মহাযোগী হর,
কভু মীন কূর্ম্ম বা বরাহ,
সর্ব্বদেহে হরি অধিষ্ঠান ।
হরি জগৎপ্রাণ,
ব্রহ্ম-আত্মা ব্রহ্মার ধ্যানের নিধি,
জগৎ-বৈভব শ্রীপদপল্লব তাঁর,
স্থাপিতে সংসার বার বার হন অবতার ;
ভবভার খণ্ডে হরিনামে,
তাঁরে পরিহরি
বল পিতা, কিসে প্রাণ ধরি,'
প্রাণ মন সকলি তো হরি ।
পিতা হরিসনে কেন কর বাদ,
হৃদি-মাঝে হের কালাচাঁদ,
ঘুচিবে বিষাদ,
প্রাণভরি হেরিবে সে অতুল মাধুরী ;
হয়ে বাঁকা দেখা দেবে শ্যাম,
হৃদি-পদ্মে দেহ তাঁরে স্থান,
হেরে তাঁরে তাপ যাবে দূরে ;
বাঁকা শিখি-পাখা,
খঞ্জন-নয়ন ছুটি বাঁকা,
বাঁকা হ'য়ে বাজা'বে বাঁশরী,
মরি মরি হরি হরি হরি প্রেমময় !

হিরণ্য । অগ্নি জ্বালি পোড়াও বালকে,
দৈত্যকুল-কলঙ্ক কর রে দূর ।
দৈত্যকুলে কেহ নাহি বলবান্
বালকের বধে প্রাণ ?
হায়, পরিতাপ কব আর কারে,
দৈত্যগর্ব্ব গেল ছারেখারে,
পুত্র হ'লো অরির সেবক,
অগ্নিমধ্যে রহে যদি পুত্রের জীবন,
শিশু ল'য়ে উচ্চশৃঙ্গে কর আরোহণ,
করি তারে প্রস্তরে বন্ধন
সাগরে নিক্ষেপ কর ;
পুত্র আছে জীবিত আমার,
হেন সমাচার আর কেহ নাহি আন ;
বধ তারে পার যে প্রকারে,
আর মোরে হরিগুণ না শোনায় ।
দেখি কোথা হরি,
শুনি দেখা দেয় নয়ন মুদিলে,
দেখি আমি নয়ন মুদিয়া,
আয় হরি,
হৃৎপদ্মে দেব তোরে স্থান,
আয় আয় তীক্ষ্ণখড়্গে
করি হৃদি খান খান,
আয় প্রবঞ্চক,
পুত্রশোক পাশরিব বধিয়া তোমায়,
রহ রহ, কোথায় লুকাবি ?
জলে স্থলে শূন্যে সমীরণে
খুঁজিয়ে ধরিব তোরে ;
আয় হরি আয় ধরি তোর পায়,
কর রণ দৈত্যের সহিত ।
আরে ভীরু, ছলে কর পুত্রে পর,
আরেঃরে বর্ব্বর, পুত্র কি নাহিক তোর ?
রে নিষ্ঠুর, এ কি তোর বীরপনা,
বীরপুত্র পিতা হ'য়ে করি বধ ।
হায় কিসে দিব প্রতিশোধ !
কেমনে রে শান্ত করি ক্রোধ,

শুনি ভক্ত তোর পুত্রসম,
আয়, ভক্ত তোর রক্ষিবারে,
দেখ ভক্তে দৈত্য বধ করে ;
হরি যদি তোরে পাই,
তুচ্ছ করি ভুবনের অধিকার,
দেরে মূঢ়, বারেক সমর,
মম যুদ্ধে যদি তোর রহে রে জীবন,
করি পণ—ত্যজি ত্রিভুবন
বিশ্বপ্রান্তে বসি গিয়ে শিব-আরাধনে,
দেখা দে রে এইমাত্র চাই।

[হিরণ্যকশিপুর প্রস্থান।

মন্ত্রী। এ কি, রাজা ক্ষিপ্ত প্রায়,
দৈত্যকুলে না জানি কি হয়,
দানবের কাল হ'লো হরি।
বধিয়াছে হিরণ্যাক্ষ শূরে,
কৌশল তাহার
কুমারের জীবন সংশয়,
রাজার এ দশা,
দৈত্যকুল জানে সে দুর্জ্জয়
তাই নাহি সম্মুখীন হয়,
গুপ্ত রহি করিছে কৌশল।
হায় হায় বুদ্ধিবল নাহিক যুয়ায়,
ছলে বুঝি মজায় দানব-কুল,
কি করিব দৈত্য বলবান্।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাসমঞ্চ

শ্রীকৃষ্ণ ও সখিগণ।

সখিগণ— (গীত)

হৃদয়ে বহে প্রেমেরি তুফান, প্রাণ পেয়েছে প্রাণের মতন ;
প্রেমের পুলকে গোলক লীলা, প্রাণের সনে প্রাণের রমণ।
ঢলি ঢলি ঢলি অঙ্গে অঙ্গ,
নয়নে নয়নে নয়ন-রঙ্গ,
মোহিত মদন মানভঙ্গ,
প্রেমতরঙ্গে মেহারে—
বাধি বাঁধি বাঁধি মালতী-মালে,
বেড়ি বেড়ি বেড়ি ভুজ-মৃণালে,
রুণু রুণু রুণু মঞ্জীর তালে,
প'ড়বো ঢ'লে রূপের ভারে।
মরি মরি মরি উথলে ওঠে রূপের কিরণ।

১মা সখী। কেন কেন কেন বিরস বদন হরি,
তোমার এত সাধের গোলোকধামে ?
(নেপথ্যে-প্রহ্লাদ।) কোথায় হরি,
অনলমাঝে বধে অরি !
হরি হে ! হরি হে !
শ্রীকৃষ্ণ। আমায় ভক্ত ডাকে প্রাণেশ্বরি !
সকলে। চল চল চল যুগলে যুগলে ;
ভক্তে তুলে নিব কোলে।
শ্রীকৃষ্ণ। আমার ভক্ত বিনে কে আছে আর।
আমি ভক্ত বিনে রইতে নারি,
ভক্ত আমার প্রাণের সার—
আমি ভক্তের তরে সদাই কাঁদি,
আমি ভক্তে প্রাণে প্রাণে বাঁধি,
দেখেছ প্রাণসখি রে।
আমি ভক্তের পায়ে ধ'রে সাধি ;
কত কাঁদি প্রাণসইরে।
সখিগণ। চল চল চল, হরি হরি বল,
ভক্ত প্রেমে বেঁধেছে বাঁকা শ্যামে ;
হরি রইতে নারে ভক্তের তরে
গোলোকধামে।
চল ভক্তে হেরি নয়ন ভরি।
কেন কেন কেন বিরস বদন হরি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

কয়াধু।

কয়াধু। মা চণ্ডি! তোমাভিন্ন মনের বেদনা আর কারে জানাব? মা, সকলি দিয়েছিলে, তবে কেন সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে? মা গো! যে অতি দীন-দরিদ্র, সে ত আমা-অপেক্ষা শতগুণে সুখী। হায়! এ সংসারে কার পতি পুত্রের বধকামনা করে? জগজ্জননি! শিব-সীমন্তিনি! অভাগিনীর প্রতি মুখ তুলে চাও। মাগো, বার বার প্রহ্লাদকে রক্ষা ক'রেছ, গণেশ-জননি! অনল হ'তে আপনার পুত্রকে রক্ষা কর।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। রাজ্ঞি! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?

কয়াধু। মন্ত্রি! সর্ব্বনাশ হ'লো, এদিকে পুত্রের এই দশা, রাজাও বোধ করি কোন বিকট রোগাক্রান্ত, বুঝি শিববর ব্যর্থ হয়, তাঁর মস্তিষ্কের স্থিরতা নেই, এখন শঙ্কর না রক্ষা ক'র্‌লে আর উপায় নেই।

মন্ত্রী। কেন জননি!

কয়াধু। রাজা নিদ্রাবস্থায় তর্জ্জন করেন, সম্পূর্ণ নিদ্রিত অথচ এ ঘর ও ঘর অনুসন্ধান করেন, বলেন এই হরি, এই হরি! আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, প্রভুর কি পীড়া হ'য়েছে? আমার প্রতি ক্রোধ ক'রে ব'ল্লেন, আমার শত্রু উদরে, তা জান না? তুমি নারী, নচেৎ বধযোগ্য, আমি ভয়ে নীরব হ'য়ে রইলেম।

মন্ত্রী। দেবি! আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ হ'য়েছে, আমি এ অকূলে কোন উপায়ই দেখ্‌ছি না, হরি দৈত্যকুলে কাল হ'লো, মহারাজের যে অবস্থা, তাঁকে কোন কথা বোঝাতে গেলে ক্রোধানল শতগুণে প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠে; আপনি যদি কোন উপায় ক'র্‌তে পারেন, তা হ'লে হয়। আমি দাস, আমি কি ক'র্‌বো।

কয়াধু। মন্ত্রি! আমি পুত্র গর্ভে ধ'রে কাল ক'রেছি, প্রহ্লাদের মুখ দে'খে আমার আনন্দ হ'য়েছিল, ভেবেছিলাম, পুত্র হ'তে ইহকালে সুখী হব, কিন্তু ভগবতী সকলি বিপরীত ক'র্‌লেন। রাজপুরে এসে অবধি, মহারাজ কখনও কোন রূঢ়কথা বলেন নি, কিন্তু এখন আমায় দেখ্‌লেই দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করেন, আর আরক্তলোচনে বলেন, তুই পাপিনী নীচ-কুলোদ্ভবা! নচেৎ এমন নীচ সন্তান কেন প্রসব করলি? তোর সন্তান আমায় দিবানিশি তুষানলে দগ্ধ ক'র্‌ছে। মন্ত্রি, আমি অভাগিনী! রোদন ক'র্‌বো, এ স্বাধীনতা আমার নেই, হায়! এই নিমিত্ত কি রাজকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেম? অনুকূল পতি কার এরূপ প্রতিকূল হয়? কার পতি সন্তান-নিধনে যত্নবান? এ অভাগা সন্তান কেন আমার জঠরে এসেছিল? মন্ত্রি! বুঝি পুত্র গর্ভেধ'রে পতি-পুত্র হারাই। মন্ত্রি, যাও, যাও, বুঝি মহারাজ এ দিকে আস্‌ছেন।

মন্ত্রী। দেবি! আমি রাজ-বৈদ্যের সঙ্গে পরামর্শ করি গে?

কয়াধু। মন্ত্রি, যাও, শীঘ্র যাও, মহারাজ দেখ্‌লে উভয়কে বধ ক'র্‌বেন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

(হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

হিরণ্য। রাজ্ঞি! শুনেছ, তোমার পুত্রকে অগ্নিতে দাহন ক'র্‌তে আজ্ঞা দিয়েছি, যদি তাতে রক্ষা পায়, তোমার পুত্রকে গিরিশৃঙ্গ হ'তে সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'র্‌বো, দেখি কুহকিনী তোর কি কুহক, পাপিনি! পুত্রশোক পাবি, পুত্রশোক পাবি, পুত্রশোক পাবি। তুষানল, তুষানল! বীরবর হিরণ্যাক্ষ! তুমি কোথায়? এ মনের জ্বালা কা'কে জানাব; দে'খে যাও, দে'খে যাও, প্রহ্লাদের আচরণ দেখে যাও। রাক্ষসী নীরব আছ? কাঁদ, কাঁদ, তোমার রোদন দেখ্‌লেও আমার মন তৃপ্ত হয়। তোমার পুত্রকে বধ ক'র্‌বো, তোমার পুত্রকে বধ ক'র্‌বো, তোমায় পুত্রহীনা ক'র্‌বো; এই হরি, এই হরি! ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌!—

[প্রস্থান।

কয়াধু। হা শঙ্করি! তোমার মনে এই ছিল মা!

[প্রস্থান।

কানন

(রক্ষী ও প্রহ্লাদের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। কৃপাসিন্ধু, অনাথবান্ধব !
পদে রাখ এ ঘোর বিপদে.
দেখ প্রভু, দীপ্ত হুতাশন,
এখনি তো যাবে এ জীবন ;
দেখা দাও মদনমোহন আসি,
এস এস ভীতজন সখা।
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও সম্মুখে,
পুলকে অনলে ত্যজি প্রাণ ;
বিপদ্‌সাগরে যে ডাকে তোমারে,
তারে হরি দাও দেখা।
এ অকূলে কোথা আছ ভুলে,
এস কৃষ্ণ বাজায়ে বাঁশরী,
প্রাণ পরিহরি,
রাঙাপদ দেখিতে দেখিতে ;
কমল-নয়নে চাহ কমলরঞ্জন।
হে শ্রীনাথ ভকতবৎসল,
দেহ বল, ত্যজি প্রাণ নাম করি গান ;
হরিনাম সংসারে অভয়,
হর ভয় ওহে ভগবান্,
যদি মম দুর্ব্বল হৃদয়,
মৃত্যুকালে নামে করি কলঙ্ক অর্পণ ;
ডরি বনমালি, শমন-তাড়নে,
পাছে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-নাম ভুলি,
দেখো দেখো রেখো সখা পায়
যেন রসনায় তব নাম গায়,.
কালাচাঁদ নাহি অন্য সাধ,
কৃষ্ণ ব'লে যেন যায় প্রাণ।

(অনলমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণের উদয়

শ্রীকৃষ্ণ। আয় কোলে আয় রে অনলে,
অগ্নিমাঝে দেখ তোর হরি,
দেখুক সকলে—
অনল শীতল হয় বৈষ্ণব-পরশে ;
আয় ভক্ত, ভক্ত আমা'র প্রাণ,
ভক্ত সার ভক্ত বিনা নাহিক আমার,
বাঁধা আমি ভক্তের নিকট !

রক্ষী। ওরে ওরে জ্ব'লে গেল !

প্রহ্লাদ। কোটিজন্ম সহিতে তাড়না
কালাচাঁদ হয় হে বাসনা মনে।
হরি দয়াময়, হরি দয়াময়,
হরি দয়াময় !
দেখো প্রভু, ভুলো না আমায়,
দেখা পাই এই ভিক্ষা চাই।
প্রভু, তব মহিমা অপার,
দৈত্যকুলে করহ নিস্তার,
পদাশ্রয় দেহ প্রভু, পিতারে আমার।
ওহে জগৎপতি !
মতি গতি সকলি হে তুমি,
ভগবান্ দিয়ে দিব্যজ্ঞান
ত্রাণ কর দৈত্যকুলেশ্বরে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তের বাসনা পূর্ণ হবে চিরদিন,
কালে পদতলে
দিব স্থান জনকে তোমার।
কহি সত্য করি,
দৈত্যদ্বারে বাঁধা রব চির দিন।
পূর্ব্ব-বিবরণ করহ শ্রবণ,
ছিল জয় বিজয় আমার দ্বারী,
ব্রহ্মশাপে জন্মিল ধরায়,
শত্রুভাবে দোঁহে মোরে করিল সাধনা,
হিরণ্যাক্ষে দিছি আমি দেখা,
কালপূর্ণ হ'লে
দেখা দিব জনকে তোমার।

প্রহ্লাদ। ইচ্ছাময়, ইচ্ছায় সকল তব !

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান।

(মন্ত্রী ও রক্ষীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। এ কি সত্য ?

রক্ষী। মহাশয়! স্বচক্ষে দেখুন, এই বৃক্ষগণের, এই পুষ্পবনের অবস্থা দেখুন, মহারাজ ক্ষিপ্তপ্রায়, এসে সকলি ছিন্ন-ভিন্ন ক'রেছেন, এই হরি হরি বলেন, আর বৃক্ষে গদাঘাত করেন।

মন্ত্রী। অ্যাঁ! কখন ?

রক্ষী। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হ'লে প্রহরী পরিবর্ত্তন হয়, সেই সময় আমরা দ্বার-রক্ষার ভার পাই।

মন্ত্রী। এখন তো প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত।

রক্ষী। আমি মহারাজের এই দশা দে'খে আমার সহকারীকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত ক'রে মহাশয়কে সংবাদ দিলেম।

মন্ত্রী। আমি রাজ্ঞীর নিকট শুনেছিলেম, মহারাজ নিদ্রিতাবস্থায় চীৎকার করেন, কখনও কখনও নিদ্রাবস্থায় প্রতি গৃহ অন্বেষণ করেন, বোধ হয়, আজও সেই ভাবে উদ্যানে প্রবেশ ক'রেছেন।

রক্ষী। কই তো নিদ্রিত দেখলেম না, আরক্তনয়নে অগ্নিশিখা নির্গত হ'চ্ছে, কিন্তু চ'ক্ষের পল্লব পড়ে না—ঐ দেখুন।

(হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

হিরণ্য। না না, প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, গদাগ্রহণ ক'র্‌বো না, চুপ চুপ! কথা কওয়াও উচিত নয়, দুরাচার পালাবে, ঐ হরি আস্‌ছে।

মন্ত্রী। নিদ্রিত অবস্থাই বটে।

হিরণ্য। হা ভ্রাতঃ! বরাহদন্তে তোমার অঙ্গ বিদীর্ণ হ'য়েছে, বীরবর, ক্ষণেক বিশ্রাম কর, আমি বরাহ-নিধন ক'র্‌ছি।

মন্ত্রী। এ তো সম্পূর্ণ উন্মত্ততা।

হিরণ্য। মুনি, মৃত—মৃত, কামরূপী—কামরূপী—দুর্জ্জয় —দুর্জ্জয় সে হরি।

রক্ষী। মন্ত্রী মহাশয়! এ কি দেখছি, দৈত্যকুলে সর্ব্বনাশ হ'লো!

হিরণ্য। কি বল মন্ত্রি! প্রহ্লাদ কালী ব'লেছে, দুরাচার হরিনাম আর নেয় না ? আমার পুত্র, আমার পুত্র—আমার, —চুপ চুপ! ঐ হরি আস্‌ছে।

মন্ত্রী। আর উপায় নেই, হরি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে, হরি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে, হায়, কি হ'লো! রাজার এই দশা! রাজপুত্রকে পর্ব্বতশৃঙ্গ হ'তে সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'র্‌তে নিয়ে গেল, দৈত্যের আধিপত্য বুঝি ফুরালো।

রক্ষী। হায় হায়, কি হ'লো!

হিরণ্য। কি, অগ্নিতে মরে নি? সকলে প্রবঞ্চক, সকলে আমায় প্রবঞ্চনা ক'চ্ছে, আমি এককালে সকলকে নিধন ক'র্‌বো ;—এই হরি, এই হরি, এই হরি—

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি, আমি—

হিরণ্য। অ্যাঁ! কোথা আমি!

(মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। সর্ব্বনাশ হ'লো, মহারাজ! ধৈর্য্য ধরুন মহারাজ ধৈর্য্য ধরুন, দৈত্যেশ্বর! স্থির হোন।

হিরণ্য। ওঃ হরি!

ধন্য তুই, কপট মায়াবী।
মন্ত্রি, ত্রিসংসার হেরি হরিময়,
নিশিদিনে শয়নে স্বপনে,
হরি নাহি ভুলি,
কিন্তু মম অন্তরের কালি নাহি গেল,
হরি না আইল,
রাজ্যধন বিফল সকলি,
প্রতিশোধ দিতে যদি নারি।
কপট নির্দ্দয় বীর সে ত নয়,
কৌশলে মজায় দৈত্যকুল,
গেল কুলমান,
শক্র-পূজা করিল সন্তান,
জ্যেষ্ঠভ্রাতা বধিল কপটী
দেখা দিয়ে দেখা নাহি দেয়,
ছলে কোথা যায়,
ভাবি তাই কোথা তারে পাই,
এ যাতনা কেমনে মিটাই।

আয় হরি, আয়—
দৈত্যবল বোঝ পরীক্ষায়,
এক ঘায় চূর্ণ করি তোর শির,
আয় মূঢ়, কূর্ম্ম-কলেবরে,
কিংবা এস বরাহ-শরীরে,
সিংহ ব্যাঘ্র নর অমর কিন্নর,
ধর শীঘ্র যে মূর্ত্তি বাসনা তোর,
দেখা পেলে বুঝি তোর বল,
ভাঙ্গি তোর ছল,
হায় আর নাহি সয়,—
গেল গেল সকলি মজিল।

মন্ত্রী। মহারাজ, কোথা হরি?
ধৈর্য্য ধর, কি হেতু উতলা,
তিন পুর ভ্রমে দৈত্যদূত,
যমদূত সম বলে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে ফেরে রসাতলে,
আনি দিবে হরির সংবাদ,
স্থির হও, ধৈর্য্য ধর মহারাজ!

হিরণ্য। মন্ত্রি, পূজিয়া শঙ্কর মাগিলাম বর,
অস্ত্রে জলে অনলে নাহিক মৃত্যু মোর,
নাহিক শরীরী—শঙ্কর-কৃপায় যারে ডরি,
দিবা বা রাত্রে মৃত্যু নাহি মোর;
হের মন্ত্রি! বর হ'লো শাপ,
এ কি পরিতাপ,
পুত্র হ'লো শত্রুর অধীন।
ধরি হীন দেহ,
ভ্রাতৃবধ প্রতিবিধিংসিতে নারি,
মনে করি দেহ পরিহরি,
এড়াই এ দারুণ যন্ত্রণা,—
মৃত্যু সম্ভবে না,
মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যুঞ্জয়-বরে আমি।
ওই হরি, ওই দুরাশয়,
আয় বধি তোর প্রাণ।

মন্ত্রী। মহারাজ! কোথা হরি?

হিরণ্য। ওই হরি, বাজায় বাঁশরী,—
ওই ওই ওই চক্রী মূঢ়!

[হিরণ্যকশিপু পশ্চাতে সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

(রক্ষিগণের প্রবেশ)

১ম রক্ষী। রাজা তো ভাই গর্দ্দানা নেবে,—উঃ! সমুদ্র থেকে উঠ্‌লো যেন কালো মেঘখানা।

২য় রক্ষী। আমি ভাই অত দেখিনি, আমি ঝুঁটী দেখেই সটকেছি, সে দিন আগুন থেকে বেঁচে গেছি, আজ নিয়েছিল আর কি!—ঐ সেনাপতি মশাই আস্‌ছে, আয় ভাই ওঁরে বলি, রাজা তো আস্ত রাখ্‌বে না।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। সর্ব্বনাশ হ'লো, মহারাজ আগুন মানেন না, জল মানেন না, ঐ হরি হরি ব'লে হ্রদে ঝাঁপ দিলেম, আমি ভেবে পাচ্চিনে, কি উপায় ক'র্‌বো!

১ম রক্ষী। সেনাপতি মশাই, রক্ষা করুন,—কুমারকে নিয়ে তো বিভ্রাটে প'ড়্‌লেম! গিরিশৃঙ্গে আরোহণ ক'রে রাজকুমারকে সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'র্‌লেম,—অকস্মাৎ সমুদ্র থেকে একখানা কালোমেঘের মত উঠ্‌লো, আমরা অস্ত্র মার্‌লেম, দন্তে অস্ত্র ধ'র্‌লে,—চতুর্ভুজে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে তীরে উঠ্‌লো; আমরা পুনর্ব্বার আক্রমণ ক'র্‌লেম, সে মেঘবর্ণ বীরপুরুষ গর্জ্জন ক'র্‌লে, গর্জ্জনে শত শত জন মূর্চ্ছিত হ'লো, আমরা প্রাণভয়ে পলায়ন ক'রেছি, কুমার নিরাপদে পুরে প্রবেশ ক'রেছেন।

সেনা। সকলি বিচিত্র! এ সেই হরি নিশ্চয়, রাজার কাছে চল।

২য় রক্ষী। মহাশয়! রাজকোপে সর্ব্বনাশ হবে।

সেনা। না না, রাজা বুঝেছেন, তোমাদের অপরাধ নাই; হরি অতি ক্ষমতাশালী, চল, রাত্র গেল, বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

১ম রক্ষী। মহাশয়! প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে ছুটেছিলেম।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

(হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

হিরণ্য। দেখা দিয়ে কোথায় লুকায়,—
পাছে পাছে অরি ধরিতে না পারি,
এরূপ কেমনে করি নাশ,
দেখি দেখি কোথায় মিশায়।
এই এই—পুনঃ দেখি—নেই,
কভু জলে, কভু বা অনলে,
কভু বৃক্ষে, গগনমণ্ডলে
নাচে কুতুহলে,
ধেয়ে গেলে তথা আর নেই!
নিশ্চয় নিকটে আছে,
কিন্তু দুরাশয় মহা-মায়াময়,
হেন বৈরী কেমনে করিব পরাজয়!—
চোরা-রীতি করে চুরি রণ—
এ দুর্জ্জন শাসন-অধীন নয়,
নিশ্চয়, নিশ্চয় হেথা কোথা আছে অরি।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। মহারাজ!
রাজ্যে দেখি সকলি অদ্ভুত,
বুদ্ধি হয় পরাভব,
বাঁধিয়ে প্রস্তরে
কুমারে সাগরে যবে করিল নিক্ষেপ—
জল হ'তে অকস্মাৎ উঠিল পুরুষ,
নবজলধর জিনি কলেবর,
শিখিপাখা শোভা পায় শিরে,
কুমারে লইয়ে কোলে খুলিল বন্ধন।
রক্ষিগণ—
অস্ত্র বরিষণ করিল সকলে মিলে,
দন্তে ধরি লইল সে পুরুষ দুর্জ্জয়,
ভীমনাদে করিল গর্জ্জন,
কত শত জন ত্যজিল জীবন তাহে।
কেহ মূর্চ্ছাপ্রায়—
কেহ দ্রুতপদে পলাইল,
নাহি জানি—
রাজ্যে কিবা জঞ্জাল ঘটিল,
নিরাপদে রাজপুরে ফিরেছে কুমার।

হিরণ্য। এই হরি! শীঘ্র বল কোন্ সিন্ধু-মা
দেখা দেছে দুরাচার,—
এখনি বধিব তারে।

সেনা। মহারাজ!
শত্রু আর নাহি সিন্ধুমাঝে;
কভু জলে, কভু শত্রু অনলে বিরাজে,
সাগরে কি পাবে নিদর্শন?

হিরণ্য। সেনাপতি! সত্য তব কথা,
দুর্ম্মদ, দুর্ম্মদ—হরি!
ডাকহ প্রহ্লাদে,
অবশ্য সে তত্ত্ব জানে;
যদি কোথা দেখা তার পাই,
অমরত্ব নাহি আর চাই,
হরির শোণিতে নিভাই মনের জ্বালা।
ডাকহ প্রহ্লাদে,
কৌশলে জানিব কোথা হরি।

সেনা। প্রভু! রক্ষিগণে কুমারে আনিছে।

(রক্ষিগণসহ প্রহ্লাদের প্রবেশ)

হিরণ্য। সত্য কহ, পুত্র, মোরে—
কোথা তোর হরি?
কহ বার বার,
ব্যাপি ত্রিসংসার—
হরি তোর বিরাজিত,
কিন্তু রাজচর করে অন্বেষণ,
হরি-দরশন কেহ কেন নাহি পায়?
বল সত্য বল,
হরিসনে কোথা দেখা হ'লো,
কেমনে সে ভুলালে তোমারে?
সাগর-মাঝারে কেমনে বা এল?
কেবা তত্ত্ব দিল?—
ঘুচাও সংশয়, নাহি আর ভয়,

কহ কি প্রমাণে—
জান হরি জগৎ-বিহারী ?
প্রহ্লাদ। পিতা, ভক্তিমাত্র হরির প্রমাণ ;
নাহি স্থান নাহি হেন ধাম—
হরি যথা নাহি বিদ্যমান !
বাঁকা বংশীধারী ত্রিসংসার তাঁরি,
হরিময় ত্রিভুবন,—
অন্তরে বাহিরে নেহার হরিরে,
রবিশশী দিবানিশি করে গুণগান,
বহে সমীরণ হরি-সঙ্কীর্ত্তন ক'রে,
সাগর-কল্লোলে হরি হরি ব'লে
হরিনাম করে জলধর,
ভূচর খেচর আদি চরাচর,
হরি পরাৎপর নতশিরে মানে সবে।
ক্ষুদ্র কীটে অথবা অমরে
সমভাবে শ্রীহরি বিহরে,
বিশ্ব-পরমাণু সম পূর্ণ হরিপ্রেমে।
হিরণ্য। রাখ রাখ বাক্য-আড়ম্বর,
দেহ মোরে স্বরূপ উত্তর,—
এই স্থানে আছে কি রে হরি ?
প্রহ্লাদ। হরি জগন্ময়,—
এ কথা নিশ্চয়, সংশয় না কর তায়।
হিরণ্য। এই যে স্ফটিকস্তম্ভ দেখ বিদ্যমান,
ইহাতে কি আছে তোর প্রভু ভগবান্ ?
প্রহ্লাদ। হরি বিদ্যমান স্তম্ভের ভিতর।
হিরণ্য। মমতায় নিজহস্তে বধি নাই তোরে ;
যদি না দেখাও হরি স্তম্ভের ভিতর,
খড়্গাঘাতে লব তোর প্রাণ।
প্রহ্লাদ। পিতা, নিশ্চয় এ কথা—
আছেন শ্রীহরি এই স্তম্ভের ভিতর।
হিরণ্য। আরে ভ্রাতৃ-ঘাতী কপট পামর,
স্তম্ভে আছ লুকাইয়ে !

(স্তম্ভে পদাঘাত করণ ও ভীষণ গর্জ্জন করিয়া
নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাব)

এই হরি ! বুঝি বৃথা হয় বর,—
চরাচরে হেন মূর্ত্তি নেই !—
তবু বীরকার্য্য না ভুলিব।

(গদাঘাত)

দিবারাত্র জলে-স্থলে মৃত্যু নাহি মোর,
আরে রে পামর !
কি করিবি নরসিংহরূপ ধরি ?
নৃসিংহ। সন্ধ্যাকাল, নহে দিবানিশি,
নহে জলে স্থলে—জানু'পরে ত্যজ প্রাণ,
বল নাহি প্রেম সম।

(সংহারোদ্যত)

হিরণ্য। প্রতারণা ক'রেছ শঙ্কর,—
হরি তুমি বলবান্ !
আহা, কি মোহন মূরতি তোমার !
হেন রূপে কেন নাহি দিলে দেখা ?
মনোহর ত্রিভঙ্গিম শ্যামল সুন্দর,
হৃৎ-পদ্মে দেহ শ্রীচরণ !

(মৃত্যু)

(দেবদেবীগণের প্রবেশ)

দেবগণ। শান্ত কর প্রভুরে প্রহ্লাদ,
নহে পদভরে যায় ধরা রসাতল।
প্রহ্লাদ। প্রভু ! মজে ত্রিভুবন,
ক্রোধ কর সংবরণ,
হের সভয়-হৃদয় দেবগণ,
করযোড়ে করে অবস্থান,—
সৃষ্টি রাখ সৃষ্টির কারণ।
নৃসিংহ। আয় আয় ভক্ত সদাশয়,
কোলে ল'য়ে জুড়াই হৃদয়,
আমা হেতু সহিয়াছ অশেষ তাড়না।
প্রহ্লাদ। প্রভু ! রূপ হেরি সভয়হৃদয়,
দেখা দাও মদনমোহন-ঠামে।
নৃসিংহ। অবোধ সন্তান হেতু এ রূপ ধারণ
যুগ-প্রয়োজন, —
নেহার নয়ন মুদি ত্রিভঙ্গমুরতি।

(সমবেত গীত)

খাম্বাজ—একতালা।

দৈত্যদম্ভভঙ্গ নরসিংহ ভীমরঙ্গ,
গর্জ্জন ঘন, দুর্জ্জন মন কম্পিত আতঙ্কে।
স্তম্ভগর্ভে অঙ্গ ধারণ,
ভক্তাধীন নারায়ণ,
ভক্ত-চিত্ত মত্ত প্রেমে নর্ত্তন তরঙ্গে।
অপার করুণা হরি,
অরি পায় পদতরী,
হরি তুমি কারু নও অরি ;
সখা ব'লে খেল সখা প্রেমিকের সঙ্গে,
হের দীনে অপাঙ্গে।
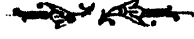
যবনিকা

বৃষকেতু

(পৌরাণিক নাটিকা)

[১৫ই বৈশাখ, ১২৯১ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

(পুরুষ)

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু
কর্ণ ... অঙ্গরাজ।
বৃষকেতু ... ঐ পুত্র।
প্রহরী, পাচক, ভৃত্যগণ, বালকগণ ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

পদ্মাবতী ... মহিষী।
পরিচারিকা, স্ত্রীলোকগণ ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

—:*:—

রাজসভা

কর্ণ ও প্রহরী।

প্রহরী। মহারাজের জয় হোক্!

কর্ণ। কি সংবাদ?

প্রহরী। দ্বারে একজন ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত।

কর্ণ। অকর্ম্মণ্য, কি নিমিত্ত সভায় আন নি?

প্রহরী। মহারাজ, অপরাধ মার্জ্জনা হয়, কেমন বামুন,—কোত্থেকে এল, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

কর্ণ। কোথা হ'তে এল, তোমার জান্‌বার প্রয়োজন নাই।

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার, অধীনকে মার্জ্জনা করুন, ব্রাহ্মণের চিহ্নের ভিতর শুধু যজ্ঞসূত্র, নইলে কিম্ভুত-কিমাকার, মুখ যেন মালসা, গালের মাংস উরুতে নেবেছে, আর চেহারাখানি যেন তালগাছ ভেঙ্গে পড়েছে।

কর্ণ। নরাধম! ব্রাহ্মণকে শীঘ্র সভায় আন্।

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার! কুলোর মত দু'খানা ঠোঁট নেড়ে বলে, "খাব খাব।"

কর্ণ। পাপিষ্ঠ! শীঘ্র আন্, ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত এখনও র'য়েছে?

প্রহরী। ধর্ম্মাবতার, রাক্ষুসে মূর্ত্তি!

কর্ণ। শীঘ্র আন্, নইলে দণ্ড পাবি। তুই কি আমার নিয়ম জানিস্ না, ব্রাহ্মণকে রোধ—নিষেধ।

প্রহরী। যে আজ্ঞে মহারাজ! (স্বগত) ব্যাটা আজ রাজসভা শুদ্ধ খাবে। এই যে, দামোদর-মূর্ত্তি আপনি আস্‌ছেন।

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। মহারাজের জয় হউক।

কর্ণ। আসুন, আমার পুরী পবিত্র হ'লো!

বিষ্ণু। মহারাজ! খাব, একাদশী ক'রেছি, খাব।

কর্ণ। যে আজ্ঞা, কি আহার ক'র্‌বেন—বলুন?

বিষ্ণু। মহারাজ! ব'ল্‌ব, তা বলায় হানি নাই। আপনি দাতার শিরোমণি, আপনার যশ সকলেই গায়; তাই বলি—একাদশী ক'রে র'য়েছি, বড় ক্ষুধার্ত্ত, খাব।

কর্ণ। কি খাবেন, অনুমতি করুন।

বিষ্ণু। মহারাজ! আপনি অতিশয় দাতা, দেবদ্বিজভক্ত, তাই বলি, ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ আমি—কিছু—আমি কিছু—

কর্ণ। কেন কুণ্ঠিত হ'চ্চেন? আজ্ঞা করুন, অতি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য হ'লেও এই দণ্ডে এনে দেব।

বিষ্ণু। আমি কিছু—আমি—কিছু—আমার কিছু মাংসে রুচি।

কর্ণ। দ্বিজবর! এই নিমিত্ত সঙ্কুচিত হ'চ্ছিলেন? যে মাংস আজ্ঞা ক'র্‌বেন, এখনি প্রস্তুত ক'র্‌ব।

বিষ্ণু। আহা!—তাই বলি—তাই বলি,—মহারাজের দয়া সমুদ্র-বিশেষ! আপনি অতি সজ্জন, অতি মহাশয়, অতি সদাশয়, অতি গম্ভীরপ্রকৃতি, আর সেইরূপ বিনয়ী, সেইরূপ

কর্ণ। প্রভু! আমি অধম, এতাদৃশ সম্মানের যোগ্য নই। কি মাংস আহার ক'র্‌বেন, আদেশ ক'রে চরিতার্থ করুন।

বিষ্ণু। দেখুন—অতি উত্তম মাংস, সেই মুনির যজ্ঞে খেয়েছিলুম, অতি কোমল মাংস, প্রাণ পরিতৃপ্ত হ'ল, আর রন্ধনও অতি পরিপাটী।

কর্ণ। আমারও সুপাচক আছে, যেরূপ কোমল মাংস ইচ্ছা করেন, তাই প্রস্তুত হবে।

বিষ্ণু। আহা! সে অতি উত্তম মাংস।

কর্ণ। কি মাংস?

। মহারাজ!

। বলুন?

বিষ্ণু। নরমেধযজ্ঞে অতি কোমল শিশু কেটেছিল, পরিপাটী ভোজন হ'য়েছিল।

কর্ণ। নরমেধ-ভক্ষণ ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন?

বিষ্ণু। হাঁ, কিন্তু একটু কোমল—ভোগীর মাংস হ'লে ভাল হয়।

কর্ণ। দ্বিজবর, সঙ্কুচিত হবেন-না, যদি ইচ্ছা করেন, আমার মাংসই রন্ধন করে আপনাকে ভক্ষণ করাই।

বিষ্ণু। মহারাজ, আপনার পুত্রের মাংস আপনার অপেক্ষা কোমল।

প্রহরী। (স্বগত) ব্যাটা ছেলে থেকে সুরু ক'রেছে, সপুরী একগাড় ক'র্‌বে, আমার চাক্‌রীতে কাজ নাই, প্রাণ বড় ধন।

[প্রস্থান।

কর্ণ। আমার পুত্রের মাংস?

বিষ্ণু। আজ্ঞে, পথে দেখ্‌লুম—যেন ননী।

কর্ণ। ভাল, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

বিষ্ণু। মহারাজ, পারণের একটু নিয়ম আছে।

কর্ণ। কি নিয়ম—আজ্ঞা করুন।

বিষ্ণু। স্ত্রী-পুরুষে পুত্রকে বধ ক'র্‌তে হবে, সস্ত্রীক না হ'লে, আমি দান গ্রহণ করি না।

কর্ণ। স্ত্রী-পুরুষে বধ ক'রতে হবে?

বিষ্ণু। নচেৎ আমার তৃপ্তি জন্মাবে না।

কর্ণ। ঠাকুর, অপেক্ষা করুন, আমার পত্নীকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

বিষ্ণু। করাত দিয়ে কাট্‌বেন, থেঁৎলে না কাট্‌লে একেবারে রক্ত বেরিয়ে যাবে, মাংস অত সুতার থাক্‌বে না।

কর্ণ। ভাল, পদ্মাবতীকে সম্মত ক'রে আসি।

বিষ্ণু। আর এক কথা,—কাতর হ'য়ে কাট্‌তে পার্‌বেন না, কাতরের দান আমি গ্রহণ করি না। আঃ! বড় উদরের জ্বালা।

কর্ণ। যখন পুত্র-বধে কৃতসঙ্কল্প, তখন কাতর হব—ভাব্‌বেন না।

বিষ্ণু। হাসি মুখে স্ত্রী-পুরুষে আমার সাক্ষাতে ছেলেটিকে কাট্‌তে হবে। কি জানেন, বড় ক্ষুধার্ত্ত, কাটা দেখ্‌লেও কতক তৃপ্ত থাক্‌ব।

কর্ণ। ভাল, সেইরূপই হবে। আমি পদ্মাবতীর নিকট

হ'তে আসি, আপনি বিশ্রাম করুন গে। কে আছ রে, ব্রাহ্মণকে বিশ্রাম-গৃহে নিয়ে যাও। কি আশ্চর্য্য! উত্তর নাই। কে আছ, কে আছ?—কই, কেউ নাই। আসুন দ্বিজ,আমার সঙ্গেই আসুন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

পদ্মাবতী।

পদ্মা। কেন এখনও এল না?—
বৃষকেতু অশান্ত হ'য়েছে,
প্রাতে উঠে গেছে,
ক্ষুধার সময় হ'ল তার,—
খেলা পেলে সব যায় ভুলে,
নেচে গেয়ে ফিরে শিশু সনে,
আহা! বৃষকেতু আমার যেমন,
হেন আর দেখি নে নয়নে,
কিবা আভরণে, আভরণ বিনে,
নয়ন জুড়ায় হেরি,—
শিশু ল'য়ে ফিরে, চাঁদ যেন তারা-হারে,
বাজায়ে তু'করে যবে নৃত্য করে,
গলে দোলে ফুলমালা—
মুক্তাসারি ঝরে শ্রম-বারি,
মুছায়ে বদন, যত্নে কোলে করি,
মনে হয়—
শতধারে বয় অন্তরে সুধার ধারা।
যবে কোলে উঠে 'মা' ব'লে আমায়,
স্বর্গ-সুখ নাহি চাই বিনিময়ে।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। রাণি, ধর্ম্মকর্ম্ম যায় সমুদয়,
সর্ব্বনাশ হয়,
গেল—নাম গেল,
অপকীর্ত্তি রটিল জগতে,
অতি বৃদ্ধ বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ,
গেল সকলি বা গেল—কীর্ত্তিনাশ হ'ল,
এলো দ্বিজ, নাহি জানি কোথা হ'তে!
লেলিহান শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্ষুধার জ্বালায়,
বিপুল জিহ্বায় ওষ্ঠ চাটে পুনঃ পুনঃ,
কর্ম্মলোপ হ'ল এতদিনে।

পদ্মা। কেন কেন, কি হ'য়েছে মহারাজ?

কর্ণ। অতি বৃদ্ধ বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ।

পদ্মা। বুঝিতে না পারি, কহ কিবা নরনাথ!
কেন ম্লান বদনমণ্ডল?
শ্বাস বহে ঘন ঘন,
কেন উচাটন বলহ রাজন!
উন্মাদ যেমন,
ঘূর্ণমান লোহিত লোচন,
বুঝিতে না পারি—
আচম্বিতে কেন হেন ভাব?

কর্ণ। জান রাণি, সহজে কাতর নহি আমি,
যবে তনয়ের কল্যাণ-সাধনে—
আইলেন বাসব ভবনে,
অবিচলপ্রাণে,
আখণ্ডলে কুণ্ডল করিনু দান,
অকাতরে ছেদিয়া শরীর,
দানিলাম অভেদ্য কবচ;
কিন্তু এবে বিধাতার বিষম ছলনা,
কি করি বল না,
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা বুঝি না হয় পূরণ।
পদ্মাবতি! ক্ষোভ হয় অতি,
প্রতিশ্রুত হয়ে সত্য নারিব পালিতে।

পদ্মা। প্রাণ কাঁপে, বল মহারাজ,
সন্দেহে রেখ না আর,
সহজে সুমেরু না নড়ে,
বিবর্ণ না হয় ভানু,
শীঘ্র বল ব্যাকুল হ'তেছে প্রাণ।

কর্ণ। শুন রাণি!
মেঘের বরণ,
কোথা হ'তে আইল ব্রাহ্মণ,

অতিবৃদ্ধ
কুঞ্চিত লোলিত চর্ম্ম ঢেকেছে নয়ন,
কণ্টক সমান মস্তকে পলিত কেশ,
ভয়ঙ্কর বেশ,
সভায় চাহিল দান ;
কহিল ব্রাহ্মণ,
"আছি উপবাসী, একাদশী-ব্রত পালি,
পারণ করাও রাজা !"
কৈনু অঙ্গীকার—
দিব যে আহার চাহে দ্বিজ ;
সর্ব্বনাশ উদয় আমার,
বুঝিতে নারিনু তাহা !

পদ্মা। কেন কেন, কিবা দ্রব্য চায় ?
আছে নানা সামগ্রী ভাণ্ডারে—
কোটি কোটি বিপ্র যাহে হয় পরিতোষ,
তবে কেন শঙ্কা নরনাথ !

কর্ণ। নিদারুণ সে ব্রাহ্মণ,
বলিল যে কঠিন বচন,
কহিতে সে কথা
জড়ায় রসনা
ব্রাহ্মণের শুনিয়ে বচন
পলায়েছে রাজ-ভৃত্যগণ ;
বড় দায়ে সুধাই তোমায়
বল রাণি, কি হবে আমার ?

পদ্মা। প্রভু ! তুমি জান চিরদিন
আমি তবাধীন,
প্রাণ দিব যদি হয় প্রয়োজন,
বল নাথ, হ'য়ো না উতলা,
শীঘ্র বল কি চাহে ব্রাহ্মণ।

কর্ণ। রাণি, বড়ই কঠিন দ্বিজ !
বৃষকেতু কুমার আমার—
কহে দারুণ ব্রাহ্মণ—
মাংস তার করিবে ভক্ষণ।

পদ্মা। না না মহারাজ !
ছল করে দ্বিজবর,
ওহো ! এও কি সম্ভব কভু ?

কর্ণ। নহে ছল।
রণে বজ্রসম বাণে,
না হই কাতর কভু—
অকারণে কাতর কি হেতু হব ?

পদ্মা। না না,
ধনদানে তোষহ ব্রাহ্মণে।

কর্ণ। আছি প্রতিশ্রুত—
দিব যাহা করিবে ভক্ষণ,
ধনদানে প্রতিজ্ঞা না রবে,
তাই ভাবি, ধর্ম্মকর্ম্ম গেল সমুদয়।

পদ্মা। যাক্ কর্ম্ম, ধর্ম্ম হোক্ লোপ,
যাক্ রাজ্যধন—কাননে করিব বাস।
আহা ! দুগ্ধের নন্দন
কেটে দিব রাক্ষসেরে,
কোন্ প্রাণে কহ মহারাজ ?
নহি পশু,
যত্নে যেই নাহি পালে শিশু তার,—
বাঘিনী বিবরে, যত্ন সহকারে
রক্ষা করে শাবক তাহার।
মহারাজ, এই কি ধর্ম্মের ফল ?

কর্ণ। জানি রাণি ! সকলি-মজিবে,
তাই আসিয়াছি লইতে বিদায়,
জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
ক্ষত্র হ'য়ে—
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে যেই জন,
তুষানল প্রায়শ্চিত্ত তার,
তবু তাহে নিস্তার না পাব,
নরকে পড়িব ;
প্রত্যাশিত বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ,
যাই রাণি ! বিদায় জন্মের মত।

পদ্মা। কোথা যাবে ?
হায়, মম উপায় কি হবে ?
ভগবান্ ! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত শিরে !
করহ উপায়—
অন্য দানে তোষ ব্রাহ্মণেরে।

কর্ণ। উপায় না দেখি রাণি. প্রাণদান বিনা,

তাই প্রাণ ত্যজিব মহিষি!
গেল ধর্ম্ম, যশঃ হ'ল লোপ,
প্রাণে আর ফল কিবা ?

পদ্মা। ধৈর্য্য ধর মহারাজ!
কাঁদিতে ক'রো না মানা.
জান না জান না মায়ের বেদনা,
তাই নাথ! করো রোষ;
নারী দাসী চিরদিন,
পুত্রে নাহি মম অধিকার,
মম ভাগ্যে যা হবার হবে,
ধর্ম্ম তব করহ পালন,
দাসী আমি কি হেতু সুধাও মোরে ?
সঙ্কল্প তোমার,
শেল হৃদে হানিবে আমার,
পুত্রে বিসর্জ্জিব,
নহে স্বামী হারাইব,
নিস্তার নাহিক আর,
যেবা হয় কর মহাশয়!
বিদায় আমারে দেহ,
ভাব কি রাজন্!
পত্নী হ'য়ে দেখিব নয়নে,
জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিবে পতি;
যেবা হয় হইবে আমার,
সত্যে রাজা হও গে উদ্ধার।
আহা! বৃষকেতু!—
এই হেতু গর্ভে ধরিলাম তোরে,—
হেরি সকলি আঁধার,
প্রাণ আমার কেন আছে দেহে,
কি হ'ল কি হ'ল,—
মৃত্যু, তুমি কোথা এ সময়!

কর্ণ। শুন রাণি, কঠিন ব্রাহ্মণ,—
সস্ত্রীক ব্যতীত
দান নাহি করিবে গ্রহণ।
পদ্মাবতি, তুমি কি জান না,
বৃষকেতু প্রাণের দোসর মোর;
শুন মম বাণী, ধৈর্য্য ধর রাণি,
ধর্ম্ম রাখি পুত্র বলিদানে,
শেষে দোঁহে মিলে যাব চ'লে
গহন কাননে,
কিংবা জ্বলন্ত আগুনে—
জুড়াব প্রাণের জ্বালা।

পদ্মা। রাজা! মা হ'য়ে কেমনে
নন্দনে দিব হে বলি!

কর্ণ। ধর্ম্ম রাখ, হ'য়ো না কাতর,
নিরন্তর ধর্ম্মে তব মতি;
এস, ধর্ম্ম করি গে পালন,—
ব্রাহ্মণেরে করাই পারণ,
সত্যে বাঁধা পতি তব,
গুণবতি,—
সত্যে পার করহ স্বামীরে।

পদ্মা। হায়! ধর্ম্ম-মর্ম্ম কেমনে বুঝিব ?
আহা! বাছা যবে সুধাবে আমায়,
কারে মোরে দাও বিলাইয়ে ?
বল প্রভু, কি বলিব,
কি ব'লে বুঝাব প্রাণে ?
ওহো! এত ছিল অদৃষ্টে আমার!

(নেপথ্যে ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু)।—মহারাজ!
ক্ষুধায় কাতর, যাই স্থানান্তরে।

কর্ণ। যাই দ্বিজবর!
বিলম্ব নাহিক আর।
রাণি, চিন্তার সময় নাই,
বাঁধ মন,—
পণে মম করহ উদ্ধার,
দুস্তর নরকে পতিরে নিস্তার কর।
নহে দ্বিজ স্থানান্তরে যাবে,
কীর্ত্তিনাশ হবে,
বাঁধ বুক ধর্ম্ম ভাবি সার।
যেন ছায়াবাজী এ সংসার,
মহানাট্যশালে নানা সাজে ঘোরে নর,—
কেহ পিতা, কেহ পুত্র, ভ্রাতা,
স্রোতে তৃণ-সম্মিলন,

ধর্ম্মমাত্র অনন্তকালের সখা,
ধর্ম্ম না করিও হেলা।

পদ্মা। প্রভু! যা হ'বার হবে,
পাল ধর্ম্ম,—
কর যেবা অভিরুচি।

কর্ণ। আরও আছে কঠিন নিয়ম,
স্ত্রী-পুরুষে করাত ধরিব,
অকাতরে পুত্রেরে কাটিব,
তবে দ্বিজ করিবে ভক্ষণ।

পদ্মা। রাজা! কি বল কি বল,—
বাছা, বাছা রে আমার!
(মূর্চ্ছাপ্রায় ও রাজা-কর্ত্তৃক ধৃত হওন)

কর্ণ। মোহ ত্যজ, মোহ ত্যজ রাণি!
আছে বহু শোকের সময়,
উদ্যাপন করিব কঠিন ব্রত।
আহা, চাঁদমুখ হেরিয়ে বাছার,
কতবার করিয়াছি মনে,
সিংহাসনে বসা'ব কুমারে,
হেরিয়ে তনয়,
কতই ভরসা,
কত আশা উঠিত হৃদয়ে,
সব হ'ল ক্ষয় দৈববিড়ম্বনে আজি;
কি হবে কাঁদিলে আর?

পদ্মা। রাজা! কোন্ প্রাণে কাটিব নন্দনে?
কাতর হইবে,
মুখ তুলে 'মা' ব'লে ডাকিবে,
সন্তানের মা বিনা কে আছে?
আহা বাছা! আহা মরি মরি,
পিতা-মাতা অরি,
কেন বাছা, এসেছিলে রাক্ষসী-জঠরে?
অহি-সম কঠিন পরাণ,
বধিব রে আপন সন্তান—
ভগবান্! এত কি নারীর সয়,
কালরূপী এল কে ব্রাহ্মণ,
হায়, হায়! মজিল সংসার,
মাতৃনামে করিলাম কলঙ্ক অর্পণ,
ত্রিভুবনে মা বলা ফুরাল!
শতজন্মে এ জ্বালা কি যাবে,
শত ধিক্ জীবনে আমার,
বড় অভাগিনী,
মেদিনি! দেহ মা স্থান।
আজ্ঞাকারী দাসী তব প্রস্তুত রাজন্!
রাখ' ধর্ম্ম, সাধ' প্রয়োজন।

কর্ণ। প্রাণ বাঁধ—প্রাণ বাঁধ রাণি!
পুত্রে আনি দিতে উপহার।

[কর্ণের প্রস্থান

পদ্মা। ধরা অন্ধকার দেহ কারাগার,
প্রাণ আমার হ'য়ো না চঞ্চল,
পতিব্রতা-ব্রত আজি কর উদ্যাপন,
স্বহস্তে নন্দনে দিয়ে বলি।
জন্মিয়াছি পুত্রহত্যা তরে,
দেখিবে সংসারে,
নারীদেহে পিশাচিনী!
আরে প্রাণ, কোথায় লুকাই,
কোথা স্থান পাবে?
পশ যদি রসাতলে অনন্ত আঁধারে,
সেথা তোরে পুত্রঘাতী কবে,
কৃমি ফেরে নরক মাঝারে
সে ত নয় পুত্রঘাতী;
সাগর-উদরে তুলনা নাহিক তোর,
হের, সশরীরে গ্রাসিতে তোমায়
নরক উদয়,
শুন শুন রে অনিল!
অশরীরী বাক্যে সবে বলে—
এই এই পুত্রঘাতী।
দিবাকরে নেহার মলিন,
মেদিনী না সহে ভার আর,
চারিদিকে শুন কলরব
গণ্ডগোল সব,
হেরে তোরে প্রকৃতি শ্রীহীনা।
হবে সৃষ্টিনাশ
চরাচর সাগর করিবে গ্রাস,

হুতাশ ব্রহ্মাণ্ডময়,
ভীত প্রাণী সমুদয়।
শুন সবে কয়—
মা হ'য়ে সন্তানে দিবে বলি।
বৃষকেতু! বৃষকেতু!
পালা পালা বাপধন!
কোথা যাবি কোথা পলাইবি,
মা হ'য়ে বধিব—
কোথায় পালাবি আর,
যাই যাই, বিলম্ব কি হেতু করি?

[ঐ।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। সর্ব্বনাশ! একি, রাণী ধূলোয় প'ড়ে, ওরে শীগ্‌গির জল নে আয়, ওরে, শীগ্‌গির জল নে আয়।

পদ্মা। (মূর্চ্ছাপগমে)
ওই ওই যায়,
মা ব'লে আমায় ডাকে।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে পতনশব্দ)

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

ভৃত্যগণ।

১ম ভৃত্য। দেখ্, তুই একবার উঁকি মেরে দে'খে আয়, কাপড়চোপড়গুলো যদি কোন মতে আন্‌তে পারা যায়।

২য় ভৃত্য। আঃ! কি রসের কথা তোর রে, আমায় আলুম ক'রে গিলে ফেলুক্।

১ম ভৃত্য। তুই চুপি চুপি যা না, আমরা পেছনে যাচ্চি সব।

২য় ভৃত্য। তুই কেন এগো না, আমরা পেছনে যাচ্ছি।

৩য় ভৃত্য। এমন কি! এস, দেখা যাক্, আজ প্রাণ দেব,—এঁবো সিন্দুকটা আন্‌বোই আন্‌বো, চল, এস দেখা যাক।

১ম ভৃত্য। তোর সিন্দুক এতক্ষণ রেখেছে কি না, তাই দেখ্‌বি, এসেই খাব খাব ক'রেছে, আমি দেখ্‌লুম, রাজার গলা অবধি গিলেছে, যেমন ব্যাঙ্ চেঁচায়, রাজা চ্যাচাচ্চে, কে আছিস্ রে, কে আছিস্ রে!

২য় ভৃত্য। আর রাণী—

১ম ভৃত্য। বাঁ হাতে রাণীর চুল ধ'রেছে দেখ্‌লুম।

৩য় ভৃত্য। তবেই ত, কাপড়গুলো সব প'ড়ে রইল; ওরে, সুদি ছুটে আস্‌ছে, এইবারে রাণীকে গিলেছে, ও সুদি! সুদি! রাণীকে—

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। ওরে সর্ব্বনাশ রে! রাণী আর নেই!

১ম ভৃত্য। আর গরুগুলো?

পরি। ওরে ছারখার হ'য়ে গেলরে, ছারখার হ'য়ে গেল, কোথা থেকে পোড়ারমুখো বামুন এলো, ছারখার হ'য়ে গেল।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

২য় ভৃত্য। তুই তবে সিন্দুক আন্‌তে যাবিনি?

৩য় ভৃত্য। না বাবা! দু'হাতে গিল্‌চে।

(একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

স্ত্রী। ওরে, সর্ব্বনাশ হলো রে, সর্ব্বনাশ হ'লো, মাঠে তিনপাল ছাগল খেয়েছে, ময়রাকে খেয়েছে, মুড়কির ধামা খেয়েছে, অশদ্‌পাতা খেয়েছে, অশদ্-গাছটা খেয়েছে। রাগালদের ছেলেটা গরু চরা'তে গিয়েছিল, তাকেও খেয়েছে। ও মা, কোথায় যাবো মা!

১ম ভৃত্য। আয় ভাই, এই বেলা সট্‌কাই।

স্ত্রী। আর কোথা পালাবি? সই বল্লে, পিল পিল ক'রে রাক্ষস এসে সেঁদুচ্ছে, তার ভেতর একটা রাক্ষস তিনটে কোটাবাড়ী ন্যাকার ক'রেচে; একটার নাক দে তিনপাল গরু বেরিয়েছে, একটা শুনিছি, দু'হাজার হাতী খেয়েছে।

১ম ভৃত্য। ইস্, আরও ব'ল্‌চে খাব খাব।

স্ত্রী। এই বলে ত এই গেলে, এই বলে ত এই গেলে!—
(নেপথ্যে) ওরে ভাই, এদিকে।

সকলে। ওরে এলো এলো, পালা পালা পালা!

[ভৃত্যগণের প্রস্থান।

স্ত্রী। দোহাই রাক্ষস বাবা! আমায় খেয়ো না, আমার পিলে হ'য়েছে, দোহাই রাক্ষস বাবা! দোহাই রাক্ষস বাবা! এই এককাঁদি মানুষ,—এই দিকে দৌড়ে গেল, এই দিকে যাও।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

ও মা রাক্ষসি! তোর পায়ে পড়ি মা! আমায় খাস্‌নি মা!

পরি। হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'লো, এমন পোড়া খিদে!

স্ত্রী। ও মা রাক্ষসি! ঐদিকে যা মা;—ঐদিকে ঢের মানুষ পাবি।

পরি। আঃ মর্, মাগী কি বলে গা!

স্ত্রী। দোহাই মা রাক্ষসি, ধান ভান্‌লে ভুষী দেব মা, আমায় খাস্‌নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বালকগণের প্রবেশ)

(গীত)

সাওন জিল্লা—খেম্‌টা।

হেথা মা তো নাই,
গড়াগড়ি খেলি আয় না ভাই,
ধুলো দু'হাতে দু'মুটো নে,
নেচে ছড়া, নেচে গায়ে দে,
পারি যত আয় মাখি তত,
দেখ ধুলো কত—
দেখ মজা বড়, আর ধুলোতে নাই।

১ম বালক। আয় ভাই ঢিপি গড়ি।

২য় বালক। রাখালরাজা খেলি আয়, তুই ভাই কানাই।

১ম বালক। তুই ভাই আজ খেলচিস নি কেন?

বৃষ। দেখ্ ভাই, আমার মন কেমন ক'চ্চে, আমি স্বপন দেখেছি—মা যেন কাঁদ্‌চে, তুই ডাক্‌লি, আর উঠে এলুম, মার কাছে যাই নি।

১ম বালক। যাবি এখন, খেল্ না।

বৃষ। না ভাই, কিছু খাই নি, মা বুঝি কাঁদ্‌চে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। তুমি এখানে খেল্‌চো, তোমার মা খুঁজ্‌চে যে।

বৃষ। যাই ভাই, বাড়ী যাই, দেখ্ ভাই, এখন আমার স্বপন মনে প'ড়লো,—যেন একজন বামুন এলো, তার চার হাত, আমায় দেখ্‌তে পেয়ে মুখের ভিতর পূরে ফেল্‌লে, আমি তার পেটের ভিতর কত ছেলে দেখ্‌লুম, কত খেলা ক'র্‌লুম, কত জিনিস দেখ্‌লুম, আর আমার মা, ভাই, কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল,—মার কান্না শুনে আমার কান্না পেলে, আমি কাঁদ্‌লুম না।

১ম বালক। পেটের ভেতর হাঁপালিনি ভাই?

বৃষ। না ভাই, সেখানে খুব হাওয়া, কত সূর্য্যি, কত চাঁদ!

১ম বালক। তবে তোর কান্না পেলে কেন ভাই?

বৃষ। মা যে ভাই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, আর আমি মাকে দেখ্‌তে পেলুম না; তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন? দেখ ভাই, এও কাঁদ্‌চে।

পরি। আহা! এমন ছেলেও বামুনকে দেবে!

বৃষ। ওই শুন ভাই, বামুন এসেচে, হ্যাঁ রে, তার ক'টা হাত, আমায় খাবে?

পরি। আহা! এমন ছেলেও বাঘের মুখে ধ'রে দেবে গা!

বৃষ। ওই শুন্‌চিস্ ভাই, আমায় খাবে, মা কাঁদ্‌বে, আমার মন কেমন ক'র্‌বে!

১ম বালক। তবে তুই কেন ভাই পালা না?

বৃষ। না ভাই, বামুন যে বাবাকে মাকে শাপ দিয়ে যাবে, বাবা ব'লে দিয়েছেন, বামুন দে'খে পালাতে নেই। বামুন সেবা ক'র্‌লে বৈকুণ্ঠে যাব, যার বড় ভাগ্যি, সেই বামুনের সেবা ক'র্‌তে পায়।

১ম বালক। তুই ভাই একখানা ছুরী নিয়ে যা, পেট্ চিরে বেরুবি।

বৃষ। না ভাই, বামুনের কি পেট চির্‌তে আছে? আর ভাই আমি খেল্‌তে আস্‌তে পার্‌বো না। তোরা আপনারা খেলিস, একবার তোদের গায়ে আমি ধুলো দিই,—তোরা আমার গায়ে ধুলো দে,—আমি যাই ভাই!

বালকগণ। হ্যাঁ রে, আর তোর দেখ্‌তে পাব না?

বৃষ। না ভাই, পেটের ভিতর থাক্‌বো, কেমন ক'রে দেখ্‌বি? আমি তোদের দেখ্‌তে পাব না, তোরাও আমায় দেখ্‌তে পাবি নি।

বালকগণ। চল ভাই, তোকে বাড়ী রেখে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু।

(কর্ণ ও পদ্মার প্রবেশ)

বিষ্ণু। এখনও কেন আন্‌লে না ? কখন্ কাট্‌বে, কখন্ রাঁধবে ? করাতখানা একটু ভোঁতা আন্‌তে হয়, এ করাতে কাট্‌লে গল্‌গলিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাবে।

কর্ণ। ঠাকুর! এই যে বৃষকেতু আস্‌চে, রাণি, বুক বাঁধ, কাতর হ'য়ো না, শেষ ত অগ্নিকুণ্ড আছেই।

পদ্মা। মহারাজ! দেখুন পাষাণ হ'য়ে আছি।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষ। ঠাকুর! তুমি স্বপন দিয়েছিলে ? তোমার চার হাত কই ? খাবে তো খাও। মা! তুমি এবার কেঁদো না, কাঁদ্‌লে আমার কান্না পায়।

কর্ণ। রাণি! চঞ্চল হ'য়ো না। এ সময় নয়, সকল পণ্ড হবে।

বিষ্ণু। লও লও, করাত ধর, করাত ধর, বেলা হ'লো !

বৃষ। ঠাকুর, কেটে খাবে ?

বিষ্ণু। নাও নাও, কাট !

বৃষ। বাবা, লাগ্‌লে কাকে ডাকৃতে হয়,—দীননাথকে ডাকৃতে হয় ?—কাট তবে, আমি দীননাথকে ডাকি।

বিষ্ণু। কই, নাও না, করাত নাও না।

বৃষ। বাবা, কাট, আমি একমনে দীননাথকে ডাকি।

কর্ণ। রাণি, করাত ধর।

(বৃষকেতুর মস্তকে করাতাঘাত)

বিষ্ণু। ইস্, অত জোরে টান দিও না, মেলা রক্ত বেরোবে। দেখ, পেটিটের ডাল্‌না রেঁধো, উরোৎটা ভেজো, শির-দাঁড়াটার ঝোল, মুড়িটার অম্বল রেঁধো, মাথার ঘিটা খুলে নিয়ে বড়া ক'রো, আমি স্নান ক'রে আসি।

[বিষ্ণুর প্রস্থান।

কর্ণ। ল'য়ে যাও পাচক, রন্ধনশালে,
রাঁধ গিয়ে দ্বিজের আদেশমত,
শীঘ্র কর বস্ত্র আচ্ছাদন,—
না দেখিতে পারি আর।

রাণী। রাজা, রাজা!
আর কিবা কার্য্য বাকী মোর,
ওহো, জ্ব'লে উঠে, জ্ব'লে উঠে,
ভস্ম হবো ক্ষণ পরে।

কর্ণ। রাণি! অনেক স'য়েছ,
আর সহ আমা হেতু ;
কাতর হইলে
দ্বিজ নাহি করিবে ভক্ষণ ;
রাজ্য দিব ব্রাহ্মণে দক্ষিণা,
পরে দোঁহে চিতানলে করিব প্রবেশ ;
ভেবো না মহিষি,
শীঘ্র যাব বৃষকেতু গেছে যথা।

(নেপথ্যে ব্রাহ্মণ)।—এদিকে এস, পা ধুইয়ে দাওসে।

কর্ণ। যাই প্রভু! এস রাণি!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

(বিষ্ণু, কর্ণ ও পদ্মাবতীর প্রবেশ)

বিষ্ণু। হ'য়েছে রন্ধন ?

কর্ণ। হ'তেছে প্রস্তুত।

বিষ্ণু। আনিয়াছি বালক জনেক,
খাবে ব'সে আমাদের সাথে,
কর চারি আসন প্রস্তুত ;
তুমি, আমি, পদ্মাবতী আর ঐ শিশু,
চারিজনে করিব ভক্ষণ।

কর্ণ। ক্ষমা কর প্রভু!
অতিথি-সেবনে ব্রতী,
ভোজনের নহে ত সময়,
রাজ্য দিব দক্ষিণা চরণে
তবে কার্য্য হবে সমাপন।

বিষ্ণু। একত্রে না করিলে ভোজন,
তৃপ্তি নাহি হবে মোর।

কর্ণ। প্রভু, অপরাধ করুন মার্জ্জনা,
নারিব পুত্রের মেদ করিতে ভক্ষণ।
দেব, তৃপ্তি-হেতু

দিছি পুত্র বলিদান,
তাই বাঁধি প্রাণ,
তৃপ্ত হব অতিথি-সৎকারে।

(পাচকের প্রবেশ)

পাচক। মহারাজ, সর্ব্বনাশ। হাঁড়ি নাবিয়ে দেখি মাংস নেই।

কর্ণ। অ্যাঁ! সর্ব্বনাশ!—
শেষে ব্রহ্মশাপ আছে কি কপালে?

বিষ্ণু। অ্যাঁ! মাংস নাই? তবে এক কাজ কর, ঐ যে ছেলেটাকে এনেছি, ওরে কাটো, ঐ যে আস্‌চে।

কর্ণ ও পদ্মা। বৃষকেতু! বৃষকেতু!—

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষ। বাবা! বাবা! মা, দেখ, আমি মরি নি, দীননাথ রক্ষা ক'রেছেন।

পদ্মা। আয় কোলে অভাগীনীর নিধি।

বিষ্ণু। নাও রাজা আপন নন্দনে।
ধন্য তুমি মহারাজ,
"দাতাকর্ণ" নাম তব ঘুষিবে সংসারে।

কর্ণ। প্রভু! প্রভু! কে তুমি ছলনা কর?

বৃষ। পিতা, দীননাথ আপনি এসেছেন।

কর্ণ। কৃপা করি নিজ রূপ দেখাও মুরারি,
অজ্ঞানেরে কর পরিত্রাণ।

(কৃষ্ণমূর্ত্তি আবির্ভাব)

(গীত)

বাহার-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সকলে—
রক্তোৎপলদল গঞ্জন চরণে,
ভূষণ বন-ফুলহার।
বাঁশরী-বাদন যমুনা-পুলিনে,
বিমল মন অবলার।
রঞ্জন-গঞ্জন বঙ্কিম নয়নে,
গোপিগণ-মন পাগল মদনে
গোধন-চারণ, ভূধর-ধারণ,
কাতর হর দুখভার।

যবনিকা

মায়া-তরু।

(গীতি-নাট্য)

[১০ই মাঘ, ১২৮৭ সাল, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

পরিচয়

(পুরুষগণ)

চিত্রভানু	...	গন্ধর্ব্বরাজ।
সুরত	...	ঐ দৌহিত্র।
দমনক, হারীত ও মার্কণ্ড	...	সুরতের সখাগণ।
পঞ্চ রাগ	...	

(স্ত্রীগণ)

উদাসিনী	...	গন্ধর্ব্বরাজার কন্যা।
ফুল-হাসি ও ফুল-ধূলা	...	বনদেবীদ্বয়।

সখিগণ

প্রথম দৃশ্য

পর্ব্বত-প্রদেশ

ফুল-হাসি শিলোপরি উপবিষ্টা।

(গীত)

পাহাড়ী-পিলু—খেম্‌টা।

না জানি সাধের প্রাণে,
কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসী।
আমি ত প্রাণ দেবো না, প্রাণ নেবো না,
আপন প্রাণে ভালবাসি।
চপলা করে খেলা- ধ'রে গলা,
বেড়াই সদাই অভিলাষী,
তারা তুলে প'রব চুলে,
ক'রবো চুরি চাঁদের হাসি।

এমন সুন্দর স্বভাবের শোভা ছেড়ে পুরুষের দাসী হয়? আমি এ মন্দির-সম্মুখে শপথ ক'চ্ছি, আমি কখন', দাসী হব না। এই তো চারি দিকে নীল, অনন্ত নীল, এতে কি প্রাণ

ভরে না ? এই তো চাঁদ, পাতায় চাঁদ, ফুলে চাঁদ, জলে চাঁদ, চারিদিকেই চাঁদের মেলা—তবে আর কি চাই ? যেন মনে হয়, বিদ্যুৎ ধ'রে সাদা মেঘগুলির গায় হাত বুলুতে বুলুতে, কত দূর—কত দূর চ'লে যাই। ফুলের মধু চুরি ক'রে যেমন পবন পালায়, অম্‌নি আঁচল বেঁধে তাকে ধরি, আবার ছেড়ে দিই, পালিয়ে যায়, আঁচলখানা নিয়ে পালায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাই। কখনো এলোচুলে আঁচল দোলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে চ'লে বেড়াই। আমার আমি, আর কে আমার ? এমন স্বাধীন সুখ যে বাঁধা রাখে, সে আপন প্রাণের মান রাখে না।

(নিম্নে সুরত, মার্কণ্ড, দমনক ও হারীতের প্রবেশ)

(গীত)

রাগিণী কেদারা—তাল ফেরতা।

সকলে।— রমিত বিপিনমাঝে
মাত রে আমোদে মন ;
জানা রে জানা রে প্রাণ, তোর কিবা প্রয়োজন।

সুরত।— সুনীল গগনপানে,
চাহিলে উধাও প্রাণে,
কি দেখি কি দেখি যেন হারায়েছি কি রতন।

সকলে।— রমিত বিপিন মাঝে ইত্যাদি—

হারীত।— ফুল্ল ফুল অভিলাষে,
দলে দলে অলি আসে,
সে গুঞ্জন, সে চুম্বন, হেরি ঝরে দুনয়ন।

সকলে।— রমিত বিপিন মাঝে ইত্যাদি—

দম।— সুনীল-অম্বর-শিরে, সুনীল অম্বর-নীরে
শ্যামল নবীন দল তরু নীল ভূষণ,
নীরবে কি গায় সবে ভরিয়ে ভুবন !

সকলে।— রমিত বিপিন-মাঝে ইত্যাদি—

খাম্বাজ।

মার্কণ্ড।— নবীন নবীন ঘাস,
খেয়ে গাভী হাঁস ফাঁস,
চ'লে যাই, দেখি তাই ভাবি কতক্ষণ।

কেদারা।

ঘুম এলে, যাই ভুলে, অমনি শয়ন ॥

[মার্কণ্ডের শয়ন

ফুল-হাসি। হায় হায়! এও শোন্‌বার কথা! (সুরতকে দেখিয়া) মরি মরি ! এও কি দেখ্‌বার জিনিস ? না কোথাও যাই,—না, একটু দাঁড়িয়ে যাই।

সুরত। দেখ ভাই, আজ আমরা কত দূরবনে এসেছি, হেথা আজ স্ত্রীলোক এসে আমাদের আমোদের বিঘ্ন ক'র্‌তে পার্‌বে না। আমরা প্রাণ ভ'রে প্রাণের কথা গাইতে পার্‌বো। ভাই দমনক, বল দেখি, সুন্দর কি ?

দম। ভাই, সুন্দর প্রাণে যে দিকে চাই, সকলই সুন্দর। যত চাই তত পাই, কিন্তু আবার পাই পাই যেন পাই না।

হারীত। আমি বলি ভাই, কান্নাই সুন্দর, ফুল দেখে যখন কাঁদি, আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়।

সুরত। মার্কণ্ড কি বল ?—ঘুমুলে না কি ?

মার্কণ্ড। ঘুমুবো কেন ? প'ড়ে প'ড়ে শুন্‌ছি। তোমার দৌরাত্মে তো কোন পুরুষে মেয়েমানুষ দেখি নি।—ময়ূর দেখেছি, পাখী দেখেছি, গরু দেখেছি, আর সেই ঘুঁটেকুড়ুনী বুড়ী দেখেছি, তুমি রাগই কর আর যাই কর, তার কথাগুলি বড় মিষ্টি।

সুরত। মার্কণ্ড, পরিহাস রাখ, নবীন দুর্ব্বাদলের উপর যে গাভী ভ্রমণ করে, দেখ্‌তে সুন্দর, তার সন্দেহ নাই, কিন্তু আর কিছু কি সুন্দর দেখ নি ?

মার্কণ্ড। আমি ছাই কি আর ব'ল্‌তে এলেম, তাই তো সেই বুড়ীর কথা তুলেছি।

সুরত। ছিঃ ছিঃ মার্কণ্ড ! তুমি কি মলয়-মারুতের সঙ্গীত শোন নাই ? এমন সুন্দর কথাতেও পরিহাস ! তুমি পাপিষ্ঠ। বুড়ীর কথা নিয়ে এলে ?

মার্কণ্ড। ভাল, সে বুড়ী ভাল না লা'গে, সে আমার আছে, তোমার কি ?

দম। না ভাই, তোমার আর কথায় কাজ নাই, তুমি যেমন ছিলে,—তেমনি থাক, আমরা দু'টো কথা কই।

মার্কণ্ড। আঃ ! এমন কি বুড়ী, ওঁদের আর কিছুতেই মন উঠে না।

সুরত। ভাই, ও কথা পরিত্যাগ কর।

মার্কণ্ড। রোজ রোজ কিছু ব'লি না, মনের রাগ মনে মেরে প'ড়ে ঘুমুই। বাতাস সোঁ ক'রে চ'লে গেল, বল্ বাপু, যে তিন ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে এলুম, গায় ঘাম ম'লো ; তা নয়, কেউ ব'লে উঠ্‌লেন, 'কেমন গান ক'রে গেল,' কেউ

ব'ল্‌লেন, 'খেলা ক'র্‌ছে', যা নয় তাই সকলে ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন। একটী ফুল ফুটেছে, তুল্‌তে গেলুম, ব'ল্‌লেন, "তুল না, তুল না, ব্যথা পাবে।" যা থাকে কপালে, বাতাস ভোঁ ক'রে গেল ব'ল্‌বো, ফুলও ছিঁড়্‌বো; আর একদৌড়ে চ'ল্‌লেম, সে মাগীর কথা শুনিগে। আহা, সে কেমন বল্লে— 'কে গা তুমি?' আর এঁরা হ'লে ব'ল্‌তেন, "মার্কণ্ড, ঘুমুচ্ছ? ঐ বুলবুল ডাক্‌ছে শোন"। গান শুন্‌তে ইচ্ছে হয়, আপনারা গাও, দুটো কড়ি মধ্যম লাগাও; ক'রে তুলেন সৃষ্টিশুদ্ধ গাইয়ে; পাতা গাইয়ে, লতা গাইয়ে, জল গাইয়ে, হাওয়া গাইয়ে—সৃষ্টিশুদ্ধ গাইয়ে হ'লে আমরা দাঁড়াই কোথা!

হারীত। মার্কণ্ড, তোমার সেই বুড়ীর কাছে যাও।

মার্কণ্ড। না ভাই সুরত, রাগ ক'র না।

সুরত। দেখ ভাই, স্ত্রীলোকের কথা তুমি উপহাসেও মুখে এনো না; মাতামহ বলেন, জ্ঞানীলোকের এই মত যে, অমন কুৎসিত বস্তু আর নাই; স্বর্গ আর নরকে প্রভেদ কি? যেখানে সুন্দর বস্তু, সেই স্বর্গ, যেখানে কুৎসিত বস্তু, সেই নরক। এত সুন্দর থাক্‌তে, তুমি সেই কুৎসিত কথা মনে কর কেন?

মার্কণ্ড। (স্বগত) কে জানে বাবা, কেমন আকরে টানে।

ফু-হাসি। (স্বগত) কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! জগতে সকলই সুন্দর, কেবল নারীই কুৎসিত। ভাল আমি দেখ্‌বো। এও এক সুন্দর খেলা, এখন যাব না, আর কি বলে শুনি। কিন্তু পুরুষও নিতান্ত কুৎসিত নয়, ভালই ত, সুন্দর ল'য়েই আমার খেলা। যেমন মেঘের সঙ্গে খেলা ভাল না লাগ্‌লে, ফুলের সঙ্গে এসে খেলি; এ খেলা না ভাল লাগে, আবার চাঁদের সঙ্গে খেল্‌বো, আর এ খেলার পানে ফিরেও চাব না। আজ চাঁদের সঙ্গে খেল্‌বো না—কি খেল্‌বো তাই ভাবি, আর ওরা কি বলে তাই শুনি।

সুরত। (দেবমন্দির-সম্মুখীন হইয়া) দেখ দেখ—কি অপুর্ব্ব দেবীমূর্ত্তী! এস ভাই, আমরা পবিত্রমনে দেবীর পূজা করি।

ফু-হাসি। আমায় দেখ্‌তে পেয়েছে কি? কে জানে! পুরুষকে দেখা দিলেও স্বাধীনতার কতক কমে।

(সুরত, মদনক প্রভৃতি সকলের গীত।

খাম্বাজ—একতালা।

ঘোররূপা ঘনবরণা, শবাসনা দিগ্‌বসনা,
নগনা মগনা, রুধির-দশনা ত্রিনয়না তা'রা,
তার দীনজনে।
মুক্ত কেশী শিশু শশী শিরে,
ভৈরবী ভীমা দনুজ রুধিরে,
তপন-কিরণ, চরণ শোভন,
অট্টহাসি দামিনী দমন,
পলকে পলকে অনল ঝলকে,
নৃত্য তাথেই ডাকিনী সনে।

[ফুলহাসি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(চিত্রভানুর প্রবেশ)

চিত্র। হা হতভাগিনি! তুই আমার কন্যা হ'য়ে অমরত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, সামান্য মনুষ্যের দাসী হলি! চন্দ্রশেখর রাজাই হউক আর যাই হউক, মনুষ্য বই তো আর গন্ধর্ব্ব নয়। তোর এই মাহাপাপের মৃত্যুতেও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। তুই আমার সন্তান হ'য়ে যেমন আমার হৃদয় দগ্ধ ক'রেছিস্‌, তোর পুত্র তোকে তোর হেয় জাতিকে আজীবন ঘৃণা ক'র্‌বে, এই তোর শাস্তি। চিত্রভানু জীবিত থাক্‌তে সুরত কখনো কোন নারীর সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ ক'র্‌বে না। মা করাল-বদনে! আমি অবশ্যই তোমার চরণে সহস্র অপরাধে অপরাধী, নচেৎ আমার সন্তানের মন সামান্য নর কিরূপে হরণ ক'র্‌বে? এই শেল চিরদিনের জন্য কেন আমার বুকে বিদ্ধ হবে। হায় হায়! সে অভাগিনীকে আর জীবিতা দেখ্‌লেম না। সুরত! আমার সুরত! হা ধিক্‌ মনুষ্যসন্তান!

ফু-হাসি। আমার মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেল, স্ত্রীলোকের প্রতি বিরাগ,—শিক্ষিত বিরাগ—স্বভাবজাত নয়, দেখ্‌বো কেমন শিখিয়ে এ বিরাগ রাখ্‌তে পারে?

চিত্র। দমনক, হারীত, মার্কণ্ড—এরা মনুষ্য-সন্তান বটে, কিন্তু এদের আমি শিশুকাল হ'তে লালনপালন ক'রে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা জন্মে দিচ্ছি, এমন কি, তারা স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখে না। করালবদনে! এই আমার প্রতিহিংসা, এই আমার তৃপ্তি,—এই আমার জীবনের সুখ। এই আক্ষেপ, সে রাক্ষসী জীবিতা নাই। তার প্রতি তার পুত্রের ঘৃণা তাকে দেখাতে পাল্লেম না।

ফু-হাসি। আমার আক্ষেপ—সে জীবিতা নাই, তার পুত্রের নারীর প্রতি কিরূপ অনুরাগ জন্মায়, তা দেখাতে পাল্লেম না। দেখি বিরাগি! তোমার উপদেশ আর আমার খেলা। তারা কি আর এদিকে আস্‌বে? এ বড় সুন্দর খেলা। মা করালবদনে! আমিও তোমায় প্রণাম করি, যেন মা—এ খেলা খেলাই থাকে, খেল্‌তে খেল্‌তে আবার যেন চাঁদে গিয়ে খেলাই। কিন্তু আজ সে খেলা ভাল লাগ্‌বে না।

চিত্র। মা জগদম্বে! তাপিত-হৃদয় শীতল কর' মা! হায়! মনের জ্বালা জুড়াবার জন্য কুক্ষণে এ কাননবাসী হ'য়েছিলেম, তা না হ'লে চন্দ্রশেখর কিরূপে আমার কন্যার সাক্ষাৎ পেতো! মা গো, এ অভাগাকে ভুল না! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পর্ব্বত-প্রদেশ—জলপ্রপাত।

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

(গীত)

ভীম-পলাশি—মধ্যমান।

ফু-ধূলা
নির্ঝর শীতল, শীতল ফুলদল,,
শীতল চন্দ্রমা হাসি;
কিরণ মাখিয়ে, ফুল-দলে ঢাকিয়ে,
ধীর সমীরে ভাসি।
মুক্ত চিকুর, মৃদুল সমীর,
হেলা দোলা, নয়ন-বিভোলা,
চাঁদ পানে চাই, চাঁদ পানে ধাই,
চাঁদ ঢালে সুধারাশি।

ক'দিন হাসির গলা ধ'রে বেড়াইনি, সে একলা বেড়াতে ভালবাসে ক'দিন যেন একলা বেড়ান বেড়েছে

(সুরত প্রভৃতির প্রবেশ)

শ্রী—ঝাঁপতাল।

সুরত
পবিত্র সঙ্গীত-রসে মাতাও হৃদয়;
পরাণ ভরিয়ে, ভুবন পুরিয়ে,
সুর-ব্রহ্মপদে সুর হও গিয়া লয়।
জল স্থল সমীরণ, তপন গগন ঘন,
ঐক্যতান তোল তান ঢালিয়ে পরাণ;
ব্যাপিয়া অনন্ত স্থান অনন্ত সময়।

ফু-ধূলা। আহা! এ:কে গান গায়? আহা! কে এ? —আমার সঙ্গে বেড়ায় না? ও যদি বেড়ায়, আমি ওর সঙ্গে কতদূর যাই। ও যদি হাত পাতে, আমি ওর হাতে মাথা রেখে বাতাসের উপর শুয়ে আমিও গাই, আর এক একবার ওর মুখপানে চাই।

(গীত)

পরজ—একতালা।

দম
সিত পীত লোহিত হরিত
মেঘমালা গগন-ভূষিত,
স্বর্ণ-কিরণ লোহিত তপন,
নাবিল না'বিল ডুবিল সাগরে।
পরিয়া লতিকা কুসুম মালা,
সমীরে ডাকিয়ে করিছে খেলা,
রহিয়ে রহিয়ে প্রাণ মোহিয়ে,
নবীন পাতা শঙ্কাব গাঁথা,
তর তর তর ঝর ঝর ঝর,
গাইছে শুন মধুর স্বরে।

ফু-ধূলা। এও সুন্দর গায়, এও সুন্দর! কিন্তু যেমন চাঁদ সুন্দর, আর তারা সুন্দর; যেমন পর্ব্বত সুন্দর আর তরু সুন্দর; যেমন পদ্ম সুন্দর, আর শেফালি সুন্দর; এক জনের সৌন্দর্য্য ধরে না, অসীম! আর এরা, আপনা আপনি সুন্দর!

সুরত। স্বভাবের শোভা ত ভাই প্রাণ ভ'রে দেখি, আর কি দেখ্‌তে চাই ভাই?

(ফুল-হাসির প্রবেশ)

ফু-হাসি। আমিও তাই চিরদিন মনে ক'ত্তেম, কি দেখ্‌তে চাই? এই যে ধূলা দাঁড়িয়ে র'য়েছে। দেখ, ও বুঝি যা দেখ্‌তে চায়, তাই দেখ্‌ছে। চিত্রভানু ব'লেছিল, কুক্ষণে এ কাননে এসেছি; আমি বুঝেছি, ক্ষণ কু নয়, এ কানন কু। দিন দিন যে আমার খেলা প্রাণের খেলা হ'ল, কিন্তু আমি জগদম্বার কাছে শপথ ক'রেছি, স্বাধীনতা হারাবো না। কি জানি, নারীর কি স্বাধীনতাই সুখ! আহা! লতাটী কেমন ডালে ভর দিয়ে র'য়েছে। ডালটী না থাক্‌লে অমন আনন্দে দুল্‌তো না।

সুরত। ভাই দমনক, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না?

দম। ভাই, উত্তর আমিও খুঁজ্‌চি, পাই না।

সুব্রত। ভাই, আজ আমাদের এ বিষাদের ভাব কেন ?

হারীত। ভাই! প্রাণ তো সকলই চায়, আবার কিছুই যেন চায় না; দেখ, মার্কণ্ডও বিষণ্ণভাবে ব'সে আছে।

মার্কণ্ড। মার্কণ্ড মার্কণ্ড ক'চ্ছে, আমি যার কি ভাব্‌বো, তাই ভাব্‌ছি।

ফু-ধুলা। ভাল, আমি কেন দেখা দিই না, ওদের সঙ্গে কথা কই। (প্রকাশ্যে) তোমরা কে বনে ব'সে গান ক'চ্ছো ?

মার্কণ্ড। আহা-হা, মধু ঢেলে দিলে গো! আমরা কে, ব'ল্‌বো এখন, তুমি ওম্‌নি ক'রে জিজ্ঞাসা কর, খানিক জিজ্ঞাসা করো।

সুব্রত। ভাই, এ বনে কোন রাক্ষসী এসেছে। যে স্থলে দুর্জ্জন, সে স্থল ত্যাগ ক'র্‌বে। চল আমরা এখান হ'তে যাই। (স্বগত) এ কি! মায়া-প্রভাবে এদের স্বর এত মধুর!

হারীত। এস মার্কণ্ড!

মার্কণ্ড। বাবা রে! এদের একটু দয়াও নাই, ধর্ম্মও নাই; মনকে বোঝাই—পবন সুন্দর, পাহাড় সুন্দর, জল সুন্দর, আর ঐ যে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, 'তোমরা কে' সুন্দর নয়। আরে এ যে চাক্ষুষ, তবু ব'ল্‌বে নয়—নয় তো নয়! বাপু, তোদের সঙ্গেই যাচ্ছি। (ফুলধুলার প্রতি) দেখ, আমরা যেতে যেতে তুমি আর গোটাকতক কথা কও না!

[প্রস্থান।

ফু-হাসি। এত স্পর্দ্ধা—তবু কেন আমার মনে আনন্দ হ'লো!

ফু-ধুলা। অদৃষ্টে এও ছিল! যারে সুন্দর ভেবে নিকটে গেলেম, সে রাক্ষসী ব'লে চ'লে গেল!

ফু-হাসি। (অগ্রসর হইয়া) ধুলা! তুমি একলা দাঁড়িয়ে র'য়েছ ?

ফু-ধুলা। কি অসার মন! আমায় যে ঘৃণা ক'ল্লে, তার অনুসরণ ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'চ্ছে!

ফু-হাসি। (স্বগত) এরও খেলা ভারি বোধ হ'চ্ছে; (প্রকাশ্যে) ভাই, তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না, কি ভাব্‌চ ?

ফু-ধুলা। ভাই হাসি! তুমি সত্য বল, একলা বেড়াও কি দেখে ? আমিও এবার একলা বেড়াব।

ফু-হাসি। না না, চল, খেলি গে।

ফু-ধুলা। না হাসি! আমার খেলার দিন আজ ফুরা'ল!

[প্রস্থান।

ফু-হাসি। আমার সমুচিত শাস্তি হ'য়েছে। দাসী হব না—শপথ ক'রেছি, কিন্তু প্রাণ দাসী হ'তে লালায়িত।

(গীত)

প্রাণ বাঁধিতে ফিরাতে নারি;
মনের অনল মনে নিবারি।
পারি কি না পারি, হারি হারি হারি,
ধিক্ জনম, ধিক্ নারী,
আমারি প্রাণ নহে আমারি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পর্ব্বত-প্রদেশ।

(চিত্রভানুর প্রবেশ)

চিত্র। আহা! আমি ক'দিন হ'তে স্বপ্ন দেখ্‌ছি, যেন আমার পদতলে ব'সে আমার অভাগিনী কন্যা রোদন ক'রে ব'ল্‌ছে, "পিতঃ! ক্ষমা কর।" মা করুণাময়ি! যদি তোমার করুণায় সে অভাগিনী জীবিতা হয়, আমি তারে ক্ষমা করি। মা গো! অভাগার অসম্ভব আশা কি পূর্ণ হবে ?

(উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। (চরণ ধরিয়া) পিতঃ! তবে ক্ষমা করুন।

চিত্র। এ কি! এখনো কি আমি নিদ্রিত ?

উদা। পিতঃ! নিদ্রা নয়, সত্যই অভাগিনী জীবিতা। আমি এই পর্ব্বতগুহায় বাস ক'রেছিলেম, যখন আপনি বাহিরে যেতেন, আমি সুব্রতকে কোলে ক'রে কাঁদ্‌তেম। সুব্রতের জ্ঞান হ'লে কত চেষ্টা ক'রেছি, যে সুব্রতকে গুহায় ল'য়ে যাই, কিন্তু সুব্রত তোমার উপদেশানুসারে নারীর মুখ দেখ্‌বে না ব'লে আমার মুখাবলোকন ক'র্‌তো না। মার্কণ্ড সুব্রতের সাথী, সুতরাং আমারও সন্তান-তুল্য, আমি কত

দিন তারে আদর ক'রে তৃপ্ত হ'য়েছি, সেও আমায় দেখ্‌লে বুড়ী বুড়ী ক'রে আমার কাছে আসে।

চিত্র। তোমার স্বামীর গৃহ তুমি ত্যাগ ক'রে এলে কেন?

উদা। আমার স্বামী লোক-নিন্দার ভয়ে আমার পুত্রকে পুত্র ব'লে গ্রহণ করবেন না, এই অভিমানে তাঁর কাছ হ'তে চ'লে এসেছিলেম।

চিত্র। সদ্যোজাত শিশু আমার শয্যায় কিরূপে এল?

উদা। আমিই রেখে এসেছিলেম। আর পত্র লিখে সুরতকে তার পরিচয় দিয়েছিলেম।

চিত্র। সে পত্র আমি পেয়েছিলেম, তুমি ম'রেছ, এ মিথ্যা কথা লিখ্‌লে কেন?

উদা। আমি মরণ সঙ্কল্প ক'রে তিনদিন এই দেবীর নিকট উপবাসী ছিলেম; কিন্তু কে যেন ব'ল্লে, "তোর মৃত্যু নাই, কেন অকারণ আত্মাকে ক্লেশ দিস্? কিছুদিন অপেক্ষা কর, সকলই হবে

চিত্র। বৎসে! তোমায় কতদিন দেখিনি!

উদা। পিতঃ! চলুন, বিশেষ কথা আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফু-হাসি। মা গো! তোমার মনে কি এই ছিল মা, যে দিবানিশি আমি অন্তর্দাহে দগ্ধ হব? ইহকালে কি শীতল হ'ব না? ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছা কে খণ্ডন ক'র্‌বে? কিন্তু তথাপি আমি শপথ বিস্মৃত হ'ব না,—আপনার ভগ্নীর পথের কণ্টক হ'ব না।—সুরত যদি ঘৃণা ক'রে মুখ ফেরায়, সহস্র বৎসরের আদরেও ভুল্‌বো না। কি! দাসী হব?—কখন না;—অন্তরের জ্বালায় অন্তর জ্বলে জ্বলুক, কেউ দেখ্‌তে পাবে না। মুখে হাস্‌বো, মন কাঁদে কাঁদুক, তবু মনে জান্‌বো, আমি স্বাধীনা। এই যে—ধূলা আস্‌ছে, আমি একটু অন্তরালে দাঁড়াই।

[অন্তরালে গমন।

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

ফু-ধূলা। কৈ, সে যোগিনী যে ব'লেছিল, আজ আমি দেবী-পূজা ক'র্‌লে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে; তাকে তো হেথা দেখ্‌তে পাচ্চি না? দেখি কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

ফু-হাসি। (অগ্রসর হইয়া) এল আর চলে গেল কেন? কোথায় গেল দেখি।

[প্রস্থান।

(উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। দেখি, কতদূর কৃতকার্য্য হই, প্রতিমার পশ্চাতে দাঁড়াই।

[প্রস্থান।

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

ফু-ধূলা। আমি মিথ্যা কেন সে যোগীর অনুসরণে সময় অতিবাহিত কচ্চি? মা ভৈরবি! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে, প্রণাম কর, কুম্ভস্থিত জল মস্তকে দাও, তা হ'লে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফু-ধূলা। সত্যই কি দেবী কথা কইলেন? করুণাময়ি! আবার বল; কই, আর তো কিছু শুনি না,—ভাল, দেবীর আদেশ পালন করি। (তথা-করণ ও বৃদ্ধাবেশে পরিণত) (জলে মুখ দেখিয়া) মা ব্রহ্মময়ি! এই কি তোমার মনে ছিল? জগতে আমায় ঘৃণার ভাজন ক'রলে? মা গো! তুমিও রমণী,—রমণীর রূপই সর্ব্বস্ব, তা কি তুমি জান না?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে! দেব-বাক্যে বিশ্বাসহারা হ'য়ো না।

ফু-ধূলা। ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছাই রবে, আমার আক্ষেপ বৃথা।

(মার্কণ্ড ও হারীতের প্রবেশ)

মার্কণ্ড। ভাই! সে বুড়ী ব'লেছে, দেবীর কাছে এলেই সুরতের মন ফিরবে।

হারীত। তার মন ফেরা'বার জন্য তোমার এত কেন?

মার্কণ্ড। এ কি কথা হ'লো? মেয়েমানুষের মুখ দেখ্‌বে না,—আমি যে আর পারি না।

হারীত। না পার, বে' কর্‌গে।

মার্কণ্ড। সুরত রাগ করে যে, নইলে কি ছাড়্‌তেম? আমি সুরতের রাগ সইতে পারি না আহা দেখ দেখ—কি রূপ-লাবণ্য দেখ!

হারীত। আরে আম'লো! ও যে বুড়ো ডাইনী রে, ওর আবার রূপ-লাবণ্য কি?

মার্কণ্ড। তুমি ডাইনী কাইনী ব'লো না বাবা, আত্ম-বিচ্ছেদ হবে।

হারীত। অরে! চোখ্ চেয়ে দেখ্ না, কারে ব'ল্ছিস সুন্দর?

মার্কণ্ড। মাইরি! রসের কথা দেখ! ওকে সুন্দর না ব'লে কেলে ভোমরাকে সুন্দর ব'ল্বে!

ফু-ধূলা। হায়! এরা আমায় বিদ্রূপ ক'চ্ছে। আমি এখনি দেবী-সমক্ষে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো।

(মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও দ্বাররুদ্ধ করণ)

মার্কণ্ড। ঐ যা, দোর দিলে! বলি দেখ দেখি, এতে কি ব'ল্‌তেইচ্ছে করে? আমি তো গিয়ে দোর খুলে ঢুকি। (দ্বারে আঘাত) ঐ যা, দোরে খিল দেছে—ওগো! আমি তোমায় দেখ্‌বো না, দোর খোল।

হারীত। ডাইনী ব'লে ডাক না, নইলে উত্তর দেবে কেন?

মার্কণ্ড। ছি! তোমার প্রাণে একটু দরদ নেই। আমার এদিকে প্রাণ ক'চ্ছে তুলরাম খেলারাম, উনি ব'ল্‌ছেন ডাইনী। ওগো! দোর খোল, আমি কালী-পূজা ক'র্‌বো। মাইরি! আঃ ছি! দোর দিয়ে রাত দিন তামাসা ভাল লাগে না, খোল না হে! না বাবা, মোলায়েম প্রাণ না; নাও, ঢের ঢের সাদা চুল দেখেছি, সাদা চুল ব'লে অত গুমোর, অমন রূপুলি চুল কি আর কারো নাই?—ও ভাই হারীত! তুই ডাক্ না দাদা—একটা বন্ধু মানুষ ফেরে প'ড়েছি, একটু উপকার কর ভাই।

হারীত। ডাইনী! দোর খোল—

মার্কণ্ড। ছি! তুমি বড় চটানে লোক—চেটাং ছেড়ে একটু মোলাম ডাক না।

হারীত। তুমি এক কাজ কর, একটা গান গাও, তা হ'লেই দোর খুল্‌বে।

মার্কণ্ড। বেশ ব'লেছ।

(গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

প্রাণ জ্বলে সখা রে, সে মুখখানি মনে হ'লে,—
মনটি করে আঁদাড় পাঁদাড়,
ভোলাই তারে কি ছলে।
সাদা সাদা চুল গুলি, গালেতে পড়েছে ঝুলি,
কপালে পড়েছে কুলি, চক্ষু-দুটি ঢলঢলে।

ওরে—ঢু'পালটা গাইলেম্, তবু দোর খোলে না।

হারীত। তুমি ভাই এক কাজ ক'র্‌তে পার?

মার্কণ্ড। রসো, তুই একটু দাঁড়াস ভাই। আমার সেই রাগরঙ্গের মূর্ত্তি দেখাই। ঐ মাঠে আমার রাগেরা গরু চরাচ্ছে, ডেকে আন্‌ছি, সুরতকে দেখাব ব'লে তাদের সাজিয়ে রেখেছি।

[প্রস্থান।

হারীত। দেখি কি তামাসা করে।

[প্রস্থান।

(উদাসিনী ও ফুল-ধূলার পুনঃ প্রবেশ)

উদা। বৎসে, আমি যেমন যেমন ব'লেছি, তোমার সখিগণকে ল'য়ে তদ্রূপ কর, অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফু-ধূলা। আমার সখীরা সম্মত হবে?

উদা। এই চরণামৃত পান ক'ল্লে অবশ্যই হবে।

[উদাসিনীর মন্দির মধ্যে প্রস্থান।

[ফুল-ধূলার প্রস্থান।

(সুরত, মার্কণ্ড, হারীত ও পঞ্চরাগের প্রবেশ)

শ্রী। আমার বিষম ফাঁদন বুকের শ্রী,
মাইরি সবাই দেখে নে;
আমার মাথার ছিরি গোবরগিরি,
আমি দৌড় দিই টেনে।

রস। র, র, র, শান্তমূর্ত্তি দেখাই র, আমার।
এমন খোদন-খাদন বদনখানি, বল দেখি কার?
আবার পেছনেতে আসতেছে যে—বাবা সে আমার।

ভৈরব। ধপাধপ্ তিনটী নয়ন টক্‌টকে,
আমি এলেম হেথা তাল ঠুকে;
আবার এক পাশেতে ঘাপ্‌টি মেরে,
নিশি ভোরে, ঘুমের ঘোরে নাদসুরে উঠি ডেকে।

দীপক। দপ্ দপ্ জ্বল্‌ছে আগুন, ধূ ধূ ধূ,—

মেঘ। গড়্ গড়্, ফু, ফু, ফু।

দীপক। চোপ্ চোপ্ সাম্‌লে থাকিস্, আবার ধূ ধূ।

মেঘ। গড়্ গড়্ উড়্‌বি কোথা, আবার ফু ফু।

দীপক। ধূ ধূ ধূ—

মেঘ। ফু ফু ফু—

(চড় মারিয়া) দপ্ দপ্ এবার শালা,—

মেঘ। (কিল মারিয়া) গড়্ গড়্ ছুটে পালা।

সকলে। রাগরঙ্গে মোরা রঙ্গ ফাটাই!
সুরের ঈশ্বর সুরের ঠাকুর,
জনে জনে মোরা সুরের কানাই।
নাচি গাই, আর কেন যাই,
পালাই পালাই, অনুমতি হয় বিদায় চাই।

[রাগগণের প্রস্থান

সুরত।— (গীত)

বেহাগ—খেম্‌টা

প্রাণ ভরে প্রাণ শোভা হেরে,
তবু কেন সাধ মেটে না।
প্রাণ কি ভালবাসে, কিসের আশে,
কি যেন প্রাণ আর পাবে না।
না জানি ক্ষণে ক্ষণে,
কত সাধ উঠে মনে,
বলি বলি কারু সনে—
সদাই প্রাণে হয় বাসনা।
ফেরে প্রাণ ছায়া-পথে,
কে যেন কোথা হ'তে,
মধুর হাসে, মধুর ভাষে, হাসে ভাষে
আর ভাসে না।

চল ভাই, দেবীপূজা করি। এ কি! মন্দিরের কপাট বন্ধ ক'র্‌লে কে?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) যদি ভস্ম হ'তে ইচ্ছা না থাকে, দ্বারে আঘাত ক'রে যোগিনীর ধ্যান ভঙ্গ ক'রো না।

সুরত। এ কে কথা কয়?

হারীত। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

সুরত। তিনিই বা হন। মাতামহ ব'লেছেন যে, এই মন্দিরে একজন যোগিনী এসেছেন, তিনি অতি পবিত্রা, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ায় দোষ নাই। মা গো! এ দীন সন্তানকে একবার দেখা দেন, আপনার দর্শনে পবিত্র হই।

উদা। বৎস, অপেক্ষা কর।

মার্কণ্ড। এইবার বাবা যায় কোথায়!—দোর খুলবে আর ধোর্‌ব আঁচল টেনে, ভস্ম হই—হব।

(উদাসিনীর প্রবেশ)

ও বাবা! এ কি! এ যে সেই বুড়ীর মতন আঃ ছি ছি ছি! এর জন্যে এত রাগ-রঙ্গ দেখান।

উদা। (সুরতের প্রতি) বৎস, কি চাও?

সুরত। মা, কি চাই তা জানি না, কি চাই—তা জান্‌তে চাই।

উদা। ভাল, এই চরণামৃত পান কর।

দম। মা, আমায়ও একটু দিন।

হারীত। আমায়ও একটু।

মার্কণ্ড। আমায়ও ফোঁটা দুই।

উদা। যে যে এই চরণামৃত পান ক'র্‌বে, সকলেরই মনের অভাব পূর্ণ হবে।

মার্কণ্ড। এমন নইলে চন্নামৃত। যেই দেখ্‌বো, অমনি তেড়ে গিয়ে ধ'র্‌বো, কি বল হারীত?

সুরত। আহা! আমার প্রাণ মাধুরী-লহরে আন্দোলিত! মরি মরি! এ মধুর সঙ্গীত কোথা হ'তে হয়? আহা! এমন সুন্দর তরু তো কখনও দেখি নাই।

(বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে গীত)

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হাসে শশধর মধুরযামিনী।
শীতল সিত করে রজত মেদিনী॥
তারাদল জাগে, প্রেম অনুরাগে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়না ভামিনী॥
মলয় বিহরে, কলিকা শিহরে,
পর-পরশনে কুমারী কামিনী।
ধূসর নীরদ, চলে ধীর পদ,
মরি ক্ষীণ তনু না হেরি দামিনী॥

সুরত। আহা! একি মায়া-তরু?
আয় তরুবর, তোরে করি আলিঙ্গন।

(ফুল-ধূলার তরু হইতে নির্গমন)

ফু-ধূলা। রেখ রেখ পদে তব নিলাম শরণ॥

ভৈরবী—ঠুংরি

সুরত। রবি শশী তারা দামিনী হাসি,
নব তরুরাজি কুসুমরাশি,

হেরি দিবানিশি প্রাণ উদাসী,
রঞ্জিত গাথা চাহি তো প্রাণ।
না জেনে মজিত, না জেনে পুজিত,
না দেখে হৃদয়ে দিয়েছি স্থান।
সে সাধ পুরিল, প্রাণ ভরিল,
কর লো কাতরে করুণা দান।

দম। আলিঙ্গন করি তরু নবীন পল্লব!

(প্রথমা স্ত্রীলোকের তরু হইতে প্রকাশ)

প্র-স্ত্রী। এস হে হৃদয়ে এস হৃদয়-বল্লভ।

হারীত আয় তরু করি তোরে আলিঙ্গন দান

(দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকের প্রকাশ)

দ্বি-স্ত্রী। সঁপিছে অধিনী পদে কুল শীল মান॥

মার্কণ্ড। আয়রে অটবী তোরে ধরি এঁটে সেঁটে

(তৃতীয়া স্ত্রীলোকের প্রকাশ)

তৃ-স্ত্রী। এই যে এলাম নাথ আমি গুঁড়ি ফেটে॥

মার্কণ্ড। আরে র, সে যে ছিল লম্বা চৌড়া, এ যে বেঁটে সেঁটে; যাই হ'ক—এ তো আমার হ'লো একচেটে।

(সকলের গীত)

ঝিঁঝিঁট—খেম্‌টা

হাস রে যামিনী হাস, প্রাণের হাসি রে।
আজ পেয়েছি তারে, যারে ভালবাসি রে॥
মুচ্‌কে হাস কুসুম-কলি, মন বুঝেছি খুলে বলি,
প্রাণ ব'য়ে যায় সুধার রাশি, সুধার রাশি রে॥

ফু-হাসি। হা! একদিনের খেলা আমার একদিনে ফুরাল।

যবনিকা

মলিন মালা

(গীতিনাট্য)

[১২ই কার্ত্তিক, ১২৮৯ সাল, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

"নানা জাতি ফুটে ফুল, উড়ে বৈসে অলিকুল,
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ, রসায় ঋষির মন,
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল।"

ভারতচন্দ্র।

উপহার

শ্রীরামতারণ সান্যাল—

ব্রাহ্মণ !

তোমার অনুকম্পায় আমার পুস্তকগুলি উজ্জ্বল হইয়াছে। এখানির তুমিই অধিকারী, তোমার চরণে উপহার রাখিলাম।

সেবক

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

লাক্ষাদ্বীপাধিপতি।
মালদ্বীপাধিপতি।
লহরকুমার—লাক্ষারাজ-তনয়।
মন্ত্রী, নাবিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

বরুণা, তরুণা } ... মালদ্বীপরাজ-তনয়াদ্বয়।
প্রবাল, শৈবাল } ... ঐ সখীদ্বয়।

প্রথম অঙ্ক

—০::০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মালদ্বীপ—সাগরকূল

কূলে তরুণা, বরুণা ও সখিগণ।

পোতারোহণে লহর।

মেঘ—ত্রিতালী।

লহর। অশান্ত সাগর ঘোর রণ-রঙ্গ,
ঊর্দ্ধ জটাঘটা গরজে তরঙ্গ।
বেলা বিচঞ্চল, সাগর দল বল,
প্রবল পবন বহে ঝড়দল সঙ্গ।
মেঘ করাল, দামিনীমাল,
নিবিড় আঁধার মৃদু মৃদু হাসি
বিশ্ববিনাশী,
অশনিশ্রেণী, মহী কম্পিত অঙ্গ;
ধারা প্রচণ্ড ধরাধর খণ্ড,
ভূতদ্বন্দ্বে কত ভ্রূকুটি-ভ্রূভঙ্গ।

বরুণা। একি একি একি, দেখ দেখ সখি,
অকূল পাথারে দেখলো তরী!
বুঝি নিরুপায়, গেল গেল হায়,
সাধ হয় কূলে আনি লো ধরি।

তরুণা। রঙ্গে ভঙ্গে খেলে তরঙ্গে,
তুলিছে ফেলিছে হেলায় যেন,
আকুল অকূলে, ঘুরে ফিরে বুলে,
গ্রাসিল সলিলে বুঝি বা হেন!

প্রবাল। দেখলো সজনি, ভাসিল তরণী,
ডুবিল ডুবিল না দেখি আর!

বরুণা। শুন শুন ধ্বনি, সিন্ধুনাদ জিনি
গগন ভেদিয়ে ঐ হাহাকার!

শৈবাল। তরঙ্গের বলে কূলে আসে চলে,
এস এল কূলে নাহিক ভয়;

বরুণা। তরী চূড়া'পরে, দেখরে দেখরে,
আতঙ্কে উন্মাদ মনেতে লয়।

তরুণা। অভয় হৃদয়, উন্মাদ নিশ্চয়,
শূন্যে ক্ষণ হেরে দামিনী খেলা;
কভু বা সাগরে চাহে প্রীতিভরে,
আদরে নেহারে সলিলে মেলা।
ভূতদ্বন্দ্ব মাঝে অটল বিরাজে,

বরুণা। বিধি প্রতিকূল ডুবিল তরী!
সাগরে গ্রাসিল, কেহ না উঠিল,
অভাগা উন্মাদ আমরি মরি!

তরুণা। কে যেন ভাসিছে, কে যেন আসিছে,
চল চল কূলে চললো সই,

প্রবাল। ওই ওই ওই, দেখ দেখ সই,
তরঙ্গ ঠেলিয়া আসিছে ওই!

(নট-মল্লার—ত্রিতালী।)

সকলে। দেখলো দেখলো সখি, বিহরে বিলাসে,—
নীল সলিল মাথে, নীল সলিলে ঢাকে,
নীল ফেনিল মাঝে ভাসে।
রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গ নর্ত্তন,
হেলা খেলা তরঙ্গ মর্দ্দন,
তরঙ্গনিকর, বাহক অনুচর,
তরঙ্গবাসী তরঙ্গে আসে।

বরুণা। আহা!—
কোথায় আরোহীগণ, রে সলিল অচেতন,
প্রাণে তোর নাহি দয়া মায়া।
রতন গহ্বরে ধর, পুন কেন রত্ন হর!

শৈবাল। উন্মাদ বা জলবাসী হের তোলে কায়া।

(দেশ—একতালা।)

সকলে। মগ্ন মনে চাহে শূন্য পানে।
শূন্যভরে, বুঝি মেঘোপরে,
সাধ সমীর সনে পুন বিহরে,
নীরব তানে উন্মত্ত প্রাণে।

না জানি হৃদয়-মাঝে বাজে কিবা তান,
ভোরা কার ভাবে শুনে সমীরণে গান ;
সোহাগ ভরে
দামিনী সনে হাসে, ভাষে আদরে,
মধুরপ্রাণে, কিবা মধুর পানে।

(দেশ—ঝাঁপতাল।)

লহর। গরজ গরজ ঘোর গভীর সাগর,
নিবিড় জলদমালা গরজ গভীরে।
কঠোর কুলীশ স্বন, শুন শুন সমীরণ,
গরজ ভীম বল সলিল অধীরে।
নলকি নলকি খেল নীরদ-বিলাসী,
আঁধার ঘোর হের নিবার লো হাসি,
তব রূপ দামিনী, প্রাণ প্রয়াসী,
মম হৃদি-আগার ঘোর তিমিরে।

তরুণা। চল দেখি সখি কেবা এই জন,
বরুণা। একেলা অকূলে ঠেকেছে দায়,
তরুণা। চল সুধাইব কি ভাবে এমন,?
বরুণা। পারি যদি কিছু করি উপায়।

(জজ্-মোল্লার— একতালা।)

লহর। অচল সাগর, অসীম ব্যোম,
আঁধার হের হৃদয়াগার।
বালু বেলা' পরে, এই অভাগারে
হের যদি কেহ আর।
দেখ দেখ চেয়ে, অভাগা-হৃদয়ে
ধুধু ধুধু ধুধু জ্বালা,
কলঙ্ক কণ্ঠমালা,
কত কালি প্রাণে তার।

(কেদারা—ত্রিতালী।)

সকলে। কাঁদায়ে কারে, বল কার তরে,
এলে অকূল-পারে ?
বসি বেলা'পরে, বল নেহার কারে,
কিবা রত্ন হের তুমি রত্নাকরে,
মোহিনী নিরখ কিবা শূন্য'পরে,
ঘোর তিমির-মাঝে কিবা তার বাজে
তব হৃদি-মাঝারে ?

(জলধর-কেদারা—আড়াঠেকা।)

লহর। যদি গরল প্রাণে, সুধা মাখা বদনে,
ছলনা কি রাখে ঢাকি নারী-নয়নে।
যদি গরল ভরা, তবু প্রাণ ভোরা,
মন চুরি মাধুরী, মোহিনী—তোরা ;
প্রাণে জ্বলি, মুখ হেরিলে ভুলি,
উঠে আশ প্রাণে, কত সাধ মনে।

বরুণা। শুন হে বিদেশী ! যে হও সে হও,
বিপদে পতিত তোমারে হেরি,
তরুণা। দেখিয়াছি সবে শিখরে বসিয়া,
ঘোর ঝটিকায় ডুবেছে তরী।
যদি মহাশয়, অন্য নাহি ভাব,
আতিথ্য স্বীকার যদি হে কর,
এস মোর সনে, অদূরে আলয়,
মতিমান, মম বচন ধর।

(হাম্বির—ত্রিতালী।)

লহর। মরাল-গঞ্জিনী, নিবিড়-নিতম্বিনী,
রঙ্গিনী সঙ্গিনী, সাগর পারে।
ঝন রণ নূপুর, হিয়া বাজে দুর দুর,
বিকাশে বালুকা বেলা মোদিনী হারে।
ধীর চঞ্চল চরণ চলে,—
গুরু উরু'পরে বেণী পড়িছে ঢলে ;
যেন কহিছে ছলে, বেণী দুলিয়ে বলে,
'ধরামাঝে বল নারি বাঁধিতে কারে ?'

(হামির—তাল ফেরতা।)

বরুণা। ফুল্ল চিত, আনন্দ গীত,
আহা জ্ঞানহারা।
সখিগণ। চল সখি ত্বরা ত্বরি, প্রবল ধারা।
তরুণা। নাহি বিপদ মানে, মগন তানে—
সরল প্রাণ খুলে কহিছে গানে।
সখিগণ। ঝরে প্রবল ধারা, চল গো ত্বরা,
তিমিরে সমীরে কেন হও গো সারা।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাগরকূলের অপর পার্শ্ব

নাবিকগণ।

(মিশ্র।)

নাবিকগণ। হেঁ—হেঁ—হেঁ—
জমী দোলেনা চল্‌তে ঘুরি,
হেথা বালি ভারি,
চলা কারিকুরি।
চোরা বালি যখন কোসে টান্‌বে,
জল বালি খেয়ে খকর্ কাশ্‌বে,
আর ভাস্‌বে না রে, আর ভাস্‌বে না রে,
চপ্ চপ্ চপ্ চল্ সারি সারি,
বালি ঝুরি ঝুরি।

১ম। আহা রাজপুত্তুর লাফিয়ে পড়্‌ল আগে,
সে মুখখানি ভাই প্রাণে জাগে।

২য়। ডুবে দূরে গিয়ে ভাস্‌ল যেন ?

৩য়। সাঁত্‌রে যাবে ডুব্‌বে কেন ?
সাম্‌নে চড়া তায় না উঠে,
আর এক দিকে যাবে ছুটে।

১ম। ঐ মালিম ভেড়ো ইচ্ছে ক'রে ডুব্‌লে,
ঠিক হ'তো আছাড় দিলে মাস্তলে।

৩য়। মন্ত্রী মহাশয় এনেছে ধ'রে চুলে,—

১ম। শালা ছেঁদা খুলে পালাচ্ছিল আগে,—

২য়। গা টা আমার ফুল্‌ছে রাগে,
কোন শালা না নিদেন দু' কীল দাগে।

৩য়। চল রে চল, ও দিকপানে মন্ত্রীর দল।

(হৈ হৈ হৈ ইত্যাদি গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

বরুণা, তরুণা ও সখিগণ।

পিলু—জলদ একতালা

সকলে। ধূ ধূ ধূ ধায় চাতকিনী দূরে দূরে।
অনিলে ডোবে ওঠে, ধূ ধূ ছোটে ;
স্বর্ণবাসে উষা হাসে,
দেখে আঁখি পূরে।
রাঙ্গা মেঘমালা, হেরি বাড়ে জ্বালা,
ধূ ধূ ধায়, নিচে ফিরে না চায়,
পাখী পাখা মেলি—
সোণা মেখে কত করে কেলি ;
পাখী পুলকে গায়,
গায় শূন্যভরে, কত মধুস্বরে।

(লহরের প্রবেশ)

পিলু—যৎ।

লহর। তরুণ কিরণ খেলে কুসুমদলে,
চলে প্রবাসী চলে,
তিমির যামিনী তার রহিল মনে।

বরুণা। শুন হে বিদেশী, বাসি মনে ভয়,
কোথায় যাইবে তুমি,
অকূলে ঠেকিয়ে উঠিয়াছ কূলে,
বান্ধববিহীন ভূমি।
রাজার নন্দিনী, বরুণা, তরুণা—
এই পরিচয় শুন,
কহ মহাশয়, কিবা পরিচয়,
প্রকাশিয়া নিজ গুণ।

মূলতানী—ত্রিতালী।

লহর। কভু কুঞ্জবনে বসি চন্দ্রাননে,
কাকলী লহরী ঢালি উথলিত প্রাণ ;
মৃদু মৃদু স্বরে ভাষি, ফুল কলি সম্ভাষি,
কহিত অনল আসি, খোল লো বয়ান ;

শুনিয়াছি প্রেম কথা ধারা নয়নে,
গিয়েছে সে-দিন শুধু আছে স্মরণে।
(তরুণ কিরণ খেলে ইত্যাদি)

তরুণা। রহ এই স্থানে, শুন হে বিদেশী,
পরিচয় তুমি না দেহ যদি,
যে অবধি তব না মিলে আলয়,
হেথায় কৃপায় থাক হে সাধি।

পিলু—আড়াঠেকা।

লহর। কলঙ্ক-মালা পরি কণ্ঠোপরে,
কহিব কারে,
হৃদয়াগারে কত অনল ঝরে।
যাইব বনে, জ্বালা কব গহনে,
কহ চন্দ্রাননে, হেথা রহি কেমনে?
(তরুণ কিরণ খেলে ইত্যাদি)

[লহরের প্রস্থান

বরুণা। কহিল বিদেশী, গলে কলঙ্ক মালা,
না জানি হৃদয়ে কিবা নিদারুণ জ্বালা।

তরুণা। বান্ধবহীন তবু অটল প্রবাসে,
উচ্চ আশ বাস ললাট প্রকাশে;
সাগর তীরে একা আঁধারে হাসে,—

বরুণা। জ্ঞান-জ্যোতিঃ হারা বিষম নিরাশে।
কহ লো স্বজনি, দেখিতে কাহারে
বিদেশী কোথায় যায়?

তরুণা। কালি হ'তে তুমি বিদেশী লইয়ে
ঠেকিয়াছ ঘোর দায়!

বরুণা। দেখেছ দেখেছ বসনবিহীন
পড়িয়াছে নিরুপায়।

চিত্রা গৌরী—জলদ একতালা।

সকলে। কলি কাঁপিল লো
বুঝি অলি এলো।
রাঙ্গা হাসি কলি হাসিল লো।
নীরবে নাগরে আদর করে,
দোলে সোহাগ ভরে,
মধু উথলে অধরে নাহি ধরে,
কুসুম সঙ্গিনী, উষা-বিনোদিনী,
রাঙ্গা হাসি হেসে রাঙ্গা ঢালিল লো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:০০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সলিল-আশ্রম

বরুণা।

বরুণা। আসে মোর বর, কাঁপিছে অন্তর,
ভাবি নিরন্তর, কি হবে হায়;
ম'জেছি ম'জেছি, পাগলে ভ'জেছি,
ফাঁদে পড়িয়াছি, ঠেকেছি দায়;
তারি কথা মনে, ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
সে বিধুবদনে নিয়ত হেরি;
ফণিনী আসিল, কুসুমে পশিল,
হৃদয়ে কাটিল, মরমে মরি;
কি করি কি করি, পিতা মাতা অরি,
কিসে প্রাণ ধরি, কে বোঝে জ্বালা;
প্রাণ নাহি চায়, ভজিব তাহায়,
কেমনে গলায়, দিব গো মালা।

(তরুণা ও সখিগণের প্রবেশ)

তরুণা। শুন লো নাগরি, সাজাইয়া তরি,
নাগর আসিছে ভেসে;
নাগর রসিয়ে, রাখিস কসিয়ে,
মন বাঁধা হাসি হেসে।

বরুণা। তুমি নিও ভাই,

তরুণা। আমি নাহি চাই, তোমারি কানাই,

প্রবাল। আসিতেছে লহর কুমার।

বরুণা। মুখে হাসি ধরে না যে আর!
যদি নাগরে লো এত সাধ,
নাগর তোমার।

তরুণা। কাজ নাই নাগরী আর,
নাগর পেলে প্রাণ কি ছার।

(ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।)

বরুণা। রস নাগরী লো, নাগর তোরে দিব ;
যদি যত্নে রাখ নাহি কথা কব।
যত্ন বিনা নাগর রবে না,
অভিমানে কথা কবে না,
নাগর চলে যাবে, ফিরে চাবে না,
মনে না ধরেতো ফিরে নিব,
নাগর ফিরে নিব।

প্রবাল। যেমন তেমন নাগর নয়,
লাক্ষা দ্বীপের রাজ-তনয়।

(ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।)

সকলে। ব'য়ে প্রেমের তরী আমার নাগর আসে।
প্রেমনীরে আমার নাগর ভাসে।
নাগর গুণমণি, নারীর হৃদি-মণি,
নাগর এলে হেসে হেসে বস্‌'ব পাশে।

তরুণা। আস্‌ছে নাগর, দিলুম খবর,
আমায় কিছু দাও,

বরুণা। ব'লেছি তো নাগর দিব
নাগর যদি চাও।
ওলো গেছি ভুলে,—
আসিনি সারি তুলে।

[বরুণার প্রস্থান।

প্রবাল। দেখি দেখি সখি কোথায় যায়,

শৈবাল। আস্‌ছে নাগর মনের মতন,
নাগরী কি ফিরে চায়।

[সখিগণের প্রস্থান

(ইমন—ত্রিতালী।)

তরুণা। সহিতে দহিতে বুঝি হ'য়েছে নারী।—
চাহে পাগলে পাগল' চিত কেমনে বারি!
"তরুণ অরুণ খেলে কুসুমদলে"
মন মোহিল, দহিল, কহিল ছলে,
চিত চঞ্চল জ্বলে হৃদে গরল-বাতি,
প্রাণ বিকাতে চাহে তারি প্রণয়ে মাতি ;
ধরি ধরিতে নারি, মন ফিরাতে হারি,
ছি ছি পাশরি কিসে ওঠে সাগর-বারি!

(প্রবাল ও শৈবালের প্রবেশ)

প্রবাল। অপূর্ব্ব কাহিনী, নৃপতি-নন্দিনী,
বরসহ নাকি ডুবেছে তরি।
যারা ডুবেছিল, সকলি উঠিল,

শৈবাল। ডুবিল কুমার আমরি মরি!

তরুণা। কহ লো কোথা তুমি পাইলে কথা?

প্রবাল। মন্ত্রী তাহে ছিল, সে কূলে উঠিল,
সভায় কহিল আসি,
লাক্ষাদ্বীপ-রাণী, দুষ্টা দ্বিচারিণী,
কহিবারে ভয় বাসি।
খলমতি রাজরাণী, রাজারে কহিল বাণী,
"শুন শুন রাজা মহাশয়,
প্রেম-আশে মম বাসে, আজিকে কুমার আসে,
দুরাচার তোমার তনয়।
যদি না প্রত্যয় কর, আমার বচন ধর,
যে মালা দিয়েছ উপহার,
কোন মানা নাহি মানে, বসন ধরিয়া টানে,
খুলে নিয়ে পরেছে সে হার।"

শৈবাল। প্রেমআশে ডেকেছিল, আপনি সে মালা দিল,
বিপরীত কহিল সকলি।

প্রবাল। মাতৃ-জ্ঞানে সে কুমার, গলে নিল ফুলহার,
সরল অন্তরে গেল চলি।

তরুণা। বল বল সখি, রাজার কুমার
হেন অপবাদ ঘটিল তার!

শৈবাল। বিমাতার ছি ছি হেন আচার!

প্রবাল। রাজা পুত্রে ডাকি কয়, রাজা পুত্রে ডাকি কয়,
"আজি হ'তে নহ তুমি আমার তনয়।
তোর গলে ফুলহার, তোর গলে ফুলহার,
কলঙ্কের মালা জ্বালা পাবি দুরাচার।"

শৈবাল। ভগ্নতরি সাজাইয়া, পুত্রে দিল পাঠাইয়া,

তরুণা। কি হেতু সে দিল প্রাণ দান?

প্রবাল। হাস্যানন কবি রবি, মনোবিমোহন ছবি,
কুমার প্রজার ছিল প্রাণ।

তরুণা। তাই ভয়ে বধিল না তায়,
শুনি কাঁপে কায়, ধিক্ বিমাতায়।

প্রবাল। ভগ্ন তরি জলে ভাসে, স্নেহে মন্ত্রী সাথে আসে,
উপদেশে নাবিক প্রধান,—
তরুণা। বর আসে এই জানি,
প্রবাল। দেশে রটাইল রাণী, তাই ওঠে হেন বাণী;
তরুণা। নাবিক কি করিল বিধান?
প্রবাল। ঝটিকায় ছিদ্রদ্বার, খুলে দিল দুরাচার,
পলাইল ক্ষুদ্র তরি ল'য়ে।
তরুণা। কেমনে জানিলে হেন রাজা দেছে ক'য়ে?
প্রবাল। মন্ত্রী ধ'রে তারে সভায় দিল,
তরুণা। সেও কি আসিয়ে এ কূলে উঠিল?
রাজার কুমার ডুবিল জলে।
প্রবাল। ঝড়ে প'ড়ে গেল জলে,
উঠিল না আর তাহা দেখেছে সকলে।
তরুণা। পাগল আমার, পাগল আমার,
স্থির হও প্রাণ, নাহি ভাঙ্গ হৃদাগার।
বর আসে হেথা কিসে হইল প্রচার?
প্রবাল। বিবাহ সম্মতি—
লইবারে রাজদূত গিয়েছিল তথি,
ছল ঢাকিতে নৃপতি, ছল ঢাকিতে নৃপতি,
পত্র হেথা পাঠাইয়া দিল দ্রুতগতি।
তরুণা। শেষে বল কি হ'ল, নাবিক?
প্রবাল। রাজ আজ্ঞা দেখাইল কব কি অধিক।
শৈবাল। চল চল চল, চল লো ধ্বনি,
না জানি কি করে প্রাণ-স্বজনি।

[সখীগণের প্রস্থান।

(পরজ-বাহার—একতালা।)

তরুণা। কবি রবিছবি হেরেছি বয়ানে,
আশ কেন বিকাশ প্রাণে,
মাধুরী নিবাসী বেদনা জানে না,
বুঝে না বুঝে না, নারীর ব্যথা।
সে কভু বুঝে না, সে কভু জানে না,
সাগরে সমীরে যে কহে কথা।
কেন কেন কহ কাঁপিছ হৃদি,
সাগর-মাঝারে রতন নিধি,
কেমনে আনিব, কেমনে পাইব,
থাক থাক থাক, মন মান রাখ,
সরমে ঢাক না মরম-গাথা।

[তরুণার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপত্যকাস্থিত উদ্যান

বরুণা।

(বসন্ত—একতালা।)

বরুণা। ধিকি ধিকি ধিকি জ্বলিছে অনল,
কেন এ জ্বালা মরমে চাপি।
পাখীকুল-স্বরে পরাণ শিহরে,
অনিল বহিলে কেন গো কাঁপি।
কি যেন কি যেন, মনে হয় হেন,
এল এল এল, চ'লে গেল কেন,!
হৃদয়-মাঝারে কত কথা কই,
মনে মনে সাধি কত জ্বালা সই,
মান করে মানা, কেমনে যাব,
সাধিব কেমনে, কেমনে পাব,
নাহি সহে আর, হয় বা প্রচার,
অনল কেমনে বসনে ঝাঁপি?

(তরুণার প্রবেশ)

তরুণা। দিদি শুনেছ সকলি?
বরুণা। ধিক্ সেই বিমাতারে বলি।
তরুণা। বুঝি দিদিরে বিকল—
করিয়াছে আমারি পাগল!
দিদি শুধাই তোমায়, দিদি শুধাই তোমায়,
দিন দিন কেন তোরে হেরি শীর্ণকায়?
যদি ঠেকে থাক দায়, বল না আমায়,
কয় দিন দেখি তোমা শূন্যমনা প্রায়।
আমি ভগিনী তোমার, আমি ভগিনী তোমার,
কি জ্বালা তোমার, মোরে দেহ দুঃখভার,
রেখ না গোপনে জ্বালা স'য়োনা কো আর।

বরুণা। কিবা শুধাও আমায়, কিবা শুধাও আমায়—
তরুণা। বুঝিয়াছি হায়—
পাগলিনী প্রাণ, পাগলপানে ধায়।
কহি সাবধান তরে, কহি সাবধান তরে,
স্বেচ্ছায় গরল আনি রেখো না অন্তরে।
দিদি জেনো এই স্থির, দিদি জেনো এই স্থির,
পাগলে দেখেছি আমি লক্ষণ কবির;
কবি কারো সেতো নয়, কবি কারো সেতো নয়,
বজ্র ধরে, খেলা করে, করি তারে ভয়।
ধরি নারীর হৃদয়, ধরি নারীর হৃদয়,
দেখিয়াছি নারী-ধরা ফাঁদ সুধাময়;
জেনো কাহোরো সে নয়, জেনো কাহারো সে নয়,
ফুল সনে ঘন বনে যাহার প্রণয়;
আমিও নারী দিদি খুলিছি হৃদয়।
বরুণা। জানি লো সকলি, ভুলিতে নারি,
সে যদি না চায়, আমি তো তারি;
জ্বলি জ্বলি জ্বলি, ভুলিতে না চাই,
জ্বলি যত, তত হৃদয়ে লুকাই;
যাই যাই যাই, পুনঃ ফিরে চাই,
তারি ধ্যান বিনা প্রাণে কিছু নাই;
ধাই ধাই, মনে প্রবোধ মানে না,
সরম আসিয়ে করে গো মানা।
তরুণা। দেখ দিদি, হ'ল গোধূলি-বেলা,
উপবনে চল করিগে খেলা।
বরুণা। যাও তুমি, আমি যেতেছি পরে।
তরুণা। একেলা বসিয়ে কাঁদিবে ঘরে?
বরুণা। না লো না, ডেকেছেন মা।
তরুণা। যেও কথা শুনে মাথার কিরে;
না যাও এখনি আসিব ফিরে।—
আগুন নেভে না নয়ন-নীরে।

[তরুণার প্রস্থান

বরুণা। যাইব দেখিব, সাধ পুরাইব,
যা আছে কপালে ঘটিবে ছাই,
করি কত মানা, প্রাণ তো মানে না,
কলঙ্ক হইবে, বহিব তাই।

[বরুণার প্রস্থান

(তরুণার প্রবেশ)

তরুণা। এখন' কাঁদিছে বসিয়ে একা?—
কোথা গেল দিদি না পাই দেখা!
পাগলের কাছে একা কি গেল?
জেনেছে আলয় স্মরণে এল।

ছায়ানট—মধ্যমান।

আমি যে জ্বালা সহি কাহারে কহি,
মনোমোহন নয়ন পরাণে জাগে।
যেন সাধ ধরে, কলঙ্কে ডরে,
প্রাণ মন মোহিল, ধীরে ধীরে কহিল,
রঞ্জিত বদনরাগে।
কিবা সঙ্গীত সরস ভাষে,
প্রমদা প্রাণ মাতে, বিকাশে আশে,
কিবা রমণী হৃদয়-ফাঁদ গঠিত সোহাগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

লহর।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

লহর। কলঙ্ক ধর, কহ শশধর,
কভু কাঁদে কি হে পরাণ তোমারি?
হেরি সুন্দরী সহচরী তারকা-হারে,
বিহর বিতর সুধা রজতধারে,
হেরি কালিমা চন্দ্রমা হৃদি-মাঝারে,
কহ শশী মনাগুন কেমনে বারি!
তব সাগর অম্বর চ'লেছ ভেসে
দেশে দেশে,
ঢেকেছ কালিমা রেখা সুধার হাসে;
রেখা সুন্দর, সুন্দর সকলি নেহারি,
কলঙ্ক ধরি বুঝি ভুলিতে পারি,
সুধাকর পেলে তব সুধার ধারি।

(বরুণার প্রবেশ)

বেহাগ—ত্রিতালী।

বরুণা। সুধা নির্ঝর ঝর ঝর মধুর স্বরে,
গগন গহন শুনে সোহাগভরে,
সুধা কাননে ঝরে।
ললিত-গীত চিত-বিমোহিত বিচলিত
সুধা উথলে স্বরে, গগনোপরে,
শুনে চাঁদে চকোরে।

বেহাগ—ত্রিতালী

লহর মধু কে দিল স্বরে, সাধ করে,
স্বর-মাধুরী কে দিয়েছে রমণি তোরে ?
শিখালে মোরে, বাঁধা জনম তরে ;
ভালবাসি, অভিলাষী,
ডরি কালিমা রেখা মম হৃদয়োপরে।

বেহাগ—ত্রিতালী।

বরুণা। বল না বল না কি মন' বেদনা,
মনব্যথা ভাল ললনা সহে।

কানেড়া—আড়াঠেকা।

লহর। ধু ধু ধু হৃদয় দহে,
সাধে অপবাদ,
অনল উথলে, অনল ক্ষরে,
কলঙ্ক-রেখা শশী একেলা পরে,
কলঙ্ক-রেখা নাহি তারকা ধরে,
হৃদে অনল ক্ষরে, নাহি সুধা ঝরে।

[লহরের প্রস্থান

(নাবিক-বালকবেশে তরুণা ও সখিগণের প্রবেশ)

লগ্‌নী—দাদরা।

সকলে। ধীরে ধীরে মোরা তীরে খেলি,
তরী দোলে।
ঢেউয়ে টানে যত ফিরি তত,
না জেনে অকূলে যাইনে চলে।
লহরে লহরে মন ভুলে,
তবু ফিরি কূলে,
কেঁদে কেঁদে ফিরি, প্রাণ টলে,
তরী দোলে,—
কূলে চ'ল্‌তে নারি তাই পড়ি ঢ'লে

তরুণা। কহ লো নাগরি কহ লো কথা,
ফিরে চাও ধনি, খাও লো মাথা ;
মান ক'রে কেন বদন ঢাক,
দিয়ে মুখসুধা পরাণ রাখ।

বরুণা। তরুণ নাবিক তোমারে হেরি,
ব্যথা কি বুঝিবে তাইতো ডরি ;
ধীরে ধীরে তুমি ভাস হে কূলে,
মন-প্রাণ মম ভাসে অকূলে।

তরুণা। মৃদু মধু যবে মারুত পাব,
কূলে কি রহিব অকূলে যাব।

বরুণা। সুবাতাসে তবে ভাসাবে তরী ?
যেও না অকূলে নিষেধ করি।

তরুণা একা কেন বনে কহ নাগরি ?

বরুণা। খুঁজিয়ে নাগরে নে যাব ধরি।

তরুণা। রাখ পরিহাস কহি লো তোরে,
না জেনে মজিলে পড়িবে ঘোরে।

(কুকুভা—মধ্যমান)

বরুণা। বুঝায়ে বারিতে নারি,
মাতুয়ারা প্রাণ তারি,
কহে আশা ছলভাষা,
মন মাতে নাহি পারি।
আমার আমার বলে বার বার,
আঁখি বারিধারা হৃদয়ে বহে,
মরম দহে, কতই সহে,
তবু পোড়া প্রাণ 'আমার' কহে,
ছি ছি ধিক্ জনম নারী।
কহ লো তরুণা কেন এ সাজে ?

তরুণা। ভুলাইতে তব হৃদয়রাজে।
ছলে যদি পারি লব পরিচয়,
গুণমণি তব কেবা মহাশয় ;
ছলে লো স্বজনি ভাসায়ে তরি,
মনচোরা তোর আনিব ধরি।
ব'লেছিলে দিবে নাগর মোরে,

পারি যদি ধরি দিব লো তোরে।
সাজ লো সজনি সাজ এ সাজে,
কবে কথা, বাধা দেবে না লাজে।
ভুলাইতে তোর রসিকরাজে,
চল লো নাগরি নাগর সাজে।

কামদ—জলদ একতালা।

সকলে। নাগর মিলে নাগর ধরিতে যাই,
দেখি পাই কি না পাই লো।
চল ভাসিয়ে তরী ধীরে বাই লো।
নবনাগর হেরে, নাগর চাবে ফিরে,
নইলে দিব কিরে;
সেধে কইব কথা, লাজ-মানা তো নাইলো;
ধীরে বাইলো,
পাই কি না পাই দেখি তাই লো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

মালদ্বীপ-রাজ ও লাক্ষাদ্বীপ-রাজ।

লা-রাজ। শুন হে রাজন্, কহি বিবরণ,
আপন নন্দন ফেলেছি জলে;
কুলটা ব্যভার, হয়েছে প্রচার,
কি কহিব আর যে জ্বালা জ্বলে।
কুমার আমার, অতি সদাচার,
রীতি কুলটার বুঝিনু ক্রমে;
শেল বাজে বুকে, শুনি লোক মুখে,
বনে মন-দুখে তনয় ভ্রমে।
মা-রাজ। ধর হে বচন, না কর রোদন,
বিধাতা লিখন, দুষিবে কারে;
শুন মহামতি, নিয়তির গতি,
কাহার শকতি, বল হে বারে!
মৃত কি জীবিত, না জানি নিশ্চিত,
যে হয় বিহিত করিব ত্বরা।
লা-রাজ। যা হয় বিধান, কর মতিমান,
আকুল পরাণ, আঁধার ধরা!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। জীবিত জীবিত প্রভু তোমার তনয়,
দেখ হয় নয়।
আমি দেখিয়াছি বনে, আমি দেখিয়াছি বনে,
মালা নিয়ে খেলে তব দুহিতার সনে।
লা-রাজ। ওহে কি বল কি বল, ওহে কি বল কি বল!
মা-রাজ। মম দুহিতার সনে, খেলিতেছে বনে!
লা-রাজ। ত্বরা দেখি গিয়ে চল, ত্বরা দেখি গিয়ে চল,
মন্ত্রী। দোঁহে বনে করে গান, দোঁহে বনে করে গান,
পবিত্র-প্রণয়-নীরে বিকসিত প্রাণ।

মা-রাজ। ভাল খেলা আজি মদন খেলিল,
কন্যাপণে মম কুমার মিলিল,
বিলম্ব কি হেতু করিছ বল,
চল সখা, তবে ত্বরিত চল। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাগরকূল

লহর আসীন।

(তরণী-আরোহণে নাবিক-বালকবেশে বরুণা, তরুণা ও সখিগণের প্রবেশ)

ভৈরবী—যৎ।

সকলে। খেলি কূলে খেলি, কালি অকূলে ভেসে যাব।
যাব যাব কূলে ফিরে চাব,
বনফুলে মালা গেঁথে নিব,
যে চাবে মালা তারি গলে দিব।
মোরা ঢেউয়ে নাচি, মোরা ঢেউয়ে ভাসি,
কূলে ফুল হাসে, তাই তীরে আসি,
বনফুল বিনা কিবা রতন পাব।

তরুণা। কহ মহাশয় কে তুমি পুলিনে,
বিজনে কেন হে বসিয়ে একা ;
বসিয়া কি আশে, কোথা তব ঘর,
কি হেতু উত্তর নাহি দেহ সখা ?

ভৈরবী—যৎ।

লহর। গাঁথ নবীন কলি, মালা পরহে গলে,
মালা মলিন হ'লে দিও ভাসায়ে জলে।

ভৈরবী—যৎ।

সকলে। হের নবীন মালা, যদি সাধ কর—
মালা ধর, মালা গলে পর,
আজি খেলি মিলে,
কালি যাব চলে।

ভৈরবী—যৎ।

লহর। ছিল নবীন মালা, হের মলিন গলে,
তাপে শুকালো কলি, জলে হৃদয় জলে।

ভৈরবী—যৎ।

সকলে। কি মনবেদনা বল বল বল,
যদি হে বিদেশী, সাথে চল চল।
শুন গুণমণি, বাহিব তরণী
তোমারে ল'য়ে ;
কেন বনে ব'স, এস এস এস,
পুলিনে কেন হে যাতনা স'য়ে ?

ভৈরবী—যৎ।

লহর। নব রাগে যবে ফুটিল কলি,
মনসাধে কত ক'রেছি কেলি।
নাহি সেই দিন, গিয়েছে চলি ;
আর না খেলি,
হৃদয়-কুসুম আর না বিকাসে নবীনদলে।

(মাল-রাজ, লাক্ষা-রাজ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

মা-রাজ। ভাল ভাল ভাল নাবিক বালক,
জনকে ভুলায়ে চলেছ ছলে,
কালি ভেসে যাবে অকূল জলে ?

ভৈরবী—দাদরা।

সকলে। ওলো কেমনে বদন তুলি, মরি লাজে,
ছি ছি গঞ্জনা লাঞ্ছনা প্রাণে বাজে !
প্রবাসী সনে ভ্রমি বনে বনে,
ছি ছি একি সাজে।

লা-রাজ। লহর কুমার, কুমার আমার;
ক্ষম অপরাধ চল রে চল,
শুন বাপধন, খুলেছে নয়ন,
বুঝেছি জেনেছি নারীর ছল।

ভৈরবী—যৎ।

লহর। নমি চরণতলে,
নবীন মালা মাতা প্রসাদ দিল,
মলিন মালা আজি হের গো গলে !
আজি নিভিল জ্বালা,
মলিন মালা আজি ভাসাব জলে।

মা-রাজ। নিধি পেয়েছি খুঁজে, ফিরি নাহি দিব,
কুমারীপণে আমি কুমারে নিব।

আজি হ'তে বরুণা আমার
দুহিতা তোমার,
কুমার আমার আজি লহর কুমার।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

সকলে। মধু ঝরিল রে, মন পুরিল রে,
মধু যামিনী মধুর হাসে,
মধুর লহর চলে, প্রাণ ভাসে,
মধু কুসুমবাসে,
মধু কাননে লতা সনে
অনিল ভাষে,
মধু সাগরে রে, মধু উজান চলে।

ভৈরবী—যৎ।

লহর। নিশির শিশির হের কুসুমদলে,
লহরে লহরে ভেসে লহর চলে,
তিমির যামিনী আজি জাগিছে মনে;
ওলো চন্দ্রাননে,
বালা, ঘুচিল জ্বালা, ফেলি মলিন মালা,
কাঁদিয়া পেয়েছি আমি সখা বিজনে!

তারে ভালবাসি,
তারি তরে আমি সলিলে ভাসি,
সখা সকলি জানে, সখা বিরাজে প্রাণে,—
বিরাজে সকাশ প্রেম কমলদলে।
পিতা বিদায় মাগি, নমি চরণ-তলে,
কলঙ্ক-মালা মম আছিল গলে,
যাই মলিন মালা আজি ভাসায়ে জলে,
সখা হৃদিকমলে!

[নৌকারোহণে প্রস্থান।

সকলে। কি হ'ল কি হ'ল তীর বেগে গেল—
দেখিনে আর!
লা-রাজ। হায় হায় কোথা গেল কুমার আমার!
মা-রাজ। শীঘ্র ল'য়ে তরী, চল গিয়ে ধরি।

[নৃপতিদ্বয় ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

পাহাড়ী—ভৈরবী।

সকলে। দেখি রে দেখি রে মলিন মালা;
বরুণা। দেখি মালা কত জ্বালা!
সকলে। মলিন হ'য়েছে ব'লে, তাই কি হে কাঁদাইলে,
ফুলমালা কুলবালা!

যবনিকা।

আলাদিন

বা

আশ্চর্য্য প্রদীপ।

(রঙ্গ-নাট্য)

[২৮শে চৈত্র, ১২৮৭ সাল, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

চরিত্র

—:০:—

পুরুষ

আলাদিন, কুহকী, ইহুদি, বাদসাহ, উজীর, উজীর-পুত্র, কল্লু,

পারিষদগণ, বরযাত্রীগণ, জিনিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

আলাদিনের মাতা, বাদসাহ-কন্যা, দাসী,

পরীগণ, সখিগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—০::০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজ-পথ।

(আলাদিন ও তৎপশ্চাৎ যাদু-দণ্ড হস্তে কুহকীর প্রবেশ)

(আলাদিনের নৃত্য-গীত)

কার তোয়াক্কা রাখি আর।
বাপ ম'রেছে, বালাই গেছে,
কোন্ শালার বা ধারি ধার॥
রুটি সেঁটে, কোমর এঁটে,
এক দৌড়ে পগার পার।
হট্‌কে চল, মৎ কুছ্ বোল,
সামারো বে খবরদার॥

আলাদিন। বুড়ুয়া এ দাড়িয়া, নড় নড়িয়া
এসা কেঁওবে, কাহে খাড়া ?

কুহকী। (যাদু-দণ্ড ঘুরাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ)
হাতে পায়, নাকে গায়,
অ য় আয় সব চ'লে আয়।

ঝট্‌কি ধ'রে আয়, মুট্‌কি চ'ড়ে আয়,
চ'ড়ে আয় ওচনা খোলা,
বুড়ীর হাড়ের চর্ব্বি গোলা ;
ডাক্‌ছে কোঁকর কোঁ,
চলে আয় সোঁ।

আলাদিন। হট্ বে হট্।

কুহকী। ল্যাড়্খা রে !—

আলাদিন। তোমার গুষ্টির ছ্যারখা রে,
হট্ বে হট্ শীগগির্ হট্।

কুহকী। Not বাপ not,
ল্যাড়্খা রে,
তুই মোর গুষ্টির ছ্যারখা রে !
চরকা বেটো, হুনের কেঠো,
এণ্ডি মেণ্ডি গেণ্ডিরে
আমার গুষ্টির ছ্যাড়্খা রে !

আলাদিন। নড় শালা নড়,
নইলে ছিঁড়বো দাড়ী চড় চড়।

কুহকী। কে রে বাপা গড় গড় ?

আলাদিন। র'স্ বে কোসে লাগাই চড়।

কুহকী। আরে তোকে দে'খে জান ক'চ্চে কড় কড়।

আলাদিন। হড়র বড়র হড়।

কুহকী। ল্যাড়্খারে, ছাতি ফাটে
ওরে বাপ বেঁটে সেঁটে,
ল্যাড়্খারে,—
তুই মোস্তাফা দাদার বেটা বটে।

আলাদিন। সর্ শালা, নয় ফেলি কেটে।

কুহকী। ল্যাড়্খারে,
তোর বাবা মোর দাদা,—মর্ গিয়ারে।

আলাদিন। জানি শালা—হাম্ লোক্‌তো কবর দিয়া রে।

কুহকী। সবুর কর বাপ, ছাড়ি থোড়া হাঁপ,
ল্যাড়্খা রে !
তোর বাবা, মোর দাদা মর্ গিয়া রে।

আলাদিন। শালা কবর দিয়ারে—শালা কবর দিয়ারে—
শালা কবর দিয়া রে।

কুহকী। তোর বাপের ছিল দরজীর দোকান,
সিউনি তার অবাক্ ছাবা,
ওরে বাবা হাবা, মতিচুর খাবা,
'মুড়ী মুলো' খাবা থাবা ?

আলাদিন। ছিল বটে দরজীর দোকান
অবাক ছাবা তোর বাবার বাবা !
বেটা আচ্ছা কাপ,—
দাঁড়া তোর ঘাড়ে মারি লাফ।

কুহকী। মেরি বাপ ! ল্যাড়্খা রে,—

আলাদিন।— (নৃত্য-গীত)

কেয়া ক'রে ফেল্লে ফেরে,
ক্যায়সে শালার হাত ছাড়াব।
ল্যাড়্খা ব'লে ফ্যাড়্কা তোলে,
আজকে শালার ভূত ঝাড়াব॥
এ কি রে আপশোষ থোড়া,
এল বুড়ো পোড়া নোড়া,
বাতে শালা মাৎ ক'রে দেয়,
যা থাকে আজ খুব চড়াব॥

কুহকী। ল্যাড়্খা রে—

আলাদিন। আচ্ছা বাবা, আমি এবার দিয়ে যাচ্ছি।

কুহকী। ল্যাড়্খা রে, থোড়াই আমি ছাড়ছি,
তোর মুখ দেখেছি, নাক দেখেছি,
দাঁত দেখেছি, তাইতে যাদু বেঁচে আছি,
ল্যাড়্খা রে !—
তোর বাবা, মোর দ'দা মর্ গিয়া রে !

আলাদিন। ওরে শালা, আমি ত ফিরে যাচ্ছি, তবু শালা
"ল্যাড়্খা ল্যাড়্খা" করিস্ কেন ?

কুহকী। তোম্ আঁতে মেরা দাঁত বসায়া,
বাপধন সরিস্ কেন ? ল্যাড়্খা রে—
তোর বাবা মোর দাদা মর্ গিয়া রে।

আলাদিন। জুলুম কিয়া, জান গিয়া,
কবর দিয়া রে—শালা কবর দিয়া রে !

কুহকী। ল্যাড়্খা রে।

আলাদিন। কেন অমন ক'চ্ছিস্ বল্ তো ?—(উপবেশন)
কিন্তু বলা হ'লে আমায় ছেড়ে দিতে হবে। তোম্ হামারা জান ঘামায়া।

কুহকী। তোর বাবা ছিল আমার ভায়া।

আলাদিন। তা হামারা কেয়া ?

কুহকী। তোর দাদি ছিল আমার দাদির নানি।

আলাদিন। তোর মা আমার কপ্‌নি কানি।

কুহকী। ইয়া ইন্‌সানি, ছুটি চোখে পড়েছে ছানি, ওরে মেরি জানি, তোর মুখখানি আমার দাদার উপর খোদার মেহেরবাণী, তাইতে তো তাড়াতাড়ি। তোর বাবা— মোর দাদা মর্ গিয়ারে। চল মেরি জানি, তোর হাত ধ'রে টানি, দেখি গিয়ে, আমার দাদার সেই খানি, জুড়াব বাপ শুনে ছুটো মধুর বাণী! ল্যাড়্‌খা রে,— তাই বাপ হাত ধ'রে করি টানাটানি, ঘরে আয় মেরি বাপ, ঘরে চল—যাদুমণি!

আলাদিন। (স্বগত) ক'ল্লে শালা বাড়াবাড়ি, বেটা মুচির ওপর পাজী—হাড়ী! নিয়ে যাই শালাকে বাড়ী। (প্রকাশ্যে) ওরে যদি বাড়ী নিয়ে যাই, ল্যাড়্‌খা তো আর বল্‌বি নি?

কুহকী। না মেরি বাপ—ল্যাড়্‌খা রে—

আলাদিন। তুই একটা কি খুন-খারাপি ক'র্‌বি?

কুহকী। ল্যাড়্‌খা রে—

আলাদিন। ওরে গেলুম যে—ওরে বলি শোন, বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি চল্,—ভাত গিল্‌বি গল্ গল্—আর কি চাস্ বল্?

কুহকী। চল বাবা, ল্যাড়্‌খা রে!—

আলাদিন। শালা রে!—চল্‌বে চল, চল্ তোর পায়ে পড়ি চল্।

কুহকী। ল্যাড়্‌খা রে—

আলাদিন। ভাগ্যিস্ তুই শালা আমার বাবা হ'স্‌নে।

কুহকী। ল্যাড়্‌খা রে—

আলাদিন। ও মা! হিঁয়া বড় লট্‌খটি লাগা। শীগ্‌গির শুনে যা।

(আলাদিনের মাতার প্রবেশ)

এ বুড্‌ঢা ব'ল্‌ছে, ল্যাড়্‌খা ল্যাড়্‌খা, তুই একে ভাগা, নইলে পাবি ভারি দাগা।

আলা-মাতা। তোম্ কোন্ হায় গা?

কুহকী। আমার দাদা ছিল মোস্তাফা,—এই টাকা নাও— আমায় চিন্‌বে সাফা।

আলা-মাতা। (টাকা লইয়া) তোফা তোফা, তোফা!— তোর চাচাই বটে, তোর বাপ চ'রছিল মাঠে, তোর চাচা পাওয়া গেল বাটে, আমি চল্লুম হাটে; তোরা ব'স্ গে যা ছাপর খাটে, খিচুড়ি পেকিয়ে খাওয়াব।

আলাদিন। তোরে যমের বাড়ী খাওয়াব।
ভেড়ের ভেড়েকে তাড়িয়ে দে,—
চাচা হয় তো সঙ্গে নে;
এ বুড়া বিষম ফ্যারেক্কা,
খালি বল্‌বে, "ল্যাড়্‌খা—ল্যাড়্‌খা"।

কুহকী। না বাপজান খোকা!
যদি তোর হয় ধোঁকা,—
খানা পাকাগ তোর মা,
একটু সায়ের ক'রে আসি আয় না;
এই কাছে কেমন আচ্ছা বাগিচে,
ফল পেড়ে আন্‌বি বেছে বেছে;
জল্‌দি চলা আও, নয় তো "ল্যাড়্‌খা" বোলেগা।

আলাদিন। চল্ ব্যাটা চল্, পেয়েছিস্ আচ্ছা কল।

[উভয়ের প্রস্থান।

আলা-মাতা। সাবাস্ বক্ত, টাকা পাওয়া গেল মোফ্‌ত।

(গীত)

জুট্‌লো পথে দেওরা চমৎকার।
মুচ্‌কে হেসে কয় লো কথা,
দেওরা ঠাউরে ওঠা ভার॥
সাঁচ্চা দেওর, নয় তো ঝুটো,
চোক ঠেরে দেয় টাকার মুঠো,
নয় হেটো মেঠো;—
মজা হয় এম্‌নি দেওর
একটা ছুটো মিল্লে আর॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনপথ।

(আলাদিন ও কুহকীর প্রবেশ)

আলাদিন। আরে বুড্‌ঢ়া, বাগিচা কাঁহা,
জঙ্গলমে কাহে লে আয়া?

কুহকী। আঃ! ইয়া দেখ্ চিজ্ কেয়া কেয়া!
এখানকার মাটী যা'বে হট্‌কে,
গর্ত্ত বেরুবে,—আর তুই চলে যাবি সট্‌কে।

আলাদিন। আর আমার থাব্‌ড়ার চোটে,
তোর গাল যাবে ফাট্‌কে।

কুহকী। শোন শোন যাদুমণি,
আমার দরকার কেলে প্রদীপখানি ;
মাটী ফাট্‌লে উলে যাবি,
কেলে প্রদীপটি এনে দিবি, বাস্।

আলাদিন। লাগাতে পারি চড় ঠাস্।

কুহকী। (মন্ত্র আওড়ান)
ভোঁ ভোঁ উল্টো গুটি, সোঁটা সুটি,
আটা কাটী, দাঁতকপাটি,
উদম চাটী, মলের মাটী,
কল্‌সী কানা, ভূতের আঁটী !
ইহুম্ উহুম্ গড়াস্ গুহুম্,
দপাস্ হুম্, হুম্‌না মাটী,
হড়াস হুম্ হড়াস হুম্,
হড় হড় হড়—হট্‌না মাটী

(মাটি ফাটিয়া গহ্বর প্রকাশ)

আলাদিন। কেয়া হুয়া, কেয়া কূয়া, ওয়া ওয়া ওয়া কেয়া হুয়া, কেয়া কুয়া, কাকুয়া কেয়া হুয়া, কেয়া কুয়া !

কুহকী। বাপ রে গট্ট গট্ট, গোলে গুলে, যাওত উলে, পাঁচ পোয়াতির গু-মুত গুলে। হড় হড় হড় গ'লে যাও, হাতের ভেটের আংটী নাও। ভিতরি যাবি, প্রদীপ নিবি বাপ ; কেলে প্রদীপ জানবি ঠিক,—ফির্‌তি বেলা আস্‌বি চলা। যব্ তক্ তোর কাম ঘটেগা, আংটী ত্থালমে লাগা ; ত্থপা ত্থপ্ উঠবে দানা, সব ঠিকানা কহা দিয়া বোলে,চল্ চল্—চল্‌বে উলে।

আলাদিন। আমায় কচি খোকা পেলে, শালার বেটা শালে !

কুহকী। ল্যাড়খা রে !—(যাদু-দণ্ড পরিচালন)

আলাদিন। চল্‌বে শালে, হাম যাতা হায় উলে।

(মন্ত্রমুগ্ধ আলাদিনের গহ্বর-মধ্যে প্রবেশ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গহ্বর-অভ্যন্তর।

(আলাদিনের প্রবেশ এবং চতুর্দ্দিকে সজ্জিত মণি-মুক্তা রত্নাদি দর্শনে ফল ভ্রমে আনন্দ প্রকাশ)

আলাদিন।— (নৃত্য-গীত)

বাহাবা বড়িয়া ক্যা কুয়ারে,
বাহবা বড়িয়া ক্যা কুয়া !
চমকে হে চারি তরফ, হো হো হো হোইয়া।
খড়িয়া খড়িয়া ক্যা কুয়ারে,
খড়িয়া খড়িয়া ক্যা কুয়া !
বেকুব শালা আগাড়ি কাহে না বোলা,
তব্ কি ল্যাড়খা বাৎ হাম শুনতা ?
শালা, নেলা গেলা, হাবে দাড়িয়া— ক্যা কুয়ারে,
আরে দাড়িয়া ক্যা কুয়া !
(চারিদিক দেখিতে দেখিতে)
কেয়া তোফা খোবানি আঙ্গুরদানা,
মুটো ভোরা হায় বেদানা,
মসলা গরম বাতাস নরম, আয় সব আয়
ছাতিমে চড়িয়ারে।
ডালিম গাছ, ইলিস মাছ হুস্ হাস্ গুন গান্—
কেয়া খুসী বুলবুলিয়া—ক্যা কুয়ারে।

[মণিমুক্তাদি সংগ্রহ করণ

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গহ্বর-সম্মুখের জঙ্গল।

কুহকী।

কুহকী। মন্ মন্তুয়া, মন্ মন্তুয়া, মন্ মন্তুয়া রে,—
ল্যাড়খা রে !—

আলাদিন। (গহ্বর-মধ্য হইতে) শালা রে, হাম্ ফের নীচু চলা রে।

কুহকী। আও মন্তুয়া হুপ্‌হুপিয়া—

আলাদিন। (গহ্বর মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া) কিল্-কিলিয়া, কিল্‌কিলিয়া—তুলিয়া লিয়া রে।
প্রদীপ দে।

আলাদিন। আগে তুলে নে।
কুহকী। না, প্রদীপ দে।
আলাদিন। না তুলে নে।
কুহকী। তবে এই গত্তর ভেতর থাক্,
আমি বুজিয়ে দিচ্ছি ফাঁক।
(মন্ত্র আওড়ান স্বরে) ভোঁ ভোঁ ফিরতি গুটি, সোঁটা সুটি, আটা কাটি, দাঁতকপাটী, উদাম চাটী, মলের মাটী, কলসী কাণা, ভূতের আঁটি। ইহুম্ উহুম্—গড়াস গুড়ুম, দপাস দুম, দুম্না মাটী,—হড়াস্ হুম্ হড়াস হুম্ গট্ট ফিরে গট্ট, হটা মাটী।
[গহ্বরের মুখ বন্ধ হওন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গহ্বর-অভ্যন্তর।

(আলাদিন আসীন)

আলাদিন। ল্যাড়খা বোলা, বাঞ্চৎশালা জানে মা'রলো রে। হাম্ কি জান্তা, এতদূর আন্তা, গেরো ধ'রলো রে। (অঙ্গভঙ্গী করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ অঙ্গুরীয়টী আলাদিনের অজ্ঞাতে মাটীতে ঘসিয়া গেল)

(কালা জিনি ও পরীর প্রবেশ)

(গীত)

কাহে তু এত্তামে বোলায়া রে,
দোনো মেলকে থোড়া শোতে রহা।
থোড়া কুচ নেশা কিয়া, থোড়াসে জান ভালায়া,
আউর দেলকি দো একঠো বাৎ বোলতে রহা।
দেখো ভাই হাম্ দোনো উঠ্কে আয়া।

আলাদিন। হামারা পেট ফাঁপা, ওঠা বাপা,
কল্ কল্ কল্, গোঁ গোঁ গোঁ,
হাম্‌কো উঠায় লে যাও,
নাহি রহেগা, জানে মরেগা—
উঠাও, লে যাও ভোঁ ভোঁ ভোঁ।
(পুনঃ পুনঃ বলন ও অঙ্গ-ভঙ্গী)
হাম নাহি রহেঙ্গে হিঁয়া।
[আলাদিনকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া জিনির প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

আলাদিনের বাটী।

(মণিমুক্তাদি লইয়া আলাদিন ও তাহার মাতার প্রবেশ)

আলাদিন। দেখ্ মা দেখ্, কেয়া কেয়া চিজ পায়া।
আলা মাতা। তোফা, আরে কাঁহাসে পায়া ?

(গীত)

শোন্ রে মোর বাবা ধোনা, ডালিম খা না,
আগে তুড়ি।
বলিস তো চুষি আঙ্গুর, মুখ গুড়াগুড়,
ওরে আমার আঁতের নাড়ী॥
ওরে আমার ভাঙ্‌না খোলা,
পুঁচ্‌কে পোলা,
তুই তা খুব কুড়ুর কুড়ুর কুড়বি—
চাকুম চুকুম্ কুড়ি কুড়ি॥
তুই আগে খাস্ নে বাবা,
খেয়ে ফেল্‌বি থাবা থাবা,
তা হ'লে হামকো তো মিল্‌বে থোড়ি॥

আলা-মাতা। (ফল মনে করিয়া জহরত মুখে দিয়া) ওরে আমার দাঁত গিয়া !
আলাদিন। বেলকুল নেহি রহা।
আলা-মাতা। ওরে, হাম্ কেয়া কিয়া ?
আলাদিন। পাথর কাহে চিবায়া ?
আলা-মাতা। হাম্ ফেক্ দেয়।
আলাদিন। তোমকো দেগা কবর মে।
আলা-মাতা। মৎ দেও গালি।
আলাদিন। কুড়্ কুড়্ কি হাম কাটেগা, শালীর বেটী শালী।
আলা-মাতা। ওরে কেয়া থাঙ্গারে ?
আলাদিন। তাই বল না, কাহে এত্‌না দাঙ্গা কিয়া রে ; আমি এ প্রদীপ নিয়ে বাজারে বেচি গিয়ে, শীগ্‌গির বেটী নেয়ে নে—রান্না চড়াবি।
আলা-মাতা। দাঁড়া মেজে দিই। (প্রদীপ গ্রহণ করিয়া)
আনিস্ থোড়েসে নাদার ঘি,
আনিস্ দুটো শশা, আনিস্ পেয়ারা কসা ;
আনিস্ এক জোড়া বালাণ্ডা মাছুর,

আনিস্ কচু, ডাম্লা ক'র্‌বো কচুর।
আনিস্ সপ্, চাদর, তাকিয়ে,
বাবু ভেয়ে সব ব'স্‌বে গিয়ে।
আন্‌বি হুঁকো, বৈঠক, জল-চৌকি,
নেটের বা গাজের মশারি।
যদি ছুটো লঙ্কা মরিচ আন্‌তে পারিস,
তোকে চালাক ব'ল্‌বো ভারি,
আমার বড় দিল্ বাড়াবি।

(প্রদীপ ঘর্ষণ করিবামাত্র জিনির প্রবেশ)

জিনি। কুছ্‌তো নেহি হুয়া, পিয়েগা যেত্তা পিয়া।

(আলাদিনের মাতার ভয়ে মূর্চ্ছা

আলাদিন। খাবার হাম্ আন্‌নে বোলতা।
জিনি। সেলাম আলেকম্, হ ম্ আবি চল্‌তা।

[প্রস্থান।

আলাদিন। আরে তু উঠনা, মেড়িয়া টুটুনা—
কাহে জবরদস্তি কিয়া ছুটো ঠোঁটে ?
(জিনির পুনঃ প্রবেশ ও খাদ্যাদি রাখিয়া প্রস্থান)
তৈয়ারি খানা, উঠ্‌কে খা না,
কিছু তো শুনবে না কালা মোটে।
আলা-মাতা। (মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া) আরে হাম্‌কো দেনা, কাঁহা খানা ?
আলাদিন। মা ! তুই ও ঘরে গিয়ে খা,
আমি এগুলো বাজারে নিয়ে যাই,
দেখি যদি বেচে কিছু পাই।

[মণি-মুক্তাদি লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

(আলাদিন ও ইহুদির প্রবেশ)

ইহুদি। স্বগত) ইয়ো তো জহরৎ হ্যায়, দেখে, ঠক্‌লানে সেকে তো বড় বক্ত্। (প্রকাশ্যে) বেচোগে ?
আলাদিন। দো তাকা।
ইহুদি। নেহি, এক। (স্বগত) তব্‌হি হোতা ধোঁকা। আচ্ছা, লে লে এক।

আলাদিন। ক্যায়সা মাল দেখ।
ইহুদি। লে, লে, চলা যা—(টাকা দেওন) সওদা আজ ক্যায়সা হুয়া ?

(গীত)

দেল্ কি চাওন নেহি চিনে,
ক্যায়সে উঠারে এ দুনিয়া দারি।
উসিকো বেকুব মানা,
চীজকো নেহি পয়চানা, ক্যা গুনাগারি॥
কই কুছ নেসা পিয়া, রেণ্ডী কো জান দিয়া,
ঘুমে হে ফরাক্‌কামে,
জুদা কুছ্ কাম হামারি॥

[প্রস্থান।

(স্নান করিবার বেশে বাদ্‌সা-কন্যা ও সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ। (গীত)

জান্‌সে আঙ্গ্ ঢুলাবো হেলা খেলা জলমে।
ঢুলু ঢুলু চাহেগা, কব্‌বি নাহেগা,
ঘোম্‌টা টান রহি ছলমে॥
উঠেগা ফের পড়েগা,
আড়িয়া আঙ্গ্ জোড়েগা,
আঁচোরা গির পড়েগা,
ফের পড়েগা পলমে॥

[বাদ্‌সা-কন্যা ও সখিগণের প্রস্থান।

আলাদিন। যা থাকে কপালে,
যদি উল্‌তে হয় পেঁড়োর খালে তাও স্বীকার,—
তবু বেটীকে বে ক'র্‌বই ক'র্‌বো !
না পারি তো দাঁত মেলিয়ে মর্‌বই মর্‌বো।
আহা ! ও যদি বলে—ধর্‌বোই ধর্‌বো !

(আলাদিনের মাতার প্রবেশ)

মা ! তুই জলদি ক'রে বাড়ী যা,
ওই বাদ্‌সা-বেটীকো হাম করেগা বিয়া।
আমার মাথার কিরে,
নিয়ে ভালা ভালা হীরে,
বাদ্‌সাকে নজর লাগা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

বাদসাহ, উজীর, পারিষদগণ এবং আলাদিনের মাতা।

বাদসাহ। উজীর! তোমার ল্যাড়খাকে লে আও,
আজ হামারা বেটীকো সাদি দেগা,
আইবুড়ো আর নেই রাখে গা।

উজীর। বাঃ—বাঃ—বাঃ!

বাদসাহ। তোম কাহে দরবার মে খাড়া রহেতা?

আলা-মাতা। কুছ মৎলব মে আতা যাতা।
দেখ্‌ছো আমার টেনা পরা,
আমার মুক্তো আছে বাইশ সরা,
এক একটা যেন পায়রার ডিম।
হীরে আছে দুশো হাঁড়ি,
আর চুণী বত্রিশ কাঁড়ি,
তার কাছে তোমার গায়ে যা জহরত আছে,
দেখ্‌ছি ক'রবে টিম্‌টিম্!
আমার ল্যাড়কা দে'খে নাও,—
যদি বেটীর বে দাও, তো সবগুলি পাও,
এখন নাও বল, চ'লে যাব কি থাক্‌বো?
তোমার বেটীকে খুব যত্ন ক'রে রাখ্‌বো।

সকলে। বাউরা হ্যায়, বাউরা হ্যায়।

আলা-মাতা। ও মা, এ কি দায়!
যদি কেউ দেখ্‌তে চায়, তো দেখাতে পারি।
আমার ভারী দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি।
এই নমুনা নাও। (রত্নাদি প্রদান)

বাদসাহ। আরে জল্‌দী জল্‌দী যাও, আরে লেয়াও লেয়াও লেয়াও। বেটীকো সাদি দেগা, যেত্তা হ্যায়—হাম সব লেগা।

আলা-মাতা। এতো ঠিক বাত।

বাদসাহ। আরে হাঁ, হাঁ, হাঁ, তোম জহরৎ লেয়াও সাথ।

আলা-মাতা। বস্—কিস্তিমাৎ। [প্রস্থান।

উজীর। বাদসানন্দ, শুনে জ'নাবের বাত,—
আমার ভাঙ্‌লো আঁত।
বাত থা—বেটীকো বে' দেগা
হামারা ল্যাড়কা কা সাথ;
হায় হায় আমার বক্ষে হলো বজ্রাঘাত!

বাদসাহ। ঘাবড়াও মৎ,—
সাদি দেগা তোমারা লেড়কাকো সাথ,
(স্বগত) জহরৎ লেকে নিকাল দেগা, মারকে লাথ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কলুর দোকান-সম্মুখস্থ পথ

দোকানে কলু উপবিষ্ট।

(আলাদিনের মাতার প্রবেশ)

আলা-মাতা। (গীত)

বেলা যায় সন্ধ্যা হ'লো,
তেল-পলা দে কলুর পোলা।
বেটা কা সাদি দেগা,—
রাজা কা বে'ন বনে গা,
তেল কভি তুই দিস্ নে ঘোলা॥
এৎনা বড়া মস্ত দানা,
কেৎনা দিয়া সোণা-দানা,
কুছ্ তার নেই ঠিকানা;
ঝুট্ না কহে সাচ্ তো বোলা॥
নজর দিয়া কেয়া কেয়া—

(অঙ্গভঙ্গী করিয়া সুরে নানাবিধ দ্রব্যের নামকরণ)

হীরামতি খেজুর আঁতি,
দেখ্ কে রাজা পছন্দ কিয়া,
বোলা হ্যায় দেগা বিয়া
আজো রাজার ঝয়তা নোলা॥

কলু।— লাগাস্‌নে লট্ খটী,
তেল লিবিতো লে বেটি;
চেয়ে ওই দেখ পেছনে,
আসতেছে গন্‌গনে;
উজীরের সখের ছেলে,
মারবে ঝাঁটা তোর কপালে।

(সমারোহ করিয়া বরবেশী উজীর-পুত্র এবং
বরযাত্রীগণের প্রবেশ)

আলাদিন। (প্রবেশ করিয়া) ওরে মারে –ভাই রে—মরমে
হামতো ম'রে যাই রে!

আলা-মাতা। গালে হাত দে ভাবছি বেটা তাই রে!—
(বসিয়া পড়িল)

বরযাত্রীগণ। (আলাদিনের মাতাকে ভঙ্গিসহ উপহাস
করিয়া)

এত্তা তো নজর দিয়া,
কি হলো—ফাঁক্‌মে গিয়া!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

আলাদিনের বাটী

(আলাদিনের অঙ্গুরীয় ঘর্ষণ ও জিনির প্রবেশ)

জিনি। (গীত)

হর ঘড়ী বোলাতে আপনি।
নেই খানা পিনা কিয়া নিদ গিয়া জানি॥
রাৎকো ঘুরে, দিন্‌কো নিদ্‌মে গিরে,
কভি মুখ্ পর নেহি করে মেহেরবাণী॥

আলাদিন। (গীত)

হামকোবি উসি মাফিক্ কপাল ভাঙ্গা।
তোম্ জল্‌দি হাতমে লেও হাঁতাল ঠেঙ্গা॥
কেয়া, কেয়া কিয়া জহরৎ দিয়া,
হামকো সাদি দেগা—এ বাত হুয়া;
কাঁহা কা উজীর পোলা, আয়া শালা,
মেরা বক্‌তে লাগায় দিয়া চাঁপা কলা;
আবি নেশামে পড়া হ্যায় উল্‌টে ঘোড়া॥

(জিনির প্রতি) জলদি বাবা দৌড় যাও,
শালাশালীকো এধার লে আও।

জিনি। তোম থোড়া চুপকে বৈঠা রও। [জিনির প্রস্থান।

নেপথ্যে আলাদিনের মাতা।—
আরে ফাঁকি দিয়া,—শুনে যাও!

আলাদিন। চুপ রে বেটি, বৈঠা রও।

(বরবেশী উজীর-পুত্র ও বাদসা-কন্যাকে লইয়া
জিনির পুনঃ প্রবেশ)

লে আয়া,—আচ্ছা কিয়া,
কি বাৎ আর বোলবো তোরে।
ব্যাটাকে নে যা ধ'রে পগার পারে,
দড়া-দড়ী বেঁধে জোরে।
[উজীর-পুত্রকে লইয়া জিনির প্রস্থান।

(বাদসা-কন্যার প্রতি)
জানি,—তু মেহেরবানী কর জেরা!
দোসরা কো করকে সাদি,
হাম্‌কো কাহে জানে মারা?

বাদসা-কন্যা। ছোড় দেও হাম্‌কো তুমি,
হামার তো দোসরা স্বামী,
নই আমি শামী বামী—
জবরদস্তী কাহে করা?
ছেড়ে দাও, হাম চ'লে যায়,
বেহায়া, কেয়া বাৎ হ্যায়,—
কি জন্য তোম হাত ধর?

আলাদিন। Because তোমার জন্যে যাতা হ্যায় মারা।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উজীরের কক্ষ

উজীর ও উজীর-পুত্র।

উজীর-পুত্র। বাপ্ বাপ্—খেয়ে তুড়ি লাফ,
দুপ্ দাপ্ গাঙ পেরিয়ে পড়ি,
আমার গলায় দড়ী,
রোজ রাত্তিরে খাট সুদ্ধ উড়ি,
ভেবে ভেবে পেটে হলো ছড়ি,
দিয়ে পাঁচটা কাণা কড়ি,
বাদ্‌সাকন্যাকে বেচে আসি।

উজীর। আরে কি রে, কি রে, কি রে?

উজীর-পুত্র। আমার দফা দিয়েছে সেরে,
বে ক'রে পড়েছি বিষম ফেরে,
রোজ রাত্তিরে আমায় জিনিতে ঘেরে।

উজীর। আরে সে কিরে—সে কি রে ?

উজীর পুত্র। আর সে কি রে, উধাও ওড়ালে,
কান ধ'রে আমায় তাড়ালে,
ঠায় সারা-রাত এক টেরে,—
পড়েছি গেরোর ফেরে,
বাদ্‌সার মেয়ে বে ক'রে।

(বাদসাহের প্রবেশ।

বাদসাহ। আরে কেয়া হ্যায়,

উজীর-পুত্র। কেয়া হ্যায়, কি আর হ্যায়,
রোজ রাত্তিরে নিয়ে যায়—
তোমার মেয়ে সমেত,—
তার পর কি হয় তার
তার ঠেঙে বোঝ কইফেৎ।
আমি ব্যাটা কেঁড়ুয়া কেঁড়ুয়া হ'য়ে
এক কোণে প'ড়ে থাকি।

উজীর। তোরে জিনিতে নে যায় না কি ?

উজীর-পুত্র। না কি ?—রোজ রেতে বাপ্ বাপ্ ডাকি।
বাবা যেন হুমো পাখী,
রাতদুপুরে আস্‌মান দে আনা-গোনা।

(আলাদিনের মাতার প্রবেশ)

আলা-মাতা। নে যাবে না ?
এত্তা দিয়া সোণা দানা, ফেরাবি কারখানা,
হামরা ল্যাড়কার সাথে সাদি দিলে না !

বাদসাহ। উজীর !—কি করি ?

উজীর। আমি তোসরি,—
যে ব্যাপার শুন্‌চি, খামোকা কেন জিনির হাতে মরি ?

উজীর-পুত্র। বাবা ! তোমার পায়ে ধরি,
তুমি দাও শলা,—
বাদ্‌সার মেয়ে বে করুক আর এক শালা।
যে উড়তে চায়,
যার এসে যাবে না জিনির ঠোনায়,
যার কড়া জান বেজায়।

উজীর। জাঁহাপনা !
এ মাগীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি ভাল দেখায় না,
আরও কিছু নিয়ে নিন মাল খাজ্‌না ;
ওর ব্যাটার সঙ্গে মেয়ের নিকে দিন,
জিনির উপদ্রব তো ভাল না !

বাদসাহ। কি মাল খাজনা নেব বল' না—বল' না ?

উজীর। ওরে মাগী, তোর কপাল জোর,
লে আও আউর নজর।

বাদসাহ। হীরে আন এক ঘর,
আর ছত্রিশ গাড়ী আন সাঁচ্চা জহর ;
সোণা পারিস যত তাল,—
আর খাঁটি রূপো কেবল ঢাল।

আলা-মাতা। হাম্ তো ওহি চাহাতা,
দেও সাদি—আবি যাতা।

বাদসাহ। আও।

উজীর। (পুত্রের প্রতি) বাবা মেরা, যাও।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

আলাদিনের বাটীর সম্মুখ।

(কুহকী ও দাসীর প্রবেশ)

কুহকী। কোন দিকেই কসুর নাই,
হ'য়েছেন বাদ্‌সার জামাই।
ল্যাড়খা রে !—
তোর কিছু হয়নি ধোঁকা,
আমায় তুই পেলি বোকা ?
আমার গুষ্টীর ছ্যাড়খা রে !
তোরে আমি সাবাস বাতাই,
তোর তো আচ্ছা সাফাই ;
কল্লে উজীর-পোলা বাপাই বাপাই,
বাদ্‌সার জামাই হয়েছো তাই,
প্রদাপ পেয়ে ল্যাড়খা রে,
আমার গুষ্টীর ছ্যাড়খা রে,
ল্যাড়খা রে—
তোর বাবা মোর শালা মর্ গিয়া রে।

(গীত)

টুটা ফুটা প্রদীপ বদ্‌লে লে রে,
ছোঁচা বোঁচা মুচ্‌নী মাগীর বে রে,
ফেলে খেলে লে বদ্‌লে লে,
গুঁচ্‌লামুখীটে রে!
টুটা ফেলে গোটা মেলে,
আও আও আও আও, লেও লেও লেও লেও লে রে ॥

দাসী।— (গীত)

মিন্‌সে মজার কথা তুলেছে।
টুটা ফেলে গোটা মেলে,
তোর ভোজকানিতে ভোলে কে?
মেরি জান নয়ন বাঁকা,
কথা কন আঁকা বাঁকা,
নাড়ি নে ঘুরিয়ে শাঁকা
তোর মুখেতে মুলে রে ॥

কুহকী। দেখা টোটা, পাবি গোটা,
পরখ্ ক'রে দেখ না এখন।
দাসী। ম'রে যাই সকের বুড়ো,
ন্যাকামো কি যেমন তেমন!
কুহকী। দেখা না?
দাসী। আমি তো ন্যাকা না।
কুহকী। ছুঁড়ী তো ফচকে ভারি।
দাসী। ম'চকে এত জারি।
কুহকী। দোহাই খোদার, দেখা লো—দেখা লো?
দাসী। আ মোলো—আ মোলো!
কুহকী। দেখ্ প্রদীপ নয়—ধুচুনি কুলো,
মুখটি হুলো, আঁতে মোশের মাতি ধরে;
তোতে মোর মন মজেছে,
নইলে দিতে চাই কি যারে তারে।
দাসী। তবে দাঁড়া। [দাসীর প্রস্থান
কুহকী। আমি আছি খাড়া,—
দেখাবো তোর সোণা রূপো
দেখাবো তোর বাড়ী নাড়া।
দাসী। (প্রবেশান্তর) আজকে মোর কপাল ফিরেছে।
[প্রদীপ বদলাইয়া প্রস্থান
কুহকী। তোর উপরও আছি এঁচে।

(প্রদীপ ঘর্ষণ ও জিনির প্রবেশ)

জিনি।— (গীত)

উঠাতা বহুত খবরদারি।
হুজুর মে হাজির হোঁ মেরা দম্ ছুটতে ভারি ॥
থোড়া কুচ সুস্থ হুয়া, নেশা হাম্ নাহি পিয়া,
কেয়া জানে ক্যায়সে বেমারি ॥

কুহকী। এ হাবেলি উঠায়কে রাখ্‌বি
কাফ্রির দেশে গে। [প্রস্থান
জিনি। মায় চাল্‌তা হ্যায়, নেহি কিয়া গুণাগারি।
[বাড়ী উঠাইয়া লইয়া জিনির প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

(আলাদিনের প্রবেশ)

আলাদিন। আর কোথায় যাব,
বাদ্‌সা-কন্যার বাড়ী কোথায় পাব?
এই জলে ঝাঁপ দিয়ে
গোটা তুই খাবি খাবো,
বল না, আর কোথায় যাব?
মরি—জলে ডুবেই মরি,
কি উপায় আছে, কি করি?
বাদ্‌সার কাছে দু'মাস মেয়াদ নিয়েছি।
মেয়াদ তো আজ ফুরুলো,
আমারও দিন গুড়ুলো;
এই দেখ না,—
বাদ্‌সা দেখ্‌তে পেলে নেবে গর্দ্দানা,
কিছুতে ঠিকানা হলো না।
বল্‌বে—"আর ছাড়িসনি, ব্যাটা যাদুকর,
দু'শালায় চেপে ধর, আর মার কোপ!"
কাজ কি জবরদস্তী, কাজ কি কুস্তি,
সুস্থি হয়ে জলে গিয়ে শুই।
আঃ—পেলুম আচ্ছা ঘা,
আর গায়ে লাগবে না হাওয়া,
আর দেখ্‌বো না চাঁদ-সূয্যির রোশ্‌নাই,
জলে ডুবে খাবি খাই।

(অঙ্গুরীয় ঘর্ষণ করিয়া)
আরে আরে তোম আও তো ভাই,
তোম আও তো ভাই !—

(জিনির প্রবেশ)

জিনি। (গীত)

নেই খাতির লেতা ক্যায়সা দোস্তি।
কুছ্ ক্বের পড়া নেই হুয়া সুস্তি॥
নিদ আয় জেরা ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্,
তোম মাচায়া ধুম,
উঠকে চলা ম্যয় হুম্ হুম্ হুম্,
নেশে মে জানি হায় মস্তি॥

আলাদিন। মোকান মেরে কাঁহা গিয়া ?
জিনি। কাফের শালা উড়ায় দিয়া।
আলাদিন। তোম সব লেতে আও।
জিনি। হাম্‌সে নেহি বনেগা,—
তোম দোসরা কাম বাতাও।
আলাদিন। কাহে সুস্তি ?
জিনি। আবে মৎ কর জবরদস্তী।
ওস্কা সাৎ হ্যায় জিনি বড়া মস্তি, লাগেগা কুস্তি,
হাম শেকেগা নেই, তোম্‌কো বাতাই ;
কই ফিকিরসে ওই চেরাকঠো লে লেও,—
তব যেত্তা দেও তোমরা হো যাগা ;
তোম্‌কো জানেগা,
তোম্‌কো মানেগা,
ও কাফেরকা নেই বাত শুনেগা।
তোমকো হাম লে যাতা,
যাহা তোম্‌রা মোকান্‌কা মিলেগা পাত্তা।
আলাদিন। তবে লে চল।
জিনি। আরে এ বাৎ বোলো।

[আলাদিনকে পৃষ্ঠে লইয়া জিনির প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

স্থানান্তরে আলাদিনের বাটী।

(বাদসা কন্যা ও আলাদিনের প্রবেশ)

বাদসা-কন্যা। বলি, বল কি ?
আলাদিন। শুনে যা নেকি,
শুনেছিস্ তো আংটী ঘ'সে,
হাম্‌দো মাম্‌দো উঠলো ঠেসে,
এল এক দিক্ ধেড়েঙ্গা,
বল্লে 'হাম লে যাঙ্গা'।
এই না তার কাঁধে চেপে,
এলেম সাগর মেপে,
সাম্‌নে বালীর তুফান,
লাগলো প্রাণে হাঁপান,
তার পরে পেলেম মোকান।
এখন বল দেখি কি করি উপায় ?
যাতে বেটা যায় গোল্লায়।
বাদসা-কন্যা। (স্বগত) করি সব দিক্ বজায়।
(প্রকাশ্যে) ব্যাটা এই সময় সরাপ খায়।
আলাদিন। দিগে যা যত চায়,
তার পর পায় পায় আমায় এসে খবর দিবি,
পিদীপটে কোথায় রাখে।
ব'লে দিই তোর,—
বাড়ী ওড়াব পিদীপের জোরে।
খপ ক'রে পিদীপটা হাত ক'র্‌বি,
আর না পারিস্,—
আমিও মর্‌বো তুইও মর্‌বি ;
আর যদি পারিস্,—
তা হ'লে ছিঁড়ি শালার দাড়ি ক'টা,
আর লাথি মারি গোটা গোটা,
আর লেলিয়ে দিই জিনি ক'টা,
রোজ লাগায় বিশ সোঁটা।
বাদসা-কন্যা। তবে আমি যাই।

[বাদসা-কন্যার প্রস্থান।

আলাদিন। আমি দাঁড়াই, শালাকে একবার পাই—
তো আচ্ছা বাগাই,
খেতে দিই উনুনের ছাই,
তবে—নাই-খাই।

(বাদ্‌সা-কন্যার পুনঃ প্রবেশ)

বাদ্‌সা-কন্যা। এখন নেশা খুব ধ'রেছে,—
আলাদিন। এইবার শালা মরেছে।
খুলে দে দোর,—
বুঝ্‌বো বুজরুকি তোর।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

দর-দালান।

কুহকীকে বন্ধন করিয়া জিনিদ্বয় ও পরীগণ।

(সকলের নৃত্য-গীত)

মুচকি হাসকে চল, ঘুঙরা রুণু ঝুণু বোলে।
আঁখিয়া ঢুলু ঢুলু, তারা রা অঙ্গ ঢুলে॥
পিয়ালা ভর তোমারি,
দেল্‌মে চেক্‌না ভারি,
সামারো, মৎ গিরো ভাই—
কমিনা এ জমিনা দোলে॥

যবনিকা

বিজ্ঞান-প্রবন্ধ।
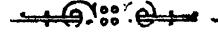
গ্রহফল।

['কুসুমমালা' মাসিক পত্রিকায় (১২৯১) প্রথম প্রকাশিত]

বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর এইরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, একের সাহায্য ভিন্ন অন্যের উন্নতি হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক-যুক্তি সহকারে শিল্পী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন ও শিল্পীর যন্ত্র লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়ম চর্চ্চা করিবেন। যখন কোন বিষয়ে কোন সত্য আবিষ্কার হয়, তখন যে কেবল সেই বিষয়েরই উন্নতি লাভ হয়, এমন নহে, সকল তত্ত্বই নব-আলোকে নূতন দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় এবং যন্ত্রিগণও তৎসাহায্যে নানাবিধ যন্ত্র সৃষ্টি করেন। আলোক লইয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব করিতে লাগিলেন, সূর্য্যালোকে ইন্দ্রধনুর চিত্র লইলেন, শ্বেতবর্ণ সপ্তবর্ণে বিভক্ত করিলেন এবং অনুসন্ধানে আলোক সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম স্থাপিত হইল।

ঐ নিয়মাবলী লইয়া যন্ত্রী বর্ণ-নির্ণয় যন্ত্র * (Spectoro Scope) নামক এক অদ্ভুত যন্ত্র সৃষ্টি করিলেন। রসায়নবিৎ আহ্লাদে ঐ যন্ত্র লইয়া নানাবিধ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে নিয়মে কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব স্থির করিতেন, তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি জন্মাইত না; কখন বা ভ্রান্তির কারণ হইত; যথা—লবণক (Sodium) নামক ধাতু সর্ব্বত্র রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নিস্পর্শে পীত বর্ণের আবির্ভাব হয়।

রসায়ন শাস্ত্রকার, সকল বস্তুতেই পীত শিখা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু কি কারণ সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। এক প্রকার মোটামুটি নির্দ্ধারিত করিলেন, বায়ুর অন্তর্গত সলিলই ইহার কারণ। নবযন্ত্র এই ভ্রান্তি বিনাশ করিল। ইহাতে সপ্তবর্ণ পৃথক্ পৃথক্ দেখিবার সুবিধা আছে, অতএব যে বস্তু অগ্নিস্পর্শে যে আলোক প্রদান করে, সেই বস্তু অল্প পরিমাণে অন্য বস্তুর সহিত মিলিত থাকিলেও এই নূতন যন্ত্র তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করে, যথা—এক গ্রেণের একের ১৮,০০,০০,০০০ সোডা (soda) অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হইবে। এইরূপে রসায়ন-বিদ্যার উন্নতি হইল ও নব নব ধাতুরও আবিষ্কার হইতে লাগিল। জ্যোতির্ব্বিদ ভাবিলেন,—আলোক দেখিয়া দ্রব্য নির্ণয় হয়, সূর্য্যালোক দেখিয়া সূর্য্যের পদার্থ নির্ণয় হইবে না কেন? বর্ণ নির্ণয় দূর-বীক্ষণের প্রধান সহকারী করিয়া সূর্য্যশরীরে লৌহ, লবণক (sodium), সুবঙ্গ (magnesium), উদজন (hydrogen) প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিলেন। ক্রমে প্রায় ষোলটী ধাতুর লক্ষণ প্রতীয়মান হইল। অন্যান্য গ্রহ তারা নক্ষত্র প্রভৃতি সূর্য্যের ন্যায় নানাবিধ পার্থিব বস্তুর পরিচয় দিতে লাগিল। অনুসন্ধানে ক্রমে ক্রমে গ্রহাদির জল-বায়ুর অবস্থা অবগত হইবার চেষ্টা পাইলেন। গ্রহ হইতে সূর্য্যালোক প্রতি-ফলিত হইয়া আসে, কিন্তু চন্দ্র ও শুক্র হইতে প্রতিফলিত রশ্মি যেরূপ আদি সূর্য্যরশ্মির সমস্ত লক্ষণে ভূষিত, বৃহস্পতি, শনি বা মঙ্গল হইতে সেরূপ দেখা যায় না, ইহাতে প্রমাণ করে যে, চন্দ্র ও শুক্রে বায়ু নাই, বায়ু থাকিলে কতকগুলি বর্ণ লয়প্রাপ্ত হইত। পণ্ডিতবর হিল-গিন্স সাহেব ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে একটী তারা চন্দ্রের মণ্ডলে ঢাকা পড়িতে দেখেন; চন্দ্রে যদি বায়ু থাকিত, উক্ত তারা অস্তমিত হইলেও তাহার আলোক দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব; যথা, সূর্য্য অস্তগত হইলেও তাহার আলোক নয়নগোচর হয়। ঐ তারার সমস্ত আলোক একেবারে তিরোহিত হইতে দেখেন, কিন্তু বায়ু থাকিলে প্রথমে রক্তবর্ণ রশ্মি লয় হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্যান্য রশ্মি বিলুপ্ত হইত। আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি যে,

* যন্ত্রটি আমরা এ নামে উল্লেখ করিলাম।

লাপ্লাসের প্রসিদ্ধ মতে চন্দ্র শীতল পদার্থ। চন্দ্রে বায়ুস্রোত দৃষ্ট না হওয়াতে উক্ত মতের সম্পূর্ণ পোষকতা হয়, শুক্র সম্বন্ধে ঐ রূপ। কিন্তু শনি ও বৃহস্পতি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন, যে বেগবান্ বায়ু সর্ব্বদাই বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বর্ণ নির্ণয় যন্ত্র কতকগুলি বর্ণের লোপ হইতে দেখে, উহাতে তাঁহারা উক্ত গ্রহদ্বয়ের আভ্যন্তরিক উষ্ণতা প্রমাণ করেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রতি গ্রহই ধরণী-বক্ষে আলোক নিক্ষেপ করে এবং যদি রসায়নমতে ভিন্ন আলোকের ভিন্ন গুণ হয়; যথা—রক্তবর্ণ আলোকের অপেক্ষাকৃত উষ্ণতা এবং নীলবর্ণের শীতলতা ও রাসায়নিক শক্তির প্রাখর্য্য, তাহা হইলে ধরণীবক্ষে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত কল্পনা করা যায়। জীবতত্ত্বে শুনিতে পাই যে, জীবনশক্তি বিষয়ে মানব সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কেবলমাত্র বলিতে পারেন যে আলোক, উষ্ণতা আর্দ্রতায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালিত হইয়া জীবকার্য্য সম্পাদিত হয়। এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের এরূপসম্বন্ধ যে কোন অঙ্গে কোন পরিবর্ত্তন হইলে সমস্ত শরীর ভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়। জীব দেহে যে সকল ভৌতিক পদার্থ দেখা যায়, জড় শরীরে তাহা বর্ত্তমান আছে। পিতামাতা হইতে জীব যে দেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা পূর্ণ নহে, বাহ্যিক বস্তু দ্বারা পূর্ণ হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় মাত্র। ভৌতিক পদার্থ সকলের মধ্যে অষ্টাদশ বা উনবিংশতিটী মাত্র চেতন শরীর নির্ম্মাণ করে এবং তন্মধ্যে কতকগুলি অতীব স্বল্প পরিমাণে অবস্থান করিয়া বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। ভৌতিক পদার্থ প্রাকৃতিক নিয়মে অন্য ভৌতিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করে, প্রায় কোনটী অমিলিত অবস্থান পাওয়া যায় না এবং দুই পদার্থ মিলিত হইয়া তৃতীয় পদার্থ আকর্ষণ করে; কখন বা একটী পরিত্যাগ করিয়া অপরের সহিত মিলিত হয়। এই সংযোগ-বিয়োগের কারণ উত্তাপ; যথা ক্ষারক (potassum) অল্প উত্তাপে অম্লজনের (oxygen) সহিত মিলিত হয়। অম্লজন প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য সকল দ্রব্যের বিয়োগ করে, কিন্তু অধিকতর উষ্ণ হইলে লৌহের সহিত এতাদৃশ সম্বন্ধ হয় যে, একেবার অম্লজন পরিত্যাগ করে। পারদের সহিত অম্লজনের ভিন্ন উত্তাপে ভিন্ন সম্বন্ধ। এই উত্তাপ জনিত রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ জীবনকার্য্যের একটী প্রধান মূল। আলোকের উপরও জীবদেহের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ণয় করে। জীবতত্ত্ববিৎ এডোয়ার্ড সাহেব দেখিয়াছেন যে, ভেকশাবককে আলোক বঞ্চিত করিলে পুচ্ছ খসিয়া ভেক হয় না ও স্থলবিহারী হইতে পারে না। মনুষ্যও গুহা বা তমোময় স্থানে জন্মিলে কদাকার ও পীড়াযুক্ত হয়, অতএব আলোকও জীবনবৃক্ষের আর একটী মূল। রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগ কার্য্যে তাড়িৎ আর একটী সহকারী। বায়ুব্যাপী তাড়িতের উপর দৈহিক বর্দ্ধন নির্ভর করে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে তাড়িতোৎপাত হওয়ায় অধিকাংশ পক্ষি-ডিম্বই নষ্ট হইয়াছিল। উত্তাপের আর্দ্রতা, আকর্ষণশক্তিতে বায়ুস্থিত তাড়িতের অবস্থাভেদ হয়; ঐ আকর্ষণই মেঘমালা, ঝঞ্ঝাবাত ও তাড়িৎবিস্ফারণের কারণ। তাড়িত বিস্ফারণ, আলোকোৎপাদন ও তেজোস্ফুরণ সূর্য্যের কার্য্য, অতএব জীবদেহে রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগের প্রধান অধিকারী। চন্দ্রেরও আর্দ্রতাপরিচালন-শক্তি স্বীকার করিলে, তাহাকে জীবনকার্য্য সম্পাদনে অংশী স্বীকার করিতে হয়। বৃহস্পতি ও শনি হইতে উত্তাপ ও আলোক আইসে, তবে তাহাদের দৈহিক রসায়নে কি নিমিত্ত আংশিক আধিপত্য নাই? বৃহস্পতি হইতে সূর্য্যের প্রতিফলিত জ্যোতিও স্বীয় জ্যোতি আইসে, ঐ মিলিত জ্যোতির যদি কিছু কার্য্য থাকে, সে কার্য্য চন্দ্র ও রবির কার্য্য হইতে ভিন্ন হওয়া সম্ভব।

হকুস্লে ও ওয়েন সাহেবের কল্পনা-মত শনি, তাহার মাইমাস নামক পারিপার্শ্বিকের সূর্য্যস্বরূপ এবং শনি-উত্তাপবর্দ্ধিত জীব সকল রবি-তাপিত জীব হইতে ভিন্ন। শনি বৃহস্পতি অপেক্ষা সূর্য্য হইতে দূরে অবস্থান করে, এ নিমিত্ত বৃহস্পতি আলোকের ন্যায় মিলিত-আলোক হইলেও ভিন্নগুণসম্পন্ন হওয়া সম্ভব। চন্দ্রের ন্যায় শুক্রের কেবল প্রতিফলিত আলোক; অতএব শুক্র কতক পরিমাণে চন্দ্রগুণসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। মঙ্গলে নবযন্ত্র দ্বারায় কতক রশ্মি লয় হইতে দেখা যায়। অন্ধকার অংশে সকল রশ্মিই লয় হয়, এ নিমিত্ত লোহিত পদার্থ নির্ম্মিত এই ক্ষুদ্র গ্রহজ্যোতি অপরাপর গ্রহজ্যোতি হইতে ভিন্ন-শক্তি সম্পন্ন স্বীকার করিতে হইবে। বুধ কখনও বা অতি উষ্ণ কখন বা অতি শীতল ভাবাপন্ন হয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা উহা প্রাণিশূন্য বলিয়া নির্ণয় করেন। যখন পৃথিবী হইতে উভয় ভাবই অনুমিত হয়, তখন উভয়

পৃথিবীতে কার্য্য হইতেছে ধারণা করা যাইতে পারে, যদিচ ইহারও প্রতিফলিত জ্যোতিঃ তথাপি ক্ষুদ্র আকার ও সূর্য্যের নৈকট্যবশতঃ শক্তির ভিন্নতা সম্ভব।

এই সম্ভাবিত শক্তিকল্পনাই ফলিত জ্যোতিষের আদি। যুক্তি যে শাস্ত্রের সহায়তা করে, তাহার আলোচনা নিষ্ফল বলা যাইতে পারে না। ফলিত জ্যোতিষ কি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতের বিরোধী 'জ্যোতিষ প্রকাশ' আলোচনা করিয়া দেখি এখানি আধুনিক পুস্তক। পুস্তকখানি পাঠ করিলেই অনুমান হয়, গ্রন্থকর্ত্তা অতি শ্রমসহকারে রচনা করিয়াছেন। মতগুলি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত বটে, কিন্তু প্রত্যেক পংক্তিই উচ্চ-রুচি-সম্পন্ন চিন্তাশীল মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'জ্যোতিষ প্রকাশ' উল্লিখিত শারীর-বিধান তত্ত্ব অনুযায়ী হইয়া বলেন, আর্দ্রতা ও উষ্ণতা সহযোগে জীবদেহ চলিতেছে এবং জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণের মতের বিরোধী হইয়া গ্রহদিগকে নিম্নলিখিত শক্তি প্রদান করে, যথা—

সূর্য্যে উষ্ণতা ও তাহার বিকার শুষ্কতা।

চন্দ্রের প্রধানতঃ আর্দ্রতা ও বিকারে শীলতা।

মঙ্গলে প্রধানতঃ শুষ্কতা ও উষ্ণতা।

বুধে প্রধানতঃ আর্দ্রতা ও বিকারে শুষ্কতা।

বৃহস্পতিতে পরিমিত আর্দ্রতা ও উষ্ণতা।

শুক্রে প্রধানতঃ আর্দ্রতা ও উষ্ণতা।

শনিতে প্রধানতঃ শীতলতা ও শুষ্কতা।

গ্রহগণের শক্তি অনুসারে দেখিতে পাই যে, জীবদেহ সম্বন্ধে প্রায় সকলগুলিই অবস্থাভেদে অনুকূল বা প্রতিকূল; যথা, সূর্য্য তেজদ্বারা রক্ষা করে এবং শুষ্ক করিয়া নাশ করে। এই নিমিত্ত গ্রহগণ ব্যক্তির অবস্থাভেদে শুভাশুভ। জাতকের জন্মস্থান ও তৎসাময়িক বায়ুর অবস্থা লইয়া তাহার অবস্থা নির্ণয় করা যায়, এই অবস্থা-নির্ণয়কে লগ্ন বলে। সেই অবস্থাই তাহার প্রথম গৃহে। উত্তাপই বায়ুর অবস্থাভেদের কারণ এবং গ্রহরশ্মি মিলিত হইয়া উত্তাপ উৎপাদন করিতেছে; অতএব জাতকের উপর প্রত্যেক গ্রহের অধিকার জন্মাবধি হইবে, তাহার শরীরের আর্দ্রতা, শীতলতা, শুষ্কতা ও উষ্ণতা গ্রহগণের অবস্থানুসারে ক্রিয়া করিতে থাকিবে।

শরীরে যখন আর্দ্রতা আবশ্যক, গ্রহবৈগুণ্যে যদি শুষ্কতা উৎপাদন করে, তাহা হইলে অশুভ। শরীর-বিধান-তত্ত্ববিৎ কারপেণ্টারের মতে জীবদেহে অধিক পরিমাণে আর্দ্রতার আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বিজ্ঞান ইহার সাপেক্ষ ভিন্ন বিরোধী নয়, এ নিমিত্ত জন্মকালীন চন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া অনেক পরিমাণে জাতকের স্বাস্থ্য নির্ণয় হওয়া সম্ভব। রবিরও আনুকূল্য আবশ্যক, নতুবা আর্দ্রতা অপকারী হয়; এই হেতু রবি, চন্দ্রের উপর কিরূপ রশ্মি প্রদান করিতেছে, ফলিত জ্যোতিষ বিশেষ দৃষ্টি রাখে। বৈজ্ঞানিকের অনুগামী হইয়া জানিয়াছি, বুধ কখন অতি উষ্ণ, কখন অতি শীতল হয়।

ফলিত জ্যোতিষে বুধের গুণ আর্দ্রতা ও শুষ্কতা অনুমান করিয়া বিজ্ঞানের পোষকতা ভিন্ন বিরুদ্ধাচরণ করে না। অবস্থাভেদে বুধ দেহের প্রতিকুল বা অনুকূল হওয়া সম্ভব। যখন সূর্য্যে শোষিত হইয়া চন্দ্রের আর্দ্রতা কমিতেছে বা অপরিমিত আর্দ্রতায় দৈহিক অপকার উৎপাদন করিতেছে, শুষ্কতা আর্দ্রতা গুণ সংযোগে উভয় অবস্থাতেই বুধ উপকারী হইতে পারে। আর্দ্রতা পরিমিতকারী শক্তি আর অন্য কোন গ্রহে দৃষ্টি হয় না। চন্দ্রের আর্দ্রতা পরিমিত হইয়া বুদ্ধি ও বাক্‌শক্তির বিকাশ পাইতে থাকে, অতএব পরিমিতকারী বুধের শক্তির উপর আধিপত্য। আমার এ কথাটি প্রমাণসিদ্ধ বলি না, অযৌক্তিক নয়, এই মাত্র সাব্যস্ত করি। ক্রমে শরীর বিধানমতে জাতকের কোমল জলাধার সকল কঠিন হইতেছে, তাহার উৎপাদিকাশক্তি লাভ হইয়াছে, সংযোগ ও বিয়োগ কার্য্য প্রখররূপে সম্পাদিত হইতেছে, এখনও হ্রাস পরাজয় করিয়া দেহ বর্দ্ধনশীল; অধিক পরিমাণে আর্দ্রতা ও উষ্ণতা আবশ্যক; আর্দ্রতা ও উষ্ণতা সম্পন্ন এ শুক্র সময়ে ক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম। বৃহস্পতির আর্দ্রতা ও উষ্ণতা আছে, কিন্তু উভয়ই পরিমিত। আর্দ্রতার আধিক্য দৈহিকে প্রয়োজন। শুক্রে আর্দ্রতা অধিক, উষ্ণতাও আছে, এই সময়ে শুক্রই অধিকারী। চন্দ্র, রবি, বুধ তাঁহাদের কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন; এক্ষণে শুক্র হইতে সাপক্ষতা বা বিপক্ষতা কল্পনা করা যায়। ক্রমে মানবদেহ কঠিনতর হইতে চলিল, জলপূর্ণ আধার গুলি শুষ্ক হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হইতে লাগিল এ সময়ে মানবদেহে উষ্ণতা ও শুষ্কতাসম্পন্ন রবির কার্য্যই অধিক ও রবি প্রধান; এখন যৌবন। যৌবনান্তে পরিমিত উষ্ণতা ও আর্দ্রতা

সম্পন্ন বৃহস্পতি দেহের অধিকারী। এ সময়ে হ্রাস বৃদ্ধি সমান। ক্রমে দেহে বৃদ্ধির পরাজয় ও হ্রাসের আধিক্যে আর্দ্রতার অভাব হইতেছে। মঙ্গলের শুষ্কতা শক্তির হ্রাসের সাহায্য করে। পরিণামে শনির শুষ্কতা ও শীতলতা।

ফলিত জ্যোতিষ এইরূপ কল্পনা করিয়া লগ্ন নির্ণয়-পূর্ব্বক জাতকের শুভাশুভ গণনা করে। জন্মকালে গ্রহদিগের স্থান নির্ণয় করিয়া জাতক দেহে অনুকূল ও প্রতিকূলশক্তির অনুসন্ধান করে। এ অনুসন্ধান কি ভ্রান্তিমূলক? আমরা দেখিয়াছি, গ্রহলোক ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন আলোকের ভিন্ন কার্য্য বিজ্ঞান বলিয়াছে। গ্রহগণের ভিন্নালোকে কি মানবদেহে ভিন্ন কার্য্য উৎপত্তি হয় না? শনির নীলালোকে কি দেহগত ক্লোরিন ও হাইড্রজেন, হাইড্রক্লোরিক্ অ্যাসিড গ্যাস হইয়া যায় না বা অপর কোন ক্ষুদ্র গ্রহের ক্ষীণালোকের দেহগত অত্যল্প কোন ভৌতিক ধাতুর উপর আধিপত্য নাই? প্রক্টর সাহেবের মতে নানাস্থান হইতে পরমাণু আকর্ষিত হইয়া আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়াছে, মঙ্গল হইতে আলোর সহিত কোন ভৌতিক পরমাণু আসিয়া কি জীব-শরীরে প্রবিষ্ট হয় না? এ বিষয়ে অনুসন্ধান কি সম্পূর্ণ বিফল? ফলিত জ্যোতিষ গ্রহরশ্মির গুণাগুণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে না অর্থাৎ এই গ্রহালোকে এই পরমাণু যুক্ত বা বিযুক্ত হইতেছে, দেখাইতে পারে না, কিন্তু বোধ হয়, যুক্তি, অনুমান ও প্রবাদ উহার সম্পূর্ণ সাপেক্ষ, অন্ততঃ এ বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক বলা যাইতে পারে। যদি কেহ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি একটী প্রাচীন ভ্রান্তি খণ্ডন করিবেন, আর যদি ইহাতে কোন সত্য আবিষ্কার হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরম সাহায্য হইবে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞান ও কল্পনা

['কুসুমমালা' মাসিক পত্রিকায় (১২৯১ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

কল্পনার মোহিনী শক্তি বৈজ্ঞানিককেও বিমোহিত করিয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনে তৃপ্ত নহেন, কালের তমোময় স্রোতে অগ্র-পশ্চাৎ ভাসিতেছেন, বর্ত্তমানের উভয়পার্শ্বে কোটি কোটি বৎসর বাহিয়াও বাসনা পুরে না; আদি জীবনস্রোত শুনিতেছেন, আদি বাষ্প-সংঘর্ষণ দেখিতেছেন ও শবময়ী বৃদ্ধা জীবন-জননীর মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে তুলিকা ধারণ করিয়াছেন। ঘোরতম বর্ত্তমান আলোক ভেদ করে না, অনুমান পথ প্রদর্শন করিতেছে। ক্ষীণালোকে ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ মূর্ত্তির যিনি যে অংশ যেরূপ দেখেন, সেইরূপই বর্ণনা করেন। সৃষ্টি প্রকরণ, গ্রহলোকে জীবোচ্ছ্বাস, ধরায় কতদিন মনুষ্যের বাস, মানব এক বংশে বা বহু বংশে উদ্ভব, বর্ত্তমানে তাহাদের পরস্পরের বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির ভেদ কেন, এই সকল প্রশ্নের বৈজ্ঞানিকেরা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর প্রদান করেন। আমরা দুই একটির বিরোধী যুক্তির আলোচনা করিব।

অসীম স্থানব্যাপী বাষ্পসমষ্টি দূরবীক্ষণ প্রদর্শন করে, বাষ্পসাগর ঘূর্ণমান, বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, সৌরজগৎ অবশ্যই সেই বাষ্পীয় অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। কেহ বলেন সঙ্কোচনে, কেহ বলেন আকর্ষণে গ্রহমণ্ডল স্থূল কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে। কাহারও মতে সঙ্কোচন ও আকর্ষণ উভয় নিয়মই সৃষ্টির কারণ। আকর্ষণে প্রকরণ, বাষ্পে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অনুমান প্রয়োজন; এস্থলে তার্কিক বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুগামী নহেন, তাঁহারা কেবল এই বলিয়া নিরস্ত হন যে, উক্ত শক্তির অভাব প্রমাণসিদ্ধ নহে। সঙ্কোচন নিয়মে সহজেই ক্ষুদ্র স্থূল মণ্ডল সৃষ্টি হইতে থাকে; এখন মাধ্যাকর্ষণ উভয়েরই আবশ্যক।

নানাস্থান হইতে বাষ্প আকর্ষিত হইতেছে, উল্কারাশি, ধূমকেতু-পুচ্ছ প্রধান ভাণ্ডার,—আকর্ষণে কলেবর বৃদ্ধি ও সঙ্কোচনে স্থূল হইতে লাগিল। দোদুল্যমান পরমাণু উত্তাপের আকর, আদিমণ্ডল সকল অতি উষ্ণ হইল; নব মেদিনী সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং দাহ্যমান পদার্থ হইতে ধূম বহির্গত হইয়া নিবিড় মেঘাবরণে

আবৃতা রহিলেন। নবজীবনোন্মত্তা মেদিনী শীতল হন না, অবিরল বারিধারা পড়িতে লাগিল, মেদিনী জলময়ী। পুরাণ বহুকাল হইতে এ কথা উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু এত দিন হক্সলে, স্পেন্‌সর, প্রোক্টর টিণ্ডল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক নীরব ছিলেন, অতএব ইহা কবি-কল্পনা ও রূপক ভিন্ন অন্য নামে পরিগৃহীত হয় নাই। উত্তাপনির্গম নিয়মে বুদ্‌বুদাকারে কোটি কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রবময়ী আধার (Liquid cells) ফুটিল এবং সঙ্কোচনে ভগ্ন হইয়া বৃহদাধারে দ্রবময়ী ধাতুসমষ্টি বেড়িয়া রহিল ও শীতল হইয়া ভঙ্গুর কলেবর বাষ্পরাশি-আকর্ষিত হইতেছিল। বৃহৎ কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া যখন মহাবেগে বাষ্পময়ী মেদিনীমণ্ডল অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটী মণ্ডল প্রস্তুত হয় এবং যে নিয়মে পৃথিবী শীতল হইতেছিলেন, সেই নিয়ম সে ক্ষুদ্রমণ্ডলকেও শীতল করিতে লাগিল; ক্ষুদ্র কলেবর শীঘ্রই শীতল হইল। ইনি চন্দ্র। পৌরাণিক সাগর-সম্ভূত শশী রূপক মাত্র, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বাষ্পবেষ্টিত জলময়ী মেদিনীজাত শশধর, স্থিত সিদ্ধান্ত। এখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য, চন্দ্র, জীবলোক ও পৃথিবীর আলোককারক। ক্রমে পৃথিবী শীতল হইলেন, উল্কা বর্ষণ হইতে লাগিল। বৃহৎ উদ্ভিদ্‌পূর্ণ উল্কা গম্বুজ নিয়তই পড়ে, বৃক্ষলতা অঙ্কুরিত হইল। এস্থলেও মতভেদ। কেহ কেহ বলেন, যদি উল্কায় উদ্ভিদ্ সম্ভব, পৃথিবীতে সম্ভব নয় কেন? উত্তর, বীজ কোথায়? বহু পৃষ্ঠাব্যাপী উত্তর প্রত্যুত্তর লইয়া আমাদের কার্য্য নহে। বৈজ্ঞানিকেরা কখন জীব সৃজন বলেন, শ্রবণ করি।

এ স্থলেও বিরোধ। কেহ অগ্রে উদ্ভিদ্, কেহ উদ্ভিদ ও জীব একত্র সৃজন করেন। একত্র সৃষ্টিই প্রচলিত মত। জীবন সম্বন্ধে মতান্তর। কেহ স্থানব্যাপী পুরুভুজ জীববীজ নির্দ্ধারিত করেন, কেহ রসায়ন-বলে ভূগর্ভ হইতে বীজ সৃষ্টি করেন, ক্রমে মনে আসিয়া ধরাবাসী হইল। কিছুদিন পরে তিনিই দূরবীক্ষণ ধারণ করিয়া অন্যান্য গ্রহলোকে জীবন লক্ষণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; পরে চন্দ্রে তাঁহার ন্যায় মনুষ্য দর্শন করেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিস্তারেরও প্রস্তাব হয়। কিন্তু সহসা চন্দ্র হইতে মনুষ্য তিরোহিত হইল। চন্দ্রগর্ভ হইতে বহুকাল উষ্ণতা বহির্গত হইয়াছে, যেমন মেদিনী হইতে এখন বহির্গত হইতেছে, আগ্নেয় উৎপাত ও ভূকম্পন যাহার লক্ষণ। হিমধাম শশধরে আর জীব নাই। অন্যান্য গ্রহলোকে শ্বাসবায়ু বহিতেছে কি না? কাহারও মতে সর্ব্বস্থানেই জীব, জীবশূন্য বিচরণ করিতে মণ্ডল সৃষ্ট হয় নাই।

যে সকল গ্রহ সূর্য্য হইতে অন্তর, আলোক প্রদান করিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা-বেষ্টিত রহিয়াছে, গ্রহ সূর্য্যের সন্নিকটে পরিভ্রমণ করে, তাহার আর পারিপার্শ্বিক নাই, যথায় জীব নাই, তথায় আলোকের আবশ্যক কি? কাহারও মতে কতকগুলি মণ্ডল জীবের বাসোপযোগী হইতেছে, কতকগুলি বাসোপযোগী আছে, আর কতকগুলি বাসোপযোগী ছিল, এখন হিমময়, আর জীব নাই। বৃহস্পতি প্রাণিশূন্য, তাঁহার চতুর্দ্দিকে নিবিড় মেঘরাশি দূরবীক্ষণ আবিষ্কার করে। ঐ জলমালা অবিরল বারিবর্ষণে দ্রবময়ী বাষ্পসমষ্টি শীতল করিতেছে। এখনও বক্ষে উদ্ভিদপূর্ণ উল্কার আঘাত পান নাই, বৃক্ষাদি কিরূপে হইবে। জীবও অবস্থান করে না। কিন্তু ক্ষুদ্র মঙ্গল গ্রহের দশা ভিন্ন, মঙ্গলে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার হইবার সম্ভাবনা, তথায় মনুষ্য অবস্থান করে, এক্ষণে তিনি মেদিনীর অবস্থাগত।

আনুমানিক স্বতন্ত্র মতগুলি দুই শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর মতাবলম্বী অনুকূল শক্তির সংযোগ ও প্রতিকূলশক্তির বিয়োগ একমাত্র আদিকারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন ও অন্য মতাবলম্বী, ঈশ্বর আদিকারণ স্বীকার করিয়া সকল স্থানেই অভিপ্রায় অন্বেষণ করেন। উভয়েই কল্পনা-পথে বিচরণ করিতে করিতে প্রতিকূল যুক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুকূল যুক্তি গ্রহণ করেন ও তর্কের মীমাংসা হয় না। গ্রহলোকে জীবন লইয়া বাদানুবাদ তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

এ স্থলে পুরাণও নীরব নন। পুরাণ সকল স্থানেই চেতনপদার্থ দর্শন করেন, কিন্তু মনুষ্য-কলেবর চৈতন্যের একমাত্র আধার বলিয়া স্বীকার পান না। পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হইয়া মনুষ্য; মৃত্তিকা আবাসভূমি, মৃত্তিকার পরিমাণ কলেবরে অধিক। অন্যলোকেও এইরূপ পঞ্চীকৃত হইতেছে, যথা—তেজোময় সূর্য্যলোক, তথায় চেতন কলেবরে তেজের পরিমাণ অধিক।

উষ্ণ বা শীতল কেবল তুলনামাত্র। যে স্থানে জীব নাই, যেমন চন্দ্রলোক, তথায় সম্পূর্ণ তেজের অভাব স্বীকার করা অযৌক্তিক সন্দেহ নাই। যেমন বৈজ্ঞানিক বাষ্প-

ভূত সকল স্থানেই অবস্থান করিতেছে, তেমনি পৌরাণিক পঞ্চভূত স্থানব্যাপী কিন্তু ইহা বিজ্ঞান অনুমোদন করেন না। পুরাণ দুইটি পরমাণুর সংযোগের মধ্যস্থানকে "ব্যোম" বলেন, "ব্যোম" বিজ্ঞান ধারণা করিতে পারে না; সুতরাং আপাততঃ পঞ্চীকরণ প্রকরণ কবি-কল্পনা হইতে উচ্ছৃঙ্খল-ভুক্ত নহে।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মানব ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এখন এক বা বহু বংশবাদী হইতে ধরণীবক্ষে বিস্তৃত হইলেন। যাঁহারা বহুবংশবাদী, তাঁহাদেরও ভিন্নমত, তন্মধ্যে পঞ্চবংশ ও সপ্তবংশবাদীই প্রধান। বংশবিভাগের আবশ্যক এই যে, মনুষ্য নানা আকারে দৃষ্ট হয়; যথা—যাহারা আর্য্যজাতি বলিয়া পরিগণিত, তাহাদের মস্তকের গঠন পরিপুষ্ট, ললাট প্রশস্ত, কেশ কোমল, বর্ণ গৌর, মুখের গঠনে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য; কোথাও অপরিমাণে উচ্চতা বা নিম্নতা নাই। দ্বিতীয়—মঙ্গোলিয়ন; তাহাদের গণ্ডাস্থি উচ্চ, নাসিকা প্রশস্ত, মস্তকের গঠন চতুষ্কোণ; চিবুক ক্ষুদ্র ও অল্পশ্মশ্রু-আবৃত, বর্ণ কটা। অন্যান্য জাতির লক্ষণ বিবৃত হইল না, যথা—কাফ্রি, হটেণ্টট, আদি আমেরিকাবাসী, ম্যালে প্রভৃতি। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের কারণ কি, এবং কেনই বা আর্য্যজাতি ভিন্ন অপর কোন জাতি উচ্চ মানসিক শক্তির প্রমাণ দিতে পারে না? জল বায়ু ও অবস্থাভেদ ভিন্ন ইহার কারণ বা অন্য নিয়মে প্রভেদ করিয়াছে? যদি জল বায়ু বা অবস্থা কারণ হইত, তাহা হইলে কাফ্রি ইংলণ্ডে আসিয়া বা ইংরাজ আফ্রিকায় গিয়া কাফ্রি ইংরাজ ও ইংরাজ কাফ্রি হইত; কিন্তু ইতিহাসের পত্রে এরূপ ঘটনা নাই। বর্ণের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, স্থায়ী গঠনে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ভূগর্ভ হইতে কাফ্রির মস্তক প্রস্তর অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে! ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান প্রমাণ করেন যে, ঐ মস্তক পৃথিবী-জঠরে তিন সহস্র-বৎসর অবস্থান করিতেছিল, তথাপি বর্ত্তমান কাফ্রির মস্তক গঠন হইতে কিছুই প্রভেদ নয়! ইহাতে প্রমাণ হয়, তিন সহস্র বৎসরে কাফ্রির গঠন কোন পরিবর্ত্তনলাভ করে নাই! তবে কি মনুষ্য ভিন্নবংশোদ্ভব? ভিন্ন অবয়ব দেখিয়া, ভিন্ন বংশ বলাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। আর্য্যজাতি ও মঙ্গোলিয়ন জাতির মধ্যবর্ত্তী জাতি আছে; তাহাদিগকে বাহ্যিক অবয়বে যদি ভিন্ন জাতি বলা যায়, তাহা হইলে দুই ভাই ভিন্ন জাতি বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে।

যুক্তি হীনবল দেখিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনার আশ্রয় করিলেন। বহুকাল হইতে পৃথিবীকে মনুষ্যের আবাসভূমি করিলে, জল বায়ুর অদৃশ্য শক্তিতে ক্রমে মনুষ্যের অবয়ব ভিন্ন ভিন্ন নির্ম্মিত হইবে। পূর্ব্বে যথায় হ্রদ ছিল, তথা হইতে ভূ-খননে আবাস পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ করেন যে, ঐ সকল আবাস-কুটীরে বহুকাল পূর্ব্বে মনুষ্যের বাস ছিল। পর্ব্বত-গহ্বরে লুপ্ত জীবের অস্থির সহিত মনুষ্য-অস্থি উদ্ধৃত দৃষ্টে, তাহার অতি প্রাচীন অবস্থা সাব্যস্ত হয়, এবং যে সকল মনুষ্যভক্ষ্য জলজ জীব (যেমন শামুক, গুগ্‌লি ইত্যাদি) লবণাক্ত জলে বর্দ্ধিতায়তন হয়,—তাহাদিগের রাশি রাশি বর্দ্ধিতবহিরাবরণ লবণাম্বুহীন স্থানে দেখা যায়। অবশ্যই ঐ সকল জলজ যে সময়ে লবণ-হীন বারি লবণাক্ত ছিল, সময়ে জন্মে ও মনুষ্যের ভক্ষণের নিমিত্ত ধৃত হয়। কিন্তু এই সকল যুক্তিসহকারে বিশ সহস্র বৎসর ব্যতীত ভূতকালের তমোময় গর্ভে আর অধিক যাওয়া যায় না।—কল্পনার বলে আরও অধিক গমন করিলে হটেণ্টট হইতে সভ্য ইউরোপীয় জাতি গঠিত হয়। প্রায় পৌরাণিক সত্যকালের কূলে না আসিলে আর নিস্তার নাই, এবং লামার্কের বিকাশ মতে অবয়ব পরিবর্ত্তন নির্ণয় করিলে, পৌরাণিক যোনিভ্রমণের নিকট অবস্থান করিতে হয়।

বিকাশমতে ক্ষুদ্র কীটাণু-অবয়ব বিকসিত হইয়া সভ্য-জাতি বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু পুরাণ কবিকল্পনামাত্র, লামার্কের বিজ্ঞান! ক্রমে ভূতমেদিনী শ্মশানভূমি। তেজের অভাবে জীব বিলুপ্ত হইতেছে এবং পৃথিবী হিমধাম চন্দ্ররূপ ধারণ করিতেছেন, অন্য নব সৃষ্টলোক যামিনী-যোগে কৌমুদিরাশি ঢালিতেছেন। এ স্থলেও মতান্তর। জীব বিলুপ্ত হইবে কেন? পৃথিবী যখন আদি মনুষ্য ধারণ করেন, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক শীতল, তথাপি মনুষ্য-পরিবার বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যদি চন্দ্রের ন্যায় শীতল হন, তাহাও ক্রমে হইবে না, শীতল হইতে হইতে কি পরিমাণে শীতল হইলে জীব থাকিবে না? পার্থিব অবস্থা-ভেদে ম্যামথ প্রভৃতি বিলুপ্ত জীব তাহাদের স্থলে অন্য জীবস্রোত রাখিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। যদি বর্ত্তমান অবস্থাগত জীব না রহিতে পারে, তৎপরিবর্ত্তে অন্য জীবের শ্বাস বহিবে না কেন? পৃথিবী জীবের আবাসস্থান হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায়। শক্তিবাদীরা তর্ক করেন, যতদূর উষ্ণ ও শীতল প্রদেশ পৃথিবী দেখিতে পাই, তাহাতে জীব আছে সত্য, কিন্তু তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণে শীতল বা উষ্ণ হইলে জীব থাকিতে পারে না; অতএব স্থানে স্থানে জীব ও জীবন লোপ হইবে সন্দেহ নাই। ইহাই পৌরাণিক খণ্ডপ্রলয়। কিন্তু মহা প্রলয় সম্ভব নয়, কারণ—বৈজ্ঞানিক দেখেন নাই।

কবিতাবলী

——:০:——

(প্রথম ভাগ)

ধুতুরা

কেন গো সেজেছ তুমি যৌবনে যোগিনী,
কার ধ্যানে মগ্ন প্রাণে, চেয়ে আছ শূন্য পানে,
কি মন-বিরাগে বল শ্মশানবাসিনী ?

ত্যজিয়ে সংসার সার ক'রেছ শ্মশান,
যার লাগি অনুরাগী, হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
দেখিতে কি পাও তার বাঞ্ছিত বয়ান ?

যোগিনী দেখিয়া ভয়ে অলি না সম্ভাষে,
দারুণ তোমার মন, কঠিন তোমার পণ,
অভিলাষ বিসর্জ্জন দেছ অনায়াসে।

পরিমল নাই, তুমি তাই কি কাতর,
অযতনে অভিমানে, এসেছ কি এই স্থানে,
এ ভীষণ ভূমে তোমা কে করে আদর ?

কভু কি কোমল প্রাণে পেয়েছ যন্ত্রণা,
কার সনে ক'য়ে কথা, জুড়াও মরম-ব্যথা,
কাঁদিলে পরাণ তব কে করে সান্ত্বনা ?

গোপনে ফুটেছ তুমি গোপনে শুকাবে,
জীবন-যৌবন মন, যার তরে সমর্পণ,
আসন্ন সময়ে তারে দেখিতে কি পাবে ?

চাতক

এমন দারুণ পণ পেয়েছ কোথায় ?
যেখানে সেখানে যাও, সুশীতল জল পাও,
আপন প্রাণের দোষে মর পিপাসায়,
চাহিয়ে ফটিক জল র'য়েছ আশায়।

চিরদিন পিপাসায় পরাণ বিকল।
দারুণ নিদাঘ-তাপে, মেদিনী বিদরে দাপে,
কাতর না হও, সও প্রবল অনল,
কেবল তোমার বোল,—'দে ফটিক জল'।

যে নয় তোমার, তুমি ভাব তার তরে,
সুধালে না কথা কও, শূন্য পানে চেয়ে রও,
যবে প্রাণ কাঁদে পাখী কাতর অন্তরে,
'দে ফটিক জল' বল সকরুণ স্বরে।

মুক্তবেণী কাদম্বিনী ঢাকিলে অম্বরে,
পশু-পক্ষী কলরবে, নিবাসে প্রবেশে সবে,
তোমার হৃদয়ে আর আনন্দ না ধরে,
'দে ফটিক জল' ব'লে উঠ পক্ষভরে।

ভীষণ অশনি-নাদে মেদিনী কম্পিত,
ক্ষুদ্র পাখী নাহি ডর, বক্ষ পাতি বজ্র ধর,
বজ্র-মাঝে নৃত্য কর, চিত্ত পুলকিত,
'দে ফটিক জল' শুনি উন্মাদ-সঙ্গীত।

বাঁশরী

সন্ধ্যার বরণ-ঘটা ধূসর অঞ্চলে
ক্রমে ক্রমে ঢাকিলে তিমির,
সোহাগিনী প্রবাহিনী কলনাদে চলে
মন্দ মন্দ আন্দোলি শরীর;
মধুর তোমার তান, শুনিলে উথলে প্রাণ,
হ'লে দিবা অবসান গৃহে ফিরে আসি,
এ হ'তে মধুর স্বর, শুনিতাম বাঁশী।

স্বভাব নীরব যবে গভীরা যামিনী,
শিশু হেরে সোণার স্বপন,

চন্দ্রমা চকোরে কথা শুনে বিরহিণী,
ঢুলু ঢুলু তারার নয়ন—
উঠিলে তোমার তান, প্রাণে মম হানে বাণ,
'এ হ'তে মধুর স্বরে করিলে চুম্বন,
ছিঃ ছিঃ বলি সে আমার ফিরাত বদন।

ফুল ভূষা হাসে ঊষা দুকুল-বসনা,
সরোবরে সম্ভাষে নলিনী,
বিদায় চুম্বন নাহি পুরিল বাসনা,
পতি-মুখ নেহারে কামিনী।
তব তান উঠে যত, আকুল অন্তর তত,
উথলিত প্রাণে শত সুধার লহরী,
যবে ধীরে সে আমারে জাগাত বাঁশরী।

প্রখর নিদাঘ-তাপে তাপিতা মেদিনী,
ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলা মাখে গায়,
কুলায় লুকায় নাহি গায় বিহঙ্গিনী,
জাগি যামি যুবতী ঘুমায়;
আচম্বিতে তব তান, প্রাণে করে সুধা দান,
মোহিত হইয়া মনে করি আন্দোলন,
বহুদিন পরে মোরে কে করে স্মরণ?

প্রবাসে প্রবাসী বসি সন্ধ্যার সময়,
প্রিয় মুখ মনে কত উঠে,
অনিমেষ নেত্রে হেরে চন্দ্রমা উদয়,
একে একে দেখে তারা ফুটে;
বিরহ বিধুর গান, শুনে আন্দোলিত প্রাণ,
মৃদু পূর্ব্বস্মৃতি জাগে শীতল মাধুরী.
আশে আঁখিনীরে ভাসে প্রিয়জনে স্মরি।

কোকিল

না জানি মোহিনী কিবা আছে তোর স্বরে-
মধুর লহরে!
কুহু কুহু কুহু তান, কেমন কেমন প্রাণ,
কি যেন হ'য়েছি হারা জনমের তরে,
ধীরে ধীরে বয়ান বহিয়ে বারি ঝরে।
কামরূপী কালো পাখী কি কুহক বলে
এ পাষাণ গলে;

এই ছিল এই নাই, ধরি ধরি নাহি পাই,
কি চাই সুধাই তাই কে যেন কি বলে,
সুধায় গলায় প্রাণ তবু কেন জ্বলে?

নাহিক সে দিন নাহি, নাহি সেই প্রাণ,
শুনে তোর তান,
প্রমোদিত বিমোহিত, তন্ত্রীত সরল চিত,
ভাবে ভুলে প্রাণ খুলে করিয়াছি গান,
সেই আমি, সেই প্রাণ আজিরে শ্মশান!
সুন্দর বসন্তে বসি সুন্দর কাননে,
সুন্দর গগনে—
সুন্দর চন্দ্রমা ভাসে, সুন্দর কুসুম হাসে,
সুন্দর সঙ্গীত দোলে সুন্দর পবনে;
কি সুন্দর প্রেম তোর সুন্দরের সনে!

নাহিক সে দিন হায়! নাহিক সে দিন,
কালে দিন লীন,
সুন্দরের অনুরাগে, কিবা না ক'রেছি আগে,
এখন হৃদয়াগার সুন্দর বিহীন;
তোর স্বরে জাগে আজ পূর্ব্ব-স্মৃতি ক্ষীণ!
বসন্তবান্ধব ফের' বসন্ত যথায়,
বসন্ত সহায়,
নিঃসহায় বরিষায়, কঠোর করকা ঘায়,
দামিনী খেলার ছলে, আঁধার বাড়ায়,
প্রাণের সুসার তায় কার না শুকায়!

মাতাও উধাও প্রাণ, গাও মাতোয়ারা,
হই জ্ঞানহারা,
কুহু কুহু কুহু কুহু, উহু উহু হুহু হুহু,
ঝরুক শ্মশানভূমে অমৃতের ঝারা,
উজান বহিয়ে যাক সময়ের ধারা।

গিরি*

দিবা-নিশি জাগরণে, ভূষা তরুদল,
এ প্রান্তরে একেশ্বর, উর্দ্ধশিরে নিরন্তর,
কার তরে শৃঙ্গধর হ'য়েছ অচল,
সম সহ তাপ, হিম, বজ্র, বাত্যা, জল?

---

* ভাগলপুরের অন্তর্গত কাহলগাঁর পাহাড় দর্শনে লিখিত।

কি অসুখে মনোদুখে হ'য়েছ পাথর ?
শুধি তোমা হে পাষাণ, পাষাণ কি তব প্রাণ,
কৈশোরে ছিল না কি হে কোমল অন্তর,
উন্মত্ত কি তত্ত্বে যাও ভেদিয়া অম্বর ?

একার্ণবে পূর্ণ যবে এ বিপুল স্থান,
তখন ছিল না ভূমি, কোথায় আছিলে তুমি,
ঢল ঢল জল কিসে হইলে পাষাণ ?
তরল তরঙ্গমালা শিলার সোপান।

ক্ষিপ্ত প্রায় জ্বাল' শিরে দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলন্ত নিদাঘ রবি, তব সদানন্দ ছবি,
রজনীতে ভয় বাসি ভীষণ দর্শন,—
বিশাল শ্মশানভূমে ভৈরব যেমন !

অটল অশনি-পাতে নিবাস গহন,
তোমায় সুধাই গিরি, কি কারণে ধীরি ধীরি,
অবিরল আঁখিজল নির্ঝর পতন,—
তোমার' কি ভাঙ্গিয়াছে সুখের স্বপন ?

তোমার হৃদয়ে কারু জাগে কি অধর,
মধুর শিশুর বোল, নূপুর কিঙ্কিনী রোল,
কখন' কি শুনিয়াছ নারী-কণ্ঠস্বর ?
তাই কি পাথর তব অন্তর কাতর ?

সুরঙ্গ কুরঙ্গ হেম-অঙ্গ পাখিগণে,
ঋক্ষ, ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর, জীবঘাতী বনচর,
শরণ লইয়া আছে তব আলিঙ্গনে,
আশ্রয় কি দাও গিরি, ভাগ্যহীন জনে ?

শশী

পাতার আড়েতে বসি, মৃদু মৃদু হাস শশি,
হেরে মম মনে জাগে সে বিধু-বদন ;
ওই রূপ সে বদন, কেশে অর্দ্ধ আবরণ,
দোলাত উড়াত তায় প্রফুল্ল পবন,
পাতাগুলি দোলায় যেমন।
জাগিয়ে এখন সে কি দেখিছে তোমায়,
আমার হৃদয়-শশী র'য়েছে কোথায় ?

ধূসর নীরদ-মাঝে, ভ্রমিছ উন্মাদ-সাজে,
শিলাসনে দুই জনে হেরেছি তোমায়,
আজি সন্ন্যাসীর বেশে, ভ্রমি এ বিজন দেশে,
দেখেছ সে দিন, আজি দেখ কি দশায়,
আছে মাত্র প্রাণশূন্য কায়,
তারে কি এখন' তুমি দেখিতেছ শশি,
আছে কি সে বিনোদিনী শিলাতলে বসি ?

যামিনী কামিনী সনে, নভোনীল সিংহাসনে,
প্রেমিকের সুখে তুমি সুখী শশধর,
যখন নীরব সবে, বিরহী আসিয়ে তবে,
নীরবে বিরলে হেরে তোমার অধর,
খুলে বলে তোমারে অন্তর,
জুড়াও প্রাণের জ্বালা বলনা আমায়,
কখন' কি কোন কথা বলে নি তোমায় ?

তোমারে হেরিয়ে চাঁদ, কত মনে হয় সাধ,
তার(ই) ভাবে মগ্ন র'য়ে তারে যেন ভুলি,
স্বপ্ন সম জ্ঞান হয়, কে যেন কি কথা কয়,
চমকি তখনি পুন পরাণ আকুলি—
নাহি হেরি প্রাণের পুতলী !
মেদিনী রজতে হেরি স্বভাব নীরব।
তারাদল জাগে, জাগ কুমুদ-বান্ধব !

আঁধার

তরু, লতা, ফুল মুঞ্জ, কোকিল-কূজিত কুঞ্জ,
অলির ঝঙ্কার প্রাণ না চাহে আমার,
রবি শশী তারা হার, হাসি মুখ ললনার,
কেবল তোমারে ভাল বাসি হে আঁধার ;
অসীম অনন্ত তুমি সম চির দিন,
না হাস না কাঁদ, নহ কালের অধীন।

তোমায় জানে না নরে, তাইত তোমারে ডরে,
অসময় তুমি সখা কেহ নাহি আর,
একক বান্ধবহীন, আশার উচ্ছ্বাস লীন,
হৃদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার ;
জ্বলে শুধু স্মৃতি— চিতে চিতানল প্রায়,
তখন অভাগা তব মুখ পানে চায়।

শুইয়ে তোমার কোলে, অভাগা সকল ভোলে,
ঘুমায় জাগে না আর দেখেনা স্বপন,
অনলে সলিল পড়ে, আর নাহি ঝড়ে নড়ে,
সংসার-সাগর-রোল করে না শ্রবণ ;
কারো অধিকার নাহি তব অঙ্কোপরে,
ঘৃণা, হিংসা, উপহাস স্পর্শ নাহি করে।

গৃহ-মাঝে দীপ প্রায়, রবি আকাশের গায়,
কালের ফুৎকারে নিভে যাবে এক দিন,
তুমি তম নিরুপম, শান্ত ভীম পরাক্রম,
ক্ষুদ্র নর ভাবে ক্ষুদ্র রবির অধীন ;
ব্যাপিয়ে অসীম স্থান তব আয়তন,
অদ্যাবধি নাহি যথা কালের গঠন।

পঞ্চভূত ধরি করে, মহাকাল নৃত্য করে,
সংযোগ বিয়োগ নিত্য ছেলে-খেলা প্রায়,
একত্র যখন বাঁধে, পঞ্চভূত হাঁসে কাঁদে,
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায়, কোথায় মিশায় ;
একত্র হইলে ভাবে রহিবে আলোকে,
বিপরীত দেখে কিন্তু পলকে পলকে।

পাইয়ে নশ্বর দৃষ্টি, হেরে সৃষ্টি করে সৃষ্টি,
আলোক যথায় তব নাহিক গমন,
একবার নাহি ভাবে, সে স্বপন ভেঙ্গে যাবে,
ক্রমে মহাকাল যবে খুলিবে বন্ধন ;
তোমার উদরে থেকে তোমায় ডরায়,
শিহরিয়া উঠে হেরি আপন ছায়ায়।

আমি না বুঝিতে পারি, সৃজে কত নর-নারী,
তবু ভাবে তথা নাহি রবে প্রতারণা,
দুখ-সুখ-মাঝে দোলে, না জানি কেমনে ভোলে—
'নাহি সুখ যত দিন সুখের বাসনা'!
উন্মাদ সতত সাধ যেন না ঘুমায়—
বিস্মৃতি বিমল বারি বারেক না চায়।

অতীত

অতীত শৈশবকাল আগত যৌবন,
ক্রমে ধারা পরিসর, সিন্ধু-মুখে অগ্রসর,
ক্রমে তরঙ্গের মালা দিল দরশন।

ফুরাইল ধূলা-খেলা, ধূলার ভূষণ ;
ধূলায় ধূসর কায়, অরি হেসে ফিরে চায়,
চন্দন চর্চ্চিয়ে গায় হবে কি তেমন ?

ফুরাইল মৃদু হাসি চন্দ্রমা-বিকাশ,
যেই মধুময় হাসি, দেবতা নিরখে আসি,
প্রস্তর-হৃদয়ে হয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

ফুরাইল কলকণ্ঠে সুধা-বরিষণ,
নীরব হইল বীণে, ফুরাইল এতদিনে,
মা ব'লে লহর তুলে চুম্বন গ্রহণ।

ফুরাইল সরলতা স্বর্গীয় ভূষণ,
জড়িত হীরকমালে, মুকুট পরিয়ে ভালে,
পাব কি প্রফুল্ল আঁখি অন্তর-দর্পণ ?

অতীত শৈশবকাল আগত যৌবন,
সলিল কর্দ্দমময়, খর সমীরণ বয়,
ভীষণ তরঙ্গমালা দিল দরশন।

আজি

তিন-দশ পূর্ণকায় অতীত যৌবন,
তিন-দশ পূর্ণকায়,
জীবন-প্রবাহ ধায়,
মহাকাল মহার্ণব সহ সম্মিলন।

প্রেমময় প্রাণ, আশা ভরসা এখন,
কমনীয় কান্তি কায়
আর কি রহিবে হায়,
আর কি মিলাবে নারী নয়নে নয়ন ?

করুক রূপের নিন্দা রূপ নাহি যার,
বিদ্যাবুদ্ধি মান ধন,
সংসারের আভরণ ;
সৌন্দর্য্যে কেবল হেরি কর বিধাতার।

মাতৃকোলে স্তন পান, পিতৃ আলিঙ্গন,
সহোদর সহোদরা,
মুখ যার দুখহরা,
শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন !

শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন,—
যৌবনে ঢালিয়ে কায়,
পেয়েছিনু প্রমদায়,
ম'লে কি ভুলিব হায় প্রথম চুম্বন !

কেহ কহে এ প্রণয় চাতুরী কেবল,—
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি,
নয়নে নয়নে খেলি,
ব্রহ্মানন্দ বিনা নাহি উপমার স্থল।

কেহ কহে চিরস্থায়ী নহে এ যৌবন,
স্থায়ী নহে যেই ধন,
তাহে কিবা প্রয়োজন,
রাখহে প্রবীণ, তব প্রবোধ বচন।

একদিন পূর্ণশশী হাসায় গগন,
ক্ষণমাত্র ফুলরাশি,
বিকাশে মধুর হাসি,
তবে কেন ফুল-শশী আদরভাজন ?

অতীত যৌবন, হায় অতীত যৌবন !
কাজ কি বিন্যাস কেশে,
কাজ কি বিনোদ বেশে,
কাঞ্চন ত্যজিয়ে কাচে কিবা প্রয়োজন !

শৈশব-বান্ধব

(ঔদাস্য)

থাকরে অন্তরে তুমি চিরদিন তরে,
শৈশব-বান্ধব !
ভালবাস এস এস শূন্যময় ঘরে,
শব সম সকলি নীরব।
আনন্দের উপহাস, আশার চঞ্চল ভাষ,
অভিলাষ প্রেমোচ্ছ্বাস কিছু নাহি আর,
হ'য়েছে হ'য়েছে ভোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে ঘোর,
গিয়েছে গিয়েছে চলে স্বপন সোণার।

তুমি আমি দুইজনে বসিয়ে বিরলে
তটিনীর তীরে,
কেঁদে কেঁদে ধারাগুলি যাবে ধীরে চলে
ঢেলে দিতে আপন শরীরে,
ব'সে রব মগ্নমনে, কাঁদিব না কার' সনে,
অনেক কেঁদেছি আমি কাঁদিব না আর,
সেই দিন হ'তে কত, কাঁদিয়াছি ক্রমাগত,
দেখিলাম যেই দিন প্রথম সংসার।

তুমি আমি দুই জনে পর্ব্বত-শিখরে—
বিজন প্রদেশ,
নাহি পাখী, নাহি শাখী, অলি না বিহরে,
কেবল তুষারশুভ্র বেশ,
বিচিত্র বরণ ঘটা, ইন্দ্রধনুসম ছটা,
অকস্মাৎ খ'সে প'ড়ে কোথা চ'লে যায়,
খসিবে ভৈরব রবে, সলিল সলিল হবে,
নীরবে হেরিব বসি তোমায় আমায়।

বালির উপরে ব'সি হেরিব সাগর –
নীলিমা বিশাল,
উঠিবে, ডুবিবে দুলে চলিবে লহর,
জটা ঘটা হেরিব করাল ;
গৌরবের সমাধান, পরমায়ু অবসান,
জলে ঝাঁপ দিতে হেথা আসিবে মিহির,
কত ছায়া রবি তায়, নীরবে ডাকিবে 'আয়',
অবিরল দুলে যাবে স্বচ্ছ নীল নীর।

গোধূলি গ্রাসিয়ে মুখে আসিবে তিমির
লটপট কেশ,
একাকিনী উলঙ্গিনী গতি অতি ধীর,
বিভাবরী ভয়ঙ্করী বেশ ;
পাগলিনী পুলকিত, নীরবে গাহিবে গীত,
নীরব বিকটহাস, নৃত্য ধেই ধেই,
ীত বাড়িবে যত, আনাগোনা হবে কত,
নীরব ভৈরব তাল তাথেই তাথেই।

ঝিম্ ঝিম্ ঝম্ ঝম্ ঝন্ রণ ঝন্,
ত্রিযামা গভীর,
অযুত অযুত মেঘ আঁধার বরণ,
গজগতি দলিয়া সমীর,
রণমত্ত বজ্রমুখে, রঙ্গিনী খেলিবে বুকে,
নলকে দলকে চক্ চমকি চপলা,
রঙ্গে ভঙ্গে বায়ুঘূর্ণ, উচ্চশাখী-শির চূর্ণ,
শ্রীহীনা প্রকৃতি ঘোরা তিমির-অঞ্চলা।

বিজন বিপিনে যথা বিহরে বিষাদ,
প্রতি বায়ু সনে,
নীলিমায় ভেসে যায় আধখানি চাঁদ
পাণ্ডুবর্ণ মলিন কিরণে,
সেই ক্ষীণ রশ্মি ধরি, প্রেতকুল ধরা'পরি,
নাবিবে, ভ্রমিবে কেঁদে, হেরিব ত্ব'জনে।
একে একে সঙ্গীহারা, গগনে দেখিবে তারা,
কেহ বা পড়িবে খসি জীর্ণপত্র সনে।

তুমি আমি তুই জনে হেরিব শ্মশান—
বিভূতি-ভূষিত,
ধক্‌ধক্ চিতানল ভালে দীপ্তিমান,
গণ্ডগোল শিবার সঙ্গীত;
বিবশা ভূতলে সতী, চিতানলে জ্বলে পতি,
পিতা মাতা মৃতপুত্র-মুখপানে চায়,
বিচ্ছিন্ন লতিকা প্রায় ধূলায় ঢালিয়া কায়,
যুবক চাহিয়া দেখে প্রাণ-প্রতিমায়।

তুমি আমি মরুভূমে করিব গমন,
বালুময় দেশ,
কেবল অনলভার বহে সমীরণ
দিনকর প্রাণহর বেশ;
বালির তুফান উঠে, ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটে,
প্রাণীশূণ্য তবু যেন সদা হাহাকার,
ধূ ধূ ধূ ধূ ধূধুকার, দূরচক্র সীমা তার,
উপমার স্থল মাত্র হৃদয় আমার!

বন-বিহারিণী

মেদিনী পাষাণী, খর তপন-কিরণে,
তুঙ্গ শৃঙ্গ স্পর্শে ঘন, শ্বাপদসঙ্কুল বন,
কে রমণী একাকিনী বসিয়া বিজনে,
আশার স্বপন যথা মানব-জীবনে,
বিদায় নয়ন-বারি বিরহি-স্মরণে!

ঢেকেছে অলকাবলী বিমল বদনে,
বিমলিন পরিচ্ছদ, সশৈবাল কোকনদ,
শূন্য কার হৃদি-হ্রদ ক'রেছ ললনে,
সন্ধ্যার প্রদীপ কার নিভেছে ভবনে,
আঁধার সংসার কোন্ অভাগা-নয়নে?

আনন্দদায়িনী হেরি আনন্দ অন্তরে,
মরুভূমে পিপাসায়, যে জন মুমূর্ষু প্রায়,
পুলকিত চিত যথা শুনিয়ে নির্ঝরে,
প্রবাসে প্রবাসী চির পরিচিত স্বরে,
অদূরে হেরিয়ে দীপ পথিক প্রান্তরে।

একাকিনী প্রতিধ্বনি এ বনে বিষাদে,
নীরব ভীষণ স্থল, নাহি বিহঙ্গম-কল,
কদাচিৎ বন্য পশু গভীর নিনাদে,
থেকে থেকে সমীরণ শাখীশিরে কাঁদে,
কে নহে কাতর হেরি ঘন ঢাকা চাঁদে।

শূন্যমনা উদাসিনী,—উন্মাদিনী প্রায়,
কলঙ্ক সোণার গায়, ধূলায় ধূসর কায়,
ধূলায় ধূসর কেশ পবন উড়ায়;
বিপিনবাসিনী কেন, বলনা আমায়,
আমিও বিজনে কেন বলিব তোমায়।

না জেনে প্রণয়দানে যদি অপরাধী,
পরিতে কুসুমহার, ফণিনী-দংশন সার,
কেবল স্মরণ আছে জীবন আচ্ছাদি,
নবীন প্রাণের সাধে বিধি যদি বাদী,
এস গো ত্ব'জনে বসি এ বিরলে কাঁদি।

কল্পনা

ব্যকুল বাসনা যবে শূন্যময় প্রাণ,
জ্ঞান হয় সংসার শ্মশান;

ললিত তোমার গীত, শুনি বিমোহিত চিত,
ভয়ার্ত্ত জনেরে কর অভয় প্রদান,
প্রবাসে প্রবাসী হেরে প্রিয়ার বয়ান।

বিজনে বান্ধবহীন মুমূর্ষু যখন,
করিলে গো তোমারে স্মরণ ;
সুধামুখে মৃদু হাসি, তখনি উদয় আসি,
শয্যাপাশে বসি তার মুছাও নয়ন,
কারাগারে পশি কর' শৃঙ্খল ছেদন।

আঁখিবারি-পারাবারে তরঙ্গের মেলা,
আশা তায় একমাত্র ভেলা ;
তোমার মধুর বায়, সুখে ভেলা ভেসে যায়
উন্মত্ত তরঙ্গদলে ক'রে অবহেলা,
নিরানন্দ ভবধামে আনন্দের খেলা।

বিরামদায়িনী নিদ্রা তোমার সঙ্গিনী,
মনোহরা স্বপন-রঙ্গিণী,
মাতৃ-কোল পরিহরি, বিচিত্র বসন ধরি,
সুপ্ত-শিশু হাসে তোমা হেরি হেমাঙ্গিনী,
শান্ত হ'য়ে শুনে তব মধুর কিঙ্কিণী।

দিবানিশি ধরা ঘেরি ভ্রমে গ্রহগণ,
অন্তর না হয় কি কারণ ?
অজ্ঞ নর কি প্রকার, জানিত সে সমাচার,
তুমি না দেখালে সেই অদৃশ্য বন্ধন,
যাহার বিহনে হ'ত বিশ্বের পতন।

তব বলে নভঃস্থলে করি বিচরণ,
হেরি গো অলক্ষ্য গ্রহগণ ;
সৃষ্টি হ'তে যার কর, ছুটিতেছে নিরন্তর,
তথাপি ধরণী'পর হয়নি পতন,
জীবনের স্রোত চন্দ্রে করিগো শ্রবণ।

হিমাদ্রি-শিখরে শুনি ত্রিদিব বাদন,
নিতম্বিনী অপ্সরা-নর্ত্তন ;
দিবানিশি ভূতগণ, শূন্যে করে বিচরণ,
সূক্ষ্মদেহ স্থূলচক্ষু অতীতদর্শন,
কে দেখিত কৃপাময়ি, না দিলে লোচন।

সৃজিয়ে অপূর্ব্ব রেখা বিজ্ঞান-জননি,
ভেদিয়াছ এ জড় ধরণী ;
কৌতুক দেখিল নরে, সেই মায়া-রেখা-পরে,
অচলা সচলা হ'য়ে চলিল অমনি,
অকস্মাৎ গতিহীন হ'ল দিনমণি।

প্রশান্ত সাগর, মহাকালের দর্পণ,
হেরি তায় কালের বদন ;
বিশ্বসীমা অবসান, পরমাণু ঘূর্ণমান,
নিত্য নববিশ্ব মহাকালের গঠন,
তব সঙ্গে হেরে রঙ্গে মানব নয়ন।

অসীম অনন্ত স্থান ব্যাপি আয়তন,
তমোগর্ভে অর্ণব যখন ;
ফুটে নব দিনকর, গ্রহ, তারা, শশধর,
ক্রমে জলে ভেসে উঠে অন্য ভূতগণ,
মধুর লহরী কহ কথা পুরাতন।

অনন্ত অশান্ত শক্তি বিহরে লীলায়,
নিমগন পুরুষ নিদ্রায় ;
লজ্জা পরিহরি সতী, বিকট অরীত রতি,
অগণন ব্রহ্মডিম্ব টুটে আশঙ্কায়,
বিশ্ব-অণু পরমাণু বিশ্বরূপে ধায়।

কুহকিনী কাম্যদৃশ্য কর বিরচন,
গাম্ভীর্য্যে মাধুর্য্যে সম্মিলন ;
জলে উঠে ভীমকায়, দশন ধরণী-গায়,
বিমল শ্যামলকান্তি কুসুম-ভূষণ,
চন্দ্রচূড়-ভালে শিশু চন্দ্রমা-কিরণ।*

(নরক)

হেরি ভয়ঙ্করী পুরী নাহি বয় বায়,
ছায়া কায়া ছায়া পুনরায় ;
শূন্য পূর্ণ ছায়াদেহ, আছে বা না আছে কেহ,
এই এই, এই নেই, কোথায় মিশায়,
তমসা গোধূলি মাখা জড় জড়িমায়।

মমতা-বর্জ্জিত স্থান শ্মশানের প্রায়,
গণ্ডগোল কি যেন কোথায় ;
বহে বিলাপের রোল, শুন পুন নাহি গোল,
নৈরাশ বিকট হাস লক্ষ্যশূন্য চায়,
শঙ্কা-আতঙ্কিত-মতি আকাঙ্ক্ষা পলায়।

* বরাহ মূর্ত্তিতে ধরণী উদ্ধার।

(স্বর্গ)

উজ্জ্বল বিমল ইন্দ্রধনুর গঠন,
নভ নীল নলিনী-আসন,
হেমকান্তি শান্ত রবি, ছানিত কিরণ ছবি,
উজ্জ্বল কিরণদেহী আনন্দে মগন,
জ্যোতির্ম্ময়ী পুরী নিত্য জ্যোতি-নিকেতন।

উল্লাসে উচ্ছ্বাসে কত জীবন নির্ঝর,
ব'য়ে যায় করুণা-লহর,
কলনাদে কল্লোলিনী, আশা হেম-বিহঙ্গিনী,
না পলায় সুখে গায় তীরে তরু'পর;
দোলে প্রেমামৃত-পূর্ণ ফল মনোহর।

সুখে ভাসি পুন আসি পরশি মেদিনী,
উপবন মানস-মোহিনী,
বিকচ বসন্ততনু, মদন লইয়া ধনু,
কোকিল কুহরে, শশী হাসায় যামিনী,
কুমুদকুন্তলা সর সোহাগে মোদিনী।

নগনা ললনা রাগরঞ্জিত বদন,
ঢুলু ঢুলু আবেশে নয়ন,
চলিতে নিতম্ব হেলে, পবন কুন্তলে খেলে,
অধরে ঈষৎ হাসি কলিকা দশন,
পত্র ভেদি চন্দ্র করে বদন চুম্বন।

মানব-হৃদয়স্থল বিশাল ভুবন,
তথা তব গমনাগমন,
তোমার প্রসাদে কবি, চিত্রে সে বিচিত্র ছবি,
কোথা মরুভূমি কোথা রম্য উপবন;
আলোক উজ্জ্বল কোথা তিমির ভীষণ।

(প্রেম)

পবন আসন ফুল্ল কান্তি কিসলয়,
সূক্ষ্ম সূত্রে বাঁধা পক্ষদ্বয়,
পীযূষ পূরিত স্বর আঁখি-বারি ঝর ঝর,
নিয়ত আপন ভাবে মগন হৃদয়,
যে দিকে ফিরায় আঁখি সেই মধুময়।

(ধ্যান)

হৃদয়ে সতত উচ্চ ভাবের উচ্ছ্বাস,
জ্যোতির্ম্ময় বদন বিকাশ,
শান্তমূর্ত্তি শিলাসন, নিমীলিত দু'নয়ন,
করে কর, ঊর্দ্ধদৃষ্টি বর্জ্জিত বিলাস,
বক্ষে বহে অশ্রুধারা গদগদ ভাষ।

(দয়া)

এলোকেশী মুখে হাসি জীর্ণপত্রাসনা,
নিম্নদৃষ্টি প্রসন্ননয়না,
মৃগশিশু ফুল্লমনে, কোলে শুয়ে সিংহ সনে,
অম্ল করে বীণাস্বরে ক্ষরে মধুকণা,
কমলা কনক-কান্তি বল্কল-বসনা।

(ন্যায়)

সিংহাসনে শুভ্র জ্যোতি বিশদ বসন,
যেন শ্বেত প্রস্তর গঠন,
অন্তর্ভেদী দু'নয়নে, সমদৃষ্টি সর্ব্বজনে,
অলঙ্কার নাহি ভাযে ভালে স্বর্ণ ঘন,
বদন তবু নয়নরঞ্জন।

(কাম)

জীর্ণ, ক্ষত অঙ্গ কালিমা বদন,
শিহরণ, অধর-দংশন,
দেহে বিকারের বল, হৃদে জ্বলে দাবানল,
ঘন ঘন বহে শ্বাস, প্রলয় পবন,
নীলচক্রমাঝে অর্দ্ধ মিলিত নয়ন।

(ক্রোধ)

কর পদ কম্পিত, কম্পিত ওষ্ঠাধর,
দন্তে দন্তে ঘর্ষে নিরন্তর,
ঘূর্ণমাণ রক্ত অক্ষ, বদ্ধ কক্ষ শিলাবক্ষ,
অঙ্গে অনলের তাপ মুষ্টিবদ্ধ কর,
বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র অতি কটুস্বর।

(লোভ)

টিপ্ টিপ্ অহি-চক্ষু দৃষ্টি সচঞ্চল,
লক্ লক্ জিহ্বা ঝরে জল;

ব্যাদান কুৎসিৎ মুখ, সর্ব্বগ্রাস সর্ব্বভুক্,
থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস বহিছে প্রবল,
অহরহ অঙ্গ দগ্ধ করে তুষানল।

(মোহ)

হীনবেশ, শুভ্র কেশ, মলিন বদন,
দিবানিশি ধরণী শয়ন,
মার্জ্জার লইয়া কোলে, কাঁদে অতি মৃদুরোলে,
ঝর্ ঝর্ ঝরি জল অন্ধ দু'নয়ন,
শিরে কর হানি কহে দেবে কুবচন।

(মদ)

বক্রগ্রীবা, দ্রুত পদ দোলে দুই কর,
মিলিত নিয়ত ওষ্ঠাধর ;
সতত কুৎসিত গন্ধ, প্রবেশিছে নাসারন্ধ্,
কুৎসিত কৃমির দায় ঝাড়ে কলেবর,
না হেরে মেদিনী, ভাবে ভৃত্য চরাচর।

(মাৎসর্য্য)

অন্ধ চক্ষু, বায়ুপুষ্ট দীর্ঘ কলেবর,
তমোমাঝে বসে একেশ্বর ;
নেহারে আপন পানে, মগ্ন নিজ গুণগানে,
উড়িতে বাসনা সদা ভেদিয়া অম্বর,
শূন্যে উড়ে পুন পড়ে ধরণী উপর।

নীরস ঘটনাবলী বদ্ধ ইতিহাসে,
তোমার পরশে রসে ভাসে ;
মোহিনী মায়াতে তায়, সুধা উথলিয়ে যায়,
পান করি সে লহরী অন্তর বিকাশে,
সরস মানস-নেত্রে কত চিত্র হাসে।

গোলেনা

১

মেঘাচ্ছন্ন শশধর, ধূসর তিমির,
নীরব পুলিনে মৃদুরবে খেলে নীর।
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, কূলে অর্দ্ধকায়,
পরম শয্যায় দ্বিজবর ;
শিয়রে বসিয়ে যুবা মুখপানে চায়,
নেত্রজল ঝরে ঝর্ ঝর্।
তরঙ্গে তরঙ্গ খেলে, প্রাচীন নয়ন মেলে,
ধীরে ধীরে কহে কথা গভীর নিশায়—
"সময়, সমীর, নীর, দেখ বৎস! নহে স্থির,
কে জানে কোথায় যায় কোথা শান্তি পায়,
শান্তিলুব্ধ অশান্ত জীবন-স্রোত ধায়!

২

"শোক নাহি কর বৎস! ফিরা'ও না আর,
যেতে হবে এবে মহা পারাবার-পার।
ত্বরায় ভাতিবে উষা কাঞ্চন-বরণ,
নবরাগে জাগিবে অবনী,
গঙ্গাজলে এ জীবন করি সমর্পণ,
পাব রাঙ্গা চরণ-তরণী!
জীবন মরণ ভ্রম, কর বৎস অতিক্রম,
কার্য্যক্ষেত্রে রহ যথা পদ্মপত্রে নীর ;
কার্য্য মম অবসান, কার্য্যক্ষেত্রে নাহি স্থান,
গতজীব-হেতু শোক না কর সুধীর!"
নীরব ব্রাহ্মণ, বহে মৃদুরবে নীর।

৩

পূর্ব্বভাগে নানা রাগে অরুণ উদয়,
পিতৃহীন যুবা, ধরা হেরে শূন্যময়।
শব কোলে চলে যুবা অদূরে শ্মশান,
মুখপানে চায় বারবার ;
মহানিদ্রাগত হেরে প্রশান্ত বয়ান,
স্নেহময় কথা নাহি আর।
প্রজ্জ্বলিত চিতানল, পরশিল নভঃস্থল,
হৃদিমাঝে শোকানল দহিল প্রবল।
শুভদিন পৌর্ণমাসী, পূত অঙ্গ ভস্মরাশি,
চিতানল নিভাইল ঢালি গঙ্গাজল,
প্রবল অনল হৃদে না হ'ল শীতল।

৪

ধীরে ধীরে ফিরে ঘরে দ্বিজের কুমার,
অকূল পাথার আজি নেহারে সংসার।
পিতৃসেবা, অধ্যয়ন বিনা নাহি জানে,
ফুরায়েছে সে কার্য্য এখন,

শূন্যদৃষ্টি ধীরে ধীরে চলে শূন্যপ্রাণে,
যথা পথ দেখায় নয়ন।
সুকোমল স্বর্ণকায়, শ্রমবারি ব'য়ে যায়,
মধ্যাহ্ন-তপন-করে আরক্ত বদন।
চলে যুবা নাহি ক্লেশ, ক্রমে ক্রমে দিন শেষ,
ক্রমে চন্দ্রোদয়, বহে সন্ধ্যা সমীরণ;
মুগ্ধপ্রায় তরুতলে বসিল ব্রাহ্মণ।

৫

কুতূহলে লতা দোলে ফুটে ফুলকলি,
কোকিল কুহরে কুঞ্জে, গুঞ্জে ধায় অলি।
শূন্যমনে, শূন্যপ্রাণে, শূন্যদৃষ্টে চায়,
ফুটে তারা নীরব গগন;
কত কথা উঠে মনে স্বপনের প্রায়,
মৃদু মৃদু বাজিল কঙ্কণ,—
কুসুম কানন-মাঝে, বিকচ কুসুম সাজে,
কামিনী বদনখানি চন্দ্রমা বিকাশ;
কাকপক্ষ কৃষ্ণ আঁখি, যুবার বদনে রাখি,
ক্ষিপ্ত প্রায় কেবা বামা না বুঝে আভাস,
যুবক ত্যজিল দীর্ঘ মর্ম্মভেদী শ্বাস।

৬

শুনিল, কোমল প্রাণে বাজিল বেদনা,
সলাজ মধুর ভাষে সম্ভাষে ললনা;—
"কে তুমি কোথায় যাও কিবা প্রয়োজন,
কেন কেন মলিন বদনে?
সুখের সংসারভার বল কি কারণ?
কি বেদনা রম্য উপবনে?"
নন্দন কানন-মাঝে, বীণা-ধ্বনি যেন বাজে,
সুধাময় মৃদুস্বর মোহিল শ্রবণ;
হৃদিমাঝে ছবি রাখি, কামিনী ফিরায় আঁখি,
অনিমেষনেত্রে যুবা করে দরশন,
দেখেছে কুসুম, নহে সুন্দর এমন।

৭

তিমির-যামিনী-শেষে উষার প্রকাশ,
মানব-হৃদয়ে যথা আশার বিকাশ,
মরুভূমে নির্ঝর-শোভিত উপবন,
পিককণ্ঠে সরে কুহুস্বর,
সন্তাপিত হৃদিমাঝে ভাতিল তেমন—
বনদেবী-ছবি মনোহর!
যেন পরিচিত স্বর, পরিচিত সে অধর,
যেন জানা অজানিত ভাবের উদয়,
যেন কোন সুস্বপন, স্মৃতি করে অন্বেষণ,
পরিচয় সনে হয় জড়িত বিস্ময়,
'আমার আমার কেবা প্রাণে প্রাণে কয়'।

৮

ধীরে ধীরে পরিচয় যুবক কহিল,
কুসুম-কাননে যেন অনিল বহিল,
"গঙ্গার অনতিদূরে কুটীরে নিবাস,
নাহি জানি সংসার কেমন;
অধ্যয়ন বিনা আর ছিল না প্রয়াস,
দ্বিজপুত্র, নাম নিরঞ্জন।
শৈশবে জননী গত, পিতৃসেবা ছিল ব্রত,
একাধারে পিতা মাতা জনক আমার;
সে ব্রত হ'য়েছে পূর্ণ, জীবন কামনাশূন্য,
ফুরায়েছে পিতা বলা, পিতা নাহি আর,
দিছি আজি বিসর্জ্জন, সংসার আঁধার!"

৯

ছল ছল আঁখিজল, কথা না সরিল,
অগ্নিময় দীর্ঘশ্বাস আবার বহিল।
নীরব কামিনী শুনি শোকের কাহিনী,
রবহীন রহে নিরঞ্জন;
নীরবে চন্দ্রমা সনে নেহারে যামিনী,
প্রাণে প্রাণে বাঁধিল মদন।
কামিনী পুতলিপ্রায়, যুবার বদনে চায়,
চ'খে কথা মনোব্যথা করিল হরণ।
নীহারে কুসুম যেন, সরস হৃদয় হেন,
নব নব শোভা নেত্রে করে বিলোকন,
সংসার আঁধার নয় ভাবে মনে মন।

১০

অকস্মাৎ আঁধার হইল দিশা মেঘে,
তড়িৎ চমকে, বায়ু বহে মহাবেগে,
কঠোর অশনি-নাদে কাঁপায় অবনী,
স্থূল ধারা ঝরে তড় তড়,

"ঘরে এস" যুবকেরে কহিল রমণী,
"উদয় বাদল মহাঝড়"।
দ্রুতপদে বামা ধায়, যুবা পাছু পাছু যায়,
প্রবেশে উভয়ে অতি সুন্দর আগারে।
বিচিত্র আসন কত, শোভা পায় নানামত,
অনুরোধ রমণী করিল বসিবারে,
ঘোর নাদে বরিষণ মুষলের ধারে।

১১

যুবক জিজ্ঞাসে, বালা দিল পরিচয়,—
"নবাব আমার পিতা অতি সদাশয়,
গোলেনা আমার নাম, ফুল ভালবাসি,
আমার এ ক্রীড়া-উপবন ;
প্রভাতে প্রদোষে নিত্য ভ্রমিবারে আসি,
তুলে পরি কুসুম-ভূষণ !
নিত্য একা আসি যাই, ফুল বিনা সখী নাই,
একা বসি ফুলকলি করি সম্ভাষণ।
ফুল তুলি ভরি ডালা, তোড়া বাঁধি গাঁথি মালা,
জননীরে উপহার করি সমর্পণ,
কে হাসে মধুর হাসি কুসুম যেমন !"

১২

কথায় কথায় ক্রমে বহিল সময়,
মেঘ-অন্তে হ'ল পুন চন্দ্রমা উদয়।
আচম্বিতে গৃহদ্বারে অস্ত্র ঝন্ ঝন্,
চমকিয়া গোলেনা চাহিল,
গৃহে প্রবেশিল ক্লীব অস্ত্রধারিগণ,
দৃঢ়পাশে ব্রাহ্মণে বাঁধিল।
কি করিস্ আরে আরে, উন্মাদিনী ব'লা বারে
নির্দ্দয় প্রহরিগণ না শুনে বারণ,
দ্রুতপদে ল'য়ে যায়, উন্মাদিনী পাছে ধায়,
অন্ধকার হেরে ভূমে হয় অচেতন,
নিরাশ-নয়নে ফিরে হেরে নিরঞ্জন।

১৩

দ্রুত হ'য়ে বন্দী ল'য়ে প্রহরী চলিল,
যুবক আচ্ছন্নপ্রায় কথা না সরিল ;
স্বপ্নপ্রায় মনে পড়ে সকল বারতা,
মনে পড়ে জনকের মুখ ;
ধায় প্রাণ বিজন কুটীরখানি যথা,
বেদনায় সম দুঃখ সুখ।
ভূমিগর্ভে কারাগার, আশাশূন্য অন্ধকার,
রাখে তায় হাতে পায় বাঁধিয়ে শৃঙ্খল ;
একক ভীষণ স্থানে, রহে যুবা শূন্যপ্রাণে,
নাহি কথা, নাহি ব্যথা, চ'খে নাহি জল,
কদাচিৎ দীর্ঘশ্বাস বহিল কেবল।

১৪

ছায়া কায়া মহামায়া বিরামদায়িনী,
স্বপনসঙ্গিনী শ্যামা ভুবনমোহিনী,
দুখহরা অঙ্কে নিদ্রা লন যুবকেরে,
তবু মন রহে সচেতন ;
অগ্নিময় রথখান স্বপ্নে যুবা হেরে,
বহে অগ্নিময় অশ্বগণ ;
রথ'পরে পিতা তার, বদনমণ্ডল ভার,
তিরস্কার করি কহে, "আরে রে দুর্ব্বল !
অধ্যয়ন উপদেশ, এই কি তাহার শেষ,
অপবিত্র যবনীরে হৃদে দিলি স্থল,
সেই অপরাধে পর দারুণ শৃঙ্খল।

১৫

আয় তোরে ল'য়ে যাই" জনক কহিল,
অকস্মাৎ যেন তার শৃঙ্খল খসিল।
কাঁদিয়ে জাগিল যুবা, আলোক দেখিল,
সবিস্ময়ে হেরে গোলেনায় ;
"এস সাথে" ধীরে ধীরে কামিনী কহিল,
দেখিল শৃঙ্খল নাহি পায় ;
ক্ষুদ্র দ্বার মৃত্তিকায়, অকস্মাৎ খুলে যায়,
দীপ-করে আগে আগে চলিল কামিনী।
সুড়ঙ্গে চলিল ধীরে, উঠে দোঁহে গঙ্গাতীরে,
হেরে শশী অস্তগামী, প্রভাত যামিনী,
কলনাদে দুলে চলে সুর-তরঙ্গিনী।

১৬

কাতরে কামিনী কহে নীরব পুলিনে,
"নিরঞ্জন ! তোমা সনে দেখা মন্দ দিনে,
স'য়েছ বিস্তর—তার আমিই কারণ,
নিজ গুণে কর হে মার্জ্জনা।

জানিতাম গুপ্তদ্বার বালিকা যখন,—"
আঁখিজল মুছিল ললনা।
"প্রহরী তোমারে ধরি, ল'য়ে গেল বন্দী করি,
পড়িলাম ভূমিতলে হ'য়ে অচেতন।
চেতন পাইয়ে পরে, দেখি পালঙ্কের পরে,
ধাত্রীমাতা কাছে আর নাহি অন্যজন,
কহিলাম বিবরণ ধরিয়া চরণ।

১৭

কৃপাময়ী ধাত্রিমাতা, কৌশলে তাঁহার,
জানিলাম কোন্‌স্থানে তব কারাগার,
পশিলাম কারাগারে তাঁহার কৃপায়,
পুন আর দেখা নাহি হবে ;
যাও যুবা নিজ স্থানে মাগি হে বিদায়,
অভাগীরে মনে কি হে রবে ?"
রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠস্বর, নেত্রবারি ঝর ঝর,
সতৃষ্ণ-নয়নে বালা মুখপানে চায়,
দেখিল বদনভাব, কি বিকার আবির্ভাব,
বুঝিতে না পারে কিছু অন্তর শুকায়,
ফিরে যায়—মমতায় অন্তরে দাঁড়ায়।

১৮

পুতলীর প্রায় যুবা স্থির রহে তীরে,
জীবন মমতাশূন্য কহে ধীরে ধীরে,
"জাহ্নবি! জানি না মাগো শৈশব যখন,
কারাগার ভীষণ সংসার,
তব অঙ্কে জনকে দিয়েছি বিসর্জ্জন,
দেহ-ভার সহে না মা আর।"
কল্পনা-বিকারে হেরে, ছায়াদেহী প্রাণী ফেরে,
কেহ আসে, কেহ যায়, কেহ বলে 'আয়',
কেহ করে উপহাস, কেহ কহে স্নেহভাষ,
কত দেখে কত শুনে আচ্ছন্নের প্রায়,
মমতা বিহীন প্রাণ শূন্যে শূন্যে ধায়।

১৯

চলিল শ্মশানভূমে যথা দগ্ধ পিতা,
সেই খানে গড়ে যুবা আপনার চিতা।
ধূমভেদী চিতানল জ্বলিল প্রবল,
অগ্নিমাঝে হেরে দিব্যরথ ;
নেহারে পিতারে, কান্তি জিনিয়া অনল,
বহে রথ অশ্ব অগ্নিবৎ।
"প্রত্যক্ষ—স্বপন নয়," উচ্চৈঃস্বরে যুবা কয়,
"যাই পিতঃ" ব'লে চিতা করে আরোহণ,
কুসুম-শয্যায় যেন, অগ্নিমাঝে পড়ে হেন,
লক্ লক্ জিহ্বা অগ্নি পরশে গগন,—
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ অদূরে ভীষণ!

২০

হাহারবে চিতাপাশে পড়িল যুবতী,
প্রেমব্রতে প্রাণাহুতি দিল গুণবতী।
জীবলীলা ফুরা'ল, মিশাল প্রাণে প্রাণ,
অবিচ্ছেদ প্রেমের বিহার!
সমীর গাহিল গান, শুনিল শ্মশান,
রুদ্ধ হ'ল অন্তকের দ্বার।
কবর নির্ম্মিত তথা, পথিকে জানায় কথা—
'এই স্থানে মহানিদ্রাগত দুই জন,
নাহি দুখসুখ ভ্রান্তি, হৃদয়ে বিহরে শান্তি,
কামনা-রহিত প্রাণে প্রাণ বিসর্জ্জন,
শুন হে প্রেমিক! ক্ষুদ্র প্রেম-বিবরণ।'

কাদম্বিনী

বল কাদম্বিনি, দামিনী হাসিনী,
কে তুমি কামিনী, বিমানচারী ?
ভুবন ভ্রমণ, কর কি কারণ,
কি ভাবে কখন, বুঝিতে নারি!

২

কভু ঘোরাননা, আঁধার-বরণা,
সাজ বিভীষণা, সমর-সাজে ;
দশনে দশন, কঠোর ঘর্ষণ,
ত্রাহি ত্রিভুবন, উগার বাজে।

৩

তখনি ভামিনী, সরস মেদিনী,
জীবনদায়িনী, বরষি বারি ;
নাহি বুঝি গতি, নাহি বুঝি মতি,
কিবা রসবতী, ভাব তোমারি।

কভু ভয়ঙ্করী, কভু শুভঙ্করী,
তুমি কৃপা করি, বাঁচাও জীবে ;
নাই ভয় বুকে, অনলের মুখে,
থাক বা কি সুখে, এ খেলা কিবে !

৫

লতা নগ্নাঙ্গিনী, তরু সোহাগিনী,
সাজাও রঙ্গিনী, হাসাও ফুলে ;
দুকূল বসনে, সোণার ভূষণে,
হাস উষা সনে, মানস ভুলে।

৬

পাগলিনী প্রায়, ধূলা মাখ গায়,
ছিন্ন-ভিন্ন কায়, শুইয়ে থাক ;
কখন উতলা, গমন চপলা,
ধরি বায়ু-গলা, সলিলে ডাক।

৭

সদা সুখ মনে, থাক গিরি সনে,
প্রেম আলিঙ্গনে, বেড়িয়ে কটি ;
তরল সলিলা, গড় তুমি শিলা,
একি নাট-লীলা, দেখাও নটী !

৮

লোক-অগোচরে, তিমির-গহ্বরে,
স্নেহে কোলে ক'রে, পাল গো নদী ;
সাগরে শয়ন, বিমানে ভ্রমণ,
মজে ত্রিভুবন, লুকাও যদি।

৯

খচিত রতনে, ইন্দ্র শরাসনে,
পর সযতনে, নিবিড় কেশে ;
রবি শশধরে, ঘেরিলে আদরে,
হেরে সভা ক'রে, দেবতা এসে।

১০

কেন চাতকিনী, হয় কুতুকিনী,
মিহিরমোহিনী, তোমায় দেখে ?
ছোটে তারা ত্রাসে, পড়ে তব গ্রাসে,
উঠিলে আকাশে, সাগর থেকে।

নির্ঝরিণী

গান ক'রে মধুর স্বরে—
ব'য়ে যাও নির্ঝরিণী, কার রমণী,
প্রভাতে এ প্রান্তরে ?
ছিলে মগ্নমনে, গহন বনে,
উদাসিনী কার তরে ?
তুমি বিমলবারি, সুধার ঝারী,
জন্ম কেন পাথরে ?
দোলা হেলা, লীলা-খেলা,
চ'লেছ প্রমোদভরে ;
নিয়ে সোণার ভূষণ, রবির কিরণ,
পরেছ থরে থরে।
ফলে ফুলে, তরুদলে,
দু'ধারে নয়ন ঝরে ;—
ছেড়ে জন্মভূমি, যাও গো তুমি,
ডেকে কারে অন্তরে ?
দিয়ে আপন শরীর, অমৃত নীর,
তোষ' তৃষা-কাতরে ;—
তুমি, অপার সীমা কার মহিমা—
করুণা দেখাও নরে ?

হলদিঘাটের যুদ্ধ

১

গম্ভীর আরাবে ভেরী ভেদিল গগনে,
বাহিরিল কুলনারী, ধরি হাত সারি সারি,
গাহিল মঙ্গলগীত মলিনবদনে ;
কথা না সরিল কার, না ঝরিল অশ্রুধার,
কেবল বহিল শ্বাস, মিশাল পবনে,
নীরবে বিদায় দিল নয়ন নয়নে।

২

কাতার কাতার সেনা আনত-আননে,
রাখি প্রাণ কায়া চলে, ফিরিল রমণীদলে,
নূপুর-কিঙ্কিণী-রোল ভাসে সমীরণে ;

অধীর হৃদয়বীর, শ্বাসহীন রহে স্থির,
অধীর ডাকিল ভেরী গভীর গর্জ্জনে,
নড়িল চলিল ঠাট হল্‌দিঘাটরণে।

৩

ঝন্‌ ঝন্‌ চলে সেনা কাতার কাতার,
মরমে দারুণ ব্যথা, কেহ না কহিল কথা,
রয়েছে কিঙ্কিণী-ধ্বনি শ্রবণে সবার,
রক্ত আঁখি বিঘূর্ণিত, দীর্ঘশ্বাস কদাচিত,
কদাচিৎ কেহ করে স্পর্শ তরবার,
পশ্চাৎ ফিরিয়া কেহ না চহিল আর।

৪

ভৈরব ভেরীর রব আবার অম্বরে,
কাঁপাইয়ে ধরাধর, ডাকে ঘন 'অগ্রসর'
চমকিল প্রতিধ্বনি সে ভীষণ স্বরে ;
মত্ত তনু বীরমদে, চলে সেনা দ্রুতপদে,
অস্ত্রের ফলক ঝকে নব দিনকরে,
সঘনে কাঁপিল ধরা বীর-পদভরে।

৫

শতমুখে নদ যথা প্রবেশে সাগরে,
শতমুখে বহি ঠাট, প্রবেশিল হল্‌দিঘাট,
অদূরে যবন-ধ্বজ ভাতিল অম্বরে ;
প্রতাপ সমরে ধীর, চৈতক-আরোহী বীর,
কহিল সম্বোধি সেনা সুগভীরস্বরে,—
"হের দেখ উপনীত যবন সমরে।"

৬

নীরব হইল বীর শ্বাস না বহিল,
নীরব সলিল স্থল, নীরব অচল চল,
নীরব গগনে স্থির সমীর হইল ;
নীরব রবির কর, পড়িল ধরনী'পর,
নীরব বাহিনী, তাপে মরম দহিল,
বারেক নিরখি রবি নীরবে রহিল।

৭

হেন কালে অদূরে উঠিল সিংহনাদ,
সাগর যেমতি ঝড়ে, যবন-কটক নড়ে,
সাগর-কল্লোল জিনি দুন্দুভি-নিনাদ ;
প্রাণে জাগে অপমান, মানসিংহ আগুয়ান,
বেষ্টিত শিক্ষিত সেনা হৃদে রণ-সাধ,
উল্লাসে উন্মত্ত সবে আসন্ন বিবাদ।

৮

গভীরে কহিল রাণা, "বিলম্ব কি আর!
করি মহাগণ্ডগোল, সমরে বাজিল ঢোল,
'অগ্রসর' ভেরীবর গর্জ্জিল আবার ;
প্রলয়-কল্লোল উঠে, বদ্ধ বায়ু যেন ছুটে,
রণরঙ্গে ধায় সেনা ধূলায় আঁধার,
জলদ-গর্জ্জন জিনি ঘন হুহুঙ্কার।

৯

বারিতে সৈন্যের স্রোত সতর্ক যবন,
শ্রেণীবদ্ধ দৃঢ়মত, বিস্তৃত প্রাচীরবৎ,
সহস্র কামান করে অনল জৃম্ভণ ;
মুখেতে শমন বসে, নাদে গিরি-শির খসে,
ধূলা সহ মিলি ধূম ছাইল গগন,
ঘোর রোল রণ ঢোল জীমূত-গর্জ্জন।

১০

পুনঃ পুনঃ কালানল চপলা-কিরণ,
পুনঃপুনঃ ভীমনাদ, বাড়িল সমরসাধ,
সিংহনাদ করে রণে রাজপুতগণ ;
ধূলায় দিবস নিশা, প্রকাশ না পায় দিশা,
বীরদাপে এক চাপে করে আক্রমণ,
বারিতে যবন যত্ন করে প্রাণপণ।

১১

সংগ্রামে প্রবেশে রাণা চৈতক-বাহন,
তীর-তারা-উল্কা প্রায়, বলবান্‌ বাজী ধায়,
যথায় বারণ-পৃষ্ঠে আক্‌বর-নন্দন ;
করিবারে রিপুজয়, সমর-দীক্ষিত হয়,
করি-করে এক পদ করে উত্তোলন,
রাণা হানে ভল্ল জিনি দামিনী-গমন।

১২

ফাঁপর হইল রণে আক্‌বর-নন্দন,
মুখে হাহাকার রব, ধাইল যবন সব,
প্রাণ উপেক্ষিয়ে করে রাণারে বেষ্টন ;
রাণা করে ঘোর রণ ধূমহীন হুতাশন,

শত শত পড়ে ধরা করিয়ে ছাদন,
চারিদিকে ক্ষত্রিয় করিল আক্রমণ।

১৩

ঘোর রণে মিশামিশি ক্ষত্রিয় যবন,
ঘন ঘন হুহুঙ্কার, ঝাঁকে ঝাঁকে তরবার,
উঠে পড়ে মেঘে যেন দামিনী-কিরণ;
অসংখ্য যবনগণ, অনেক করিল রণ,
ক্ষত্রিয়-বিক্রম নারে করিতে বারণ;
কে বারে সাগরে, বন্ধ করে সমীরণ!

১৪

মানসিংহ কহে সেনা সম্বোধি তখন,
"হের দেখ রণরঙ্গ, যবন হইল ভঙ্গ,
দেখ না সমরে রাণা সাক্ষাৎ শমন;
কি দেখ কি দেখ আর, রণে হও আগুসার,
মুহূর্ত্তে মজিবে সব যুদ্ধে দাও মন,
বীর্য্যবান্ রাখ মান, রাখ সিংহাসন।

১৫

"জয় মানসিংহ" !—শব্দ উঠিল গগনে,
রক্তধারা বহে গায়, প্রতাপ ফিরিয়ে চায়,
গভীরে কহিল বীর সম্বোধি স্বগণে,—
"হে সেনা সমরদক্ষ, দেখ না বিপক্ষ পক্ষ,
কুলাঙ্গার রাজপুত মানসিংহ সনে,
সচল প্রাচীর সম প্রবেশিছে রণে।"

১৬

গভীরে কহিল রাণা, রহিল না আর,
জ্বলন্ত অনল প্রায়, ক্রোধে রাণা-সেনা ধায়,
চারিদিকে রণসিন্ধু উথলে আবার;
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার, ঘন ঘন হুহুঙ্কার,
রুধিরপ্রয়াসী অসি মণ্ডল আকার,
ছিন্নশির, ধমুর আকার রক্তধার।

১৭

পুনঃপুনঃ রাণা-সেনা করে আক্রমণ,
মানসিংহ রণ-ধীর, সসৈন্যে রহিল স্থির,
না হেলিল না টলিল একটী চরণ;
ভাবিল প্রতাপ রায়, রণে বিসর্জ্জিব কায়,
প্রবেশিল অরিমাঝে ভেদি সৈন্যগণ,
মেঘমালা-মাঝে যেন মধ্যাহ্ন-তপন।

১৮

পূর্ণচন্দ্র-ছটা—শিরে ছত্র শোভা পায়,
সেই ছত্র লক্ষ করি, অসংখ্য অসংখ্য অরি,
অস্ত্র বরষিল যেন বারি বরিষায়;
অরি করি তৃণজ্ঞান, ফিরে রাণা বীর্য্যবান,
ঝলকে দলকে অসি দামিনীর প্রায়,
হস্ত-পদ-মুণ্ড-স্কন্ধ ধরণী লুটায়।

১৯

সংগ্রাম হেরিল দূরে, ঝাল্লার সর্দ্দার,
একা রাণা নাহি পক্ষ, অসংখ্য সমরদক্ষ,
বিপক্ষ-বেষ্টিত, বক্ষে বহে রক্তধার;
রক্ষিতে প্রতাপরাজে, প্রবেশিল অরিমাঝে,
শীঘ্র ছত্র ল'য়ে ধরে শিরে আপনার,
রাণাজ্ঞানে সেনা তারে বেড়িল অপার।

২০

অমিত-বিক্রম বীর, ঝাল্লার সর্দ্দার,
পলকেতে শতবার, উঠে পড়ে তরবার,
শত হস্তে চালে যেন ভল্ল তীক্ষ্ণধার;
অসংখ্য অরির ঘায়, ক্রমে অবসন্নকায়,
পড়িল সংগ্রামস্থলে করি মহামার,
বীরসাজে বৈরিমাঝে বীর অবতার।

২১

জ্ব'লে জ্ব'লে ভস্মরাশি হয় দাবানল,
বেগবান্ ঘূর্ণবায়, নিজ বেগে লয় পায়,
সমুদ্র মন্থন করি ফণীন্দ্র বিকল;
ক্রমে গৌরবের সনে, ক্ষত্রিয় শুইল রণে,
অভাগী ভারতভাগ্যে যবন প্রবল,
হল্‌দিঘাট ইতিহাসে রহিল কেবল।

বারাঙ্গনা

১

বারাঙ্গনা নারী মম অন্তর পাষাণ,
প্রেম কোথা পাবে স্থান,
শ্মশান আমার প্রাণ,
রমণী-হৃদয় আমি দিছি বলিদান।

২

ছিল অন্য নারী সম হৃদয় কোমল,
ছিল অকপট হাস,
ছিল প্রেম-অভিলাষ,
সে কথা স্মরিলে হায় চ'খে আসে জল।

৩

অতীত বালিকা-কাল কলিকা যৌবন,
নবীন বিপিন সম,
ছিল এ হৃদয় মম,
জানি নি জননী জ্বেলে দিবে হুতাশন।

৪

বিকচ কলিকা ক্রমে আঁখি-বিনোদন,—
টল টল ঢল ঢল,
কলেবর বিচঞ্চল,
ঈষৎ হাসিয়ে হেরি দর্পণে বদন।

৫

হেরিলাম অকস্মাৎ পুরুষ-রতন,
কুসুম-নির্ম্মিত তনু,
কেশে বসে ফুলধনু,
শুভ্র-রেখা-মাঝে রাখি ফুল শরাসন।

৬

ফিরায়ে বদন তুলি যুবক চাহিল,
অমনি নয়ন ভুলি,
কহিল অন্তর খুলি,
নয়নে নয়ন তার মন প্রকাশিল।

৭

ফুরা'ল প্রেমের কথা জ্বলিল অনল,
পণে তনু বিতরণ,
অন্ধ-খঞ্জ আকিঞ্চন,
পুড়েছে সকলি, আছে রমণীর ছল।

নবমী

১

বহুদিন পরে পুন উঠে আজি মনে,
প্রিয়াসনে চন্দ্রমা-কিরণে ;
এই নবমীর নিশি, পরাণ গলায়ে হাসি,
গিয়েছে সে দিন ভাসি, মিশেছে স্বপনে,
নাহি আর সে স্বপন ফুরা'ল জীবনে।

২

উন্মত্ত মধুর আশে ললনা আননে,
ভ্রান্ত মন মোহিনী কাননে ;
নারীর হাসির আশে, একমনে রুদ্ধশ্বাসে,
রমণীয় নিশি কত বঞ্চেছি রোদনে,
গিয়েছে সে দিন আজ মিশেছে স্বপনে।

৩

বিগত বান্ধবগণে পড়ে আজি মনে,
কত কথা দূর স্মৃতি সনে ;
শতধারে মুক্তদ্বারে, প্রীতি-বারিধারা ঝরে,
এই নবমীর নিশি মিশাবে স্বপনে,
উৎসব নীরব যথা দেবী-বিসর্জ্জনে।

৪

নবমী যামিনী কোলে জাগে আজি মনে,
চিত্তহরা প্রতিমা বদনে,
দেখেছি দেখেছি হাসি, সে হাসি মা ভালবাসি,
অভয়া গো! অভাগারে রেখো মা চরণে,
পুন যেন যায় দিন কিশোর-স্বপনে।

"মেঘনাদ-বধ" অভিনয়ের প্রস্তাবনা *

যদি ধন প্রয়োজন না হইত কদাচন,
রঙ্গভূমি হেরিত কি রসহীন জন?
বিমল কবিত্ব আশে, কেহ রঙ্গালয়ে আসে,
কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ কেমন!

---

* অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে "মেঘনাদবধ" প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে নাট্যাকারে অভিনীত হয়। উক্ত থিয়েটারের অভিনয়ে পদ্যের মাধুরী অনেক স্থলে অক্ষুণ্ণ থাকিত না।

আসি এই রঙ্গস্থলে, কত লোকে কত বলে,
সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন ;
কাব্যে যার অধিকার, দাস তার তিরস্কার,
অকপটে কহে, করে মস্তকে ধারণ।
সুধীজন-পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি,
তিরস্কার তাঁর—দোষ বারণ কারণ ;
'এন্‌কোর' 'ক্লাপে' যার, আছে মাত্র অধিকার,
তাঁর (ও) আজি করি আমি চরণবন্দন।
সবিনয়ে কহে ভৃত্য, নহে বারাঙ্গনা-নৃত্য,
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জ্জন ;
রুণুঝুণু নাহি আর, কঙ্কনের ঝনৎকার,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনিপতন।
গভীর তুলিয়া তান, মধুর মধুর গান,
গদ্য-পদ্য-মাঝে এই মনোহর সেতু ;
শেষাক্ষরে মিল নাই, গদ্য যদি বল তাই,
পদ্য বলা যায় যতি বিভাগের হেতু।
হ'লে কাব্য অভিনয়, জীবনসঞ্চার হয়,
কোন্ অনুরোধে যতি করিব বর্জ্জন ?

এক প্রকার গদ্য করিয়া বলিবারই চেষ্টা হইত। উক্ত থিয়েটারের অভিনেতারা গৌরব করিতেন যে, তাঁহাদের অভিনয় স্বাভাবিক এবং সুরবর্জ্জিত। কিন্তু পদ্য, গদ্য করিতে যাইলে যে একটা অস্বাভাবিক সুর আসে এবং তাহাতে কাব্য-মাধুরীও নষ্ট হয়, ইহা তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। গদ্য করিবার চেষ্টায় অভিনয়েরও হানি জন্মে। যথাস্থানে ভাবানুযায়ী নিম্ন ও উচ্চ সুর প্রয়োগ করা চলে না। বেঙ্গল থিয়েটারে এই অভিনয়ের কিছুদিন পরেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত হইয়া, ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার উঠিয়া যাইবার পর উক্ত নাট্যশালারই "ন্যাসান্যাল থিয়েটার" নাম দিয়া গিরিশ বাবু কর্ত্তৃক পরিচালিত সম্প্রদায় অভিনয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মেঘনাদবধ নাটক এই নবস্থাপিত ন্যাসান্যাল থিয়েটারের প্রথমাভিনয়। পদ্যে নাটকাভিনয়ে 'যতি' রক্ষা করা উচিত, ইহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ও ন্যাসান্যালের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রেট ন্যাসান্যাল সম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে গীতিনাট্য অভিনয় করিতেন, তাহার প্রতি কটাক্ষপাতে কবিবর এই প্রস্তাবনা কবিতাটী রচনা করেন, মেঘনাদবধ নাটকের প্রথমাভিনয়-রজনীতে ইহা পঠিত হয়। (জুলাই, ১৮৭৭ খৃঃ)

পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, সে যতিরে বলিদান
নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন।
যাঁর মনে উঠে যাহা, তিনি বলিবেন তাহা,
আমার যা কার্য্য আমি করিব এখন।

কৃষ্ণদাস পাল

শুয়েছ পুরুষ-সিংহ অনন্ত-শয়নে,
নিদ্রা যাও বৃন্তহীন কুসুম-শয্যায়,
নিদ্রা যাও ভারতের গৌরব স্বপনে,
জাগিয়াছ আজীবন জন্মভূমিদায়!—
নিদ্রা যাও কুসুম-শয্যায়!
অবিশ্রান্ত রণে ক্লান্ত ঢালিয়াছ কায়,
নিদ্রা যাও দৃঢ়ব্রত স্বদেশ-বৎসল ;
বিশ্রাম করহে স্বীয় কীর্ত্তি-গরিমায়,
আছে ত ভারত-ভাগ্যে রোদন কেবল।
নিদ্রা যাও স্বদেশ-বৎসল!
কর্ম্মক্ষেত্রে মহাকৃতী আদর্শ মানব,
সহায় সম্পদ মাত্র আত্মবলিদান ;
মাতৃকোলে শুয়ে শিশু শুনিবে গৌরব,
ভয়ে ভীত উত্তেজিত হবে কত প্রাণ,—
আদর্শ এ আত্ম-বলিদান!
সুখে দুঃখে অটল নির্ভীক মৃত্যু-দ্বারে,
জন্মভূমি-অনুরাগ, কার্য্য উচ্চ আশ ;
প্রত্যয় না করে বঙ্গ সুধে বারে বারে,
সত্য কি নাহিক আর—নাহি কৃষ্ণদাস ?
"নাহি কৃষ্ণদাস" কহে কঠোর নৈরাশ!

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১

কোথা হে অনাথ-বন্ধু ডাকিছে অনাথ,
ওই শুন বিধবা-রোদন!
ধরাসনে ছাত্রগণে করে অশ্রুপাত—
দীননাথ কেন অদর্শন ?
হতাশ হুতাশে কার হেরিব বদন!

২

ভাষার জীবনদাতা অবোধ-বান্ধব,
গুরুবর বিদ্যার সাগর!
নিষ্কাম নিরহঙ্কার আদর্শ মানব,
কার্য্য হেতু কার্য্যের আদর—
শিখায়েছ কার্য্যে, কৃতকার্য্য নরবর!

৩

বঙ্গ সম কোথা হেন তোমার অভাব,
কোথা হেন অজ্ঞ দীনগণ?
কোথায় বিলাবে তব অতুল প্রভাব—
কাতরে কে ক'রেছে স্মরণ?
শূন্য-প্রাণে বঙ্গ হেরে তব শূন্যাসন!

৪

আজীবন পরহিতে আত্ম সমর্পণ,
কারে দে'ছ মহাভার করিতে বহন?
কারে দে'ছ দীনজনে, কারে দে'ছ ছাত্রগণে,
যতনে কে মুছাইবে বিধবা-রোদন?
বদনে করুণারাশি, কুটীরে কুটীরে আসি,
সন্তাপিত চিত্ত কে করিবে বিনোদন?
নিরাশ্রয় লবে কার অভয়-শরণ!

৫

বিদ্যার মন্দির তুঙ্গতর শৃঙ্গপরে,
সংকীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ পথ সে শিখরে,
দুস্তর কান্তার তার, অন্য পথ নাহি আর,
স্থির সংস্কার এ আছিল পূর্ব্বাপরে;
রাজপথ বিরচন, করিয়াছ মহাজন,
নেহারে অবোধগণ আনন্দ অন্তরে,
অনায়াসে আরোহণ করে শৃঙ্গধরে।

৬

মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র অদ্ভুত তোমার,
মুমূর্ষু ভাষার হ'লো জীবন সঞ্চার;
নাহি আর হতাদর, জনমনফুল্লকর,
হীন ক্ষীণ কলেবর নাহি তার আর—
বিকশিত শতদল, পরিমল ঢল ঢল,
সৌরভ গৌরব এবে ভুবনে প্রচার,
ভাবময়ী মধুস্রোত বহে শতধার।

চিত্রপট, প্রস্তরের মূর্ত্তি বিরচন,
স্মরণার্থ চিহ্ন তব নাহি প্রয়োজন;
করুণা দেবীর বরে, কীর্ত্তিস্তম্ভ নিজ করে,
করিয়াছ গ্রাম-পল্লী-নগরে স্থাপন।
হৃদয়ে তোমার স্থান, ঘরে ঘরে গুণগান,
বর্ব্বর সান্তাল-কীর্ত্তি করিছে কীর্ত্তন,
কীর্ত্তিমান, কীর্ত্তিময় তোমার জীবন।

৮

কার্য্যফল কার্য্যমাত্র ছিল আকিঞ্চন,
করেছ নিষ্কাম কার্য্য কার্য্যের কারণ;
অন্তরের পুরস্কার, ছিল কার্য্য অধিকার,
তিরস্কার-ভীত তুমি নহ কদাচন।
পর-হিত মন্ত্র সাধা, একাকী উপেক্ষি বাধা,
কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্যবীজ ক'রেছ রোপণ,
ফলবতী বৃক্ষ—বঙ্গ-মানসরঞ্জন!

৯

সার্থক নরত্ব তব হে নরপ্রবর!
তব পদ চিহ্নগামী—সার্থক সে নর।
জননী-ভূমির ভার, ল'য়েছ—শুধেছ ধার,
মাতার রোদনে চিরব্যথিত অন্তর!
কার অশ্রু মুছাইতে, গিয়াছ ব্যাকুল চিতে,
কেন হে কঠিন আর না দেহ উত্তর?
আঁখি-ধারা ধর গুরু বিদ্যার সাগর!

বিজয়া

১

মাতুয়ারা জ্ঞানহারা পরাণ আমার,
টলে ঢলে দোলে অনিবার;
হর্ষ-শোক সম্মিলনে, কি ভাব উদয় মনে,
কখন' কি ছিল প্রাণে মমতার ধার,
আজি কেন অজস্র বহিছে অশ্রুধার!

কত ভাবে কত কথা কত লোকে কয়,
দিন যায়, দিন নাহি রয়;
সংসার-সাগরে ভাসে, মত্ত মন অভিলাষে,
নাহি জানে অভিলাষ সকলি ফুরায়,
কে তুমি কোথায় যাও, কিবা আকাঙ্ক্ষায়!

৩

শক্তির প্রভাবে চলে সংসার প্রবীণ,
কে জানে এ প্রবীণ বা ক্ষীণ;
আমি মত্ত তুমি মত্ত, না জানি কি আছে তত্ত্ব,
তত্ত্বহীন সাধ নহে তত্ত্বের অধীন,
ধীরে বহে কাল, ধীরে ব'য়ে যায় দিন।

৪

কত কথা আজি মম উদয় স্মরণে,
সে স্মরণ ভাসে মাত্র মনে;
পুলকে প্রমদা সঙ্গে, ছিনু কভু রস-রঙ্গে,
না রবে সে দিন, কেবা ভেবেছিল ক্ষণে,
যত্নের রতন ফেলে যাবে অযতনে।

৫

উদয় এ ভাব আজি দশমীর দিনে,
মত্ত প্রাণ বদ্ধ কার ঋণে;
দেখ চেয়ে একবার, ঘুচাও সংসার-ভার,
চর্চ্চায় সময়ে চর্চ্চা শোভিত প্রবীণে,
আজি অসহায় তুমি শক্তির বিহনে!

নটের উক্তি

লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।
পরের বেদনা হায়, পরে কি বুঝিবে তায়,
হায় রে ব্যথার ব্যথী আছে কোন্ জন!
অন্তঃপুরে যার তরে, সতত যতন করে,
অভিনেতা অনায়াসে দেয় বিসর্জ্জন;
যায় ধন-প্রাণ-মান, সুখ-সাধ অবসান,
পরের প্রীতির তরে আত্ম-সমর্পণ।
চির পর-আরাধনা, সহকারী বারাঙ্গনা,
কে কোথায় রাখে তার মান?
অনুগ্রহ-প্রার্থী জন, কে কোথায় পায় ধন,
রজনীর জাগরণ নিত্য হরে প্রাণ।
তিরস্কার পুরস্কার, কলঙ্ক কণ্ঠের হার,
তথাপি এ পথে পদ ক'রেছি অর্পণ;
রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি,
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।

চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত